কেশব বাবুর গুপ্তকথা

বা

পূর্ব্ববঙ্গের জলদস্যুর ইতিবৃত্ত।

হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে
চিত্রিনু চরিত্র——দেব সরস্বতী বরে;
কৃপানেত্রে হের একবার।
শেষে বিবেচনা মতে ——
তিরস্কার কিম্বা পুরস্কার যাহা দিবে,
নতভাবে ল'ব শিরঃ পাতি।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়।

শ্রীকালীকুমার দত্ত প্রণীত।

---

১১ নং নারিকেলবাগান ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅমৃতলাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Calcutta:
PRINTED AT THE "FINE ART PRESS" BY A. C. PAUL,
32, Guranhatta Street.
1908.

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

ভক্তি-উপহার।

দীনজনপ্রতিপালক গুণরাজিবিভূষিতপূজ্যপাদ

শ্রীল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

ভূম্যধিকারী মহোদয় শ্রীপাদসরোজযুগলেষু

যাঁহার পবিত্র নাম স্মৃতিমাত্র অন্তর সাত্বিকরসে আপ্লুত হয়, যাঁহার যশঃসৌরভে দিগন্ত আমোদিত, পরদুঃখে যাঁহার হৃদয় কাতর, যাঁহার শান্তিপ্রকৃতি শুভদর্শনীয়, বিদ্যার অনুশীলনে যিনি সর্ব্বদা ব্যগ্র, যাঁহার নিকট গুণীর গুণের সমাদর হয়, তাঁহার পবিত্রনামেই বিচক্ষণগণ গ্রন্থাদি উৎসর্গ করেন, তাদৃশ উদারচেতা মহানুভবের হস্তেই ভক্ত্যুপহার, প্রীত্যুপহার প্রভৃতি অর্পণ করিয়া লোকে সুখী ও কৃতার্থম্মন্য হয়, এই জন্যই—প্রকৃতসদ্‌গুণাবলীর আধার বলিয়াই ভবদীয় পবিত্রনামে এই ক্ষুদ্রগ্রন্থখানি উৎসর্গ করত আপনার সুপবিত্র করকমলে ভক্ত্যুপহারস্বরূপ সমর্পণ করিলাম। ক্ষুদ্রজনপ্রদত্ত ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রতি আপনার কৃপাকটাক্ষ নিপতিত হইলেই কৃতার্থম্মন্য ও অনুগৃহীত হইব নিবেদনমিতি।

প্রণত-দীন

শ্রীকালীকুমার দত্ত।

ভূমিকা।

"এস মা কল্পনা, মম মানস-আসনে,
পূর্ণ কর অভিলাষ, চাহ অকিঞ্চনে।
রচনা-সাগরে যাই নাহি হেন তরী,
তুমি যদি কৃপা কর তবে তাহে তরি।"

সর্ব্বসাধারণের সমীপে সানুনয় নিবেদন এই যে, আমরা দেখিতে পাই, বিশ্বস্রষ্টার এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া জীবগণ কতরূপ খেলা খেলিতেছে, কিন্তু বিশ্বপাতার বিশ্বসংসারে কোন্ খেলা শ্রেষ্ঠ, কোন্ খেলাই বা নিকৃষ্ট, সে বিষয় কি কেহ কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সংসার-খেলাকেই নীতি ও যুক্তিসঙ্গত শ্রেষ্ঠ খেলা বলিয়া অস্মদ্দেশীয় পুরাকালের মুনি-ঋষি মহাত্মগণ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। এই সংসার-খেলার বিষয় লিখিয়া অনেক 'কবি' জগতীতলে যশস্বী, কুবের সদৃশ সম্পত্তিশালী এবং মানব-সমাজে মহান্ পুরুষ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া, ইহজীবনে ধরাধামে কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া, জীবনান্তে কর্ম্মক্ষেত্রে বিজয়পতাকা উড়াইয়া যাইতেছেন। তাই বলি, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব্বে কেহ যশস্বী হইতে পারে না। জীব যখন লীলাময়ের এই লীলাক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বে জননী-জঠরে জন্মগ্রহণ করে, তখন কেবল সেই সর্ব্বমঙ্গলময় জগৎকর্ত্তার ধ্যানেই নিমগ্ন থাকে; পরে যখন জীবগণ সেই কর্ম্মবন্ধ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি বিস্মৃত হইয়া বিশ্বব্যাপিনী মহামায়ার মোহপাশে বিজড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করে, তখন হইতেই বুঝিতে পারে যে, সর্ব্বপ্রথমে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। তৎপরে শনৈঃ শনৈঃ স্নেহময়ী জননীর অনুপমস্নেহে লালিত-পালিত ও যত্নে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দিন দিন জনসমাজের নিকট পরিচিত হইয়া উঠে। সেইরূপ ভাবিতে হইবে, অগ্রে কেহই 'কবি' বলিয়া বিদ্বৎ-সমাজে পরিচিত হইতে পারে না। তবে আমার মত সামান্য ব্যক্তি অধিক লিখিয়া আর কি জানাইবে, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ, আমি সাহিত্যজগতে আপনাদের স্নেহ ও অনুগ্রহবাসনায় বুক বাঁধিয়া আপনাদিগের নিকট দাঁড়াইতে সাহসী হইলাম, এক্ষণে আপনারা একবার স্নেহ-দৃষ্টিতে আমার দিকে কৃপা-কটাক্ষপাত করিলেই এই দীনাত্মা লেখক আপনাকে সফলপ্রযত্ন জ্ঞান করিবে।

বিনীত নিবেদক— গ্রন্থকারস্য।

উপক্রমণিকা।

"এ জগতে এই ফুটে আছে ফুল,
এই দেখি পুনঃ শুকা'য়ে যায়;
এই গাছে গাছে ধরেছে মুকুল—
না ফুটিতে কীট কুরিয়া খায়!"

সংসারের সর্ব্বত্রই আশালতা সমন্তাৎ সর্ব্বদা বিস্তৃত রহিয়াছে। জগৎ যে কি ভাবে কি প্রকারে লোকের আশালতাকে ফলবতী করিয়া আসিতেছে, আবার সেই আশাকে যে কি করিয়া নৈরাশ্যে পরিণত করিয়া দেয়, অনেক সময়ে বহুচিন্তা——বহুগবেষণা ও বহুকল্পনাতেও তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। অহো! মোহমুগ্ধ মানবগণ আশালতায় বিজড়িত হইয়া নিরন্তর কত প্রকার অশান্তিতে মনের কষ্টে জীবনলীলা শেষ করিতেছে। কেহ হয় ত কত কষ্টে আশার সংসারে উত্তীর্ণ হইয়াও অতুল-সুখ-সম্পত্তি-ভোগে বঞ্চিত হইতেছেন; কেহ বা আশালতাকে উন্মূলিত করিতে গিয়া, সংসারচক্রে পেষিত হইয়া ক্লিষ্ট, প্রপীড়িত ও মথিত হইতেছেন; তথাপি এ সংসারে কয়জনের আশা মিটিয়াছে? ফলতঃ, জগতের গতিবিধি ধরিয়া কেহ আশালতাকে ভর করিয়া চলিতে সমর্থ হয় না; কেন না, আশার স্রোতে গা ভাসাইয়া কে কবে সফলকাম হইতে পারিয়াছেন?

আশার আদি নাই, অন্ত নাই, সীমা নাই, বিরাম নাই, স্থায়ীত্ব নাই, আশার সম্পূর্ণতাও নাই। মানবগণ আশাপূর্ণ-হৃদয়ে 'আশা আশা' করিয়া, সংসারক্ষেত্রে পতিত হইয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে অশান্ত জীবনকে চিরদিনের জন্য আশার উত্তাল-তরঙ্গে গা ভাসাইয়াও এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিশ্চিন্তচিত্তে সময় অতিবাহিত করিতে পারে না। ফলতঃ, আশা কুহকিনী; আশা মায়াবিনী; আশা ইন্দ্রজালস্বরূপিণী; আমাদের ইহজীবন-পথের কণ্টকীলতাস্বরূপা। হায়! তাহা কি আমরা কেহ কখন ভাবিয়া দেখিয়াছি? বলিতে কি, আশাই আমাদের জীবন-তরুর বজ্রকীটস্বরূপ। তাই বলি, এই দুরন্ত কীটকে যখন আমরা সমূলে বিনষ্ট করিতে পারিব, তখনই বুঝিব যে, আমাদের জীবন-পথ প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্কণ্টক, সুপ্রশস্ত ও উপদ্রবশূন্য হইল।

এ জগৎ-রঙ্গভূমে আসিয়া মানবগণ আশার পথ বিস্তৃত করিয়া তুলে।

যে পর্য্যন্ত পিতা-মাতার অনুপমস্নেহে লালিত-পালিত হওয়া যায়, যতদিন আশার অঙ্কুর হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত না হয়, ততদিন জীবগণ এক প্রকার সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনপাত করে; কিন্তু ক্রমে যখন পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনী প্রভৃতির নিকট পরিচিত হইয়া উঠে এবং বিদ্যাভ্যাস ও শৈশব-সহচরদের সঙ্গে ক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকে, এই প্রকারে ধীরে ধীরে যখন কৈশোরের সীমায় পদার্পণ করে, তখন শনৈঃ শনৈঃ আশার মোহিনীমায়া বিকাশ পাইয়া মানবগণের হৃদয়কে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তখন মানবগণ আশার সুমধুর বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া ভবিষ্যতের পথ নিবিড়তিমিরাবৃত জানিয়াও সেই দিকে শশব্যস্তে মনের আগ্রহে প্রধাবিত হইয়া থাকে। যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, কল্পনাতেও কেহ যাহার শেষ সীমা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ নহে, তাহার জন্যই মানবগণ চিরজীবন মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় তাহারই দিকে ধাবিত হইয়া পদে পদে প্রতারিত হয়; তথাপি তাহাদের সে ভ্রান্তি ঘুচে না, সে মোহ দূর হয় না। অহো! কি বিড়ম্বনা!

যাহাতে শান্তি নাই, আনন্দ নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, এমন একটা মনোবৃত্তি লইয়া অহর্নিশ মনপ্রাণকে ব্যাকুলিত রাখা যার-পর-নাই মূঢ়তার কার্য্য। মাদৃশ জনের ন্যায় সামান্য লেখকের দ্বারা এ বিষয় মীমাংসিত হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে।

অহো! লীলাময় পরমেশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবসমূহকে লইয়া অহর্নিশ কি খেলাই খেলিতেছেন। আজ যাঁহাকে রাজ-রাজেশ্বর দেখিতেছি, অদৃষ্ট-চক্রের নিপীড়নে কালি হয় ত তাঁহাকেই আবার পথের ভিখারীরূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আজি বিধি যাঁহার বৈরী, কালি হয় ত আবার তাঁহার প্রতি সদয়। মানবের সাধ্য কি যে, অনন্ত লীলাময়ের লীলার তত্ত্বনিরূপণ করিতে পারে। এই জন্যই এ জগতে এ পর্য্যন্ত কত শাস্ত্র, কত বিধিব্যবস্থা, কত দর্শন-বিজ্ঞান প্রণীত ও আবিষ্কৃত হইল ও হইতেছে; তথাপি সকলেই এ সম্বন্ধে চিরকালই মূঢ়ের ন্যায় বিমুগ্ধ হইয়া আছেন।

জগৎপাতা কখনও জগৎকে আলোকদানে আলোকিত করেন, আবার হয় ত সেই জগৎকেই অন্ধকারে সমাবৃত করিয়া ফেলেন। তাই ভাবিয়া দেখিতে গেলে, মানবমাত্রের পক্ষেও সংসার এইরূপ কুহেলিকাময়। কখন সংসারে

আলোকস্বরূপ, আবার পরক্ষণে সেই সংসারে অন্ধকারময় হইয়া যায়। তবুও ভাগ্যহীন মানব মূঢ়ভাবেশে জগতের এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া জগৎস্রষ্টার কার্য্যে দোষারোপ করে; কিন্তু তাহারা বুঝে না যে, ইহাতে জগৎস্রষ্টার কোন দোষ নাই। সকলই মানবগণের কৃতকর্ম্মের ফলের পরিণাম! মানবগণ লীলাময়ের এই লীলাক্ষেত্রে আসিয়া কত কার্য্যই করিতেছে, যতদিন তাহারা সংসার-সুখের মোহে জড়িত থাকে, ততদিন তাহারা পলকের জন্যও সেই বিপদহারী ভবভয়মোচনকারী দীনবন্ধুর নাম দিনান্তে একবার মুখে উচ্চারণ করে কি না সন্দেহ। জগদীশ্বর! তুমি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবকে লইয়া কতরূপে কত লীলা করিতেছ, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে সক্ষম? ইচ্ছাময়, যদি মানবগণকে লইয়া এইরূপে লীলাখেলার বাসনা থাকে, তবে তোমার লীলাক্ষেত্র হইতে যে দিন তাহাদের খেলার অবসান হইবে, সেই শেষের দিনে তোমার রাঙ্গাচরণ দুখানি দেখাইতে বঞ্চিত করিও না, ইহাই এক-মাত্র প্রার্থনা।

কেশব বাবু সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া অবধি মহা আনন্দ-সাগরে ভাসমান ছিলেন; দুঃখ-শোক ভ্রমেও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। এইরূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়। কিন্তু নিয়তি যে কালিমামূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে; তাহা তিনি ভ্রমেও একবার ফিরিয়া দেখেন নাই। দুরদৃষ্ট যে কালচক্ররূপে তাঁহার গন্তব্য পথের গতিরোধ করিতে আসিবে, তাহা তিনি একদিনের জন্যও অন্তরে চিন্তা করেন নাই। তিনি যাঁহার আহ্লাদে আহ্লাদিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে মনের উল্লাসে এ সংসারে সুখ-স্বচ্ছন্দে দিনযামিনী অতিবাহন করিতেন, সেই ভালবাসার পাত্রীকে নিষ্ঠুরকাল হরণ করিয়া লইতে যে উদ্যত হইতেছে, তাহা তিনি কখন স্বপ্নেও মনে স্থান দেন নাই। ইহজীবনের সুখ-সুবিধা, আশা-ভরসা, আমোদ-প্রমোদ, স্নেহ-মমতা, ভালবাসা প্রভৃতিকে তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত করিবার মানসে কালরূপ দানব আসিয়া তাঁহার হৃদয়-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে যে তথা হইতে নির্দ্দয় হইয়া চিরদিনের জন্য অপসারিত করিবে, তাহা তিনি ক্ষণকালের নিমিত্তও ভাবেন নাই।——

বিনীত নিবেদক—গ্রন্থকারস্য।

কেশব বাবুর গুপ্তকথা

বা

পূর্ব্ববঙ্গের জলদস্যুর ইতিবৃত্ত।

প্রথম স্তবক।

গ্রন্থারম্ভ।

"কে রে! আমার সুখের কাননে
এ ঘোর আগুন জ্বালিয়া দিল?
হা বিধি! তোমার এই ছিল মনে
এই কি আমার কপালে ছিল।"

পূর্ব্ববঙ্গে পাঁচগোলা নামক একটি বিখ্যাত গ্রাম ছিল। কালক্রমে গ্রামখানি আরিয়ালখাঁ নদের করাল কবলে লয়প্রাপ্ত হয়। গ্রামখানিতে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস বলিয়া প্রসিদ্ধ। কালমাহাত্ম্যে তাঁহাদের বংশধরগণ স্বদেশ ছাড়িয়া কে কোথায় যে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন, তাহার বিশেষ কোন সন্ধান নাই। কেশব বাবুর পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ গ্রামেই বাস করিতেন; নদীতে গ্রামখানি ভাঙ্গিয়া লওয়ার পর, তাঁহার প্রপিতামহ রামনারায়ণ রায় মহাশয় এই স্থানের দুই ক্রোশ দূরে, পশ্চিম ও দক্ষিণ-কোণে একটি বিলের দক্ষিণ পারে যে একটি জঙ্গলময় স্থান ছিল,

জমীদারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া, বসতবাড়ী ও বাগিচা জমা সমেত পঞ্চাশ বিঘা জমি বার আনা নিরীখে প্রত্যেক বিঘা ধার্য্য করিয়া, কায়েমীসত্ব লিখিয়া লইয়া, সেই সমস্ত জঙ্গল কর্ত্তন করাইয়া, তথায় বাসোপযোগী বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া, বসবাস করিতে লাগিলেন। ঐ জমিতে যে সমস্ত উপসত্ব হইত, তদ্দ্বারা মহাসুখে সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যয় হইয়াও বাৎসরিক তাঁহার কিছু কিছু সঞ্চয়ও থাকিত। এইরূপ ভাবে বহুদিন অতীত হইল, রামনারায়ণ বাবু অনেক টাকা জমাইলেন। পরিবারের মধ্যে তিনি আর তাঁহার স্ত্রী। তাঁহার যখন চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাঁহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিল। যথাসময়ে পুত্রের নাম রাধাকৃষ্ণ রায় রাখিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই পুত্রটি বাঙ্গালা লেখা-পড়ায় দস্তুরমত শিক্ষিত হইল; পুত্রের যখন অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন রামনারায়ণ বাবু তাহার বিবাহ দিবার কল্পনা করিলেন। অনতিবিলম্বেই নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামবাসী শিবচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির হইল। রামনারায়ণ বাবু শুভদিনে ও শুভলগ্নে মহাসমারোহের সহিত শুভকার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়া সংসারের ভার পুত্রকে দিলেন; পুত্রও সমস্ত জমি-জমা বুঝিয়া লইয়া রীতিমত সংসার চালাইতে লাগিলেন।

বিবাহের দুই চারি বৎসর পরেই রামনারায়ণ বাবুর মৃত্যু হইল। তখন সংসারে রাধাকৃষ্ণের মাতা ঠাকুরাণী ও স্ত্রী রহিলেন। পিতার শ্রাদ্ধে তিনি যথারীতি ব্যয় করিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, তাঁহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিল। রাধাকৃষ্ণ বাবু অপত্যস্নেহে জড়িত হইয়া সংসার-ধর্ম্মে মন-প্রাণ নিয়োগপূর্ব্বক সংসারকেই সার জ্ঞান করিতে লাগিলেন। নবজাত পুত্রের নাম হইল গোলোকনারায়ণ রায়। ক্রমে গোলোকনারায়ণ রায় পিতা ও মাতার অনুপম স্নেহে ও যত্নে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিছুদিন পরে রায় মহাশয়ের আর একটি পুত্র-সন্তান জন্মিল। তাহার নাম স্বরূপনারায়ণ রায়। এইরূপে দুইটি পুত্র জন্মিলে, রায় মহাশয়ের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এই দুই পুত্রের বিদ্যা-শিক্ষা দিবার জন্য তিনি নিজ বাড়ীতে পাঠশালা স্থাপিত করিলেন। এই সুযোগে অনেক গরীব দুঃখীর সন্তানেরও বিদ্যা-শিক্ষার উপায় হইল।

রাধাকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের পুত্র দুইটি বাঙ্গালা লেখা-পড়ায় রীতিমত শিক্ষিত হইলেন।

কিছুদিন পরে রায় মহাশয়ের আর একটি কন্যা-সন্তান জন্মিল; কন্যার নাম হইল তিলোত্তমা। কন্যাটিকে রূপ-লাবণ্যময়ী, লক্ষ্মী-স্বরূপিণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইরূপে পুত্রকন্যা লইয়া রায় মহাশয় সংসার-সুখে পরম সুখী হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

কতিপয় বৎসর অতীত হইলে রাধাকৃষ্ণের মাতা ঠাকুরাণী কালগ্রাসে পতিত হইলেন। মাতার পারলৌকিক কার্য্যে তিনি যথাশক্তি ব্যয় করিলেন। তৎপরে পুত্রকন্যা লইয়া সংসার-সুখে জড়িত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে তিলোত্তমার বিবাহের বয়স উপস্থিত। কন্যার বিবাহ দিবার জন্য পিতা পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ঘটক প্রেরিত হইল। তিলোত্তমার রূপ-লাবণ্যের কথা দেশ-বিদেশে বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল। যে গ্রামে ঘটক যাইয়া রায় মহাশয়ের কন্যা তিলোত্তমার সম্বন্ধের কথা উপস্থিত করেন, সেই গ্রামে যাঁহার যাঁহার পুত্রটি ভাল, তাঁহারাই সম্বন্ধ করিতে চান; তন্মধ্যে নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে মিত্রবংশীয় একটি পরমসুন্দর পাত্র দেখিয়া আসিয়া, ঘটক রায় মহাশয়কে সংবাদ দিলেন; রায় মহাশয়ও পাত্র দেখিতে ঘটকের সহিত চলিলেন। যথাসময়ে তিনি পাত্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া পাত্রটি দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়দের সহিত কথাবার্ত্তা ধার্য্য করিয়া, বিবাহের দিনস্থির করিয়া আসিলেন।

পাত্রটির নাম ব্রজকিশোর মিত্র। তাঁহার পিতা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক। আমরা যে সময়ের কথা বিবৃত করিতেছি, তৎকালে পল্লীগ্রামস্থ ভদ্রলোক মাত্রেই পরের চাকরী স্বীকার করিতেন না এবং বিদেশে যাইতেও ইচ্ছা করিতেন না। দেশের মধ্যে থাকিয়া যদি দু' টাকা কিম্বা পাঁচ টাকার মাসিক বেতনের চাকরী পাইতেন, তদ্দ্বারাই এক প্রকার সুখে দুঃখে সংসার চালাইতেন।

দেখিতে দেখিতে তিলোত্তমার বিবাহের শুভদিন উপস্থিত। শুভদিনে

ও শুভলগ্নে মহাসমারোহের সহিত শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। রায় মহাশয় উপযুক্ত পাত্রে কন্যা দান করিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন। অতঃপর দুই চারি বৎসর গত হইলে, তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া পরধামে প্রস্থান করিলেন।

গোলোকনারায়ণ রায় মহাশয় পিতার শ্রাদ্ধে যথাশক্তি অর্থ ব্যয় করিলেন। তখন তাঁহার সংসারে মাতা ঠাকুরাণী ও কনিষ্ঠ সহোদর বর্ত্তমান। তিলোত্তমা বিবাহের পর দুইবার মাত্র পিতৃগৃহে আসিয়াছিলেন। গোলোক-নারায়ণ রায় বাঙ্গালা লেখা-পড়ায় বিলক্ষণ সুশিক্ষিত। কি প্রকারে তিনি সংসারে উন্নতি লাভ করিবেন, সেই চিন্তাই তাঁহার মনোমধ্যে দিবারাত্রি শনৈঃ শনৈঃ উদিত হইতে লাগিল।

পূর্ব্ববঙ্গে তখন স্থানে স্থানে নীলের কুঠী স্থাপিত ছিল; সুতরাং অনেক-গুলি ভদ্রসন্তানের অন্নসংস্থানের সুবিধা হইল। নীলকুঠীতে রায় মহাশয়ের জামাতা মিত্র মহাশয়ের একটি চাকরী জুটিল। মাসিক এক শত টাকা বেতন। বেতন ব্যতীত মাসিক প্রায় পাঁচ শত টাকা অতিরিক্ত উপার্জ্জন হইতে লাগিল। সুতরাং দুই চারি বৎসরের মধ্যেই মিত্র মহাশয় বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী হইলেন।

কালের কি বিচিত্র গতি! সহসা তিলোত্তমা বাতশ্লেষ্মাঘটিত জ্বরে আক্রান্ত হইয়া, পতিগৃহ অন্ধকার করিয়া, ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। তখন মিত্র মহাশয়ের সংসারে কেবল মাত্র তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী বর্ত্তমান। তিলোত্তমার মৃত্যুর পর হইতেই সংসারের উপর মিত্র মহাশয়ের বিরাগ জন্মিল; দারান্তরগ্রহণেও তিনি পরাঙ্মুখ হইলেন। এইরূপে বৎসরাধিক সমতীত। পরন্তু অবশেষে দশজনের প্ররোচনে এবং বৃদ্ধা মাতার নিতান্ত অনুরোধে অগত্যা তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে সম্মত হইতে হইল।

জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন, তাঁহারা পরামর্শ করিয়া উপযুক্তা পাত্রীর অনুসন্ধানে দেশ-বিদেশে ঘটক প্রেরণ করিলেন। যে কোনও গ্রামে ঘটক যাইয়া তাঁহার সম্বন্ধের কথা উত্থাপিত করিলেই যাঁহার যাঁহার বিবাহযোগ্যা সুলক্ষণা কন্যা আছে, তাঁহারাই তৎক্ষণাৎ সম্বন্ধ করিতে ইচ্ছা

প্রকাশ করিলেন। তন্মধ্যে কোন এক গ্রামের রামহরি ঘোষ মহাশয়ের সুলক্ষণবতী কন্যার সহিত সম্বন্ধ ধার্য্য করিয়া, ঘটক মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া সংবাদ দিলেন। তখন কর্ত্তৃপক্ষীয় জ্ঞাতিবান্ধবগণ যথাসময়ে কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে যাইয়া পাত্রী দর্শনান্তে পরম সন্তোষলাভ করিলেন; দুই দিবস পরেই মিত্র মহাশয়ের শুভ-বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল।

মিত্র মহাশয় বিবাহ করিয়া পুনরায় নব-উদ্যমে সংসারধর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন এবং সমাজমধ্যে মহাসম্মানের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এমন কি, অবস্থানুযায়ী রীতিমত ঘর-বাড়ী করিয়া, যখন যে কার্য্য উপস্থিত হয়, তাহা করিতে ত্রুটি করিলেন না। কিছুদিন পরে মহামায়ার মহাপূজা আরম্ভ করিলেন।

মিত্র মহাশয়ের বিবাহের পর হইতে ক্রমেই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি সুখ-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কাল-সহকারে তাঁহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিল। পুত্রের কল্যাণার্থ তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও দীন-দুঃখীদিগকে অকাতরে বহু অর্থদান করিলেন। পুত্র-সন্তানটি মাতা ও পিতার অনুপম স্নেহে দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। পুত্রের নাম হইল কৃষ্ণকুমার মিত্র। সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম হইবামাত্র কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী কোন এক গ্রামের দুর্গাদাস ঘোষ মহাশয়ের পঞ্চমবর্ষীয়া পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ হইল। পুত্র ও বধূ লইয়া পিতা আমোদ-আহ্লাদে সংসারধর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় স্তবক।

নীলকুঠী-ভঙ্গ।

"অস্ত্র-পরাক্রান্ত হও বিশারদ,
রণরঙ্গরসে হও রে উন্মাদ—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।"

বহুকালের কথা, পূর্ব্ববঙ্গে যখন নীলকুঠী ছিল, তখন নীলকরেরা প্রজার উপর দারুণ অত্যাচার করিত। যদি কোন প্রজা একখানি জমিতে রবিফসল বপন করিয়াছে, এমন কি, ঐ জমিতে গাছ প্রায় অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও বলপূর্ব্বক উৎপাটিত করত নীলকরেরা পুনর্ব্বার চাষ করাইয়া নীল বুনাইয়া লইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, তাঁহারা উপযাচক হইয়া প্রজা-মহলে দশ কুড়ি টাকা প্রত্যেক প্রজাকে দাদন দিয়া আয়ত্তাধীনে রাখিত; কিন্তু প্রজাবর্গের মধ্যে কেহই টাকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিত না, তবুও তাহাদিগকে টাকা গছাইয়া দেওয়া হইত। ঐ গচ্ছিত টাকা কোন অংশে কোন কালেই আর পরিশোধ হইত না। যে বৎসর যত নীল জমিতে উৎপন্ন হইত, কুঠীর কর্ম্মচারিগণ তৎসমুদয় কর্ত্তন করাইয়া তাহাদের আয়ত্তাধীনে লইয়া যাইত; প্রজাবর্গকে পারিশ্রমিক যৎকিঞ্চিৎমাত্র দিত। এইরূপ অত্যাচারে প্রজামহল নিতান্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। প্রজারা জমিদারের কাছারীতে এ বিষয় নিবেদন করিলে, তাঁহারা বিশেষ কোন উত্তর দিতেন না, কেবল হাঁ হুঁ বলিয়াই প্রজাদের মনে সন্তোষ জন্মাইয়া বিদায় দিতেন।

জগৎ যে স্বার্থপর, এ কথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। প্রজারা যে কার্য্যসাধনের জন্য কাছারীতে যাইত, তাহার কিছুই ফল

ফলিত না। অধিকন্তু ইহাতে কাছারীর নায়েব, মুহুরী, গোমস্তা প্রভৃতি কর্ম্মচারিমাত্রেই বিশেষ অর্থলাভের চেষ্টা দেখিতেন। এইরূপ ভাবে বহুকাল অতীত হইল, কিছুতেই আর প্রজার মঙ্গল দৃষ্ট হইল না। তবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই একদিন না একদিন আছেই আছে। যখন পাপ চতুষ্পাদপরিপূর্ণ হইল, তখন আর তাহার সমুচিত ফল কোথায় যায়?

কুঠীর নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে প্রায় দুইশত ঘর চণ্ডালজাতির বাস ছিল; তাহারা সংখ্যায় প্রায় সহস্রাধিক। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি একখানি জমিতে তরমুজ ও ফুটীর গাছ বসাইয়াছিল। ঐ সকল গাছ ফুল-ফলে দিব্য ফলবান্ হইলে, তদবস্থায় কুঠীর কর্ম্মচারিগণ বলপূর্ব্বক সেই সকল গাছ উৎপাটিত করাইয়া, "যদি ঐ জমিতে চাষ দিয়া নীল বুনান না কর, তবে তোমাদের ভবিষ্যতে ভারী অমঙ্গল ঘটিবে" এই বলিয়া হুকুম প্রকাশ করিত।

এইরূপ মর্ম্মান্তিক অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া গ্রামস্থ সকলে মোড়লের বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং এই উপস্থিত ঘটনা তাহাকে জ্ঞাত করাইল। মোড়ল শুনিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিল,—"আমার একার সাধ্য নাই, তোমরা সকলে যোগদান করিলে বোধ হয় ইহার রীতিমত ব্যবস্থা করিতে পারি।" তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল,—"মোড়ল মহাশয়! আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন, তাহাই করিতে আমরা বাধ্য।"

মোড়ল মহাশয় সকলের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিল,—"অদ্য রাত্রি এক প্রহরের পর নীলকুঠীতে প্রবেশ করিতে হইবে, যাহাকে যে অবস্থায় পাইবে, তাহাকেই তাহার জীবনমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া নিদারুণ প্রহার করিবে। যেখানে যে কিছু জিনিসপত্র থাকে, তৎসমস্ত একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে এবং কুঠীবাড়ী আমূল ভাঙ্গিয়া সমভূমি করিয়া, তথায় চাষ দিয়া তরমুজ-ফুটীর গাছ বসাইবে।"

এই উত্তেজনাপূর্ণ কথা শুনিয়া চণ্ডালবর্গ একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। এই সংবাদ পাইয়া দুই চারি গ্রামের মুসলমানও আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিল। তখন উভয় দলের লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ ছয় হাজারে পরিণত হইল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রহরাতীত হইল। কুঠীবাড়ীতে লোকসংখ্যা মোটের উপর চল্লিশ কি পঞ্চাশ জন মাত্র বিদ্যমান। রাত্রিতে সকলেই নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় স্বীয় সুখশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত। সে দিন কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। চণ্ডালেরা দলবলে সজ্জিত হইয়া প্রায় শতাধিক মশাল হস্তে নীলকুঠীর অভিমুখে যাত্রা করিল। দেখিতে দেখিতে নীলকুঠীর সদরদরজায় উপস্থিত। অনতিবিলম্বে উত্তেজিত লোকসমূহ সদরদরজা ভাঙ্গিয়া কুঠীমধ্যে প্রবেশ করিল; কতিপয় লোক সিঁড়ি দিয়া একেবারে উপরে গিয়া উঠিল। যে কক্ষে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সস্ত্রীক সুখশয্যায় নিদ্রা যাইতেছিলেন, সর্ব্বাগ্রে দরজা ভাঙ্গিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। পরে তাহারা তাঁহা-দিগকে প্রহার করিতে করিতে উপর হইতে নীচে নামাইয়া আনিল। এ দিকে দশ বারজন বলিষ্ঠ লোক তাঁহাদিগকে ধরাধরি করিয়া, প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া, দুই ক্রোশ দূরে একটা বালির চড়ার উপর রাখিয়া আসিল। অন্যান্য কর্ম্মচারিগণেরও ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল। অবশেষে প্রপীড়িত উত্তেজিত প্রজারা কুঠীবাড়ী ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল, এমন কি, তথায় একখণ্ড ইষ্টকমাত্রও অবশিষ্ট রহিল না। তৎপরে তাহারা রাত্রির মধ্যেই লাঙ্গল দ্বারা চষিয়া তথাকার জমি সমভূমি করিয়া, প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই আবার স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

ঐ সকল চণ্ডালজাতির বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী একটি নদীতীরে এই কুঠীবাড়ী ছিল। কুঠীবাড়ীটি চারি পাঁচ বিঘা জমির উপর স্থাপিত। রাত্রিকালের এই সমস্ত ঘটনা অন্য কোন গ্রামের লোকে একেবারেই জানিতে পারে নাই। কুঠীতে যে সকল ভদ্রলোক চাকরী করিতেন, তাঁহারা যথাসময়ে আসিয়া বিস্মিত হইলেন; কোথায় যে কুঠীবাড়ী ছিল, তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। এই বিস্ময়জনক ব্যাপারে হতসংজ্ঞবৎ হইয়া তাঁহারা ভীতিবিহ্বলচিত্তে প্রাণাশঙ্কায় পলায়নপরায়ণ হইলেন।

পরদিন কুঠী-ভঙ্গের সংবাদ অন্য কুঠীর লোকেরা জানিতে পারিলেন। তাঁহারা অবিলম্বে থানায় এই সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। যথাসময়ে থানা হইতে দারোগা জমাদার ও কয়েকজন কনেষ্টবলের সহিত ঐ কুঠীবাড়ীতে আসিলেন। তাঁহারা যথাসময়ে সেই ভাঙ্গা কুঠীবাড়ীতে যাইয়া দেখিলেন,

তথায় যে কখনও কুঠীবাড়ী অবস্থিত ছিল, তাহার এমন কোন নিদর্শন তাঁহারা পাইলেন না। পুলিসকর্ম্মচারিগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; অগত্যা সকলে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন।

যে সমস্ত বিদেশীয় কর্ম্মচারী উক্ত কুঠীবাড়ীতে নিদ্রা যাইতেছিল, উত্তেজিত চণ্ডালেরা তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে দূরে জঙ্গলের মধ্যে রাখিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু একস্থানে দুইজনকে রাখে নাই। অনেকেই সেই প্রহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। যাহারা জীবিত ছিল, চিকিৎসা দ্বারা তাহারা আরোগ্যলাভ করিল বটে, কিন্তু ছয় মাসের পূর্ব্বে কেহই শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও তাঁহার স্ত্রীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

ক্রমে দেশ-বিদেশে এই দুর্ঘটনা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তদানীন্তনকালে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে এক একটি করিয়া কুঠীবাড়ী ছিল। এইরূপ দশ বারটি কুঠীবাড়ী যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। নীলকরেরা এ পর্য্যন্ত নিরীহ প্রজাবর্গের বিস্তর অনিষ্টসাধন করিয়া আসিতেছিল, ন্যায়বান্ পরমেশ্বর আর অত্যাচার দেখিতে পারিলেন না, কাজেই পরিশেষে অকস্মাৎ এই ঘটনা ঘটিয়া পড়িল।

অন্যান্য কুঠীবাড়ীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা সস্ত্রীক বসবাস করিতেছিলেন; তাঁহারা এই দুর্ঘটনার পর, দুই চারি দিবসমধ্যে প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। এই সুযোগে নিম্ন-কর্ম্মচারিগণ টাকা পয়সা নগদ যাহা কিছু পাইলেন, তৎসমস্ত আত্মসাৎ করিলেন। কুঠীবাড়ীর আসবাবপত্র ক্রমে ক্রমে লুঠ হইয়া গেল।

এ দিকে উত্তেজিত চণ্ডালেরা পুনরায় রাত্রিকালে দলবল লইয়া পাঁচ ছয়টি কুঠীবাড়ী ক্রমে ক্রমে দশ কুড়িদিনের মধ্যে ভাঙ্গিয়া, তথাকার ইষ্টকাদি কতক নদীতে কতক বা দূরবর্ত্তী নিবিড়জঙ্গলে নিক্ষেপ করিল; পরে লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিয়া, তৎসমস্ত স্থান সমভূমি করিয়া ফেলিল। এমন কি, সেই সেই স্থানে সরিষা পর্য্যন্ত বুনাইয়া দিল; তথায় যে কুঠীবাড়ী ছিল, তাহার কিছু-মাত্র চিহ্নও রাখিল না। তদবধি তথাকার প্রজাবর্গ নিষ্কণ্টকে চাষ-আবাদ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

প্রবাদ আছে, নীলকুঠী ভাঙ্গা অবধি কোন বিদেশী লোক সে অঞ্চলে আর চাকরী স্বীকার করিতে বা তথায় যাইতে সাহসী হইতেন না। কোন্ কোন্ ব্যক্তি এই সকল কাণ্ড করিল, তাহার আর সন্ধান হইল না; মিত্র মহাশয়ের নীলকুঠীর চাকরী করাও তদবধি শেষ হইয়া গেল। সেই অবধি তিনি নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। এই ঘটনার এক বৎসর পরে, নিজ বাড়ীর পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া তাঁহার পুত্রবধূটির মৃত্যু হয়। কিছুদিন পরে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ঠাকুরাণীও কালের করাল কবলে নিপতিত হইলেন। এইরূপ বিপদের উপর বিপদ্ উপস্থিত হওয়াতে মিত্র মহাশয় মনের অশান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। মাতা ঠাকুরাণীর পারলৌকিক কার্য্যে তিনি প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করিলেন। দিনের পর দিন গত হইতে লাগিল। পুনরায় তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে কল্পনা করিলেন। তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীর সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিনও আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাতেও তিনি যথারীতি অর্থব্যয় করিলেন। পূর্ব্বে যে বংশে তাঁহার পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল, তদ্‌বংশীয়া দশমবর্ষীয়া রূপবতী একটি কন্যার সহিত শুভদিনে শুভলগ্নে তাঁহার পুত্রের পুনঃ পরিণয় সম্পাদিত হইল। তখন মিত্র মহাশয় এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন। অনন্তর দীর্ঘকাল সংসারধর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া তিনি অনিত্যদেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নিত্যধামে প্রস্থান করিলেন। তখন কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় পিতৃহীন হইয়া নিতান্ত বিপদে পড়িলেন। তিনি যথাসময়ে রীতিমত পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত সংসার চালাইতে লাগিলেন। সংসারে যে সমস্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ছিল, তাহাও তিনি সেইরূপ প্রণালীতে সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। আজি পর্য্যন্তও তিনি পিতৃনাম বজায় রাখিয়া সমস্ত কার্য্যই যথাযথ সম্পাদনপূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

তৃতীয় স্তবক।

নৌকাতে ডাকাতি!

"চলেছে তরণী প্রসাদ-পবনে—
কোথা হতে আসি দস্যু দুরাচার
হরি ধনরাশি নাশিল ব্রাহ্মণে।"

পূর্ব্বকালে পল্লীগ্রামমাত্রেই যখন তখন চুরি ডাকাতি হইত। দস্যুগণ অবাধে যখন ইচ্ছা দস্যুবৃত্তি করিত। দস্যুরা রীতিমত দণ্ড পাইত না বলিয়াই মানীর মান রক্ষা হইত না। এমন কি, কাহারও স্ত্রী বা কন্যাকে রূপবতী দেখিলে, দুর্ব্বৃত্তেরা বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া পাশব অত্যাচারের একশেষ করিত; হয় ত সদয় হইয়া কাহাকেও বাড়ীতে ফিরাইয়া দিত, নচেৎ আজীবন স্বীয় আয়ত্তাধীনে রাখিত। তদানীন্তনকালে এইরূপ অত্যাচার পল্লীগ্রামে প্রায়ই দৃষ্ট হইত। এই সমস্ত অত্যাচারি-দিগকে রীতিমত শাসিত করিবার কোন উপায়ই ছিল না। প্রবাদ আছে, তৎকালে ডাকের সুবন্দোবস্ত ছিল না, রেল বা ষ্টীমারও ছিল না, নৌকাযোগে দেশ-বিদেশের সংবাদ বহুবিলম্বে পাওয়া যাইত।

পূর্ব্ববঙ্গের কেহ কলিকাতা সহরে আসিতে ইচ্ছুক হইলে একমাস পূর্ব্বে আত্মীয়-কুটুম্বের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। প্রত্যেক গ্রামে দুই চারিখানা মাত্র নৌকা ছিল, তদ্‌যোগে কলিকাতা সহরে লোক ও সংবাদ প্রেরিত হইত। পথও যে মহাভীতিপূর্ণ ছিল, তৎবিষয় ক্রমে বর্ণনা করা যাইতেছে।

অনেকেই মধুমতী নদীর নাম শুনিয়াছেন, অনেকে প্রত্যক্ষও করিয়া-ছেন। এই নদী দিয়া নৌকা বাহিয়া আসিতে হইলে, তৎকালে জীবনের আশা এক প্রকার ত্যাগ করিতে হইত। তন্মধ্যে অষ্টাদশটি

বাঁক আছে। এক একটি বাঁক দিয়া নৌকা বাহিয়া আসিলে, এক-দিনের কমে তাহা অতিক্রান্ত হইত না। এ দিকে স্নানার্থ জলে নামিলে, অমনি কুম্ভীরে গ্রাস করিয়া ফেলিত; তীরে উঠিলে শার্দ্দূলের কবলগত হইতে হইত। নদীর দুই কূল নিবিড় জঙ্গলময়। তাহার উপর জলদস্যুর বর্ণনাতীত দৌরাত্ম্য! বিদেশগামিনী নৌকা দেখিলেই তাহাতে কিছু প্রাপ্ত হউক বা না হউক, অগ্রেই আরোহিদিগের জীবন-নাশ করিত; যাহা কিছু পাইত, তাহাই আত্মসাৎ করিয়া নৌকা লইয়া চলিয়া যাইত।

কিংবদন্তী আছে, গংখালি নামক একখানি গ্রাম ডাকাইতদের একটি প্রধান আড্ডাবাড়ী। গ্রামে এক বৃহদাকার অগাধসলিলা পুষ্করিণী বিদ্যমান। পুষ্করিণীটি দীর্ঘে পাঁচশত, বিস্তারে তিনশত এবং চতুষ্পাড় উর্দ্ধে দশহস্ত। চারিপাড়ে নিবিড় জঙ্গল, একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ পথ। পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ে একটি মন্দির, তন্মধ্যে ভীমদর্শনা কালীমূর্ত্তি বিরাজমান। মূর্ত্তিটি উর্দ্ধে আটহাত। মন্দির বহুকালের জীর্ণ; কালীর করালমূর্ত্তি দেখিলে সহজেই ভয়ে জড়সড় হইতে হয়। দস্যুগণ বিদেশী পান্থদিগকে ধরিয়া আনিয়া দেবীসকাশে নরবলি দিত। কথিত আছে, যাহাদিগকে নরবলি দেওয়া হইত, দস্যুরা তাহাদের ছিন্ন মস্তকগুলি পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিত, শিরঃশূন্য দেহ হয় নদীগর্ভে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিত, না হয় জঙ্গলে নিক্ষেপ করিত। এই স্থানটির কথা স্মরণ হইলে, এখনও অনেকে রোমাঞ্চিত হন। ঐ ভীমা পুষ্করিণীর অস্তিত্ব অদ্যাপি বর্ত্তমান। অহো! কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার! এখনও গ্রামখানিতে "ডাকাইতে-কালী" বিরাজিতা আছেন। বোধ হয়, পুষ্করিণী খনন করিলে অদ্যাপি নরমুণ্ডরাশি পাওয়া যায়।

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গবাসী এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ কলিকাতা সহরে সস্ত্রীক বাস করিতেন। তিনি লবণের দালাল ছিলেন। সে সময়ে সহরে দালাল, ব্যবসাদার বা কর্ম্মচারীর সংখ্যা এত অধিক ছিল না। গঙ্গার দুই কূলে কেবল হোগ্‌লার বন ছিল। সহরের রাস্তায় বিশেষ কোন আলোকের বন্দোবস্ত ছিল না; সামান্যতঃ সহরের মধ্যে দূরে দূরে তৈলের আলোক জ্বলিত। চোর-ডাকাইতের ভয়ে সন্ধ্যার পর

মহাজনদিগের তাগাদা করিবার রীতি ছিল না, দিনেই আদান-প্রদান সমাধা হইত।

তৎকালে কলিকাতা সহরের রাস্তা-ঘাট অতিশয় কদর্য্য ছিল। ক্রমে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সুশাসনে ও সুবন্দোবস্তে এই কলিকাতা মহানগরী ইন্দ্রের অমরাবতীতে পরিণত হইয়াছে। ভবিষ্যতে আরও যে কিরূপ দাঁড়াইবে, কে বলিতে সমর্থ হইবে?

উল্লিখিত ব্রাহ্মণ মহানগরী কলিকাতায় দালালী কার্য্যে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিতেন। বহুদিন কার্য্য করাতে সহরে এবং স্বদেশে খ্যাত-নামা হইয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে মহাপূজা দুর্গোৎসব করিতেন। যে বৎসরের কথা কথিত হইতেছে, সে বৎসর শারদীয়া পূজার তারিখ ৭ই আশ্বিন। ভাদ্র মাসের প্রথম হইতেই ব্রাহ্মণ দুর্গোৎসবোপযোগী আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া, একখানি স্বদেশীয় নৌকা বন্দোবস্ত করিয়া তাহাতে জিনিসপত্র বোঝাই দিলেন এবং শুভদিন দেখিয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যা লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১৩ই ভাদ্র, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী। ব্রাহ্মণ ঠাকুর নৌকাতে উঠিলেন। মাঝিরা গঙ্গাগর্ভ দিয়া তরণী বাহিয়া যথাসময়ে আদি-গঙ্গা, তৎপরে পচাবাদা নামক নদীতে গিয়া উপস্থিত হইল। তত্রত্য নদীর জল এমনি দুর্গন্ধ যে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে উত্তমরূপে আবদ্ধ না করিলে, মুহূর্ত্তের জন্যও কেহ তিষ্ঠিতে পারিত না। দুই প্রহরের কমে সেই দুর্গন্ধময় পূতিস্থান অতিক্রম করা যাইত না। সকল দিকেই ঐ স্থানটি ভয়ানক! ভাঁটার সময় নদীর সমস্ত জল নিঃশেষে চলিয়া যায়। তখন নৌকাকে অগত্যা জলশূন্য স্থলে রাখিতে হয়। সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া সন্নিহিত জঙ্গল হইতে ব্যাঘ্র বাহির হইয়া নৌকারোহিদিগকে গ্রাস করে। কাজেই এতাদৃশ বিপৎসঙ্কুল স্থান বলিয়া জোয়ার না হইলে, কেহই তন্মধ্যে নৌকা লইয়া যাইত না।

ব্রাহ্মণ ঠাকুরের নৌকা সেই ভয়ঙ্কর স্থান অতিক্রম করিয়া ক্রমে দুই চারি দিবস নিরুদ্বেগে বাহিত হইল। সুপবনে তরীর গতি সমধিক অনুকূল। যখন পূর্ব্বকথিত অষ্টাদশ বাঁকীর মধ্যে দিয়া নৌকা বাহিত

হইতেছে, এমন সময় একখানি ছোট ডিঙ্গি নৌকা আসিয়া উপস্থিত হইল। তদারোহীরা ব্রাহ্মণ ঠাকুরের নৌকাখানিকে ধরিয়া তৎপার্শ্বে আপনাদের নৌকাখানি বাঁধিয়া রাখিল। তাহাতে চারিজনমাত্র আরোহী। একজন ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ওহে ঠাকুর! আপনারা কোথা হইতে আসিলেন? কোথায় যাইবেন?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র আর এক ব্যক্তি একটি কলিকাতে তামাক সাজিয়া আগুনের জন্য ব্রাহ্মণ ঠাকুরের নৌকার উপর উঠিল এবং কলিকায় আগুন লইয়া তথায় বসিয়াই ধূমপান করিতে আরম্ভ করিল; অধিকন্তু তামাক খাইতে খাইতে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই তথাকার এইরূপ পদ্ধতি জানিতেন; সুতরাং তিনি প্রকৃত পরিচয় না দিয়া কোন এক নিকটবর্ত্তী গ্রামের নাম বলিলেন। তামাকুসেবী বসিয়া বসিয়া এক কলিকা তামাক একাই ভস্মীভূত করিল এবং পুনর্ব্বার আর এক কলিকা তামাক সাজিয়া, আগুন চড়াইয়া, হুঁকা টানিতে টানিতে নিজের নৌকায় উঠিয়া, নৌকাখানি ছাড়িয়া দিল।

ব্রাহ্মণ স্বীয় নৌকার মাঝি ও দাঁড়ীদিগকে বলিলেন,—"ওহে মাঝি! এই যে কয়েকটি লোক আসিয়াছিল, ইহাদিগকে ভাল বলিয়া বিবেচিত হইল না। বোধ হয়, ইহারা ডাকাইতের অনুচর, অনুসন্ধান লইয়া গেল। যাহা হউক, আ'জ দিনমানে একটি মোকাম দেখিয়া নৌকাখানি রাখা চাই।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাইপুরের বন্দরে উপস্থিত। বন্দরটির পশ্চিম-দিকে বড় নদী ও দক্ষিণে শাখানদী, বন্দরটি উভয় নদীর কূলে স্থাপিত। শাখানদীর মধ্যে বহুসংখ্যক মহাজনের মাল-বোঝাই বড় বড় ও ছোট ছোট নৌকা। তাহারই মধ্যভাগে ব্রাহ্মণের নৌকাখানি লঙ্গর করা হইল।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। জগৎ-সংসার গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ডাকাইতেরা ব্রাহ্মণ ঠাকুরের নৌকাখানি অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু অকৃতকার্য্য ও বিফলমনোরথ হইয়া কেবল চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা চারিজন ডিঙ্গি সহ গিয়া আলাইপুরের অভিমুখে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। অনুসন্ধান করিতে করিতে আলাইপুরের নৌকা-

ডিপুঘাটে গিয়া তাহারা দেখিল, সেই শাখানদীর মধ্যে সহস্রাধিক নৌকা, অধিকাংশই বৃহৎ। প্রায় প্রতি নৌকাতেই মহাজনদিগের নানাবিধ মাল-বোঝাই। দস্যুরা সেই সমস্ত নৌকার ফাঁকে ফাঁকে ব্রাহ্মণ ঠাকুরের নৌকার অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

বন্দরস্থিত নৌকার লোক অধিকাংশই নিদ্রিত, দুই চারিখানি মাত্র নৌকার লোক তখনও জাগ্রত। ক্রমে অনুসন্ধান করিতে করিতে দস্যুচরদিগের বাসনা পূর্ণ হইল। তাহারা দেখিল, ব্রাহ্মণের নৌকাখানিতে কেহই জাগ্রত নাই। তখন কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই তাহারা চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিল,—যদি এই স্থানে আমরা কোনরূপ অত্যাচার আরম্ভ করি, তাহা হইলে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না; অধিকন্তু পুলিসকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বিপদে পতিত হইব। এইরূপ চিন্তায় কিয়ৎক্ষণ সমতীত।

সহসা সলিলগর্ভে জোয়ার দৃষ্ট হইল। সেই সুযোগে দস্যুরা ব্রাহ্মণের নৌকাখানির লঙ্গরের রজ্জু কাটিল এবং ধীরে ধীরে ঠেলিয়া ডিপুঘাট হইতে ফাঁকে বাহির করিয়া আনিল। শাখানদীর বক্ষ দিয়া ক্রমে নৌকাখানি আলাইপুরের বড় নদীতে পড়িবামাত্র জোয়ারের সাহায্যে তীরের মত ছুটিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে আলাইপুর পশ্চাৎ করিয়া, অনুমান চারি ক্রোশ দূরে চলিয়া গেল।

সুযোগ বুঝিয়া দস্যুদলপতি দলবল সমেত নৌকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অনুচরদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি রে! খবর কি?" একজন উত্তর করিল,—"কাজ ফতে।" দলপতি সম্মুখে নৌকাখানি দর্শনে আনন্দসাগরে ভাসমান হইয়া অনুচরদিগকে বাহবা দিতে লাগিল।

দলপতি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—"এখন কি করা কর্ত্তব্য? সমস্ত জিনিসপত্র টাকা-কড়ি লইয়া উহাদিগকে ছাড়িয়া দিব; অনর্থক কাহারও জীবনের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিব না।" এইরূপ চিন্তার পর অনুচরদিগকে এই কথা প্রকাশ করিয়া বলাতে তাহারাও তাহাতে অনুমোদন করিল। আলাইপুরের বড় নদীর মধ্যস্থলে একটি দ্বীপ ছিল, দস্যুরা নৌকাখানি তথায় লইয়া রজ্জুবদ্ধ করিল। অনতিবিলম্বেই দলপতি মশাল হস্তে দলবল সমেত নৌকাখানির উপর বিকট চীৎকার শব্দে উঠিয়া পড়িল।

তখন নৌকার সমস্ত লোক চীৎকার শব্দে জাগ্রত হইয়া দেখিল, ডাকাইতেরা নৌকার উপর উঠিয়াছে; তাহাদের হস্তস্থিত মশালে চারিদিক্ আলোকাকীর্ণ হইয়াছে। যে স্থানে সে নৌকাখানি লঙ্গর করা ছিল, তথা হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে। তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া সকলেই নির্বাক্ নিস্পন্দপ্রায় হইয়া রহিল। এ দিকে দস্যু-দলপতি অনুচরদিগকে উচ্চৈঃস্বরে আদেশ করিল,—"এই নৌকার জিনিস-পত্র সমস্তই লুণ্ঠন করিয়া লও।" আদেশ পাইবামাত্র তাহারা নৌকার ছাপ্পরের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সকলে ধরাধরি করিয়া একেবারে সমস্ত জিনিসপত্র বাহির করিয়া আত্মসাৎ করিল। দলপতি অনুচরদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ওরে! নগদ টাকা কি পরিমাণ পাইয়াছিস্?" উত্তর পাইল,—"কিছুই পাই নাই।" এই কথা শুনিয়া দস্যুদলপতি ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ওহে ঠাকুর! নগদ টাকা কোথায় রাখিয়াছ? বল, নচেৎ এই শাণিত অস্ত্র দ্বারা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিব।"

ব্রাহ্মণ ঠাকুর যেখানে টাকাগুলি রাখিয়াছিলেন, প্রাণভয়ে তাহা দেখাইয়া দিলেন। দস্যুরা আলো লইয়া নৌকার তলদেশে নামিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল যে, আর কিছুমাত্র নাই। তখন তাহারা মাঝিদের আহারীয় চাউল পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিয়া প্রস্থান করিল।

অহো! কি বিড়ম্বনা! ব্রাহ্মণ ঠাকুর দেখিলেন, জিনিসপত্র টাকা-কড়ি সমস্তই দস্যুরা লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। তিনি মানসিক যন্ত্রণা ও ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন; দ্রুতগতি নৌকার বাহিরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"যা শালারা! তোদের সকলকেই চিনিয়াছি; কা'ল ইহার মজা দেখিতে পাবি।" এই কথা অদূরে দস্যুদলপতির কর্ণগোচর হইল। তৎক্ষণাৎ সে অনুচরবর্গকে আদেশ করিল,—"ওরে! শীঘ্র নৌকা ফিরা!" আদেশমাত্র পুনরায় দস্যুডিঙ্গি লুণ্ঠিত তরণীর অভিমুখে ফিরিল।

ব্রাহ্মণ ঠাকুর দেখিলেন, দস্যুদলপতি দলবল সমেত আবার ফিরিয়া আসিতেছে। তিনি মাঝিদিগকে বলিলেন,—"এবার বোধ হয় প্রাণরক্ষা হইল না।" ব্রাহ্মণ ছয় সাত হাত লম্বা একগাছি লাঠি হস্তে লইয়া

ছাপ্পরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে দস্যুরাও আসিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। দলপতি অনুচরবর্গকে হুকুম দিল, "বামুনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া এই নদীগর্ভে ফেলিয়া দে।" দস্যুরা ব্রাহ্মণ-বধের চেষ্টা পাইল বটে, কিন্তু সহজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহাদের মধ্যে দুই চারিটা দস্যু ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবামাত্র ব্রাহ্মণ ঠাকুরও ছাপ্পরের উপর হইতে লাঠির আঘাতে তাহাদিগকে একেবারে নদীগর্ভে ফেলিয়া দিলেন। জলপতিত দস্যুরা জীবিত রহিল কি মরিল, ব্রাহ্মণ তাহা লক্ষ্য না করিয়া লাঠি খেলিতে খেলিতে দস্যুদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।

কতিপয় দস্যুকে জলগর্ভে পতিত হইতে দেখিয়া তাহাদের দলপতির রোষের পরিসীমা রহিল না। সে কোন উপায়ে ব্রাহ্মণকে পরাভূত বা নিহত করিতে না পারিয়া এক প্রকার সাঙ্কেতিক চীৎকার করিল, তৎশ্রবণে প্রায় দশ বারজন দস্যু মুহূর্ত্তমধ্যে কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ব্রাহ্মণ প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিয়া সাহসের উপর নির্ভর করিয়া যথাশক্তি লাঠি খেলিতে লাগিলেন।

দলপতি দেখিল, কিছুতেই ব্রাহ্মণকে পরাস্ত করিতে পারিল না। তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে চেঙ্গি (বাঁশের তিন চারি হাত লাঠি) ব্রাহ্মণের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত সংগ্রাম চলিল; কিন্তু কিছুতেই দস্যুরা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

এ দিকে ব্রাহ্মণ অসীম সাহসে ভর করিয়া প্রায় এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত লাঠি খেলিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। সেই সুযোগে ক্রমে নিক্ষিপ্ত চেঙ্গির মধ্য হইতে একখানি চেঙ্গি আসিয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণাঙ্গে নিপতিত হইল; অমনি তিনি ছাপ্পরের উপর দড়াম্ করিয়া পড়িয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ দলপতি একখানি তীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে লইয়া এক লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ছাপ্পরের উপর উঠিয়া পড়িল এবং ব্রাহ্মণের গলদেশ ব্যাপিয়া পৈতাভাবে এক কোপে কাটিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত, দস্যুরাও সভয়ে প্রস্থান করিল।

চতুর্থ স্তবক।

রায় মহাশয়ের চাকরী।

——"তোরা অস্ত্র করি অভিষেক
দাও, যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার
দাঁড়াইও এইরূপে সম্মুখে আমার।"

রাধাকৃষ্ণ রায় মহাশয় দুইটি পুত্রকেই রীতিমত বাঙ্গালা লেখা-পড়া শিখাইয়াছিলেন; কিন্তু পুত্রদ্বয়ের বিবাহ দিয়া যাইতে পারেন নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র গোলোকনারায়ণ; তাঁহারই উপর সংসারের ভার পড়িল। পিতৃ-সঞ্চিত নগদ টাকা তিনি সমস্তই পিতার সৎকার্য্যে ব্যয় করিলেন। সংসারে কেবলমাত্র গোলোকনারায়ণ রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর আর মাতা ঠাকুরাণী বিদ্যমান। যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, তখন তিনি অষ্টাদশ বর্ষবয়স্ক। অষ্টাদশবর্ষীয় বালকের উপর সংসারের ভার। পৈতৃক সম্পত্তির উপসত্ব দ্বারা মোটা ভাত মোটা কাপড় এক প্রকার চলিত; কিন্তু উত্তরোত্তর উন্নতির আশা নাই। কাজেই তাঁহাকে চাকরীর অন্বেষণে বাহির হইতে হইল।

গোলোকনারায়ণ রায় মহাশয় চাকরীর জন্য বিদেশ-যাত্রায় সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু কোথায় যাইবেন, তাহার স্থিরতা নাই। অনেক চিন্তার পর বাখরগঞ্জ-গমনই স্থিরীকৃত হইল।

তৎকালে রেল কিম্বা ষ্টীমার ছিল না; দূরদেশে গমন করিতে হইলে একমাত্র গহনার নৌকা ভরসা। একাকী একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া কেহ বিদেশে যাইতেন না। কারণ, তখনও নবাবী আমলের ভাবের কিছু কিছু আদর্শ ছিল. চৌর্য্যবৃত্তি বা দস্যুবৃত্তি সম্বন্ধে দিবারাত্রির ভেদাভেদ ছিল না। যখন যাহাকে যেখানে যে অবস্থায় পাইত, দস্যুরা যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন

করিত, সুযোগবিশেষে বধ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। কিংবদন্তী আছে, তৎকালে ডাকাইতের দল নৌকাতে নদীগর্ভে বাস করিত। বিদেশী নৌকা দৃষ্টিপথে পড়িলে, অমনি দলপতি অনুচরদিগকে অনুসন্ধান লইতে পাঠাইত। অনুচরগণ বিদেশীয় নৌকার নিকট যাইয়া তাহাদের পরিচয় লইয়া আসিয়া, দলপতিকে সংবাদ দিত। তখন দলপতি দলবল সমেত সেই নৌকার অনুসরণ করিত। বিদেশী নৌকার আরোহীরা এ বিষয় বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিত না। হয় ত তাহারা নিঃসন্দেহচিত্তে বিদেশ হইতে বহুদিন পরে স্বদেশযাত্রা করিতেছে; স্নেহের পাত্র ও পাত্রীদিগের জন্য নানাবিধ জিনিসপত্র লইয়া যাইতেছে, এমন সময় অতর্কিত ভাবে হঠাৎ দস্যুদল উৎপতিত হইয়া তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত।

একদা কোন জলদস্যু সদলে কোন বিদেশীয় নৌকার অনুগমন করিয়া বাহিয়া চলিল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। তখন নৌকা-আক্রমণ সম্বন্ধে দস্যুগণ সঙ্গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নৈশান্ধকারে জগৎ সমাচ্ছন্ন। বিদেশীয় নৌকার আরোহিগণ প্রাণভয়ে কোন একটি লোকাম দেখিয়া লঙ্গর করিয়া সম্ভবমত আহারাদির পর বিশ্রাম করিতে লাগিল। মাঝিগণও সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছিল, আহারান্তে যেমন শয়ন করিল, অমনি নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রিত হইল। ক্রমে ক্রমে সকলেই সুখ-শয্যায় নিদ্রিত।

তখন সুযোগ বুঝিয়া দস্যুদলপতি দলবল সমেত মশাল হস্তে বিদেশীয় নৌকার উপর উঠিল। সহসা আরোহিগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তাহারা জাগরিত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। দস্যুদলপতি আরোহিদিগকে শাণিত অস্ত্র দেখাইয়া বলিল,—"খাপ্, যদি চীৎকার করিস্, এই অস্ত্রে সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিব।" আরোহিগণ এইরূপ ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণের দায়ে চুপ্ করিয়া রহিল। ডাকাইতেরা মনের আনন্দে যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করিল।

সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়াতে আরোহিগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও বিহ্বলপ্রায় হইয়া বসিয়া থাকিল। দস্যুরা চলিয়া গিয়াছে, তথাপি তাহাদের মনের আতঙ্ক দূর হইল না।

চিন্তায় চিন্তায় রজনী প্রায় সমতীত। গগনমণ্ডলে শুকতারার সমুদয়। সে দিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী। পূর্ব্বদিকে নিশাপতির অভ্যুদয়ে জগতের অন্ধকার বিদূরিত; চতুর্দ্দিক্ আলোকময়! আরোহিগণের মুখে কথা নাই;—নিস্পন্দ, নির্ব্বাক্, জড়প্রায়। বিদেশে চাকরী করিয়া বহুদিনের পর মনের আনন্দে বাড়ী যাইতেছে, পথিমধ্যে আকস্মিক এই দুর্ঘটনা! জীবন-নাশের সম্ভাবনা! বিমর্ষ ভাবের বিচিত্র কি!

দেখিতে দেখিতে নবীন অরুণদেবের সমুদয়। তখন সেই মোকামের কতকগুলি দোকানদার প্রাতঃকৃত্যসমাধানার্থ নদীর ঘাটে সমুপস্থিত। এক ব্যক্তি বিদেশীয় নৌকার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ গা, গত রাত্রিতে তোমরা চীৎকার করিয়া উঠিলে, তাহার পর আর তোমাদের সাড়াশব্দ পাইলাম না, কারণ কি?"

আরোহিগণ প্রশ্ন শ্রবণমাত্র তীরে নামিয়া রজনীঘটিত যাবতীয় বৃত্তান্ত আমূল বিজ্ঞাপিত করিল। তখন জনৈক শ্রোতা বলিল,—"আর কি করিবে বল? থানায় জানাইলেও বিশেষ ফল নাই। এ কথা কি আপনারা কখনও শুনেন নাই যে, বাখরগঞ্জ জেলায় দিকে ডাকাতি হয়? এ ত রাত্রিতে হইয়াছে। এক্ষণে অধিক আর কি বলিব, আর কি পরামর্শ বা কি দিব? প্রাণ লইয়া দেশে গমন কর।" বিদেশীয়গণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিল।

এই সকল কারণে জীবন-নাশের আশঙ্কায় তৎকালে কেহ কখন একা নৌকা ভাড়া করিয়া বিদেশ-যাত্রা করিত না; বিদেশ হইতে দেশেও কেহ একা আসিত না; তাই রায় মহাশয় গহনার নৌকার নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া শুনিলেন, সে দিন গহনার নৌকা চলিয়া গিয়াছে। অগত্যা তাঁহাকে কোন দোকানদারের দোকানে এক রাত্রির জন্য ঘর ভাড়া লইয়া থাকিতে হইল।

রায় মহাশয় প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া সেই নদীর ঘাটে উপস্থিত হইলেন; নৌকার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, সেই দিবসেই বেলা এক প্রহরের পর গহনার নৌকা ছাড়িবে। তিনি নির্দ্দিষ্ট সংবাদ পাইয়া পুনরায় সেই দোকানে যাইলেন; দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে দোকানদার! এখানে হিন্দু-আশ্রম কোথায়?" দোকানদার বলিল,—

"বাবু! চলুন, সঙ্গে যাইতেছি।" দোকানদার চলিল, রায় মহাশয় অনুগামী। অনতিবিলম্বে যথাস্থানে পৌছিলেন। দোকানদার তাহার প্রাপ্য চাহিলে, তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহাকে দিলেন, সে প্রতিপ্রস্থান করিল।

বেলা চারিদণ্ড উত্তীর্ণ। রায় মহাশয় হিন্দু-আশ্রমের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ গা, ঠাকুর মহাশয়! রান্নার বিলম্ব কি?" উত্তর পাইলেন,—"বাবু! আর বিলম্ব নাই।" যথাকালে আশ্রমাধ্যক্ষের আদেশে পরিচারিকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নরূপে আসন পাতিয়া দিল, অন্নব্যঞ্জনাদি উপস্থিত হইল, আহার করিয়া অধ্যক্ষকে উচিত মূল্য দিয়া নৌকার ডিপুঘাটায় উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, একটি লোকও নৌকাতে উঠে নাই। তিনিও দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণপরেই টাকারা পড়িল। সেই শব্দ শুনিবামাত্র বিদেশযাত্রিগণ ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া নৌকাতে উঠিলেন। রায় মহাশয়ও তদনুবর্ত্তী। প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে পুনরায় টাকারা-ধ্বনি হইল; তখন সমস্ত যাত্রী নৌকাতে উঠিয়াছে, তৎপরে নৌকা ছাড়িল। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ কাটিয়া অনুকূল বাতাসে ভর করিয়া তরণী চলিল। যে যাত্রীর যথায় নামিবার আবশ্যক, তাহাকে সেই স্থানেই নামাইয়া দিতে দিতে চলিল। ক্রমে দুই দিন অতীত। ফুলঝুড়ির ঘাট প্রত্যক্ষীভূত। সেই পর্য্যন্তই গহনার নৌকার সীমা। কূলে নৌকাখানি রক্ষিত হইল, এখানেও পূর্ব্ববৎ টাকারা-ধ্বনি হইল।

আরোহিগণ নৌকা ভাড়া দিয়া তীরে উঠিলেন। সকলেই স্ব স্ব গন্তব্য স্থানের অভিমুখীন হইয়া চলিলেন। গোলোকনারায়ণ বাবু গহনার নৌকা হইতে তীরে নামিলেন বটে; কিন্তু কোথায় যাইবেন, স্থিরতা নাই। তথাপি চলিতে চলিতে মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ঢাকার গণিমিঞা সাহেবের জমিদারী-কাছারীতে যাই, সেখানে আশ্রয় পাইবার সম্ভব। মনে মনে তাহাই কল্পনা করিয়া গণিমিঞা সাহেবের জমিদারী-কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, একজন মাত্র পাইক বসিয়া রহিয়াছে। রায় মহাশয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে পাইক! নায়েব মহাশয় কাছারীতে কখন্ আসিবেন?" পাইক বলিল,—"আসিতে বিলম্ব নাই; আপনি ভিতরে গিয়া বসুন।"

রায় মহাশয় পাইকের কথা অনুযায়ী কাছারীর ভিতরে গিয়া বসিলেন।

তিনি কতই যে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর কে বুঝিবে? এমন সময় নায়েব মহাশয় আসিতেছেন, বাহিরে এইরূপ শব্দ উঠিল। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দশ বারজন প্রজাও আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে নায়েব মহাশয় কাছারীতে পৌছিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলেন। এ দিকে ভৃত্য তামাক সাজিয়া রূপার বিড্রিতে কলিকাযোগ করিয়া দিবামাত্র তিনি তাকিয়া হেলান দিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন।

রায় মহাশয় নায়েবকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন, তিনিও প্রতিনমস্কার করিলেন। নায়েব মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! আপনার এখানে কি দরকারে আসা হইয়াছে?" রায় মহাশয় উত্তর করিলেন,—"একটি চাকরীর প্রার্থনায়।" নায়েব মহাশয় ক্রমে তাঁহার সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও যথাযথ পরিচয় দিয়া পুনরায় যথাস্থানে বসিলেন।

নায়েব মহাশয় সে দিন আর কাছারীতে অধিক ক্ষণ অপেক্ষা করিলেন না; ধূমপানান্তে গাত্রোত্থান করিবার উদ্যোগ করিবামাত্র রায় মহাশয়ের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। অমনি বলিলেন,—"আপনি আমার সঙ্গে আসুন।" নায়েব মহাশয় চলিবামাত্র রায় মহাশয়ও তাঁহার অনুগামী হইলেন। যথাসময়ে উভয়ে নায়েব মহাশয়ের বাসাবাড়ীতে যাইয়া পৌছিলেন। নায়েব মহাশয় গোলোকনারায়ণ বাবুকে বৈঠকখানায় বসিতে বলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে পুনরায় বৈঠকখানায় আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। এ দিকে ভৃত্য কলিকায় তামাক সাজিয়া রূপার বিড্রিতে কলিকাসংযোগ করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল। তিনি তাকিয়া হেলান দিয়া ধূমপান করিতে করিতে রায় মহাশয়ের সহিত আবশ্যকীয় কথাবার্ত্তার আলোচনা করিতে লাগিলেন। বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে প্রায় এক প্রহর সমতীত হইল। নায়েব মহাশয়ের কথার ভাবে গোলোকনারায়ণ বাবু বুঝিতে পারিলেন, এত দিনে বুঝি দেবতা প্রসন্ন হইয়া এই সংসারে তাঁহার অন্নসংস্থান করিয়া দিলেন। ইহাতে রায় মহাশয়ের মনে কিঞ্চিৎ আশার অঙ্কুরোদগম হইল। তখন আর বিশেষ কোন কথার আলোচনা হইল না। বাড়ীর ভিতর হইতে ভৃত্য দুইটি বাটীতে তৈল লইয়া আসিল এবং বৈঠকখানা-ঘরের দাওয়াতে একখানা জলচৌকী স্থাপিত করিয়া দিল। নায়েব মহাশয়

জলচৌকির উপর বসিলে ভৃত্য তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিল। রায় মহাশয় তৈল মাখিয়া স্নানার্থ পুষ্করিণীর উদ্দেশে চলিলেন। এ দিকে নায়েব মহাশয়কে প্রায় একঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত ভৃত্য তৈল মর্দ্দন করাইয়া দিল। তিনি স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। রায় মহাশয় স্নান করিয়া আসিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন। ইত্যবসরে ভৃত্য আসিয়া আহারার্থ আহ্বান করিলে রায় মহাশয় ভৃত্যের সহিত বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, নায়েব মহাশয় তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। দুইখানি আসন পূর্ব্ব হইতেই সংরক্ষিত ছিল, একখানিতে নায়েব ও অপর খানিতে রায় মহাশয় উপবিষ্ট হইলেন। পাচক অন্নব্যঞ্জনাদি-সজ্জিত দুইখানি অন্নপাত্র আনিয়া উভয়ের সম্মুখে স্থাপন করিল। উভয়েই পরিতোষরূপে আহার করিলেন। আহারান্তে নায়েব মহাশয় বাড়ীর ভিতর এবং রায় মহাশয় বহির্ব্বাটীতে বৈঠকখানায় বিশ্রাম লাভ করিলেন।

রায় মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে গহনার নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া কোথায় যাইবেন, কাহার নিকট যাইয়া আশ্রয় লইবেন, চিন্তা করিতেছিলেন; এখন সে চিন্তা কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইল। মনে করিলেন, ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহাকে বোধ হয় চাকরীর জন্য আর কষ্ট পাইতে হইবে না। তথাপি চিন্তার বিরাম নাই। তিনি শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু চিন্তার প্রবল স্রোত তাঁহার অন্তর হইতে কিছুতেই দূর হইল না।

অপরাহ্ণে কাছারী-বাড়ী হইতে একজন পাইক আসিয়া নায়েব মহাশয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। কয়েকজন প্রজাও সেই বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা পরস্পর নানা প্রকার কথোপকথনে প্রবৃত্ত; কেহ কেহ ধূমপানে নিরত। এইরূপ ভাবে তাহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিল। দেখিতে দেখিতে বেলা পাঁচটা বাজিল, এমন সময় নায়েব মহাশয় সাজ-পোষাক করিয়া বৈঠকখানায় আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রজারা সেলাম দিয়া দাঁড়াইল। তিনি তথায় অপেক্ষা না করিয়া কাছারী-বাড়ীর দিকে গমন করিলেন। রায় মহাশয় ও প্রজারাও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কাছারী-বাড়ীতে যাইয়া নায়েব মহাশয় নিজ স্থানে অধিষ্ঠিত হইলেন। রায় মহাশয় যথাস্থানে বসিলেন।

কাছারী-বাড়ীতে যে সকল প্রজা-পাইক উপস্থিত ছিল, নায়েব মহাশয় তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, অমুক অমুক পাঁচখানি মৌজার প্রজামণ্ডলী যেন আগামী কল্য প্রত্যূষে অত্র কাছারীতে হাজির থাকে। প্রজারাও সে দিনের মত নায়েব মহাশয়কে সেলাম দিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। তৎপরে নায়েব মহাশয় ও রায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। রাত্রিতে আর কোন কথা হইল না, যথাসময়ে বৈকালী কার্য্য সমাপনান্তে যথাযথ স্থানে বিশ্রাম করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে নায়েব মহাশয় নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃ-কৃত্য-সমাপনানন্তর বেলা ৮টার মধ্যে কাছারী-বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। রায় মহাশয়ও তাঁহার সমভিব্যাহারী ছিলেন।

এ দিকে পাইকপ্রমুখ সকলে নায়েবের আদেশমত সমস্ত মৌজার প্রজা-মণ্ডলীকে সংবাদ দিল। প্রজারা ক্রমে দুই একজন করিয়া আসিতে লাগিল। অনতিবিলম্বেই কাছারী-বাড়ী লোকে পরিপূর্ণ হইল। নায়েব মহাশয়কে নিয়মিত সেলাম দিয়া সকলেই সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইল। নায়েব মহাশয় উপস্থিত প্রজাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সমস্ত প্রজাই কি আসিয়াছে?" প্রজারা একবাক্যে বলিল,—"হুজুর! পাঁচখানি মৌজার সমস্ত প্রজাই উপস্থিত।" তখন নায়েব মহাশয় গোলোকনারায়ণ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এই ভদ্রলোকটিকে পাঁচখানি মৌজার তহশীলদারী কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম, আগামী কিস্তির খাজানার টাকা ইনি আদায় করিবেন। আমি অদ্য হইতে মাসিক পোনের টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া ইহাকে এই সরকারে তহশীলদারী কর্ম্মচারীপদে নিযুক্ত করিলাম। বেতন ব্যতীত প্রত্যেক খাজানার টাকায় এক আনা হিসাবে তহরি দিতে হইবে।" নায়েবের আদেশ শুনিয়া কোন প্রজা ওজর আপত্তি করিল না; নায়েব মহাশয়কে সেলাম দিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

এ দিকে রায় মহাশয়ের সহিত নায়েব মহাশয়ের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। নায়েব বলিলেন,—"রায় মহাশয়! এই পাঁচখানি মহলে বিশ হাজার টাকা বাৎসরিক খাজানা আদায় হয়; এতদ্ভিন্ন, নালিশ ও ন্যায় অন্যায় বিচার প্রভৃতিতে বাজে জমাতে বাৎসরিক দুই হাজার টাকা আয়।

আপনি ধর্ম্মে মতি রাখিয়া কার্য্য করিবেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আপনার আরও উন্নতি হইবে।" নায়েব মহাশয়ের এইরূপ উপদেশজনক বাক্য শুনিয়া রায় মহাশয় মনে মনে কেবল ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। নায়েব মহাশয় আরও বলিলেন,—"উপস্থিত আপনার পৃথক্ বাসাবাড়ী করিয়া আবশ্যক নাই; আমারই বাসায় থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করিবেন।" অবশেষে বলিলেন,—"বেলাও অধিক হইয়াছে; চলুন, বাসাবাড়ীতে যাওয়া যাক্।" এই বলিয়া উভয়ে গাত্রোত্থান করিলেন এবং যথাসময়ে বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া স্নান ও আহারান্তে বিশ্রাম লাভ করিলেন। এইরূপে সে দিন অতিবাহিত হইল।

পরদিন নায়েব মহাশয় রায় মহাশয়কে পাঁচখানি মৌজার কাগজপত্র বুঝাইয়া দিলেন; রায় মহাশয়ও মনোযোগপূর্ব্বক রীতিমত সমস্ত বুঝিয়া লইলেন। এ অঞ্চলের তহশীলদারী কার্য্য করিতে বিশেষ কোন কষ্ট নাই। বৎসরে চারি কিস্তি;—আষাঢ়ে, আশ্বিনে, পৌষে ও চৈত্রে। যখন যে কিস্তির খাজানার টাকা আদায় করিতে হইবে, তাহার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ফুলঝুড়ির হাটে ঢাঁড়া দিয়া প্রজাদিগকে তাহা জ্ঞাত করান হয়। মাসের পোনের দিনের মধ্যে কিস্তির টাকা আদায় হইয়া যায়। এই সমস্ত নিয়মও নায়েব মহাশয় রায় মহাশয়কে জ্ঞাত করাইয়া দিলেন।

রায় মহাশয় ঢাকার গণিমিঞা সাহেবের বাখরগঞ্জ জেলার অধীন ফুলঝুড়ির কাছারীতে তহশীলদারী কার্য্যে মাসিক পোনের টাকা বেতনে বাহাল হইলেন। এই শুভ-সংবাদ দেশে মাতা ও কনিষ্ঠ সহোদরের নিকট প্রেরিত হইল। রায় মহাশয় রীতিমত খাজানার টাকা আদায় করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি দুই চারি মাস যোগ্যতার সহিত কিস্তিমত খাজানার টাকা আদায় করিতেছেন, দেখিয়া নায়েব মহাশয়ের পরিতোষের সীমা রহিল না। রায় মহাশয় মাসে মাসে বেতনের টাকা দেশে পাঠাইতে লাগিলেন। তহরি দস্তুরি প্রভৃতিতে যাহা কিছু পাইতেন, সে সমস্ত নায়েব মহাশয়ের নিকট জমাইয়া রাখিতেন। একাদিক্রমে তিনি দুই বৎসর দেশে যাইবার নামও করেন নাই। এক্ষণে একবার বাড়ী যাইবেন বলিয়া নায়েব মহাশয়কে বিনীতভাবে জ্ঞাপন করিলেন।

পরদিন যাত্রার শুভদিন স্থির হইল। নায়েব মহাশয় রায় মহাশয়ের গচ্ছিত টাকা হিসাব করিয়া দেখিলেন, মোট এক হাজার টাকা তাঁহার নিকট জমা হইয়াছে। রায় মহাশয় শুনিয়া বলিলেন,—"নায়েব মহাশয়! এতগুলি টাকা কি প্রকারে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব?" অবশেষে নায়েব মহাশয়ের আদেশ ও উপদেশমতে তথাকার স্বদেশীয় মহাজনদিগের গদীতে ঐ সমস্ত টাকা জমা দিয়া হুণ্ডি করিয়া লইলেন। এইরূপে তথাকার আবশ্যকীয় কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া, নায়েব মহাশয়ের অনুমতি লইয়া রহিলেন।

পঞ্চম স্তবক।

প্রতিজ্ঞা—হর্ষে বিষাদ।

"দেহের অসাধ্য রোগ চিন্তার বিকার।
প্রতিকার নাহি তার বুঝিলাম সার॥
নহিলে এখনও কেন অন্তর আমার।
ব্যথিত হতেছে এত দহনে তাহার॥"

পূর্ব্বকথিত গ্রামখানিতে বিষ্ণুচরণ বসু নামে একটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাস করিতেন, তাঁহার পুত্রের নাম বিশ্বনাথ। গ্রামখানি নদীর করাল স্রোতে ভগ্ন হইলে, বিশ্বনাথ বাবু তাঁহার পিতৃ-মাতুলালয়ে যাইয়া সস্ত্রীক বসবাস করেন। বিশ্বনাথ বাবু নবাব সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। তিনি দেওয়ানী কার্য্য করিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন। নিজ গ্রামে যেরূপ সম্মানের সহিত ছিলেন, পিতৃ-মাতুলালয়েও সেইরূপ সম্মান লাভ করিলেন। তথায় ক্রমে দশ বৎসর অতিবাহিত; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি জন্মিল না; মনের কষ্টে দিবা অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বদাই তিনি ভাবিতেন,—"তবে এত বিষয়-সম্পত্তি কাহার জন্য করিতেছি? যাহা হউক, আর দুই চারি বৎসর অপেক্ষা করিয়া দেখি, যদি সন্তান-সন্ততির মুখদর্শন অদৃষ্টে না ঘটে, তবে অগত্যা পোষ্যপুত্র-গ্রহণের ব্যবস্থা করিব।" মনের সঙ্কল্প মনেই রহিল, কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না; এমন কি, স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সকাশেও কখনও মনের এই ভাব ব্যক্ত করেন নাই।

কিরূপে যে পরের চাকরী করিতে হয়, বিশ্বনাথ বাবুর পিতৃ-মাতুল সীতানাথ মিত্র মহাশয় জীবনে কখনও তাহা কল্পনাতেও অনুভব করেন নাই। মিত্র মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতৃদেব বাৎসরিক সহস্রমুদ্রা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকগত হন; সমারোহের সহিত তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সীতানাথ বাবু সন্তান-সন্ততির মুখ দেখিতে পান নাই। অগত্যা পুত্রনির্ব্বিশেষে এই স্নেহাস্পদ নাতির মুখের দিকে চাহিয়া সংসারে সুখ-স্বচ্ছন্দে সস্ত্রীক বসবাস করিয়াই আসিতেছেন। এই ভাবে দীর্ঘকালের পর সীতানাথ বাবুর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। সংসারে কেবলমাত্র তাঁহার পিতৃ-মাতুলানী রহিলেন। বিশ্বনাথ বাবু যথাসময়ে পিতৃ-মাতুলের শ্রাদ্ধাদিতে বিস্তর অর্থব্যয় করিলেন। এতদুপলক্ষে তাঁহার দান-দাক্ষিণ্যের কথা দেশ-বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তদবধি তিনি প্রতি বৎসর পিতৃ-মাতুলের বাৎসরিক শ্রাদ্ধে রীতিমত খরচপত্র করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃ-মাতুল সীতানাথ বাবুর বাসস্থান "বসন্তপুরে" ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিশ্বনাথ বাবু নবাব সাহেবের দেওয়ানী কার্য্য করিয়া বসন্তপুরে রাজপ্রাসাদ-তুল্য বাসভবন প্রস্তুত করাইয়া বসবাস করিতে লাগিলেন এবং দুই চারি বৎসরের মধ্যে জমিদারী প্রভৃতি খরিদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিশ্বনাথ বাবুর বিস্তর জমিদারী সম্পত্তি হইল।

বসন্তপুরে সীতানাথ বাবুর মৃত্যুর পর হইতে বিশ্বনাথ বাবু তাঁহার পিতৃ-মাতুলের এবং স্বীয় জমিদারীর রীতিমত সুবন্দোবস্ত করিয়া প্রজাদিগকে আয়ত্তাধীনে রাখিলেন। তাঁহার সুশাসনে ও সৌজন্যে সর্ব্বদা দেশের সর্ব্বত্র সুযশে পরিপূরিত হইল। কিয়দ্বর্ষ সমতীত হইলে তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সিন্দু-নদের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি জমিদারী খরিদ করিলেন; তত্রত্য বিজয়পুর গ্রামে নিজ বসতবাড়ী প্রস্তুত করাইলেন এবং প্রমোদোদ্যান,

পুষ্করিণী ও শিবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া, নিত্য দেবসেবার জন্য বাৎসরিক পাচ শত টাকা আয়ের দেবোত্তর সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত নিজ বাড়ী হইতে সিন্দু-নদ পর্য্যন্ত একটি সুবিস্তৃত রাজপথ বাঁধাইয়া দিলেন। পথের দুই পাশে নানাবিধ ফুল-ফলবান্ বৃক্ষ রোপণ করিয়া, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। যে দেবালয় প্রস্তুত হইল, তাহার চতুর্পার্শ্ব উন্নত প্রাচীর দ্বারা সুশোভিত হইল। দেবালয় আবাসভবনের সন্নিকট সিন্দু-নদের দিকে যাইবার পথিপার্শ্বে দক্ষিণদিকে নির্ম্মিত হইল। একটি জমিদারীসংক্রান্ত কাছারী-বাড়ীও ঐ সিন্দু-নদের পারে প্রস্তুত করা হইল। এইরূপে যেখানে যাহা আবশ্যক, রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া তথাকার জমিদারী-সম্পর্কীয় নায়েব মুহুরী ইত্যাদি কর্ম্মচারীও নিযুক্ত করিলেন।

অনন্তর বিশ্বনাথ বাবু বসন্তপুরের জমিদারীর ভার নায়েব উপর দিয়া, তিনি পিতৃ-মাতুলানীকে ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে লইয়া বিজয়পুরে আসিলেন। যাহাতে বৎসরের মধ্যে দুইবার বসন্তপুরে যাওয়া হয়, নায়েব মহাশয়ের সহিত সেইরূপ বন্দোবস্ত করা হইল। ক্রমে বৎসরের পর বৎসর গত হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বনাথ বাবুর মানসিক কষ্ট বিদূরিত হইল না। এইরূপে আরও দুই চারি বৎসর অতিক্রান্ত হইল, পরে তাঁহার পিতৃ-মাতুলানী ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধাম প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে যথাশক্তি অর্থব্যয় হইল। সংসারে তখন বিশ্বনাথ বাবুর কেবল মাত্র স্ত্রী বিদ্যমান। বিশ্বনাথ বাবু বৎসরের মধ্যে দুইবার বসন্তপুরে যাইয়া সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল।

কালের কি বিচিত্র গতি! ভবিতব্যতার কি অলঙ্ঘনীয় নিয়ম! বিশ্বনাথ বাবুর স্ত্রীর যখন চল্লিশ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার এতদিনের মনের বাসনা পূর্ণ হইল, তিনি অন্তর্বত্নী হইলেন। ক্রমে দিনের পর দিন, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস অতীত হইয়া দশমাস পূর্ণ হইল। বসুপত্নী যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। নবকুমারের জাতকর্ম্মে বিশ্বনাথ বাবু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দীন-দুঃখীদিগকে অকাতরে প্রচুর অর্থদান করিলেন। নবকুমারের চাঁদমুখ দর্শনে তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। শিশু মাতা পিতার অনুপম স্নেহ ও যত্নে লালিত-

পালিত হইয়া দিন দিন শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। যথাকালে নবকুমারের নামকরণ ও অন্নপ্রাশনের সময় আসিয়া সমুপস্থিত হইল। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণের মতানুসারে শুভদিনে শুভক্ষণে মহা সমারোহের সহিত পুত্রের অন্নপ্রাশনাদি শুভানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল। বিশ্বনাথ বাবু বিজয়পুরের জমিদার বলিয়া পুত্রের নাম রাখিলেন বিজয়কৃষ্ণ বসু। বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল; বিজয়কৃষ্ণ পাঁচ বৎসরে পদার্পণ করিল। পুত্রের বিশুদ্ধমতে বিদ্যাভ্যাসের জন্য বিশ্বনাথ বাবু নিজ বাড়ীতে একটি স্কুল স্থাপিত করিলেন। সেই সুযোগে তদ্দেশীয় দীন-দুঃখীর বালকদিগেরও বিদ্যা-শিক্ষার বিশেষ সুযোগ ঘটিল। পিতৃহীন বালক লেখা-পড়া শিক্ষা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহাকে বিশ্বনাথ বাবু নিজ বাড়ীতে রাখিয়া গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া শিক্ষাপ্রদান করিতেন। এই সংবাদ নানাদিকে রাষ্ট হওয়াতে বিদ্যালয়ে দিন দিন ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ে বিশ্বনাথ বাবু মহামায়ার মহাপূজা আরম্ভ করিলেন। পূজোপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং দীন-দুঃখীদিগকে আশাতিরিক্ত বার্ষিক প্রদানের বন্দোবস্ত হইল। পূজার দশদিন পূর্ব্ব হইতে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা পর্য্যন্ত যে কোন লোক উপস্থিত হয়, তাহাদের থাকিবার এবং আহারাদির রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এতদ্ভিন্ন, দূরবর্ত্তী স্থানের লোক আসিলে, তাহারা ফিরিয়া যাইবার সময় পাথেয় প্রার্থনা করিত, তিনি প্রফুল্লচিত্তে তাহাও প্রদানে কুণ্ঠিত হইতেন না। মহামায়ার মহাপূজার সময় নৃত্য-গীতাদি আমোদের বিলক্ষণ অনুষ্ঠান হইত; প্রধানতঃ সেই কারণেই অধিক লোকসমাগমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত। মহাপূজোপলক্ষে বাৎসরিক দশ হাজার টাকা ব্যয় হইত। এতদ্ভিন্ন বার মাসে অন্যান্য পার্ব্বণেরও অনুষ্ঠান ছিল। দেবগৃহে নিত্য অতিথিসেবার বন্দোবস্ত ছিল, প্রতিদিন আহারার্থ যত লোকই উপস্থিত হউক না কেন, দেবালয়ে তাহাদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইত। বিশ্বনাথ বাবু অতিথিসেবার জন্য বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দিলেন। প্রত্যহ অপরাহ্নে দেবালয়ে পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পঠিত হইত। এইরূপে দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতির জন্য দেখিতে দেখিতে দেশ-বিদেশে তিনি যশস্বী হইয়া উঠিলেন।

দেখিতে দেখিতে দিনের পর দিন গত হইতে লাগিল। সুকুমার বিজয়কৃষ্ণ দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিল। তখন নবকুমার বাঙ্গালা লেখা-পড়ায় বিলক্ষণ সুশিক্ষিত। কিন্তু তাহার মনের ভাব সংসারের উপর একেবারেই বীতরাগ ছিল। সদাই উদাসভাব, সমবয়স্ক সঙ্গীদের সহিত কেবলমাত্র ধর্ম্মবিষয়ক সদালোচনাতেই সময় অতিবাহিত করিত। কেহ বিবাহের প্রসঙ্গ মাত্র তাহার নিকট উপস্থিত করিলে, বিজয়কৃষ্ণ উত্তর দিত,—"সংসারের মোহপাশে জড়িত হইয়া পরকালের পথে বিঘ্ন উপস্থিত করিতে প্রবৃত্তি হয় না।" কস্মিন্‌কালেও তাহার মুখে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কথা কেহ শুনিতে পাইত না।

ক্রমে বিজয়কৃষ্ণ বসুর বিদ্যোপার্জ্জনে অনুরাগ বিদূরিত হইল। কেবলমাত্র দেবালয়ে দেবালয়ে শ্মশানে মশানে সাধু-সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ ভালবাসেন। এমন কি, এই উপলক্ষে হয় ত উপর্য্যুপরি দশ বার দিন একেবারে বাড়ী আসিতেও দেখা যায় না। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। তাহার পিতা মাতা এই ভাব দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত ও শঙ্কিত হইলেন। পরিশেষে বিশ্বনাথ বাবু পুত্রের সংসার-বৈরাগ্যের কথা আত্মীয়-বন্ধুদিগকে জ্ঞাত করাইলেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে পরামর্শ দিলেন,—"আপনি বিজয়কৃষ্ণকে শীঘ্রই পরিণীত করুন, তাহা হইলে, নববধূর মুখারবিন্দ দর্শনে তাহার মনের গতি শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইবে।" বিশ্বনাথ বাবু এই পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত বিবেচনায় ত্বরায় প্রিয়পুত্রের বিবাহার্থ সুলক্ষণা ও সুন্দরী পাত্রীর অন্বেষণে দেশ-বিদেশে ঘটক প্রেরণ করিলেন। ঘটক তিন চারিটি পাত্রীর সংবাদ লইয়া আসিয়া বিশ্বনাথ বাবুকে জ্ঞাত করাইলেন। তন্মধ্যে নিজ বাসস্থানের সুদূরবর্ত্তী সোণাপুর গ্রামের অন্নদাপ্রসাদ গুহ মহাশয়ের কন্যার রূপ-লাবণ্যের পরিচয় পাইয়া তাহারই সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বিবাহের সম্বন্ধের সংবাদ পাইয়া একেবারে বাড়ীতে আসা বন্ধ করিয়া দিল। কোথায় থাকে, কোথায় আহারাদি করে, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারে না। ইহাতে বসু-দম্পতির মস্তকে যেন অশনিপাত হইল, দুর্ভাবনায় তাঁহারা অধীর হইয়া পড়িলেন। বিশ্বনাথ বাবু পুত্রের অন্বেষণে দিগ্‌দিগন্তে লোক প্রেরণ

করিলেন। প্রেরিত লোকেরা শ্মশানে মশানে, সাধু-সন্ন্যাসীদিগের আড্ডায় দেবালয়ে ও তথাবিধ অন্যান্য নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। প্রথমতঃ কোন ফলই হইল না, অবশেষে একদা বিজয়কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া তাহারা তদীয় পিতৃসকাশে আনিয়া উপস্থিত করিল। হারানিধি প্রাপ্ত হইয়া বসু-দম্পতি যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া অনেক ভদ্রলোক বসু-ভবনে আসিয়া বিজয়কৃষ্ণকে বিবিধ প্রকার শাস্ত্রীয় ও যুক্তিতর্ক দ্বারা গৃহধর্ম্মের উপকারিতা ও কৃতদার হইবার আবশ্যকতা বুঝাইতে লাগিলেন ; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে তাহাতে সম্মত করাইতে পারিলেন না।

আরও কিছুদিন অতীত হইল। পরিশেষে পিতার বিষাদপূর্ণ ম্লান মুখ ও মাতার করুণাপূর্ণ সাশ্রুনয়ন দেখিয়া তাঁহাদিগকে সুখী করিবার মানসে বিজয়কৃষ্ণ অগত্যা বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন বটে ; কিন্তু তাঁহাদিগকে একটি নিদারুণ সত্যে আবদ্ধ করিলেন যে, প্রথমে যদি আমার পত্নীর গর্ভে কন্যা জন্মে, তবে তাহাকে সেই সূতিকাগার হইতেই এ জন্মের মত পরিত্যাগ করিব। পিতা মাতা নিরুপায় ; পুত্রের এই কঠোর প্রতিজ্ঞায় সম্মত হইয়া শুভদিনে শুভলগ্নে মহা সমারোহের সহিত পুত্রের শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন করিলেন। রূপে লক্ষ্মী গুণে বীণাপাণি তুল্যা পুত্রবধূ পাইয়া তাঁহাদের সকল দুঃখ বিদূরিত হইল।

দিনের পর দিন গত হইতে লাগিল। বিবাহের পর বিজয়কৃষ্ণের মনের ভাব কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইল বটে ; কিন্তু সংসারের দিকে তাদৃশ আসক্তি রহিল না। তিনি অসংলিপ্তভাবে সংসারাশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বৈরাগ্যের দিকেই তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি। এইরূপে দুই চারি বৎসর অতীত হইলে, বিশ্বনাথ বাবু ইহধাম হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন বিজয়কৃষ্ণ সংসারে অবলম্বনহীন হইয়া পড়িলেন। তদবধি তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নিজ বিষয়-বিভবের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইল। সুযশের সহিত বহু অর্থব্যয় করিয়া তিনি পিতার পারলৌকিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন।

অতঃপর বিজয়কৃষ্ণ বাবু প্রতি মাসে এক একবার বসন্তপুরের জমিদারীর তত্ত্বাবধানের জন্য যাতায়াত করিতে লাগিলেন। স্বদেশের জমিদারীর দিকেও বিলক্ষণ দৃষ্টি রহিল ; তিনি নূতন বন্দোবস্ত করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার আয়

বৃদ্ধি করিলেন এবং সুশৃঙ্খলে ও সুনিয়মে প্রজামহলে সুশাসন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শাসনগুণে জমিদারীমধ্যে দুষ্টজনের প্রশ্রয় রহিত হইল। ইহাতে শিষ্টগণের আর সুখের ইয়ত্তা রহিল না। এইরূপে তিনি প্রজামহলে ভূয়সী কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। ক্রমে দুই চারি বৎসরের মধ্যে আরও নূতন জমিদারী খরিদ হইল। পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পর হইতেই তিনি প্রায় বাৎসরিক বিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হইলেন। কেবল-মাত্র তাঁহার মনঃকষ্ট এই যে, এ পর্য্যন্ত পুত্রমুখ-নিরীক্ষণজনিত অনুপম আনন্দের অধিকারী হইলেন না।

বিশ্বনাথ বাবু যখন পুত্রের বিবাহ দেন, তখন বিজয়কৃষ্ণের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর। বিবাহের চারি বৎসর পর তাঁহার পিতার পরলোক-প্রাপ্তি হয়; তদবধি বিজয়কৃষ্ণ বাবু রীতিমত সংসারধর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া আসিতেছেন। দেখিতে দেখিতে ক্রমে দশ বার বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি জন্মিল না। অতঃপর আর কিছুদিন বিগত হইলে তাঁহার মনের বাসনা ফলবতী হইল; তাঁহার সাধ্বী সুশীলা সহধর্ম্মিণী অন্তর্ব্বত্নী হইলেন। শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় গর্ভ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। পরন্তু বিজয়কৃষ্ণ বাবুর ইহাতে হর্ষে নিদারুণ বিষাদ উপস্থিত হইল। পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রশান্ত চিত্ত অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিবাহের সময় তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে প্রথমে কন্যা সন্তান জন্মিলে, সেই সদ্যোজাতা শিশুকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিবেন। আর পুত্র-সন্তান প্রসব করিলে, তাহাকে গৃহের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপে রাখিবেন। কিন্তু ভাবীফল ভবিতব্যের গর্ভে নিহিত। এই জন্যই চিন্তাকীট তাঁহার মন-প্রাণকে নিয়ত দংশন করিতে লাগিল। কিছুতেই তিনি অন্তরের সে মর্ম্মান্তিক জ্বালার নিবারণ করিতে পারিলেন না। যেখানে বসেন, চিন্তাকুলচিত্তে সেইখানেই দিন কাটাইয়া দেন; কোথায় গিয়া দিন কি রাত্রি অতিবাহিত হয়, তাঁহার সে জ্ঞান থাকে না। সর্ব্বদাই একান্তে অবস্থিতি করিতেই ভালবাসেন। এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহার অন্তরে দুশ্চিন্তা-স্রোত প্রবল হইয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। কিন্তু তাঁহার মনের এরূপ ভাব কেহই অবগত

হইল না। তিনি মনের ব্যথা মনোমধ্যেই বিলীন করিয়া রাখিলেন। বহুদিন হইল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এ কথা এখন আর কে মনে করিয়া রাখিয়াছে? সর্ব্বদা তাঁহার বিষণ্ণভাব দেখিয়া সকলেই মনে করিতে লাগিল যে, প্রিয়তমা প্রণয়িনী প্রথম গর্ভবতী হইয়াছেন, ইহা ত আনন্দের কথা; কিন্তু সর্ব্বক্ষণ বিষণ্ণ হইয়া ইনি দিন কাটাইতেছেন কেন? ইহার মর্ম্মার্থ কেহই বুঝিতে সমর্থ হইল না; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার কারণ জানিবে, এরূপ সাহসও কাহারও হইল না। যাহা হউক, ভবিতব্য কে খণ্ডন করিতে পারে? যথাসময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী একটি কন্যা-সন্তান প্রসব করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ বাবু তৎক্ষণাৎ সেই সদ্যোজাতা কন্যাকে সূতিকাগার হইতে আনাইয়া একটি তাম্রকুণ্ডে শয়ন করাইয়া সিন্ধুনদের প্রখর স্রোতোজলে ভাসাইয়া দিলেন। পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু প্রণয়িনীর অশ্রুপূর্ণ পবিত্র মুখখানি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল; তিনি স্বয়ংও নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। সংসারে বৃদ্ধা মাতা ও সহধর্ম্মিণীর অহোরাত্র অশ্রুপাত হওয়াতে তাঁহাদের দেহ দিন দিন শুষ্ক ও অবসন্নপ্রায় হইল। কে যে তাঁহাদের শুশ্রূষা করে, এমন আর কেহ নাই। বিজয়কৃষ্ণ বাবু সংসারের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মৃতপ্রায় হইয়া রহিলেন; লোকসমাজে কথা কহিতে তাঁহার যেন লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ যেন বিষাদে পরিপূর্ণ; যে দিকে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেই দিক বিষাদের ছায়া নিপতিত এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক জগৎ তিমিরাবৃত দর্শনে তিনি অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। যে দিন হইতে এই পাশবিক কার্য্যে বিজয়কৃষ্ণ বাবু হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই সংসার শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। তিনি অন্তঃপুরে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বৃদ্ধা মাতা ও সহধর্ম্মিণীর মুখ দর্শন করেন না। একেই বলে, যে যাহা ইচ্ছা করে ভবিতব্যতার গুণে সময়ে তাহা পরিণত হয়, তাহাই তিনি মনে মনে ভাবিয়া অশান্তিতে বহির্ব্বাটীতে অবস্থিতি করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ স্তবক।

দস্যু-শাসন।

"চোর ধরি হরি হরি শব্দ করি কয়—
আর আমারে কেবা পারে আর কারে ভয়!
*　　*　　*　　*　　*
নিমক্‌হারাম বেটা! আমি বাঁচাইবে কেটা?
দেখিবি, করিব যেই হাল!"

আলাইপুরের নদীগর্ভে রজনীশেষে জলদস্যুহস্তে যে ব্রাহ্মণ নিহত হন, নৌকাতে তাঁহার স্ত্রী, কন্যা ও পুত্র ছিল। স্ত্রীর বয়স দ্বাত্রিংশ, কন্যাটির দশ এবং পুত্রের বয়স সাত বৎসর। ইহাদিগকে লইয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহামায়া-পূজোপলক্ষে স্বদেশে যাইতেছিলেন। তাঁহার নিজ বাড়ীতেও দেবীর অধিষ্ঠান হইত; সুতরাং আবশ্যকীয় পূজোপকরণাদি তাঁহার সমভি-ব্যাহারে ছিল; তদবস্থায় পথিমধ্যে আলাইপুর নদীতে সেই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়।

এ দিকে বিভাবরী অবসান। পূর্ব্বাকাশ ঊষার উদয়ে সুরঞ্জিত। চতুর্দ্দিক্ হইতে লোকপূর্ণ নৌকা সকল নদী বাহিয়া যাইতে লাগিল। সকলে দেখিল, দূরে একখানি নৌকার ছাপ্পরের উপর এক ব্যক্তির দ্বিখণ্ডিত দেহ পতিত রহিয়াছে। নৌকামধ্য হইতে বামাকণ্ঠের সকরুণ রোদনধ্বনি উত্থিত হইতেছে। ইহাতে কেহ কেহ বিস্মিত হইয়া নিকটে অগ্রসর হইয়া মাঝি-দিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মাঝি! ব্যাপার কি?" মাঝি তাহাদের নিকট পূর্ব্বরাত্রিতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই বর্ণন করিল। তৎশ্রবণে এক ব্যক্তি বলিল,—"আর এখানে বসিয়া থাকিলে কোন ফল নাই।

আলাইপুরে থানা আছে, তথায় যাইয়া এই সংবাদ জানাও। পরে যে বিহিত হয় হইবে, নচেৎ আর ত কোন উপায় দেখি না।"

এই সমস্ত কথা শুনিয়া মাঝিরা নৌকাখানি ছাড়িয়া দিয়া আলাইপুর অভিমুখে বাহিয়া চলিল। অনতিবিলম্বেই নৌকাখানি আলাইপুরের থানার ডিপুঘাটে পৌছিল। বোধ হয়, থানার কোন কোন কর্ম্মচারী এ বিষয় পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিল। সত্য হউক্ মিথ্যা হউক্, প্রবাদ আছে, তৎকালে ঐ সমস্ত জেলার অধীনে নদীর মধ্যে যে সকল জলদস্যুরা অবস্থিতি করিত, তাহারা থানার লোকের সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দ রাখিত; নচেৎ কিছুতেই জলদস্যুরা এতদূর অসমসাহসিক কার্য্য করিতে সমর্থ হইত না। আরও প্রবাদ আছে, বাখরগঞ্জ জেলাতেও পূর্ব্বোক্তরূপ ঘটনা প্রায়ই সংঘটিত হইত, তাহাও কোন কোন থানাসংক্রান্ত লোকের বিশেষ সাহায্যে সম্পন্ন হইত। এক্ষণে বৃটিশসিংহের প্রবল প্রতাপে ও সুশাসনে ঐ সকল জলদস্যু অনেক পরিমাণে সুশাসিত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সুযোগ পাইলে এখনও দস্যুবৃত্তি করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

আলাইপুরের থানার ডিপুঘাটে একজন কনেষ্টবল দাঁড়াইয়াছিল। সে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা দর্শন করিয়া থানার অভিমুখে চলিয়া গেল। তথা হইতে থানা অধিক দূর নহে, শাখানদীর ডিপুঘাট হইতে থানা পর্য্যন্ত প্রশস্ত বাঁধান পথ। উক্ত ডিপুঘাটে একখানি বজ্‌রা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইত। শাখানদীর মধ্যে (ডিপুঘাটা) ছোট ছোট ও বড় বড় অনেকগুলি নৌকা বাঁধা থাকিত; কারণ, এই সকল বিপদাশঙ্কায় বিদেশীয় নৌকাগুলি তথায় লঙ্গর করিয়া থাকিত।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই থানা হইতে দারোগা, জমাদার ও সাতজন কনেষ্টবল ব্রাহ্মণের নৌকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দারোগা বাবু মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওরে! এ খুন কোথায় কে করিয়াছে?" মাঝি দারোগা বাবুকে সেলাম দিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল। দারোগা বাবু মাঝির জবানবন্দী সমস্তই স্বহস্তে লিখিয়া লইলেন। পরে কনেষ্টবলদিগকে ছাপ্পরের উপর হইতে লাস নামাইতে আদেশ করিলেন। আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল।

দারোগা বাবু লাস থানায় প্রেরণপূর্ব্বক নৌকায় উঠিয়া শোকবিহ্বলা ব্রাহ্মণপত্নীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"মা! আপনি কন্যা ও পুত্রটিকে লইয়া আমার বাসাবাড়ীতে চলুন, পাল্কী আসিয়াছে।" ব্রাহ্মণপত্নী অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া দারোগা বাবুর কথায় বাধ্য হইয়া নৌকার মধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, একখানি পাল্কী লইয়া বেহারারা দণ্ডায়মান আছে। ব্রাহ্মণপত্নী ধীরে ধীরে পাল্কীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, দারোগা বাবু কন্যা ও পুত্রটিকে ধরিয়া নৌকা হইতে নামাইলেন, তাহারাও জননীর সহিত পাল্কীতে উঠিল। দারোগা বাবু বেহারাদিগকে তাঁহার বাসাবাড়ীতে যাইতে অনুমতি করিবামাত্র বেহারারা পাল্কী স্কন্ধে লইয়া দারোগা বাবুর বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইল। বাহকগণ পাল্কী যথাস্থানে নামাইলে দারোগা বাবুর স্ত্রী সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে পাল্কী হইতে বাহির করিয়া সযত্নে অপর কক্ষে লইয়া গেলেন।

এ দিকে দারোগা বাবু থানায় না যাইয়া বরাবর নিজ বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন,—"ব্রাহ্মণপত্নীকে জিজ্ঞাসা কর, কলিকাতা সহরে উঁহার কেহ আত্মীয় আছেন কি না? তাঁহারা তথাকার কোন্ ঠিকানায় থাকেন? নাম কি? কোন্ জেলার কোন্ গ্রামে তাঁহাদের নিবাস, উঁহাদের বাড়ীতেই বা কে আছেন? এই সমস্ত তথ্য বিশেষ করিয়া উঁহার নিকট হইতে জানিয়া লও।" দারোগাপত্নী স্বামীর আদেশে রোরুদ্যমানা শোকবিহ্বলা ব্রাহ্মণপত্নীর নিকট গমনপূর্ব্বক সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণপত্নীও যতদূর জানিতেন সমস্ত প্রকাশ করিলেন। দারোগাপত্নী সমস্ত লিখিয়া লইয়া সেই কাগজখানা স্বীয় পতির হস্তে দিলেন, তিনি তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইলেন। পরে দারোগা বাবু থানায় যাইয়া কাগজখানিতে যাহা যাহা লিখিত ছিল, তৎসমুদয় পরিষ্কার করিয়া দুইখানা চিঠি লিখিয়া রামদীনের দ্বারা দুইখানা নৌকা বন্দোবস্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরের দেশে ও কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর দারোগা বাবু কি প্রকারে দস্যুদের গ্রেপ্তার করিবেন, অধীন কর্ম্মচারিগণের সহিত সেই বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কথা-

প্রসঙ্গে জমাদার বাবু বলিলেন,—"আমি আপাততঃ দুইজন কনেষ্টবলের সহিত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অনুসন্ধানে বাহির হইব।" দারোগা বাবু এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন জমাদার আর বিলম্ব না করিয়া দুইজন কনেষ্টবল সহিত ছদ্মবেশ ধরিয়া থানা হইতে বাহির হইলেন; শাখানদীর ডিপুঘাটায় যাইয়া একখানা ডিঙ্গি নৌকা ভাড়া করিয়া তাহাতে উঠিলেন। মাঝি নৌকা বাহিয়া চলিল। ক্রমে নৌকাখানা কিছুদূর অগ্রসর হইলে, সুদূরবর্ত্তী যে সমস্ত পল্লীতে ছোটলোক বাস করে, জমাদার প্রথমে তথায় যাইয়া তদারক আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে কলিকাতা সহরে যাঁহাদিগের নিকট সংবাদ প্রেরিত করা হইয়াছিল, তাঁহারা যথাকালে এই দুঃসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আপাততঃ শোক-দুঃখ সম্বরণ করিয়া কি প্রকারে যে শীঘ্র তথায় যাইবেন, সেইরূপ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একখানি দ্রুতগামী নৌকা বন্দোবস্ত করিয়া আবশ্যকীয় জিনিসপত্র লইয়া নৌকাতে যাইয়া উঠিলেন। নৌকাবাহি-দিগকে বলিলেন,—"যদি তোমরা দুই দিবসের মধ্যে আমাদিগকে আলাই-পুরের থানার ঘাটে পৌছাইয়া দিতে পার, তবে তোমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট ভাড়া ব্যতীত অতিরিক্ত পাঁচ টাকা পুরস্কার দিব।"

মাঝি আশায় মুগ্ধ হইয়া দাঁড়ীদিগকে বলিল,—"দুই দিবসমধ্যে আলাই-পুরের থানার ঘাটে নৌকাখানা না পৌছা পর্য্যন্ত তোমরা ক্ষণকালের জন্যও বিশ্রাম করিতে পারিবে না।" দাঁড়ীরাও তাহাতে সম্মত হইয়া প্রাণ-পণে দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে দ্বিতীয় দিবসের সন্ধ্যার প্রাক্কালেই নৌকা আলাইপুরের থানার ঘাটে আসিয়া পৌছিল। আরোহীরা ভাড়া ও বক্‌সিসের পাঁচ টাকা মাঝির হস্তে দিয়া, নৌকা হইতে নামিয়া সেই বাঁধা রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া থানার দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তথায় একজন কনেষ্টবল পাহারায় নিযুক্ত ছিল। তাহাকে দেখিয়া তাঁহারা ঐ খুনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করাতে, সে উত্তর করিল,—"আজ্ঞা হাঁ, আপনারা এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছেন?" একজন বলিলেন,—"কলিকাতা হইতে আসিতেছি।" কনেষ্টবল তাঁহাদের তথায় বসিতে বলিয়া, দারোগা বাবুকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল। দারোগা বাবু

তখন বাসাবাড়ীতে ছিলেন, কনেষ্টবল বাসাবাড়ীর দরজার সম্মুখে যাইয়া পরিচারিকাকে ডাকিবামাত্র দারোগা বাবু তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া পুলিসের পোষাক পরিধানপূর্ব্বক বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। দরজার পার্শ্ব হইতে রামদীন্ দারোগা বাবুকে আসিতে দেখিয়া সেলাম দিয়া বলিল,—"হুজুর! সেই খুনী ব্যক্তির আত্মীয় পাঁচজন লোক কলিকাতা হইতে এই মাত্র থানায় আসিয়াছেন।"

দারোগা বাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া থানায় উপস্থিত হইলেন, অভ্যাগতগণের পরিচয় লইলেন; বুঝিলেন যে, ইহারাই দস্যুহস্তে নিহত ব্রাহ্মণের আত্মীয়। তখন দারোগা বাবু তাঁহাদের থাকিবার এবং আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অবশেষে তিনি বাসাবাড়ীতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে একজন বলিলেন,—"দারোগা বাবু! আপনার নিকট আমার একটু অনুরোধ এই, যিনি দস্যুকর্ত্তৃক হত হইয়াছেন, তিনি আমার খুল্লতাত। আমি এক্ষণে খুড়ীমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।" এই কথা শুনিয়া তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাসাবাড়ীর দিকে গমন করিলেন এবং যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া যে কক্ষে ব্রাহ্মণপত্নী কন্যা-পুত্র লইয়া পতিশোকে ম্রিয়মাণা হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, সেই কক্ষের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া (কন্যাটির নাম সুশীলা ও পুত্রটির নাম সুবোধ) 'সুশীলা!' বলিয়া যেমন ডাকিলেন, অমনি মেয়েটি কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া "ঠাকুর দাদা গো!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন দারোগা বাবু আর তথায় অপেক্ষা করিলেন না, নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ব্রাহ্মণ তাঁহার খুড়ীমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলে, ব্রাহ্মণপত্নী কাঁদিয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে শোক সম্বরণ করিয়া নানা প্রকার প্রবোধবাক্য শোকার্ত্তার শোকাপনোদনে যত্নবান্ হইলেন এবং খুড়ীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খুড়ীমা! কি প্রকারে এই বিপদ্ ঘটিল?" তখন ব্রাহ্মণপত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে সংক্ষেপে বলিলেন। ব্রাহ্মণ আর অধিক কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া "আগামী কল্য যাহা হয় শুনিব" বলিয়া কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া দারোগা বাবুকে

ডাকিলেন, দারোগা বাবু উপস্থিত হইলে বলিলেন,—"দারোগা বাবু! এক্ষণে বিদায় লইতেছি, কা'ল যাহা কর্ত্তব্য, সেইরূপ করিবেন।" দারোগা বাবু ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন। তিনিও আশীর্ব্বাদ করিয়া তথা হইতে থানায় আসিয়া সমভিব্যাহারীগণের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবৃত করিলেন। সকলেই শোকদুঃখে ম্রিয়মাণ; মনের দুঃখ মনোমধ্যে বিলীন করিয়া সুখে-দুঃখে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

রজনীপ্রভাতে দারোগা বাবু প্রাতঃকৃত্যসমাপনান্তে যথাকালে উপস্থিত হইয়া, লাস জেলায় চালান দিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ইত্যবসরে জমাদার বাবু চারিজন আসামীকে ধৃত করিয়া থানায় উপস্থিত হইলেন। দস্যুদিগকে দেখিয়া মাঝিরা চিনিতে পারিল; তন্মধ্যে একজন মাঝি সোৎসাহে পূর্ব্বকথিত মৃত ব্রাহ্মণ ঠাকুরের খুনের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া দারোগা বাবুকে জ্ঞাত করাইয়া বলিল,—"দারোগা বাবু! আমি দেখিলে সকল দস্যুদিগকেই চিনিতে পারিব।"

দারোগা বাবু রামদীন্ কনেষ্টবলকে বলিলেন,—"রামদীন্! জেলায় লাস চালান দিব, একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া এসো।" রামদীন্ কনেষ্টবল চলিয়া গেল। কলিকাতা হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দারোগা বাবু বলিলেন,—"ঠাকুর মহাশয়গণ! লাস জেলায় লইয়া যাইতে হইবে, আপনারা উদ্যোগ করুন।" তাঁহারা লাস রীতিমত বন্ধন করিয়া রাখিলেন। এমন সময় রামদীন্ কনেষ্টবল থানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রামদীন্‌কে দেখিয়া দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রামদীন্! নৌকা কি ঠিক হইয়াছে?" রামদীন্ উত্তর করিল,—"আজ্ঞা, হুজুর! ঠিক হইয়াছে।" দারোগা বাবু বলিলেন,—"তবে লাস নৌকায় লইয়া যাইতে বল।" রামদীন্ ব্রাহ্মণগণের নিকট গিয়া বলিল,—"ঠাকুর মহাশয়েরা! লাস লইয়া নৌকায় যাউন।" এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহারা ধরাধরি করিয়া ব্রাহ্মণের শবদেহ স্কন্ধে লইয়া ডিপুঘাটা উপস্থিত হইলেন এবং তথায় লাস নামাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দারোগা বাবু রামদীন্‌কে বলিলেন,—"রামদীন্! তুমি আর তিনজন কনেষ্টবল লাসের সঙ্গে যাইবে।" ইহাতে রামদীন্-প্রমুখ কনেষ্টবলেরা পুলিসের পোষাক পরিধান করিয়া দারোগা

বাবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দারোগা বাবু পূর্ব্বেই একখানা রিপোর্ট লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা রামদীনের হস্তে দিয়া বলিলেন,—"দেখ রামদীন্! পুলিসকোর্টে যাইয়া, পুলিস সাহেবের হাতে এই রিপোর্টখানা দিবে।" তাহারা দারোগা বাবুকে সেলাম দিয়া থানা হইতে চলিয়া আসিল। পরে ডিগুঘাটা যাইয়া দেখে, পূর্ব্বকথিত ব্রাহ্মণেরা লাস নামাইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। রামদীন্ বলিল,—"ঐ নৌকাতে লাস লইয়া উঠুন।" ব্রাহ্মণেরা লাস নৌকায় তুলিলেন, কনেষ্টবল চারিজনও নৌকায় উঠিল। নৌকা নদী বাহিয়া যথাসময়ে যথাস্থানে পৌছিল। রামদীন্ রিপোর্ট লইয়া পুলিস-কোর্টে গিয়া পুলিস সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল এবং যথানিয়মে সেলাম দিয়া, রিপোর্টখানা তাঁহার সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রক্ষিত করিল। সাহেব রিপোর্ট পাঠ করিয়া উপস্থিত ঘটনার মর্ম্মার্থ বুঝিয়া লইলেন এবং রামদীন্‌কে তথায় লাস আনিতে আদেশ করিলেন। তখন রামদীন্ নৌকার কাছে যাইয়া সাহেবের আদেশ জানাইয়া শব ও ব্রাহ্মণগণ সহ পুলিসকোর্টে সমুপস্থিত হইল।

অতঃপর পুলিস সাহেবের আদেশে লাসের বন্ধন-মোচন হইল। লাস দেখিয়া সাহেব সৎকারের হুকুম দিয়া চলিয়া গেলেন। পুনরায় ব্রাহ্মণেরা লাস বন্ধনপূর্ব্বক স্কন্ধে লইয়া নৌকার দিকে গমন করিলেন এবং অনতিবিলম্বে নৌকার কাছে যাইয়া নৌকাতে তুলিয়া বসিলেন। রামদীন্ প্রভৃতি কনেষ্টবলেরাও আসিয়া নৌকাতে উঠিল। মাঝি নৌকা ছাড়িয়া আলাইপুরের থানার অভিমুখে বাহিয়া যথাসময়ে তথায় যাইয়া পৌছিল। কনেষ্টবলেরা নৌকা হইতে নামিল। ব্রাহ্মণেরাও লাস স্কন্ধে লইয়া যথাস্থানে রক্ষিত করিলেন। সে দিন আর লাস জ্বালান হইল না।

পরদিন প্রাতঃকালে দারোগা বাবু থানায় আসিয়া লাস জ্বালাইবার উদ্যোগ করিতে বলিলে, ব্রাহ্মণেরা সৎকারের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া শব স্কন্ধে আলাইপুরের বড় নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এমন সময় মৃত ব্রাহ্মণের স্বদেশ হইতে আট ব্যক্তি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের নিকট পূর্ব্বেই সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল। ইঁহারা দ্রুতগামী যান-বাহনে থানায় আসিয়া সংবাদ-শ্রবণান্তে দাহস্থানে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। তখন সৎকারের উদ্যোগ হইতেছে। তাঁহারা ব্রাহ্মণের মৃতদেহ দর্শন করিয়া কতই যে করুণবিলাপ করিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। পরে শোক-দুঃখ কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া সকলেই একযোগে ব্রাহ্মণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। যথাসময়ে দাহকার্য্য পরিসমাপ্ত হইল। তদন্তে সকলে স্নানাদি করিয়া থানায় আসিয়া যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন। সে দিন সকলেই দারুণ মনঃকষ্টে শোকে দুঃখে বিশ্রাম লাভ করিতে গেলেন, কিন্তু নানাবিধ দুর্ভাবনায় ও উৎকণ্ঠায় রাত্রে কাহারই সুখনিদ্রা হইল না।

রজনী অবসান। ব্রাহ্মণেরা ইষ্টদেবতার নাম স্মরণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান ও প্রাতঃকৃত্য-সমাপনান্তে ব্রাহ্মণপত্নীকে তদীয় পুত্র-কন্যা সহ স্বদেশে লইয়া যাইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দেশ হইতে যে আটজন আত্মীয় লোক আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চারিজন তাঁহাদিগকে লইয়া পরদিন স্বদেশে যাত্রা করিবেন, এই সংবাদ দারোগা বাবুকে জ্ঞাত করাইলেন। দারোগা বাবু তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। যে নৌকাযোগে স্বদেশ হইতে ব্রাহ্মণেরা আসিয়াছেন, প্রাতঃকালে সেই নৌকায় উঠিলেন। মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দেশাভিমুখে বাহিয়া চলিল।

এ দিকে জমাদারকে দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জমাদার, এই দস্যুদিগকে আপনি কি প্রকারে গ্রেপ্তার করিলেন?" জমাদার বলিলেন,—"মহাশয়! শুনুন, ছাচিয়াদহ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় একটি প্রাচীন ভদ্রলোক আমাদিগকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হাঁ গা বাবু! আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন? কোথাই বা যাইবেন?' আমি উত্তর করিলাম,—'আমরা খুলনা হইতে আসিয়াছি, অদ্য এখানে থাকিতে বাসনা করি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে কোথাও এক রাত্রির জন্য একটু থাকিবার স্থান করিয়া দিতে পারেন?' আমাদিগকে বিদেশী জানিতে পারিয়া, অতি যত্নের সহিত তিনি নিজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তখন বেলা দুই প্রহর। আমাদিগকে বহির্ব্বাটীতে বসিতে বলিয়া তিনি স্বয়ং বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আমরা বাহিরে বসিয়া আকাশ পাতাল কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আমরা বৈঠকখানা-ঘরে দিব্য পরিষ্কৃত বিছানার উপর উপবিষ্ট। ইত্যিমধ্যে একটি ভৃত্য তামাক সাজিয়া আনিল; আমাদের স্নানার্থ একটি তৈলপাত্রও তাহার হস্তে ছিল; পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর কর্ত্তাও বাহিরে আসিলেন। আমরা তামাক সেবন করিতেছিলাম, তাঁহাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হাঁ গা বাবু! আপনাদের আহারাদির কিরূপ বন্দোবস্ত করিব?' আমরা উত্তর করিলাম,—'বেশী কিছু আয়োজন করিবেন না, আমরা কেবল জলযোগ মাত্র করিব।' বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। আমরা তৈল-মর্দ্দনান্তে কর্ত্তার সহিত স্নানার্থ জলাশয়োদ্দেশে চলিলাম। অনতিমাত্র দূরে যাইয়া দেখি, দিব্য একটি পুষ্করিণী। তাহার চারিদিকে বাঁধান ঘাট। পুষ্করিণীর চারি ধারে নানাবিধ ফলবান্ বৃক্ষশ্রেণী বিরাজমান। স্ত্রীলোকদিগের স্নানার্থ প্রাচীর-বেষ্টিত পৃথক্ ঘাট। আমি পূর্ব্বদিকের ঘাটে স্নান করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে আমার দক্ষিণদিকের সেই প্রাচীর-বেষ্টিত ঘাটে কতকগুলি স্ত্রীলোক স্নান করিতে আসিল। তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোক অপরাকে বলিতেছে, —'ত্থাখ্, আমার কর্ত্তা আ'জ ক'দিন হইল, পূর্ব্বদেশীয় একটি ব্রাহ্মণকে খুন করিয়া অনেক জিনিসপত্র এবং নগদ টাকাও অনেকগুলি আনিয়াছে, সেই জন্য এবার আর পূজার সময় ছেলে-মেয়েদের কাপড়-চোপড় কিছুই কিনিতে হইবে না।'

এই কথা শুনিয়া অপরা স্ত্রীলোকটি বলিল,—'ওরে! তাই বুঝি, আব্বাচ ও কোমরালীর স্ত্রী সে দিন ঝগ্‌ড়া করিয়া বলিতেছিল,—দলপতি একাই সমস্ত জিনিসপত্র টাকা-কড়ি ঘরে পুরিয়া রাখিল। যদি দুই এক দিনের মধ্যে আমাদিগকে কিছু না দেয়, তবে আর কর্ত্তাকে দলপতির সঙ্গে যাইতে দিব না। এই পর্য্যন্ত তাহারা বলিয়া স্নানান্তে কুম্ভে বারিপূর্ণ করিয়া কাঁখে লইয়া নিজ আবাসাভিমুখে চলিল। আমিও তাহাদের অনুগামী হইলাম।

এ দিকে যে চারিজন দস্যু ধৃত হইয়াছে, তাহাদের স্ত্রীরা স্নানার্থ ঐ পুষ্করিণীতে কলসী কাঁখে করিয়া আসিতেছিল। পথিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে পাইয়া ঐ সমস্ত জিনিসপত্রের কথা উল্লেখ করিয়া

মহা কলহ উত্থাপন করিল। এমন কি, প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সমভাবে তাহাদের বচসা চলিল। বাগ্‌বিতণ্ডায় বুঝিলাম, ঐ রমণীটিই দলপতির স্ত্রী। সে কলহে হারিমানিয়া ক্রোধভরে নিজ বাড়ীর অভিমুখে চলিল। আমিও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া বাড়ীখানা দেখিয়া, পুনরায় পূর্ব্বোক্ত স্থানে আসিয়া প্রথমকথিত চারিটি রমণীর প্রতীক্ষায় অপর পথে এ দিক্ ও দিক্ করিতেছি, ইতিমধ্যে দেখি, ঐ চারিটি রমণী সেই সকল কথার আলোচনা করিতে করিতে আসিতেছে। ক্রমে তাহারা চলিয়া যাইতে যাইতে দলপতির বাড়ী পশ্চাৎ করিয়া অনতিদূরে একখানা বাড়ীতেই চারিজনে প্রবেশ করিল। আমি এই সমস্ত সন্ধান লইয়া সেই প্রাচীন ভদ্রলোকের আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বাবু, আপনার এত বিলম্ব হইল কেন?' উত্তর করিলাম,—'সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেছিলাম।' পরে জলযোগের আয়োজন। রামদীন্ প্রভৃতিও আসিয়া বসিল। যথাসময়ে আমরা জলযোগ করিয়া উঠিলাম।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমুপস্থিত। ঘরে আলোক প্রজ্বালিত হইল। কিঞ্চিৎ পরে প্রাচীন ভদ্রলোকটি বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। কথাপ্রসঙ্গে আমি ঐ সকল দস্যুদের কথা প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। তিনিও পূর্ব্বকথিত মত কিছু কিছু বলিলেন। আমি আর দ্বিরুক্তি করিলাম না; কেবল বলিলাম,—'অদ্য আর কিছুই আহার করিব না।' তবুও তিনি অনেক অনুরোধ করিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। যে সমস্ত সন্ধান আমি লইয়া আসিয়াছি, চুপে চুপে কনেষ্টবলদিগকে তৎসমুদয় জ্ঞাত করিলাম। এইরূপে নানা প্রকার কথাবার্ত্তায় অধিক রাত্রি হইয়া পড়িল, এমন সময় গ্রামের চৌকীদার হাঁক্ দিতে দিতে আমরা যে কক্ষে আছি, তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের কথাবার্ত্তার আভাস পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনারা কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন?' আমি বলিলাম,—'ওহে চৌকীদার! বৈঠকখানায় মধ্যে এসো।' সে গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল এবং সসম্ভ্রমে সেলাম দিয়া চুপ করিয়া এককোণে গিয়া বসিল। আমি বলিলাম,—'দেখ, চৌকীদার! রাত্রি একঘণ্টার মধ্যে আটজন চৌকীদার যেমন করিয়াই

হউক লইয়া এসো।' আদেশ পাইয়া সে প্রস্থান করিল। ঠিক্ এক ঘণ্টার মধ্যেই আটজন চৌকীদার তাহার সহিত উপস্থিত। তখন আমি ও চারিজন কনেষ্টবল পুলিসের বেশে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিলাম। সেই চারিটি রমণী যে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ দূরে থাকিতে চৌকীদারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'চৌকীদারগণ! এই বাড়ীতে কয়জন পুরুষ আছে? তাহাদের নাম কি?' প্রথম চৌকীদার বলিল,—'হুজুর! আব্বাচ আলী, কোরমান আলী, রহিমদ্দি ও এবরাহিম।' আমি বলিলাম,—'ঐ চারিজনের প্রত্যেক দরজায় দুইজন করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবে, যেমন সে বাহির হইবে, অমনি এই হাতকড়ী বদ্ধ করিয়া আমার সম্মুখে লইয়া আসিবে।' চৌকীদারেরা আদেশ পাইয়া প্রস্থান করিল। অনতিবিলম্বেই বদ্ধনাবস্থায় চারিটি দস্যু আমার নিকট সমানীত হইল। তাহাদিগকে লইয়া আমি অনুবলগণ সহ আসিয়া নৌকার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমি একখানিতে আর একখানা বড় নৌকায় অনুবলগণ আসামী সহ উঠিল। মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া থানার অভিমুখে বাহিয়া চলিল, যথাসময়ে শাখানদীর জিরাঘাটা আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এ দিকে রাত্রিও প্রভাত হইল।"

চারিজন দস্যু যে রাত্রিযোগে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইল, এ কথা উহাদের বাড়ীর কেহই জানিতে পারিল না; এমন কি, উহাদের ভার্য্যাগণও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। দুই তিন ঘণ্টা অতীত হইয়া যাওয়ার পর, ঐ ধৃত দস্যুদের স্ত্রীরা উঠিয়া পরস্পরকে তাহাদের স্বামিগণ কোথায় গেল, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার সদুত্তর দিতে পারিল না। পরিশেষে বাড়ীর সমস্ত লোক উঠিল। এমন কি, পার্শ্ববর্ত্তী দুই চারিখানা বাড়ীর লোকও ক্রমে আসিয়া ঐ বাড়ীতে উপস্থিত হইল। এক ব্যক্তি বলিল,—"দলপতির বাড়ীতে সন্ধান লইয়া আইস।" এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ দলপতির বাড়ীতে যাইয়া দেখে, কাহারও সাড়াশব্দ নাই; ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল,—"দলপতি! বাড়ীতে আছ কি?" ডাক শুনিয়া দলপতি ব্যস্ততাসহকারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিল। উপস্থিত ব্যক্তি ঐ চারিজন দস্যুর কথা তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিল। দলপতি বলিল,—"আজ দুইদিন

তাহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ নাই। তাহারা কোথায় গিয়াছে, জানি না।” দলপতির কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া সকলের নিকট এই সংবাদ জ্ঞাত করাইল। রাত্রিপ্রভাতে সকলে ধৃত দস্যুদের অনুসন্ধানে বাহির হইল।

এ দিকে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন ভদ্রলোকটি নিদ্রাভঙ্গে বহির্ব্বাটীতে আসিলেন, বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, অতিথিগণ তথায় নাই। তিনি অবাক্ হইয়া কিঞ্চিৎকাল বসিয়া রহিলেন। পরে ঘরে যে সমস্ত জিনিসপত্র আছে, তাহা বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, তাহার কিছুরই অন্যথা হয় নাই। তখন তিনি নিশ্চিন্ত-মনে বাড়ীর ভিতর গিয়া নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অতিথিগণ কি উদ্দেশে আসিল, কেন বা না বলিয়া গেল, এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ দিকে নয়জন চৌকীদার যে রাত্রিতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কোথায় গেল, এ কথাও তাহাদের বাড়ীর কেহই বলিতে পারিল না।

দেখিতে দেখিতে বেলা ১০টা। চৌকীদারেরা বাড়ীতে ফিরিল না। তাহাদের পরিবারবর্গ বিষম চিন্তাকুল। এমন সময় দস্যুদের অনুসন্ধানে যাহারা বাহির হইয়াছে, তাহারাও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা যে জন্য গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিতেছে, তাহাও তাহাদিগকে জ্ঞাত করাইল। চৌকীদারদিগের আত্মীয়গণও তাহাদের নিকট গত রাত্রির ঘটনার কথা শুনিয়া অবাক্;—গ্রামস্থ সকলেই অবাক্। অগত্যা উভয় পক্ষের লোক একত্র হইয়া তাহাদিগের অনুসন্ধান করিতে বাহির হইল।

সপ্তম স্তবক।

রায় মহাশয়ের স্বদেশযাত্রা।

"শান্তিনিকেতন ছাড়ি কোথা শান্তি পাবে বল ?
সংসারে শান্তির আশা মরীচিকায় যথা জল।
কভু সুখ পারাবার, কভু হয় হাহাকার,
জীবন যৌবন ধন সকলি অতি চঞ্চল।
আ'জ পুত্র আলিঙ্গন, কালি তারে বিসর্জ্জন,
আ'জ প্রিয় প্রেমালাপ, কালি বিলাপ কেবল।"

দুই বৎসর পরে রায় মহাশয় স্বদেশযাত্রা করিবেন, এই সংবাদ পাইয়া সেই পাঁচখানি মৌজার প্রজারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল, যে যাহা পারিল, সানন্দমনে তাহাই তাঁহাকে সেলামী দিয়া চলিয়া গেল। প্রাপ্ত সেলামী গণনায় প্রায় দেড় শত টাকা। এ টাকাও তিনি নায়েব মহাশয়ের হাতে দিলেন এবং যে ভাবে এ টাকাগুলি পাইলেন, তাহাও তাঁহার নিকট বলিলেন। নায়েব মহাশয় প্রীত হইয়া বলিলেন,—"রায় মহাশয়! ভবিষ্যতে আরও যাহাতে আপনার উন্নতি হয়, সে বিষয়ে আমি সমধিক চেষ্টা করিব।" পরে নায়েব মহাশয় পাইকের মাথায় হাজার টাকার তোড়াটি দিয়া নিজেই স্বদেশীয় মহাজনের গদীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রায় মহাশয়ের নামে দেশে হাজার টাকার হুণ্ডির বরাতী চিঠি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বরাতী চিঠিখানি রায় মহাশয়ের হাতে দিয়া বলিলেন,— "অদ্য হইতে সাত দিন পরে তথাকার মোকামে যাইয়া টাকা আনিবেন।" রায় মহাশয় কেবলমাত্র রাহা-খরচ সঙ্গে লইয়া নৌকারোহণে শুভযাত্রা করিলেন। নৌকাবাহকগণ নিয়মিত সময়ে চীৎকার-ধ্বনি করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। অবিশ্রান্ত দুই দিবস বাহিয়া গহনার নৌকাখানি নির্ব্বিঘ্নে যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিল। তখন বেলা আট ঘটিকা। রায় মহাশয়

নৌকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক পদব্রজে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আত্মীয়গণের সহিত পরস্পর কুশলসম্ভাষণে আনন্দ-সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল।

দুই বৎসর পরে রায় মহাশয় বাড়ী আসিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া গ্রামস্থ অনেকেই বিশেষতঃ আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনিও তাঁহাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ সদালাপের পর যে যাহার আবাসে চলিয়া গেলেন।

সপ্তাহ সমতীত। হুণ্ডির বরাতী চিঠিখানি লইয়া রায় মহাশয় ও তাঁহার সহোদর টাকা আনিতে কথিত মহাজনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে বরাতী চিঠিখানি দেখাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি সমস্ত টাকা গণিয়া দিলেন। দুই ভাই টাকাগুলি গণিয়া লইয়া বরাতী চিঠিখানি তাঁহাকে ফেরৎ দিয়া, যথাসময়ে বাড়ীতে আসিয়া, সমস্ত টাকাগুলি তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীর হস্তে প্রদান করিলেন। পুত্রের উপার্জ্জনলব্ধ বিস্তর টাকা দেখিয়া জননীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সুখে সানন্দে সংসার চলিতে লাগিল।

রায় মহাশয় নায়েব মহাশয়কে অবসরমত একখানি পত্র লিখিয়া উক্ত মহাজনের গদীতে দিয়া পাঠাইলেন। সপ্তাহের মধ্যে সেই মহাজনের দুই-খানা নৌকা দেশ হইতে কুলঝুড়িতে যায়, আর তথা হইতে দুইখানা করিয়া নিয়মিতরূপে আসিয়া থাকে। রায় মহাশয় বাড়ীতে আসিয়া এক পক্ষের মধ্যেই কয়খানি নূতন ঘর প্রস্তুত করাইলেন।

রায় মহাশয়ের বিবাহের জন্য তদীয় মাতা ঠাকুরাণী উৎকণ্ঠিতা হইলেন। এই প্রস্তাবে আত্মীয়-স্বজন সন্তুষ্ট হইয়া পাত্রী অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। দেশ-বিদেশে ঘটক প্রেরিত হইল। ঘটকেরা নানা স্থান হইতে পাত্রীর সন্ধান লইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। অবশেষে নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামের হরিপ্রসাদ বসু মহাশয়ের কন্যার রূপ-লাবণ্যের কথা শুনিয়া সেই পাত্রীকে দেখিবার জন্য একজন প্রাচীন আত্মীয় ব্যক্তিকে লইয়া রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর পাত্রীদর্শনে সেই গ্রামে উপস্থিত হইলেন। পাত্রী সকলেরই মনোনীত হইল। পরে পাত্র দেখিবার প্রসঙ্গ উঠিলে হরিপ্রসাদ বাবু উত্তর করিলেন,—"পাত্রটি আমার বিলক্ষণ দেখা আছে। তবে একদিন শুভদিন

দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে যাইব।" পাত্রী-দর্শনান্তে সকলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

একদা শুভদিনে শুভক্ষণে হরিপ্রসাদ বাবু রায় মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য বন্ধুবান্ধবগণের সহিত পাত্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পাত্রদর্শন, আশীর্ব্বাদ ও তৎকালোচিত লৌকিক কার্য্য সমস্ত সুসম্পন্ন হইল। বিবাহের লগ্নপত্র ও শুভদিনাদি স্থির করিয়া হরিপ্রসাদ বাবু স্বীয় ভবনে প্রত্যাগত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে শুভ-বিবাহের শুভদিন নিকটবর্ত্তী। আত্মীয়-কুটুম্বাদি সকলেই রায়েদের ভবনে আসিয়া সমাগত হইলেন। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসিগণের আনন্দোল্লাসে যেন রায়েদের ভবন আনন্দ-নিকেতন হইয়া উঠিল। সর্ব্বদা মাঙ্গল্য-বাদ্যধ্বনির মধুর নিনাদে এবং সমাগত বালক-বালিকাগণের সানন্দমূর্ত্তিতে রায়গৃহ যেন অমরাবতীর শোভা ধারণ করিল। যথাকালে মহা সমারোহে রায় মহাশয়ের শুভ-পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়া গেল, সমাগত কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীগণ স্ব স্ব আলয়ে প্রতিগমন করিলেন। বিবাহান্তে দুই মাস পরে রায় মহাশয় চাকরীর স্থানে চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার কাজকর্ম্মে এমনই সুযশ ও সুযোগ হইয়া উঠিল যে, পূর্ব্ব হইতে চতুর্গুণ আয় হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার উপার্জ্জন, সুনাম, সুযশ সমস্তই আমার স্ত্রীর ভাগ্যগুণে ঘটিতেছে। ফলতঃ প্রত্যেক মাসে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তাঁহার উপরি আয় তিন চারি শত টাকা হইতে লাগিল। সে সমস্ত টাকা তত্রত্য মহাজনের গদীতে জমা দিয়া কনিষ্ঠ সহোদরের নামে হুণ্ডি করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। এইরূপে প্রত্যেক মাসেই বাড়ীতে টাকা প্রেরিত হইতে লাগিল। এইরূপ উপরি আয়ে রায় মহাশয় যে মাসে মাসে যথেষ্ট টাকা পাইতেছেন, তাহা নায়েব মহাশয় একেবারেই জানিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে আরও এক বৎসর অতীত। পুনরায় রায় মহাশয় দেশে যাইতে উদ্যত। নায়েব মহাশয় কোনরূপ আপত্তি না করিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। পরদিন টাকা-কড়ি হিসাব নিকাশ করিয়া এবং নায়েব মহাশয়কে তথাকার চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া রায় মহাশয় বিদায় লইলেন। মহাজনের গদীতে পূর্ব্ববৎ হুণ্ডি করিয়া

টাকা প্রেরিত হইল। যথাকালে নৌকাযোগে রায় মহাশয় নির্বিঘ্নে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিলেন। তিনি বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া শ্বশুরালয় হইতে নববধূকে আনাইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ হইল। তাহাতেও অনেক অর্থব্যয় হইয়া গেল। দশ বার বৎসর চাকরী করিয়া রায় মহাশয় বিপুল বিত্তের অধীশ্বর হইয়া পড়িলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন। এখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহাতেই সোণা ফলিতে লাগিল। ক্রমে জমিদারী পর্য্যন্ত খরিদ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেখানে জমিদারী বিক্রয়ের সন্ধান পান, রায় মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাহা খরিদ করেন। এই ভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার জমিদারীতে যাহা বাৎসরিক আয় হইতেছে; তদ্দ্বারা বার মাসে পূজা-পার্ব্বণাদি সমাধা করিয়া সুশৃঙ্খলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। তখন তিনি মনোহর একখানি অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন। তৎসঙ্গে ক্রমে বাগান পুষ্করিণী দেবালয় প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া মহাসুখে সংসারধর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রতি বৎসর শারদীয়া মহাপূজাও আরম্ভ হইল; তাহাতে যথেষ্ট ব্যয় হইতে লাগিল। গ্রামের মধ্যে ধনে মানে গুণে রায় মহাশয়ের সমকক্ষ কেহই রহিল না। দেশ-বিদেশে তাঁহার সম্মানের ইয়ত্তা রহিল না। লক্ষ্মী সরস্বতী যেন সখীভাবে তাঁহার আলয়ে বিরাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনুষ্য-জীবনে কাহারও সমভাবে সর্ব্ববিষয়ে সুখসৌভাগ্য ঘটে না; তাই এ পর্য্যন্ত দুই সহোদরের মধ্যে কাহারও সন্তান-সন্ততি কিছুই হইল না। ইহাই তাঁহাদের একমাত্র মনঃকষ্ট। কালবশে তাঁহাদের মাতা ঠাকুরাণী পরলোক-গত হইলেন। যথাসময়ে মাতার পারলৌকিক কার্য্যে রায় মহাশয় বিস্তর অর্থব্যয় করিলেন। তাহাতেও তিনি দশের নিকট ভূয়সী প্রশংসার পাত্র হইলেন। মাতা ঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর হইতেই তিনি এক মহাচিন্তায় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন যে, অতঃপর কি করিয়া কাহার উপর সংসারের ভার দিয়া বিদেশ চাকরী করিতে যাইবেন? সংসার-তত্ত্বজ্ঞা বর্ষীয়সী কর্ত্রীর তত্ত্বাবধান ভিন্ন কখনই সংসার সুশৃঙ্খলে চলিতে পারে না, ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের দুই সহোদরের সহধর্ম্মিণী বলিতে গেলে বয়সে নবীনা, তাঁহারা

সংসারের মধ্যে সুগৃহিনীপণা করিতে এখনও সম্যক্ প্রকারে সমর্থা হন নাই। তাই সংসারের গুরুভার নিজ নিজ মস্তকে গ্রহণ করিতে তাঁহারা একেবারেই সম্মত নহেন। আর রায় মহাশয় বিদেশে গেলে, কেই বা তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিবে। এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় তাঁহার অন্তর আন্দোলিত হইতে লাগিল।

রায় মহাশয় ছয় মাস হইল, কর্ম্মস্থান হইতে আসিয়াছেন, তথায় না গেলেই বা কেমন করিয়া চলিবে। ইহাও তাঁহার একটা ভাবিবার বিষয় হইল। এমন সময় পূর্ব্বোক্ত মহাজনের গদী হইতে এক ব্যক্তি একখানা পত্র লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। পত্রখানি পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, হঠাৎ হৃৎপীড়ায় নায়েব মহাশয়ের সপ্তাহ যাবৎ পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। দেশ হইতে নায়েব মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর আসিয়া তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া রীতিমত কার্য্য চালাইতেছেন। এই সংবাদটি একজন সম্ভ্রান্ত প্রজা তাঁহাকে বিদায় জন্যই সঙ্গোপনে এই পত্র লিখিয়াছেন। নায়েব মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদরের স্বভাব-চরিত্র যে ভাল নহে, তাহা রায় মহাশয় পূর্ব্ব হইতে বিলক্ষণ জানিতেন। এই জন্য তিনি তাঁহার অধীনে আর বিদেশে চাকরী করিতে সম্মত হইলেন না। তাই এই প্রজার নিকট অন্যান্য কথার পর এই কথাটি বিশেষ করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমি আপাততঃ তথায় যাইতে পারিব না।" ফলতঃ তদবধি রায় মহাশয় বাড়ীতেই রহিলেন।

রায় মহাশয়ের স্ত্রীর নাম "কমলাসুন্দরী"। রূপেও কমলা, গুণেও সরস্বতী সদৃশী। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর হইতে সংসারের ভার তাঁহার উপরেই পড়িল। ক্রমে ক্রমে তিনি এমনি সুগৃহিণী হইয়া উঠিলেন; এমনি সুশৃঙ্খলের সহিত সংসার চালাইতে আরম্ভ করিলেন যে, তাহাতে আরও সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে, লোক-লৌকিকতায়, রীতি-নীতিতে, বুদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠা হইয়া পড়িলেন। এই সমস্ত সদ্গুণ দেখিয়া গ্রামস্থ সর্ব্বশ্রেণীস্থ স্ত্রীপুরুষের নিকট প্রশংসার পাত্রী হইয়া উঠিলেন। গ্রামের মধ্যে কাহার বাড়ীতে যদি বৃহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত; তাহা হইলে, "কমলার" নিকট পরামর্শ না লইয়া কেহ কোন কার্য্য করিত না। তাঁহার এইরূপ কার্য্যপ্রণালী ও অমায়িক ভাব দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিতেন,—

"বোধ হয় স্বয়ং কমলাদেবী মর্ত্ত্যভূমে লীলা করিবার জন্যই মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, নচেৎ মরভূমে একাধারে এত সদ্‌গুণ কখনই সম্ভবে না। রায় মহাশয়কে অতি সৌভাগ্যবান্ পুরুষ বলিতে হইবে, তাই এমন রূপগুণসম্পন্না সহধর্ম্মিণীর স্বামী হইয়াছেন।" সেই দেবীরূপিণী রায়-গৃহিণীকে দেখিবার জন্য অনেকেই লালায়িত হইত; কিন্তু সহজে কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পাইত না। যদি কেহ কোন কার্য্যোপলক্ষে নিজ বাড়ীতে তাঁহাকে লইয়া যাইত, তবে দর্শন পাইয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণতলে প্রণত হইত; নচেৎ সহজে তাঁহার দর্শন ঘটিত না। এইরূপ সাধ্বী স্ত্রীর প্রিয়পতি হইয়া রায় মহাশয় আপনাকে সার্থকজন্মা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্বামী স্ত্রীর সুযশঃ দেশ-বিদেশে বিঘোষিত হইল।

কিয়দ্দিন সমতীত। জগৎপাতার কৃপায় কমলাসুন্দরী অন্তর্ব্বত্নী হইলেন। দুই মাস চারি মাস গত হইলে সকল লোকেই ইহা জানিতে পারিল। রায় মহাশয়ের আনন্দের আর ইয়ত্তা রহিল না। গর্ভাবস্থায় নারীজাতির যে সময়ে যে সমস্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিবার বিধি আছে, তাহা মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইল। যথাসময়ে রায়গৃহিণী নির্ব্বিঘ্নে একটি পরমসুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন। এই সুসংবাদে উল্লাসিত হইয়া গ্রামস্থ স্ত্রী পুরুষ ইতর ভদ্র সকলেই নবকুমার দেখিতে আসিল। শিশুদর্শনে সকলেই একবাক্যে কহিলেন,—"কমলা যেমন কমলা, তাঁহার পুত্রও তেমনি কামদেব!" জমিদারের ছেলেকে প্রজাবর্গ সাধ্যমত দর্শনী দিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিল। ইহাতেও রায় মহাশয় বিস্তর টাকা প্রাপ্ত হইলেন। বলিতে কি, এখন রায় মহাশয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ, তাই যে দিকেই যান, সেই দিকেই তাঁহার প্রচুর আয়।

রায় মহাশয়ের চিত্তচকোর পুত্রের মুখচন্দ্রমা দর্শন করিয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিল, তাহা পাঠকের মধ্যে যিনি ঐরূপ পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্যে সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে সমর্থ হইবেন না। জনক-জননীর অনুপম স্নেহযত্নে ও পর্য্যবেক্ষণে নবকুমার শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। রায় মহাশয় যথাসময়ে মহা সমারোহের সহিত পুত্রের নামকরণ করিলেন। পুত্রের নাম হইল "কেশবচন্দ্র রায়।" এই শুভকর্ম্মে বিস্তর অর্থব্যয় হইল। পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইয়া রায়

মহাশয়ের দানশক্তি অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। দীন-দরিদ্রদিগকে তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতে লাগিলেন। মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগীগণ এবং নিঃস্ব কন্যাদায়গ্রস্তেরা সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইতে লাগিল।

এইরূপে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিয়া, রায় মহাশয় পরমসুখে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন; এমন সময় পরশ্রীকাতর কোন ভদ্রবেশী দুরাত্মা অকারণ তাঁহার অনিষ্ট-চেষ্টা করিয়া, তাঁহাকে বিষমবিপদে ফেলিতে সর্ব্বদা উদ্যত রহিল। সে রায় মহাশয়ের জমিদারীভুক্ত কোন মাতব্বর প্রজাকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া নিজ প্রজা বলিয়া তাহাকে স্বীকার করায়। লোক-পরম্পরায় রায় মহাশয় এই কথা শুনিতে পাইয়া ঐ প্রজাকে ডাকাইলে সে "আমি ত তাঁহার প্রজা নহি, তবে কি জন্য তাঁহার কাছে যাইব?" বলিয়া কিছুতেই আসিতে সম্মত না হওয়ায় শেষ পাইক দ্বারা বলপূর্ব্বক সমানীত হইল। ঐ প্রজা রায় মহাশয়ের সাক্ষাতেও তাঁহার প্রজা বলিয়া স্বীকার করিল না; অকারণে তাহাকে হয়রাণ করা হইয়াছে বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিল। অধিকন্তু সে ভবিষ্যতে ফৌজদারী করিবে বলিয়া, তাঁহাকে শাসাইতেও ত্রুটি করিল না। রায় মহাশয় তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। পূর্ব্বোক্ত পরশ্রীকাতর দুষ্টপ্রকৃতি ভদ্রলোক উক্ত প্রজার দ্বারা রায় মহাশয়ের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে নালিশ রুজু করিয়া দিল। "অকারণে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া মারপিট্ করিয়াছে," এইরূপ ভাণ করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে লাগিল।

নিজ প্রজা, 'প্রজা' বলিয়া অস্বীকার করাতে রায় মহাশয়ও তাহার বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে স্বত্বসাব্যস্তের মোকদ্দমা রুজু করিয়া দিলেন। উভয় দিক্ হইতে উভয় মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। কিন্তু ঐ দুষ্টলোক একজন নিরীহ ব্যক্তির নামে অকারণ মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিল, এই জন্য প্রমাণ অভাবে তাহার দুই মাসের জন্য কারাদণ্ড হইল। দেওয়ানী আদালত হইতে স্বত্বসাব্যস্তের মোকদ্দমাতেও রায় মহাশয় ডিক্রি পাইলেন। তৎপরে ঐ প্রজাকে ভিটা হইতে উৎখাত করিয়া দিয়া তথায় অন্য প্রজা বসাইয়া দিলেন।

অনন্তর রায় মহাশয় মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় আকস্মিক বিপদ্ হইতে বিমুক্ত হইয়া, শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি করাইয়া বিষয়-কার্য্যের সুশৃঙ্খলতার সহিত

মনের সুখে পুত্র-কলত্র লইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন। এ দিকে সেই পরশ্রীকাতর ছদ্মবেশী দুষ্টলোক কারাদণ্ড ভোগ করিয়া যথাসময়ে ফিরিয়া আসিয়া আবার রায় মহাশয়কে বিপদে ফেলিবার জন্য বিবিধমতে চেষ্টা পাইতে লাগিল; কিন্তু কোনমতেই তাহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না।

দেখিতে দেখিতে নবকুমার কেশব আট বৎসর বয়সে পদার্পণ করিল। তখন তাহাকে বাঙ্গালা ও ইংরাজী লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য রায় মহাশয় নিজ বাড়ীতেই স্কুল স্থাপিত করিলেন, সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইল। এইরূপে কেশবচন্দ্র দুই চারি বৎসর মধ্যেই অনেক উন্নতি লাভ করিল। রায় মহাশয় পুত্রের বিদ্যাশিক্ষায় এতাদৃশ অনুরাগ দেখিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহাকে সমধিক উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

এইরূপে সুখে রায়-পরিবারের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু বিধাতা বুঝি কাহারও অদৃষ্টে চিরদিনের জন্য পূর্ণমাত্রায় সুখ লেখেন নাই। অথবা জগতের নিয়মই যে, এ জগতে আসিয়া কেহ নিরবচ্ছিন্ন সুখী হইতে পারিবে না। এই জন্যই এই সংসার-পরিভ্রমণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন স্থানে রমণীয়া রমণীগণ অবস্থিতি করিয়া সেই স্থানকে তাঁহাদের নিরুপম রূপের জ্যোতিতে এবং যৌবন-সুলভ হাস্য-কৌতুকে অলঙ্কৃত করিতেছেন, আবার কোন স্থল কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পূতিগন্ধ গলিত-দেহ ব্যক্তিগণ দ্বারা কলুষিত হইতেছে। কোন স্থানে শাস্ত্রালাপ শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পবিত্র হয়; আবার কোন স্থানে কলহের বিকট কোলাহল কর্ণ-কুহরকে উৎপীড়িত করে; কোন স্থানে মধুর বীণাধ্বনিতে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, আবার কোন স্থানে পুত্রকলত্রাদির বিয়োগজনিত "হা হতোঽস্মি" প্রভৃতি হৃদয়বিদারক ধ্বনিতে চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠে; সুতরাং এই সংসার অমৃতময় কি হলাহলময়, ইহা স্থির করিয়া বলিতে কেহই সমর্থ হইতে পারেন না।

হায়! হঠাৎ কমলার সান্নিপাতিক জ্বরে মৃত্যু হইল। রায় মহাশয়ের সংসারের শোভা একেবারে অন্তর্হিত হইল। জননীর মৃত্যুর পর হইতে কেশবচন্দ্র লেখা-পড়ায় বিশেষ মন রাখিল না; কেবল কোথায় শ্মশান, কোথায় দেবালয়, কোথায় নির্জ্জন স্থান, কোথায় সাধু-সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম,

এই সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। একদা কোন এক দেবালয়ে তিনজন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হইয়া, সেও তাঁহাদের সহচর হইবে বলিয়া তাঁহাদিগকে আপনার মনোগত অভিপ্রায় অবগত করাইল। কিন্তু তাঁহারা তাহার নবীন বয়স দেখিয়া বলিলেন,—"যদি কখনও তোমার সহিত আবার আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, তখন যদি তোমার মনের ভাব এইরূপ থাকে, তবে আমরা তোমাকে আমাদের সহচর করিতে পারি, এক্ষণে নহে।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা কোথায় যে চলিয়া গেলেন, তাহার আর অনুসন্ধান পাওয়া গেল না।

যথাকালে কমলার পারলৌকিক কার্য্য মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইল। ক্রমে একবর্ষ অতীত। একে প্রিয়তমাপত্নী-বিয়োগ, তাহার উপর পুত্রের এইরূপ মনের ভাব দেখিয়া রায় মহাশয়ের শোকানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কি কষ্টে যে তিনি দিবাযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন, তাহা কেবল অন্তর্যামীই জানিতে লাগিলেন। সংসারকে তাঁহার যেন শূন্য শ্মশানের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কিছুতেই তাঁহার এক মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি বা তৃপ্তি নাই। তাঁহার সংসারও তদবধি কেমন বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ হইল। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর এবং তদীয় স্ত্রী সংসারে আছেন বটে, কিন্তু এক কমলা অভাবে সকলই যেন কমলাহীন হইয়া পড়িল। তাঁহার প্রমোদভবন যেন বিষাদে পরিপূর্ণ হইল। তিনি বাড়ীর ঈদৃশী অবস্থা ও পুত্রের ঐরূপ ভাব দেখিয়া সকল আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া নিরাশ অন্তরে যেখানে যান, সেইখানেই দিন-রাত্রি কাটাইয়া দেন। এই প্রকারে তিনি কিছুকাল বিমর্ষভাবে অতিবাহিত করিয়া দেখিতে দেখিতে পরলোকগত হইলেন। তখন কেশব মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন; যথাসময়ে যথাশক্তি পিতার শ্রাদ্ধাদি করিয়া মনের অশান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। পিতৃত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তির দিকে কেশব বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেন না। ইহাতে সুযোগ পাইয়া সেই পূর্ব্বোক্ত ছদ্মবেশী দুষ্টলোকটি বিশ হাজার টাকার জাল হ্যাণ্ডনোট প্রস্তুত করিয়া, আদালতে নালিশ রুজু করিয়া দিয়া মোকদ্দমা ডিক্রি করিয়া প্রায় বার আনা জমিদারী নীলাম করিয়া লইল। কেশব সে বিষয়ের কোন প্রকার তদ্বির না করিয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল,

তাহা খুল্লতাত মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলেন। পরে দেশীয় কোন একটি ভদ্রলোকের সহিত চট্টগ্রামে গিয়া তথায় মাসিক পোনের টাকা বেতনে একজন আমিনের মুহুরীগিরিতে নিযুক্ত হইলেন। এই ভাবে ছয় মাসের পর স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

অতঃপর একবর্ষ সমতীত। কেশবের খুল্লতাত মহাশয় তাহার বিবাহের কল্পনা করিলেন; কিন্তু কেশব স্বীকৃত হইলেন না। পরিশেষে কতকগুলি প্রাচীনবয়স্ক আত্মীয়ের বিশেষ অনুরোধে অগত্যা কেশবচন্দ্রকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে হইল। খুল্লতাত মহাশয় সুদূরবর্ত্তী কোন গ্রামস্থ শিবশঙ্কর গুহ মহাশয়ের রূপ-লাবণ্যবতী কন্যা শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দাসীর সহিত শুভদিনে শুভলগ্নে ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ-পরিণয় সুসম্পন্ন করিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, কেশবচন্দ্র পূর্ব্বকথিত ভয়ঙ্কর স্থান দিয়া স্বদেশীয় কয়েকটি আত্মীয়-লোকের সহিত নৌকাযোগে কলিকাতা আসিয়া একাদিক্রমে তিন বৎসর কোন মহাজনের গদীতে মাসিক বিশ টাকা বেতনে চাকরী করিয়া পুনরায় দেশে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বাড়ীতে থাকিতে কেশবের কিছুতেই ইচ্ছা নাই; বিদেশে বাস করিবেন, তাহাই একান্ত বাসনা। কিছুদিনের পর কালবশে তাঁহার খুড়া ও খুড়ী পরলোকে প্রস্থান করিলেন। তখন কেশব একেবারে আশ্রয়হীন। খুড়া ও খুড়ীর পারলৌকিক কার্য্যে যথাশক্তি অর্থব্যয় হইল।

কেশব আর নিজ বাড়ীতে থাকিতে কিছুতেই সাহসী হইলেন না। অগত্যা জমিদারী এবং বাড়ীর ভার তাঁহার শ্বশুর শিবশঙ্কর বাবুর উপর ন্যস্ত করিয়া সস্ত্রীক নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিলেন। একটি পল্লীতে স্বদেশীয় আত্মীয় লোকের বাড়ী ছিল, তথায় একটি বাড়ীর একাংশ ভাড়া লওয়া হইল। সেই বাড়ীর অপর অংশে স্বদেশীয় একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক বাস করিতেন। কিছুদিন পরে দয়াল বাবু নামক একটি উদার-চেতার সাহায্যে কেশব বাবুর মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে চাকরী হইল। তদ্দারা এক প্রকার সংসার চালাইয়া তাহা হইতেই কিছু কিছু তিনি জমা রাখিতেন।

অষ্টম স্তবক।

অন্বেষণ।

"কেন আজি মম মন এত উচাটন?
বোধ হয় বিষে মাখা সকল সংসার।"

* * * * *

"পূর্ব্বকৃত অপরাধ যত পড়ে মনে,
তত পোড়ে মূঢ় মন গ্লানি হুতাশনে।"

পঞ্চম স্তবকে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিজয়কৃষ্ণ বসু সদ্যোজাতা শিশু কন্যাটিকে জনৈক পরিচারিকা দ্বারা সূতিকাগার হইতে আনয়নপূর্ব্বক একটি বৃহদাকার তাম্রকুণ্ডমধ্যে শয়ন করাইয়া সিন্দুনদের প্রবল স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, সে আজ অনেক দিনের কথা। সেই সদ্যোজাতা শিশু কন্যাটি যে কোথায় কি ভাবে রহিল, এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার কোন অনুসন্ধান লইল না; সুতরাং নিরাশ্রয়ের আশ্রয় একমাত্র সেই সর্ব্বমঙ্গলময় বিপন্নের বন্ধু দীননাথ ভিন্ন তাহাকে আর দেখিবার কেহই রহিলেন না।

বিজয়কৃষ্ণ বাবু যে দিন সেই পাশবিক কার্য্য সম্পন্ন করেন, সেই দিন হইতেই দুশ্চিন্তারূপ বৃশ্চিক তাঁহার মন-প্রাণকে অনুক্ষণ এরূপ দংশন করিতে লাগিল যে, কিছুতেই তাঁহার মনোমন্দিরে আর শান্তিদেবী বিরাজ করিতে পারিলেন না। তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ ও বিশুষ্ক হইতে লাগিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল; তথাপি তাঁহার মনে সুখশান্তির অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইল না। বলিতে কি, জমিদারী, বিষয়-সম্পত্তি, সংসারধর্ম্ম তাঁহার পক্ষে যেন কণ্টক সদৃশ বোধ হইতে লাগিল। আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহাকে ঐ নির্ম্মমতার জন্য সময়ে সময়ে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেশ-বিদেশে তাঁহার নিন্দাবাদ প্রচারিত হইল। লোকাপবাদ শ্রবণে মানসিক যন্ত্রণায় তাঁহার

মনে উত্তরোত্তর অধিকতর ধিক্কার জন্মিল। পিতা হইয়া সদ্যোজাতা শিশু কন্যাটিকে কোন্ প্রাণে যে স্রোতোজলে বিসর্জ্জন করিলেন, এই অপবাদ গ্রামে গ্রামে সকলের মুখে, এমন কি, তাঁহার নিজ প্রজার রসনাতেও উচ্চারিত হইতে থাকিল। একে তিনি স্বকৃত দুষ্কৃতির জন্য মনঃপীড়াগ্রস্ত, তাহার উপর এই দুর্ব্বিষহ লোকাপবাদ, সুতরাং ক্রমে আরও অস্থির হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি বিষয়-সম্পত্তি ও সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া উদ্‌ভ্রান্ত-মনে সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইবেন, ইহাই দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন।

একদা বিজয়কৃষ্ণ বাবু তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীকে, বন্ধুবান্ধবগণকে এবং প্রধান প্রধান প্রজাদিগকে জনৈক পাইক দ্বারা ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাদের সম্মুখে স্বীয় মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন। পরে আপনার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আপন স্ত্রীর নামে উইল করিয়া দিয়া বলিলেন যে, "গৃহাশ্রমে আমার অতীব বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, আর আমি ইহাতে জড়িত থাকিতে ইচ্ছা করি না। অদ্য হইতেই সকলে আমাকে চিরদিনের জন্য বিদায় দাও। আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক দেশে দেশে পর্ব্বত-গুহায় পরিভ্রমণ করত মনের জ্বালা জুড়াইয়া অসার নশ্বর দেহ যোগবলে পাত করিব। ইহাতেও ইহলোকে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না? হায়! পরলোকেও কি আমি পরিত্রাণ পাইব না?" অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে সর্ব্বজন-সমক্ষে এইরূপ হৃদয়বিদারক বাক্য বলিয়া পুনঃ পুনঃ বিদায় চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার এই মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রাবণ করিয়া সকলেই তাঁহাকে নানা প্রকার যুক্তিপূর্ণ অথচ সুমধুর বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—"বাবু, আপনি এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হইয়া অকারণ সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না। সকল আশ্রমের মধ্যে সংসারাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির হঠাৎ এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কদাচ যুক্তিসঙ্গত নহে।" সকলে উপদেশ দিল বটে, কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ বাবু কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া বিষাদিত অন্তঃকরণে পুনরায় সকলের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—"অদ্যই রজনীশেষে এই গৃহ হইতে আমি চিরদিনের জন্য বহির্গত হইব।" তাঁহার এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া সকলেই নিরাশ হইয়া পড়িলেন, আর

কোন কথা না বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। এ দিকে বিজয়কৃষ্ণ বাবু প্রধান কর্ম্মচারীকে বলিলেন,—"আজি হইতে এই সমস্ত জমিদারীর ভার আপনার উপরেই ন্যস্ত রহিল।" সভাগৃহের অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার স্নেহময়ী জননী ও প্রেমময়ী প্রণয়িনী এই সমস্ত কথোপকথন শুনিয়া আকুলনয়নে অশ্রুপাত করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। এ দিকে বিজয়কৃষ্ণ বাবু গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উদেযাগ করিতে লাগিলেন। যামিনীর আদ্যযামে একাকী নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিয়া একাগ্র মনে পরমার্থ-বিষয়ক চিন্তা করিলেন; দ্বিতীয়যামে বিশুদ্ধ অন্তরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মাতৃদেবীর পদরেণু মস্তকে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ-করণানন্তর বহির্ব্বাটীতে সেই নির্জ্জন কক্ষে একাগ্রচিত্তে উপবেশন করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত সাংসারিক মায়া-মমতা তদীয় অন্তর হইতে দূরীভূত হইল, চিত্তক্ষেত্রে ঐশ্বরিক ভাব বিকশিত হইয়া উঠিল। অনন্তর শুভমুহূর্ত্তে তিনি গৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পাঠক মহোদয়গণ ও পাঠিকাগণ! স্মরণ আছে কি? বহুদিন অতীত হইল, সূতিকাগার হইতে জনৈক পরিচারিকা দ্বারা আনাইয়া সদ্যোজাতা শিশু-কন্যা, যাহাকে তাম্রকুণ্ডে শয়ন করাইয়া সিন্দুনদের স্রোতোজলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই কন্যার পিতা বিজয়কৃষ্ণ বাবু গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এতকাল পরে তাহার অন্বেষণে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনে দেশ-পর্য্যটনে ব্রতী হইলেন। তিনি রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। রজনীমধ্যেই নিজ গ্রাম অতিক্রম করেন, আর তাহা দৃষ্টিপথে পতিত না হয়, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। এইরূপে চলিয়া যাইতে যাইতে অবশিষ্ট রাত্রির মধ্যেই নিজ অধিকার ছাড়াইয়া অন্য জমিদারের অধিকারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি নিশ্চিন্ত-মনে মৃদুমন্থর গতিতে চলিতে লাগিলেন।

এ দিকে পূর্ব্বাকাশ উষার আলোকে আলোকিত হইল। সুপ্তোত্থিত বিহঙ্গমগণের কলকণ্ঠে জগৎ মুখরিত হইল। কৃষিজীবিগণ প্রভাতে উঠিয়া স্কন্ধে হল লইয়া বলদ সঙ্গে ক্ষেত্রাভিমুখে বাহির হইল। তখন বিজয়কৃষ্ণ বাবু অপরিচিত স্থান দিয়া নিশ্চিন্ত-মনে সেই পরম-দেবতার প্রতি মন-প্রাণ ন্যস্ত করিয়া অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিলেন। সর্ব্বদাই অনুতাপে অবসন্ন হইয়া নিজের মনকে নিজেই ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কোথায় যাইলে অনুদ্দিষ্টা কন্যারত্নের উদ্দেশ পাইবেন, এক্ষণে সেই চিন্তাই তাঁহার মনোমধ্যে বলবতী হইল। যাইতে যাইতে উদ্ভ্রান্তনয়নে এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু কি যে দেখেন, তাহা কে বুঝিবে? সময় সময় উন্মত্তের ন্যায় মনের আবেগে বলিয়া উঠেন,—"ঐ না আমার সেই বিসর্জ্জিতা কন্যা? না, আমিই যে কঠোর-হৃদয়ে সূতিকাগার হইতে আনাইয়া স্বহস্তে তাহাকে সিন্ধুনদের স্রোতোজলে ভাসাইয়া দিয়াছি। সে কি এতদিন জীবিত আছে? না, কখনই না! তবে আমি কাহার জন্য গৃহত্যাগী উদাসী হইয়া বাহির হইলাম? যদি সে জীবিত থাকে, তবে সে কি আমাকে চিনিতে পারিবে? আমিই কি তাহাকে চিনিতে পারিব? যদি ভাগ্যক্রমে তাহার দেখা পাই, পিতা বলিয়া তাহাকে কি প্রকারে পরিচয় দিব? আমি কি তাহার প্রতি স্নেহময় পিতার কার্য্য করিয়াছি? পরম শত্রুতেও যে এরূপ নৃশংস কার্য্য করিতে পারে না। আমি যে শত্রু হইতেও অধিক অনিষ্টকারী। জীবের জীবনঘাতী সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি হিংস্র-স্বভাব শ্বাপদ-গণও তাহাদের শাবকদিগকে সযত্নে পালন করে, আর আমি সৃষ্টির উৎকৃষ্ট জীব মনুষ্য হইয়া স্বীয় সন্তানকে স্বহস্তে মৃত্যুর করাল কবলে নিক্ষেপ করিয়াছি! এক্ষণে যতই উহা স্মরণ হইতেছে, ততই আমার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিতেছে। অহো! কি ভয়ঙ্কর কার্য্যই আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল! হায়! কোথাও যে আমার এ মনের জ্বালা জুড়াইবার স্থান নাই! এ পাপের জন্য পরলোকে আমার কতই নরক' যন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে।"

এইরূপ মনোমধ্যে অনুশোচনা করিতে করিতে বিজয়কৃষ্ণ বাবু একটি পল্লীমধ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা প্রায় অবসান। ভাবিলেন,—

"কাহারও বাড়ীতে গিয়া আমার আশ্রয় লওয়া উচিত নয়; কারণ, যখন গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তখন পুনরায় লোকালয়ে কি প্রকারে যাই?" বস্তুতঃ দিন কি রাত্রি বলিয়া তখন বিজয়কৃষ্ণ বাবুর কিছুমাত্র ভেদজ্ঞান নাই। যথাসময়ে আহার, স্নান, বিশ্রাম কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। যদি কোন দিন কোন অযাচিতভাবে ফল-মূল পান, তবে তাহাই ভোজন করেন, যে দিন না পান, সে দিন উপবাসী থাকেন। এইরূপে ক্রমে দুই মাস নানা দেশ ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু যে জন্য গৃহত্যাগী হইয়াছেন, তাহার কোন কূলকিনারা পাইলেন না। এ মনঃকষ্ট হইতে কতদিনে যে নিষ্কৃতি পাইবেন, তিনি তাহাই কেবল মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রায় এক বর্ষ অতিক্রান্ত হইল। একদা কোন ভিন্ন-রাজের রাজ্যে এই ভাবে গমন করিতে করিতে এক বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, চারিজন যুবাপুরুষ ভূতলে নিপতিত হইয়া অনবরত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া গড়াগড়ি দিতেছে। তদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"ইহাদের এরূপ করিবার কারণ বিশেষরূপে না জানিয়া কোথাও যাইব না। এই বিস্তৃত প্রান্তরমধ্যে কেনই বা এই বিসদৃশ ঘটনা! এখানে এমন কেহ উপস্থিত নাই যে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই ব্যাপারের যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত হই।" মনে মনে এই চিন্তা করিতেছেন, দেখিলেন, নিকটস্থ গ্রাম হইতে একটি যুবা রোরুদ্যমান পুরুষদিগের অভিমুখে আসিতেছে। লোকটি নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা গেল, সে রোরুদ্যমান ব্যক্তিগণের জন্য আহারীয় লইয়া আসিয়াছে। পরে সে ব্যক্তি ঐ চারিজনকে সেই সমস্ত আহারীয় বস্তু খাইতে দিল; তাহারা খাইতে আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু তাহাদের চীৎকার বন্ধ হইল না। আহার শেষ হইলে আহারীয়দাতা সেই উচ্ছিষ্টপাত্রগুলি লইয়া গমন করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় বিজয়কৃষ্ণ বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, এই চারিটি যুবা বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে এরূপ অবস্থায় চীৎকার করিতেছে কেন? আপনিই বা ইহাদের আহারীয় বস্তুই যোগাইতেছেন কেন? আপনি ইহাদের কে?"

আগন্তুক বলিলেন,—"তবে শুনুন;—এই চারিটি যুবাই রাজপুত্র।

'তবে ইহারা এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেন কেন?' এ প্রশ্ন আপনার মনে স্বভাবতঃ উদিত হইতে পারে। যে রাজার রাজ্যে আপনি আসিয়াছেন, এই রাজার দুই বিবাহ। প্রথমা রাণীর গর্ভে এই চারিজনের জন্ম। কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর গর্ভে একটা বানর জন্মে। যথাসময়ে মহারাজ এই চারি পুত্রের বিবাহ দিলেন, কিন্তু ছোট রাণীর পুত্র বানর বলিয়া তাহার বিবাহ হইল না। সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল, প্রহার পর্য্যন্ত করিতেও ত্রুটি করিত না! বানরের উপর সর্ব্বক্ষণ এইরূপ অত্যাচার হয়, ছোট রাণী একেবারেই জানিতে পারেন না। তিনি স্নেহপরবশ হইয়া বানর-পুত্রকে মহা যত্নসহকারে লালন-পালন করেন; এমন কি, বানরপুত্র না খাইলে স্বয়ং আহার করেন না। ভূপতি ছোট রাণীকে পূর্ব্বে বড়ই ভালবাসিতেন, কিন্তু যে দিন হইতে তিনি বানরপুত্র প্রসব করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহাকে বিষনয়নে দেখেন। ভ্রমক্রমে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছোট রাণীর মহলে প্রবেশ করিতেন না। তদবধি ছোট রাণী বানর-পুত্রটিকে লইয়া মনের কষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক দিন অতীত হইল, তথাপি তাঁহার অদৃষ্টচক্র কিছুতেই ফিরিল না। এ দিকে বড় রাণী চারি পুত্র, চারি পুত্রবধূ ও ভূপালকে লইয়া মহাসুখে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। একদা রাত্রিকালে মহারাজ বড় রাণীর সুসজ্জিত কক্ষে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে,—একটি রৌপ্যের বৃক্ষ, তাহার পত্রগুলি সুবর্ণের, মধ্যে মধ্যে মাণিক্যের ফল ধরিয়াছে, তদুপরি একটি ময়ূর নৃত্য করিতেছে। মহারাজ এই স্বপ্ন দেখিয়া, নিদ্রাভঙ্গে শয্যা হইতে উঠিয়া যেন আত্মহারার ন্যায় অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া, বহির্ব্বাটীর দ্বিতল বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে বারাণ্ডায় এ দিক্ ও দিক্ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু অতীত হইয়া গেল।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে পৃথিবীর তমোরাশি দূরীভূত করিয়া উষার শুভাগমন হইল। জগতের জীবজন্তু মাত্রেই নবোদিত রবিরশ্মি দেখিয়া নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তখন রাজ-বাড়ীর সমস্ত লোক উঠিয়া দেখিল যে, মহারাজ চিন্তাক্লিষ্টচিত্তে বৈঠকখানার

বারাণ্ডায় মৃদুপদচারণা করিয়া প্রভাত-সমীর সেবন করিতেছেন। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া কেহ আর তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না। কিঞ্চিৎ পরে রাজা প্রাতঃকৃত্য-সমাপনান্তে সভাগৃহে আসিয়া আসনগ্রহণ করিয়া, নিস্তব্ধভাবে বসিয়া গত রাত্রির স্বপ্ন-বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, স্বপ্নদৃষ্ট সেই অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য যে আমাকে দেখাইতে পারিবে, তাহাকে আমি সমস্ত রাজস্ব সমর্পণ করিয়া, যোগানুষ্ঠানে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিব। বাড়ীর সমস্ত লোক মহারাজের এই প্রকার ভাবান্তর দেখিয়া চিন্তাকুলান্তঃকরণে তথা হইতে চলিয়া গেল। এ দিকে রাজসভায় মন্ত্রী অমাত্যবর্গ যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহারাজ সিংহাসনে বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া শূন্যমনে কি চিন্তা করিতেছেন। প্রধান মন্ত্রী ভাবিলেন,—'মহারাজ অগ্রে কখনও সভাগৃহে পদার্পণ করেন না, তবে আ'জ কি কারণে সর্ব্বাগ্রে আসিয়া আসন-গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার মর্ম্ম ত কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না।' ক্রমে বিবিধ প্রকারের নানা শ্রেণীর লোকে রাজসভা পরিপূর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু মহারাজার এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া কাহার মুখে কোন কথাই নির্গত হইল না। সকলের বদনমণ্ডলে বিষাদের ঘন ছায়া লাগিয়া মনের আনন্দ অপহরণ করিয়া লইল। কেন না, এ কাল পর্য্যন্ত মহারাজের এরূপ চিন্তাক্লিষ্ট ভাব কেহ কখনও দেখে নাই, তবে হঠাৎ এ ভাবের কারণ কি? ইহা লইয়া পরস্পর সকলেই সঙ্গোপনে নানারূপ আন্দোলন করিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে মহারাজ প্রধান মন্ত্রীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত আমূল বর্ণন করিয়া কহিলেন,—'মন্ত্রিবর! স্বপ্ন দেখিয়া অবধি আমার মনপ্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। যদি কেহ আমার স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যটি আমাকে যথার্থভাবে দেখাইতে পারে, তাহাকে সমস্ত রাজস্ব সমর্পণ করি। আমার রাজ্যমধ্যে বিশেষ করিয়া ইহার ঘোষণা করিয়া দাও।'

তখন মন্ত্রী বলিলেন,—'মহারাজ! সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। অগ্রে আপনার পুত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, যদি তাঁহারা আপনার স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্য দেখাইতে না পারেন, তবে অন্য উপায় অবলম্বন করিব।' মহারাজ পুত্রদিগকে ডাকিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন মন্ত্রী রাজপুত্রদিগকে

জনৈক ভৃত্য দ্বারা ডাকাইয়া আনিলেন এবং সর্ব্বজন-সমক্ষে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'দেখুন, রাজপুত্রগণ! মহারাজ গত রাত্রিতে যে একটি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন্।' এই বলিয়া আত্মোপান্ত বর্ণনপূর্ব্বক নরপতির প্রতিজ্ঞার কথা প্রকাশ করিলেন, রাজপুত্রগণ শ্রবণ করিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। পরে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র বলিলেন,—'মন্ত্রিবর! মহারাজ স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছেন, তাহা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিলেও পাইবার সম্ভবনা নাই; কেন না, স্বপ্ন নিদ্রিতাবস্থার অমূলক চিন্তামাত্র। তবে যদি বলেন, মহারাজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে এই অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্যটি প্রকৃতরূপে দেখাইতে পারিবে, তাহাকে রাজ্যেশ্বর করিবেন; তাহাতেই বা কি, এ কার্য্যে আমরা কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। এক্ষণে মহারাজের যাহা ইচ্ছা, তদ্রূপ কার্য্য করিতে পারেন।' এই বলিয়া রাজপুত্রগণ অবনত-মস্তকে সভাগৃহের অপরদিকে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ছোট রাজ্ঞীর বানরপুত্র রাজসভার অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; এই সমস্ত কথা শুনিয়া সে জননীসকাশে গিয়া বলিল,—'মাতঃ! মাহারাজ স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছেন, তাহা আমি আনিতে যাইব।' রাণী বলিলেন,—'হাঁ রে! তুই বানর, কোথা হইতে এই অভূতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য আনিয়া দেখাইবি?' পুত্র বলিল,—'মাতঃ! আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি প্রসন্ন-মনে আমাকে বিদায় দিন, আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে আমি উহা যেখান হইতে পারি নিশ্চয়ই আনিয়া দেখাইব।' পুত্রের এইরূপ স্থির-প্রতিজ্ঞতা দেখিয়া ছোট রাণী কহিলেন,—'ভগবান্ আমার কি সেই দিন দিবেন যে, তুই মহারাজার স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্য দেখাইয়া রাজ্যেশ্বর হইবি?' না, সেরূপ অদৃষ্ট আমার নয়; তাহা হইলে আমার গর্ভে তুই বানররূপে জন্মিবি কেন?'

এই সংবাদ রাজসভায় রাজার কর্ণগোচর হইলে মহারাজ বলিলেন,—'যে যেরূপেই হউক না কেন, আমার স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যটি দেখাইলেই আমি তাহাকে রাজ্যেশ্বর করিব।'

অতঃপর মহারাজ জনৈক ভৃত্য দ্বারা বানররূপী পুত্রকে রাজসভায় আনয়ন করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বাপু, তুমি আমার স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যটি

আনিয়া দেখাইতে পারিবে কি?' পুত্র সসম্মানে বলিল,—'যে আজ্ঞা মহারাজ! পারিব।' মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বাপু! পাথেয়ের জন্য তোমার কত অর্থ চাই?' পুত্র বলিল,—'পিতঃ! আমার অর্থের আবশ্যক নাই। আপনার আশীর্ব্বাদই আমার সম্বল।' এই বলিয়া প্রণাম-পুরঃসর তথা হইতে মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিল এবং বিদায় লইয়া তৎক্ষণাৎ রাজপুরী হইতে বহির্গত হইল। গ্রামের পূর্ব্বদিকে নদীকূলে একটি প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ ছিল, তদুপরি আরোহণ করিয়া বসিয়া থাকিল।

বড় রাণী লোক-পরম্পরায় এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া পুত্রদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—'তোরা কেন আমার গর্ভে বৃথা জন্মিয়াছিস্?' ছোট রাণীর বানর ছেলেটা মহারাজার স্বপ্ন-কথিত দৃশ্যের অন্বেষণে চলিয়া গেল, আর তোরা মনুষ্য হইয়া এ কার্য্যে সাহস করিলি না? ধিক্ তোদের জীবনে! ধিক্ তোদের মনুষ্য-জন্মে!' এইরূপে মাতার নিকট ভৎর্সিত হইয়া পুনরায় রাজপুত্রগণ রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজসমক্ষে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন,—'পিতঃ! অতঃপর আমরাও আপনার স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যটির অন্বেষণে গমন করিব।'

রাজপুত্রগণের এই কথা শুনিয়া মহারাজ কোষাধ্যক্ষকে বলিলেন,—'কোষাধ্যক্ষ! রাজপুত্রেরা তোমার নিকট যাহা চাহিবেন, তাহা তাঁহাদিগকে দিয়া সত্বর বিদায় কর।' কোষাধ্যক্ষ রাজাজ্ঞা পাইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'রাজপুত্রগণ! আপনাদের এক্ষণে কি প্রয়োজন?' জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র বলিলেন,—'আশু চারিখানা বড় নৌকা নানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রী ও ধনরত্নে সজ্জিত করিয়া আমাদিগকে বিদায় কর।' কোষাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ প্রার্থিতরূপ চারিখানা নৌকা সজ্জিত করিয়া দিলেন। রাজপুত্রগণ মাতার নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক নৌকায় উঠিলেন। এ দিকে রাজবাড়ীতে নানাবিধ মঙ্গলাচরণ আরম্ভ হইল। নাবিকগণ শুভমুহূর্ত্ত দেখিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।

বানররূপী রাজপুত্র নদীকূলে যে স্থানে বৃক্ষে বসিয়া ছিল, ঐ চারিখানা নৌকা সেই দিক্ দিয়া বাহিয়া চলিল। তদ্দর্শনে বানররূপী রাজপুত্র বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কুমারগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কিঞ্চিৎ

দূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া, কুমারেরা "বানর! বানর!" করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। বানর তখন আপন মনে এ গাছ ও গাছ করিয়া ক্রমে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল।

কুমারগণকে বিদায় দিয়া মহারাজ সেই দিন হইতে রাজসভায় আসা বন্ধ করিলেন; কেবলমাত্র একাকী একটি নির্জ্জন কক্ষে চিন্তামগ্নচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সময়ে স্নান নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই এবং কেহ তাঁহার নিকটে আসিয়া কোন কথা বলিতেও সাহসী হয় না। যখন তাঁহার নিজের ইচ্ছা হয়, তখন স্নানাহার করেন। এইরূপে মহারাজ দিন কাটাইতে লাগিলেন, আর অহর্নিশি কেবল স্বপ্নের কথাই মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

নবম স্তবক।

বিপদ্‌।

"ফুল কুসুম সম কুমারী কুমার রে,
চকিত সমান গ্রাসে, কাল দুরাচার রে।
অকপট সখা বলি, কর অহঙ্কার রে;
বিকট দুর্দ্দিনে তোমার, করে পরিহার রে।"

কেশব বাবু কলিকাতা মহানগরীতে সপরিবারে মনের সুখে বসবাস করিতেছেন। মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগ ও সম্পত্তি-বিনাশ হেতু শোক-দুঃখ পাইয়া যেমন দেশত্যাগী হইয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়া বহুদিন হইল নির্ব্বিঘ্নে দিন কাটাইয়া আসিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহার কপাল একবার ভাজিয়াছে, তাহার ভাঙা কপাল আর সহজে জোড়া লাগে না; বরং কালক্রমে আরও তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। কেশব বাবু

যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া, সংসারের সর্ব্ববিধ বিঘ্নবাধা সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, যিনি তাঁহার বিষাদান্ধকার-পরিপূর্ণ সংসারের একমাত্র স্নিগ্ধ আলোকস্বরূপ ছিলেন, যাঁহার পবিত্রতা-পূর্ণ মুখশ্রী নিরীক্ষণে ও মধুর ব্যবহারে মর্ত্ত্যভূমে আসিয়াও প্রাণে সর্ব্বদা নন্দন-কাননের সুসৌরভ অনুভব করিতেন; কেশব বাবুর ইহজীবনের সেই সর্ব্বস্বকে হরণ করিবার মানসে সংসারের আলোক নির্ব্বাপিত করিবার জন্য * * * * * * ৮ই চৈত্র, সোমবার, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রাত্রি আসিয়া সমাগত হইল। সে কাল-রাত্রির কথা স্মরণ করিলে এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে। যখন এই নিদারুণ ঘটনা সংঘটিত হইল, তখন তিনি বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন না। যে আফিসে তিনি চাকরী করিতেন, তথায় কোন কার্য্যবশতঃ সে দিন প্রাতঃকালেই গিয়াছিলেন। বাড়ীর অন্যান্য সকলে তাঁহার আফিসের ঠিকানা জানিতেন। তাঁহার একজন আত্মীয় হঠাৎ আফিসে উপস্থিত হইয়াই বলিলেন,—"কেশব বাবু! একবার শীঘ্র বাড়ীতে আসুন, বড়ই বিপদ!" বেলা তখন ১১টা। কেশব বাবু বিস্মিত হইয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ সাহেবের নিকট ছুটী লইয়া আফিস হইতে বাহির হইলেন; উৎকণ্ঠিতচিত্তে গৃহাভিমুখে ছুটিলেন। পথিমধ্যে তিনি মনে মনে কতই ভাবিতে লাগিলেন,—"দশ মাস গর্ভবতী বাড়ীতে রহিয়াছে, বুঝি বা তাহারই কোন বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে।" ইত্যাকার আরও কত কি যে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন অন্যে আর কি বুঝিবে? পরন্তু সমভিব্যাহারীকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

এইরূপ চিন্তাক্লিষ্টচিত্তে বিষণ্ণবদনে ভাবিতে ভাবিতে যথাসময়ে তিনি বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। যে কক্ষে তাঁহার হৃদয়-সরোবরের পদ্মিনী গৃহলক্ষ্মী বিরাজিতা থাকিতেন, সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, আর সে গৃহলক্ষ্মীর মুখে পূর্ব্বের মধুমাখা মৃদুহাসি নাই, সে অনুপম লাবণ্যরাশি নাই, মাধুরীমাখা সে শ্রী নাই, সে কমনীয় কান্তি নাই, যে মুখের সুধাসিক্ত বাক্যে প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার মনের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইত, এক্ষণে সেই সুধাধারার কিছুমাত্রও তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না। তিনি বাড়ীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই কুটিল ব্যাধি তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিয়া সে সমস্ত

হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। কেশব বাবু দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা শয্যোপরি উন্মাদিনীর ন্যায় বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ একটি কথারও প্রত্যুত্তর পাইলেন না। পরিশেষে তিনি শোকবিহ্বলচিত্তে করুণকণ্ঠে সাদরে কতই ডাকিলেন, তাহাতে সেই সাধ্বী কেবল অনিমিষনয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন। প্রণয়িনীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বিষম বিপদের পূর্ব্বাভাষ বুঝিয়া আর তিনি সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি সাশ্রুনয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহোদয়গণ! অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন, আমি এই সমূহ বিপদ্ হইতে এক্ষণে কি প্রকারে অব্যাহতি পাই?"

তখন এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে বলিলেন,—"কেশব বাবু! আমরা ত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" আর একজন বলিলেন,—"পাথরিয়া-ঘাটা ষ্ট্রীটে ১২ নং বাড়ীতে একজন ধাত্রী আছেন, তাঁহাকে শীঘ্র লইয়া আসুন।" কেশব বাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া তদুদ্দেশে বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। ক্রমে সেই রাস্তায় উপস্থিত; পথিমধ্যে যাহাকেই দেখিতে পাইতেছেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"হাঁ গা মহাশয়, এখানে কুসুমকুমারী ধাত্রী কোন্ বাড়ীতে থাকেন?" এক ব্যক্তি ধাত্রীর বাড়ী দেখাইয়া দিলে তিনি ব্যস্তসমস্ত ভাবে ছুটিয়া গিয়া সেই বাড়ীর সদর দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দরজা বন্ধ। দরজায় ঘন ঘন আঘাত করাতে এক ব্যক্তি বাড়ীর ভিতর হইতে উত্তর করিল,—"কে আপনি? কোথা হইতে আসিয়াছেন?" তিনি পরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কুসুমকুমারী ধাত্রী কি এ বাড়ীতে থাকেন?" সে উত্তর করিল,—"হাঁ।" তখন তিনি বলিলেন,—"আমি তাঁহার নিকটেই আসিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি উপর হইতে নামিয়া আসিয়া সদর দরজা খুলিয়া দিল। সে ব্যক্তি ধাত্রীর বেহারা। তখন তিনি তাহার অনুগামী হইয়া সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিলেন; দেখিলেন, ধাত্রী দিব্য পোষাক পরিয়া একটি কক্ষে একখানি চেয়ারের উপর উপবেশন করিয়া নিবিষ্ট-মনে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন। কেশব বাবুকে দেখিয়া ধাত্রী পুস্তকখানি সম্মুখস্থ

টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া, কি প্রয়োজনে আগমন, জিজ্ঞাসা করিলে, কেশব বাবু উপস্থিত বিপদের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। তখন ধাত্রী বেহারার দ্বারা গাড়ী আনাইয়া ঔষধের বাক্স ও ব্যাগ্‌টি বেহারার হস্তে দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। বেহারা বাক্স গাড়ীতে তুলিয়া দিল, কেশব বাবু পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। অনতিবিলম্বে যথাস্থানে পৌঁছিলে কেশব বাবু ধাত্রীকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্বীয় বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

যে কক্ষে রুগ্না একাকিনী পাগলিনীর ন্যায় পালঙ্কোপরি বসিয়া রহিয়াছেন, সেই ঘরের দরজার সম্মুখে একখানি চৌকির উপর ধাত্রী বসিয়া রোগিণীকে দেখিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে ধাত্রী বলিলেন,—"কেশব বাবু! রোগিণীকে বাহিরে আনিতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার প্রিয়তমাকে দুই বাহু দ্বারা সযত্নে ধরিয়া বাহিরে আনিলেন। ধাত্রী তাঁহাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"প্রথম গর্ভাবস্থায় অনেক প্রসূতির প্রায়ই এইরূপ লক্ষণ লক্ষিত হয়। এ অবস্থায় আপাততঃ কোন ঔষধাদি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। তবে উপস্থিত মতে দুইটি মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছি, তাহা রীতিমত ব্যবহার করিলে কিরূপ হয়, একঘণ্টা বাদে সংবাদ দিবেন।" মুষ্টিযোগ দুইটি ব্যবস্থা করিয়া ভিজিটের টাকা লইয়া ধাত্রী প্রস্থান করিলেন।

ধাত্রী যে দুইটি মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিয়া একখণ্ড কাগজে লিখিয়া দিয়া গেলেন, কেশব বাবু দৃঢ়চিত্তে উপস্থিত বিপদে ধীরতার সহিত ধৈর্য্য-ধারণপূর্ব্বক আশ্বস্তহৃদয়ে তাহারই সংগ্রহের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাবী বিপদাশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া তাঁহার সমস্ত শরীরের শোণিত শুষ্কপ্রায় হইতে লাগিল। তাঁহার শূন্যপ্রাণ যেন নিরাশার অন্ধকারে অন্ধপ্রায় হইল। যেন সততই মনে হইতে লাগিল, আজি হইতে তাঁহার সুখসূর্য্য যেন চির-অস্তমিত হইবে, আর কখন তাহা পুনরুদিত হইয়া তাঁহাকে পুলকিত করিবে না; তথাপি তিনি ভাবী বিপদের বশীভূত না হইয়া, বিষাদ-কুহেলিকার ভীষণতা দেখিয়াও কর্ত্তব্যপরায়ণতাবোধে ও আশায় বুক বাঁধিয়া নয়নের অশ্রু নয়নেই নিবারিত করিয়া বিপৎ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য বীরের ন্যায় বদ্ধপরিকর হইলেন।

প্রাণ-প্রিয়তমাকে অন্তর্ব্বত্নী দেখিয়া কেশব বাবুর অন্তরে আশার কতই সুখলহরী উঠিয়াছিল। ভাবিয়াছিলেন, সময়ে সুসন্তানের মধুময় মুখখানি দেখিয়া আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইবেন। কিন্তু হঠাৎ কি বিড়ম্বনা! এইরূপে কতবিধ চিন্তার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে হইতে উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয়ে তিনি বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া ঔষধ অনুসন্ধান-মানসে চলিলেন। ঔষধ লইয়া ফিরিয়া আসিতে তাঁহার প্রায় এক ঘন্টাকাল বিলম্ব হইল; বাড়ীতে আসিয়া শুনিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে রোগিণী হঠাৎ ভূতলে পতিত হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন; যদি আর কিছুক্ষণ রোগিণীকে সেই ভাবে থাকিতে হইত, তাহা হইলে এতক্ষণে রোগিণীর প্রাণপাখী নিশ্চয়ই তাঁহার দেহপিঞ্জর হইতে পলায়ন করিত। তথাকার উপস্থিত আত্মীয়দিগের মুখে এই হৃদয়বিদারক কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার প্রিয়তমার শয্যার একপাশে বসিয়া তাঁহার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখখানি অনিমিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। রোগিণীর কষ্টসূচক চীৎকার শুনিয়া তিনি আর কোনমতেই নয়নাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। চক্ষের জল দরদর্ ধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল; দুই এক বিন্দু তাঁহার প্রিয়তমার বক্ষোপরি পতিত হইল। তথায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে সান্ত্বনাসূচক বাক্যদ্বারা বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার শোকবহ্নি আরও দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া কায়মন-প্রাণকে দগ্ধীভূত করিয়া ফেলিল। তিনি যে কোথাও যাইবেন, এরূপ শক্তি তাঁহার দেহে তখন কিছুমাত্র রহিল না। এইরূপ অবস্থায় তিনি মনে মনে কত কি ভাবিলেন। হঠাৎ তিনি অনুপস্থিত থাকার সময় রোগিণী যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই ভাব আবার তাঁহাতে লক্ষিত হইল। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। রোদন-ধ্বনি শুনিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা ছুটিয়া আসিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; একেবারে শশব্যস্তে রোগিণীর শয্যোপরি বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রোগিণী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহাকে একবাক্যে বলিলেন,—“কেশব বাবু! রোগিণীর যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে একজন পাশকরা ধাত্রী আনা আবশ্যক।” তখন কেশব বাবু আপন মনকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা

কহিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! রোগিণীর সেই ভাব আবার দৃষ্ট হইল। তখন উপস্থিত সকলেই বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা স্থগিত রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বলিলেন,—"কেশব বাবু! আর বিলম্ব করিবেন না, অতি সত্বর একজন পাশকরা ধাত্রী লইয়া আসুন, আমরা রোগিণীর নিকট বসিয়া রহিলাম।" অগত্যা কেশব বাবু চক্ষের জল বস্ত্র দ্বারা মুছিতে মুছিতে বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন।

কেশব বাবু বাড়ী হইতে বাহির হইলেন সত্য; কিন্তু তাঁহার মনপ্রাণ যেন প্রিয়তমার নিকটেই পড়িয়া রহিল। পথে যাইতে যাইতে যাহাকে দেখিতে পান, তাহাকেই পাশকরা ধাত্রীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করেন, আর দ্রুতপদে চলিতে থাকেন। এমন সময় সম্মুখে একখানি ত্রিতল বাড়ী দেখিতে পাইলেন, তাহার নীচের এক কক্ষে একটি দিব্য সুসজ্জিত বৈঠকখানা; তন্মধ্যে কতিপয় ভদ্রলোক বসিয়া রহিয়াছেন; দেখিতে পাইয়া, কেশব বাবু জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিনীত-ভাবে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহোদয়গণ! এখানে পাশকরা ধাত্রী কোথায় থাকেন?" তাঁহারা পরস্পর তখন নানা প্রকার গল্প-গুজব করিতেছিলেন; সুতরাং তাঁহার কথায় তাঁহারা বিশেষ মনঃসংযম না করায়, পুনরায় তাঁহাদিগকে তিনি ধাত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহার দিকে সকলেই একবার করুণদৃষ্টে চাহিলেন। তন্মধ্যে একজন বলিলেন,—"এই রাস্তার সম্মুখে যে একখানি ত্রিতল বাড়ী দেখিতে পাইবেন, তাহার পশ্চিম পার্শ্বে যে একটি গলি আছে; সেই গলির পাঁচ ছয় খানা বাড়ীর পরেই যে ১৫ নং বাড়ী দেখিতে পাইবেন, সেই বাড়ীতে একজন পাশকরা ধাত্রী বাস করেন।" কেশব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবু! তাঁহার নাম কি?" ভদ্রলোকটি উত্তর করিলেন,—"আমি তাঁহার নাম জানি না, গলির মধ্যে গিয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন।"

আর বিলম্ব না করিয়া কেশব বাবু ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই গলির দিকে ছুটিয়া চলিলেন। তখন বেলা ১টা। কিন্তু গলির মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; ক্রমে গলির মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। ভদ্রলোকটি

যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবে ক্রমে যাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর প্রবেশ-দ্বারের বামপার্শ্বে একখানি সাইনবোর্ডে ইংরাজীতে ধাত্রীর নাম লেখা ছিল 'মিসেস্ সৌদামিনী ধাত্রী'; তিনি পড়িয়া জানিতে পারিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যখন তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন দরজায় একটি খট্ করিয়া শব্দ হইল. শব্দ শুনিয়া দ্বিতল কক্ষ হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল,—"কে তুমি?" তিনি উত্তর দিলেন,—"বাবু, এই বাড়ীতে কি মিসেস্ সৌদামিনী ধাত্রী বাস করেন?" তিনি উত্তর করিলেন,—"হাঁ! আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন?" তিনি নিজ ঠিকানা বলিয়া তথায় প্রায় দশ মিনিট কাল দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পরে তিনি বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবু, ধাত্রীকে কি লইয়া যাইবেন?" তিনি বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ।" তখন ঐ ব্যক্তি বলিলেন,—"ইহার ভিজিটের কথা জানেন ত?" তিনি বলিলেন,—"বাবু, তাহা আমি জানি; কিন্তু আর বিলম্ব করিতে পারি না।" পুনরায় ঐ ব্যক্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কুড়ি মিনিট পরে ঐ ব্যক্তি আসিয়া কেশব বাবুকে বলিলেন,—"বাবু! উপরে আসুন।" কেশব বাবু উপরে উঠিলেন। যে কক্ষে সেই ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। লোকটি বলিলেন,—"বাবু! ঐ টুলখানিতে বসুন।" তিনি যথাস্থানে বসিলে, ধাত্রী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবু! আপনার কাহার কি হইয়াছে?" তিনি স্বীয় পরিচয় দিয়া উপস্থিত বিপদের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, চীৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহাকে নানা প্রকার সান্ত্বনাসূচক বাক্যদ্বারা প্রবোধ দিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি অশ্রু-ভারাক্রান্ত চক্ষে নীরবে বসিয়া ধাত্রীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বেলা সাড়ে এগারটা। কেশব বাবু অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক বিলম্বের কথা বলিলে, অপর কক্ষ হইতে ধাত্রী উত্তর করিলেন,—"বাবু! আপনার ঠিকানা লিখিয়া দিয়া চলিয়া যান। আমি শীঘ্র যাইতেছি।" কেশব বাবু ঠিকানা লিখিয়া দিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া গৃহাভিমুখে গমন

করিতে লাগিলেন। দ্রুতপদে চলিতেছেন, কোন দিকে চাহিয়াও দেখিতে-ছেন না; এমন সময় পথিমধ্যে তাঁহার একটি পরমাত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আত্মীয় লোকটি তাঁহার চলিবার গতিক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবু! আপনি এত ব্যস্তভাবে যাইতেছেন কেন?" কেশব বাবু উপস্থিত বিপদের আমূল বৃত্তান্ত বিবৃত করিলে আত্মীয় ব্যক্তি অতিশয় দুঃখিত হইয়া অনেক প্রকারে প্রবোধ দিতে লাগিলেন এবং উভয়ে কথা কহিতে কহিতে দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর আত্মীয়টি তাঁহার গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

কেশব বাবু যথাসময়ে বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যাঁহাকে যাঁহাকে তাঁহার প্রিয়তমার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন, সকলেই সমভাবে পীড়িতার নিকট বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহোদয়গণ! এক্ষণে ইহার অবস্থা কিরূপ?" উত্তর পাইলেন,—"কেশব বাবু! আপনি যাইবার পর, পূর্ব্বের মত ঘণ্টায় দুই তিনবার ব্যারাম উপস্থিত হইয়াছিল।" তন্মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবু! ধাত্রী পাইয়াছেন কি?" তিনি বলিলেন,—"পাইয়াছি, এখনই আসিবেন, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আর একটু অপেক্ষা করুন।" তিনি তাঁহার প্রিয়তমার দিকে অনিমিষনয়নে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন, তাঁহার সেই কষ্টসূচক যন্ত্রণার কাতরধ্বনি ক্ষণকালের জন্যও বিরাম নাই। সকলেই নীরবে নিস্তব্ধভাবে পীড়িতাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। এমন সময় সেই ধাত্রী একখানি পাল্কীতে চাপিয়া গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কেশব বাবুর নাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ব্যক্তি ধাত্রীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিলেন। ধাত্রী আসিয়া একখানি কেদারায় উপবেশন করিলেন। অকস্মাৎ রোগিণীর পূর্ব্বের ন্যায় ব্যারাম উপস্থিত। সকলে মিলিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক শুশ্রূষা করিয়া রোগিণীকে রোগের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা হইতে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন। তখন ধাত্রী তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—"যেরূপ ব্যারামের গতিক দেখিতেছি, তাহাতে এরূপ অবস্থার রোগীর মধ্যে হাজারে দুই একটি রক্ষা পায় মাত্র।" তৎপরে ধাত্রী রোগিণীর শয্যোপরি আসিয়া বসিলেন। প্রথমে হাত ধরিয়া নাড়ীর

গতি দেখিলেন, পরে বলিলেন,—"বাবু! আপনারা একবার ক্ষণকালের জন্য একটু বাহিরে যাইবেন।" এই কথা শুনিবামাত্র সকলে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

ক্রমে বেলা ৩টা বাজিল। ধাত্রী রোগিণীকে যেরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার আবশ্যক বোধ করিলেন, সেইরূপেই দেখিলেন। তখনও কেশব বাবুর প্রিয়তমার যে দিব্য জ্ঞান আছে, তাহা ধাত্রীর পরীক্ষার কালে স্পষ্ট বুঝা গেল। ধাত্রী পুনরায় উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিলেন। যাঁহারা বাহিরে গিয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরায় রোগিণীর শয্যার নিকট আসিয়া বসিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কিরূপ অবস্থা বুঝিলেন?" ধাত্রী উত্তর করিলেন,—"ব্যারামের গতিক বড় ভাল নহে। আমি এক্ষণে যাইতেছি, আমার সঙ্গে একটি লোক দিউন্। তাহার হস্তে যে ঔষধ দিব, তাহা একঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ সেবন করাইবেন। বেলা ৫টার সময় রোগিণীর অবস্থা আমাকে জানাইবেন।" এই বলিয়া ধাত্রী ভিজিটের টাকা ও ঔষধের মূল্য লইয়া প্রস্থান করিলেন। কেশব বাবু স্বয়ং তাঁহার সহিত তদীয় গৃহে উপস্থিত হইয়া ঔষধ লইয়া দ্রুতগতি বাড়ীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু হায়! কি দৈববিড়ম্বনা! ঔষধসেবন বৃথা হইল; তাহার বিন্দুমাত্রও কেহ রোগিণীর গলাধঃকরণ করাইতে পারিলেন না।

দেখিতে দেখিতে বেলা ৫টা বাজিল। কেশব বাবু পুনরায় ধাত্রীর নিকট যাইবেন কি না মনে মনে এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তথাকার একটি বিধবা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বলিলেন,—"কেশব বাবু! এখনও বসিয়া কি ভাবিতেছেন? বেলা শেষ হইল।" তিনি উত্তর করিলেন,—"তবে রোগিণীর নিকট আপনি একবার বসুন, আমি আবার ধাত্রীর নিকট যাই।" বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি বলিলেন,—"আমি রোগিণীর নিকট বসিতেছি, সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।" কেশব বাবু তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দ্রুতগতি ধাত্রীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ধাত্রী তখন বাড়ীতে অনুপস্থিত। পূর্ব্বকথিত ব্যক্তি অপর একটি কক্ষে উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্ট-মনে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন। সে ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবু! রোগিণীর অবস্থা এখন কিরূপ?

কেশব বাবু উত্তর করিলেন,—"অবস্থা ঠিক্ পূর্ব্বের মতই আছে; কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই।" সে ব্যক্তি বলিলেন,—"ধাত্রী এখনই ফিরিবেন, তিনি আসিলেই অতি শীঘ্র পাঠাইয়া দিব। আপনি আর এখানে অপেক্ষা করিবেন না; চলিয়া যাউন।" কেশব বাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা রোগিণীর নিকট বসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ধাত্রী কি আসিয়াছেন?" তিনি বলিলেন,—"হাঁ, আসিতেছেন।" তখন রোগিণীর সেই হৃদয়বিদারক কষ্টজনক কাতরধ্বনি শ্রবণ করিয়া এবং যন্ত্রণাক্লিষ্ট শোচনীয় দশা দেখিয়া তাঁহার মন-প্রাণ আরও ব্যাকুলিত হইতে লাগিল। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা—যাঁহারা রোগিণীর নিকট বসিয়াছিলেন, তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"এই হতভাগ্যের অদৃষ্টের সুখসূর্য্য বুঝি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়।" বস্তুতঃ নীরবে তাহাই অনিমিষনয়নে সকলে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আহা! সেই সুবর্ণময়ী দেবী-প্রতিমাখানিতে ক্রমে ক্রমে করাল কালের বিকট ছায়া আসিয়া পড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কেশব বাবু কোন মতেই নয়নাশ্রু সংবরণ করিতে সমর্থ হইলেন না; নিরাশ-প্রাণে নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে ধাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ঔষধ রোগিণীর গলাধঃকরণ হয় নাই শুনিয়া তিনি প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল চিন্তিতান্তঃকরণে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া থাকিলেন। পরে বলিলেন,—"এখন একজন ভাল ডাক্তার আনিবার আবশ্যক হইতেছে; কারণ, রোগিণীকে শীঘ্র প্রসব করাইতে হইবে, নচেৎ প্রাণরক্ষার আর কোন উপায় দেখিতেছি না।" তথায় কেশব বাবুর আত্মীয় যাঁহারা ছিলেন, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বলিলেন,—"আপনি একা কি প্রসব করাইতে পারিবেন না?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন,—"এরূপ প্রসূতিকে একা প্রসব করান কখনই হইতে পারে না।" এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"এখন যাহাতে ভাল হয়, তাহাই করুন।" ধাত্রী তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্যক্তির সহিত পরামর্শপূর্ব্বক একজন বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার আনাইবার অভিপ্রায় স্থিরীকৃত করিয়া তাঁহাদের নিকট তাহা জ্ঞাত করাইলেন, তাহাতে তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন। পরে ধাত্রীর

সমভিব্যাহারী লোকটি তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তদ্রূপ ডাক্তারের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন।

যে যাহা বলিতেছেন, কেশব বাবু দ্বিধাবিচলিতচিত্তে, তাহাই তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। যদি কোন গতিকে তাঁহার প্রিয়তমার প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন, ইহাই তাঁহার একান্ত কামনা; কিন্তু যে প্রচণ্ড বায়ু তাঁহার সৌভাগ্যপ্রদীপ নির্ব্বাণে সমুদ্যত, কিছুতেই তাহা প্রশান্ত করিতে পারিলেন না। মানবশক্তির যাহা সাধ্যাতীত, তিনি দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার সংসাধন করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে নিরাশ হইতে লাগিলেন। তখন আর গত্যন্তর না দেখিয়া অসাধ্য বিবেচনায় স্থাণুবৎ নিশ্চল হইয়া পড়িলেন।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে দিবাকর পশ্চিমাচলে আত্মগোপন করিলেন। সময় বুঝিয়া সন্ধ্যাসতী ধূসর ভূষায় ভূষিতা হইয়া ধরিত্রীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। জগতের ঈদৃশ বিসদৃশ দশা-বিপর্য্যয় দেখিয়া সানন্দ পক্ষিকুল কেশব বাবুর মত নিরানন্দ হইয়া ব্যাকুলিতান্তঃকরণে কলকণ্ঠে কলধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া নিজ নিজ নীড়োদ্দেশে উড়িয়া চলিল। ক্রমে ক্রমে যামিনী সবলে বিশ্বমধ্যে স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করিলেন; অসীম নভোমণ্ডলে দীপ্যমান রত্নরাশি স্বীয় স্বীয় সৌন্দর্য্য দেখাইয়া মানব-জাতিকে যেন মুগ্ধ করিতে লাগিল। পরিশ্রান্ত প্রাণিগণের যেন মন-প্রাণ স্নিগ্ধ করিবার জন্যই মৃদুল বসন্তপবন বহিতে লাগিল। সহরের পথিপার্শ্বস্থ অগণ্য দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিল। দূরে—অদূরে দেবালয়ে—গৃহস্থের গৃহে শঙ্খঘণ্টা ঝাঁঝরীর একতান মৃদুগম্ভীর ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া বিষয়াসক্ত মানবের মনে যেন ক্ষণেকের জন্য ইষ্টদেবতার স্মৃতি জাগরিত করাইয়া দিল। রজনীর প্রথম আবির্ভাবে প্রাণীমাত্রেই সুখী ও স্বচ্ছন্দতালাভ করিল; কিন্তু এ রাত্রি কেশব বাবুর পক্ষে কালরাত্রির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নৈশ-সমীরণ মৃদুমধুর হিল্লোলে জগতের সকল প্রাণীকেই প্রীত করিতে লাগিল, কেবলমাত্র তাঁহারই মনস্তাপ হরণ করিতে অসমর্থ হইল।

তখন চারিদিক্ হইতে নানা প্রকার বাদ্য বাজিয়া উঠিল। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে পর, পল্লীস্থ ভগবদ্ভক্তগণের হরিসঙ্কীর্ত্তনের দল রাস্তপথে

বাহির হইল। কি যে হরিনামের গুণ, তাহা মানবমাত্রেরই বর্ণনাতীত। সেই হরিসঙ্কীর্ত্তনের শ্রুতিমধুরধ্বনি কর্ণের ভিতর দিয়া কেশব বাবুর জ্বলন্ত মর্ম্মস্থানের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকল ভাবনা তখন ক্ষণকালের জন্য দূরীভূত করিয়া দিল; কিন্তু তাঁহার মনোমধ্যে যে আগুন অবিরত ধিকিধিকি জ্বলিতেছে, তাহা কি সহজে নির্ব্বাপিত হইতে চায়? পরক্ষণেই আবার তাঁহার সেই চিন্তাগ্নি হৃদয়কে দ্বিগুণ বেগে দগ্ধ করিতে লাগিল। এ দিকে যাঁহারা এতক্ষণ তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন, নিশাগমদর্শনে একে একে তাঁহারা সকলেই অন্তর্হিত হইলেন।

তখন কেশব বাবু ও ধাত্রী রোগিণীর নিকট বসিয়া অনিমিষনয়নে তাঁহার অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; যে ব্যক্তি বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার আনিতে গিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন না কেন, এই চিন্তার সহিত রোগিণীর সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট বিশুষ্ক মুখখানি মুহুর্মুহুঃ দেখিতে লাগিলেন। কেশব বাবু উদ্‌ভ্রান্তভাবে চঞ্চলচিত্তে একবার বসিতেছেন, আবার উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন; কিন্তু কিছুতেই অশান্ত মন প্রশান্ত হইতেছে না। অনন্তর ডাক্তারের আগমনপ্রত্যাশায় তিনি বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাদের গলির ভিতর হইতে সদর রাস্তায় যাইয়া এ দিক্ ও দিক্ করিতে লাগিলেন। প্রায় দশ মিনিট অতীত হইল। পুনরায় তিনি বাড়ীতে আসিলেন, কেন না, বাড়ীতেই তাঁহার মন-প্রাণ পড়িয়া রহিয়াছে। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সেই নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভীষণ দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিলেন; যতই দেখেন, ততই হতাশার বৃদ্ধি হয়। কিছুতেই মনের অস্থিরতা বিদূরিত হইল না; দুঃখানল উত্তরোত্তর মহাবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

ডাক্তারের প্রতীক্ষায় বসিয়া কেশব বাবু কত আকাশ-পাতাল ভাবিতেছেন, সহসা বেগবান্ অশ্বযোজিত একখানি গাড়ীর শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। অমনি তিনি ব্যস্ততাসহকারে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া সদর রাস্তায় উপস্থিত হইলেন। গাড়ীখানি গলির সম্মুখেই থামিল। ডাক্তারেরই শকট। যে কক্ষে রোগিণী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা রহিয়াছেন, ডাক্তারের সহিত কেশব বাবু তথায় প্রবেশ করিলেন। ধাত্রী ও অন্যান্য কতিপয় আত্মীয়বর্গও সেই কক্ষে উপস্থিত রহিলেন। অনেকক্ষণ পরীক্ষার পর ডাক্তার বাবু বলিলেন,—

"রোগিণীর যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে প্রসব করান ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। তবে আমার দ্বারা প্রসব করাইতে হইলে, আমি এক শত টাকা লইব।" এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি বলিলেন,—ডাক্তার বাবু, আপনি যাহা চাহিলেন, তাহা আপনার পক্ষে অবশ্যই সম্ভবপর, কিন্তু যিনি আপনাকে আনাইয়াছেন, তিনি এত টাকা দিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। যদি গরীবের প্রতি দয়া করিয়া আসিয়াছেন, তবে এই বিপন্ন ব্যক্তি যাহা আপনাকে দিতে পারেন, এরূপ একটা কথা অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনাকে বলিতে হইবে।" ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন,—"আচ্ছা, তবে পঞ্চাশ টাকার কমে কিছুতেই এ কার্য্য করিতে পারিব না।" শুনিয়া সকলেই নীরব হইয়া রহিলেন।

কেশব বাবু যে বাড়ীতে থাকেন, তথায় একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক বাস করিতেন। তিনি দুঃখীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া বিনয়নম্রবচনে ডাক্তার বাবুকে বলিলেন,—"ডাক্তার বাবু, এই বিপন্ন দরিদ্রের প্রতি দয়া করুন। আপনার এই চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করা সার্থক হউক্। ধনিগণের নিকট হইতে আপনি যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ অবশ্যই করিবেন; কিন্তু এতাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির মুখের দিকে না চাহিলে, আপনি লোকতঃ ধর্ম্মতঃ প্রত্যবায়ভাগী হইবেন; কেন না, শাস্ত্রে আছে;——

'দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥'

এই সুধাময় শাস্ত্রীয় বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ করুন। পচিশটি টাকা গ্রহণ করিয়া এই বিপন্নকে বিপন্মুক্ত করিয়া আমাদিগের আশীর্ব্বাদের ভাজন হউন। আমাদিগের আশীর্ব্বাদে সর্ব্বত্র জয়-জয়কার হইবে।"

প্রাচীন ব্রাহ্মণ ঠাকুরের এই সারগর্ভ কথাগুলি শুনিয়া ডাক্তার বাবু কিঞ্চিৎকাল কি চিন্তা করিলেন, অবশেষে ঐ বাক্যেই সম্মত হইলেন। ডাক্তার বাবুর [illegible] বন্দোবস্ত হইলে ধাত্রীর কথা উঠিল। অনেক অনুনয়-বিনয় ও নানা তর্কবিতর্কের পর ধাত্রী সাতটি টাকা লইয়া কার্য্য সম্পাদনে সম্মত হইলেন।

তখন ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"তবে আমি প্রসব করাইবার যন্ত্রাদি

লইয়া আসি; আর আমি যাহা যাহা বলিয়া যাইতেছি, আপনারা সেই সমস্ত দ্রব্য ঠিক্ করিয়া রাখিবেন।" (সে সমস্ত দ্রব্যের কথা অনাবশ্যক বোধে এখানে উল্লেখ করা হইল না)। বলিয়াই ডাক্তার বাবু বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া শকটারোহণে প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তার বাবু যে সমস্ত দ্রব্যের কথা বলিয়া গেলেন, তাহা অনতিবিলম্বেই সংগৃহীত ও যথাস্থানে রক্ষিত হইল। পরে জলযোগ করিবার জন্য কেশব বাবুর একটি আত্মীয় ব্যক্তি ধাত্রীকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। কিন্তু তিনি যে কিরূপে তাঁহাকে জলযোগ করাইলেন, তাহা অন্য কেহ অবগত হইলেন না; কারণ, কেশব বাবুর বাসাবাড়ীর পার্শ্বেই সেই আত্মীয় ব্যক্তির বাড়ী। কিঞ্চিৎ পরে জলযোগান্তে ধাত্রী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলেই ডাক্তার বাবুর অপেক্ষায় বিশুষ্ক-মুখে বসিয়া রহিলেন।

রাত্রি ৮টার সময় ডাক্তার বাবু চলিয়া গিয়াছিলেন। কেশব বাবু তখন মনে মনে এই স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন,—"অদৃষ্টে যাহা আছে, কে তাহার অন্যথা করিবে? এখন যাই, একবার জন্মের শোধ প্রিয়তমাকে দেখিয়া আসি।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যে কক্ষে তাঁহার প্রিয়তমাপত্নী মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় শায়িতা; সেই কক্ষে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন বটে; কিন্তু প্রিয়তমার যন্ত্রণাব্যঞ্জক কাতরতা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একটি স্ত্রীলোক বলিলেন,—"দেখিতেছেন কি? এ যাত্রা রোগিণী বুঝি আর রক্ষা পাইলেন না।" এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণমাত্র কেশব বাবু আরও যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন,—"আপনি বৃথা চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া মন-প্রাণকে আর দগ্ধীভূত করিবেন না। আমাদের ইচ্ছা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া সেই জগদীশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে; সে জন্য আপনি মনকে দৃঢ় করিয়া রাখুন। মনকে আকুল করিয়া কি ফল? বিপদে ধৈর্য্যধারণই বুদ্ধিমানের কর্তব্য।" কেশব বাবু কিন্তু কাহারও কোন কথার উত্তর না দিয়া পুনরায় যথাস্থানে আসিয়া উপবেশন করিলেন। ক্রমে তাঁহার শোকাশ্রু অবিরল ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু কেহই তাঁহার দিকে একবার লক্ষ্য করিয়া দেখিবারও অবসর পান না। তখন তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"বিকট

কাল এতদিনের পরে তাঁহার গৃহলক্ষ্মীকে হরণ করিবার মানসে কি ভয়ঙ্কর চক্রের খেলাই খেলিতেছে!" তাঁহার প্রিয়তমা মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া, কঠিন যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া যেরূপ সকাতর অস্ফুটধ্বনি করিতেছেন, তাহাতে তিনি ভাবিলেন,—"প্রাণবায়ু প্রিয়তমার দেহে আর অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিতে পারিবে না। বোধ হয়, এই মুহূর্ত্তেই সকল আশা-ভরসা চিরকালের জন্য নিরাশার অন্ধতম কূপে নিহিত হইবে সন্দেহ নাই।"

যে বাড়ীতে কেশব বাবু বাস করিতেন, তথাকার একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, নারীস্বভাব-সুলভ করুণার বশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে নানা প্রকার সান্ত্বনা-বাক্যদ্বারা প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সমস্ত সান্ত্বনাসূচক বাক্যে তাঁহার শোকের কিছুই উপশম হইল না; সুতরাং তাঁহার মনকে তিনি কোন মতেই শান্ত করিতে পারিলেন না; বরং আরও দ্বিগুণতর হইয়া হৃদয়মধ্যে শোকের আগুন জ্বালিয়া দিল। তিনি আর উহা সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া কয়েকজন বন্ধুবান্ধব তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিলেন। তন্মধ্যে একজন নিজ পরিধেয় বসনের দ্বারা তাঁহার শোকাশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—"ভাই রে! আর রোদন করিলে কি হইবে? যাহাতে রোগিণী ভাল হন, বিধিমতে তাহার চেষ্টা কর; তার পর অদৃষ্টে যা থাকে ঘটিবে, তখন প্রাণ ভরিয়া বসিয়া বসিয়া রোদন করিও।"

এ দিকে রাত্রি ৯টা বাজিল। তখন কেশব বাবু ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৈ, এখনও ডাক্তার বাবু আসিলেন না কেন?" ধাত্রী উত্তর করিলেন,—"শীঘ্রই তিনি আসিবেন, চিন্তা নাই।" কেশব বাবু বলিলেন,—"পীড়িতার কষ্ট যে আর দেখিতে পারিতেছি না।" এই কথা বলিতে বলিতে কেশব বাবুর চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দয়াবতী ধাত্রী তাঁহার পকেট হইতে একখানা শিল্কের রুমাল বাহির করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন;——বলিলেন, "চিন্তা কি? ডাক্তার বাবু এখনই আসিবেন?"

দেখিতে দেখিতে রাত্রি সাড়ে নয়টা। তোপের শব্দ শুনিয়া ধাত্রী আপনার ওয়াচ্-পকেট হইতে একটি সুবর্ণ নির্ম্মিত টেঁকঘড়ী বাহির করিয়া

তোপের সহিত মিলাইলেন। তখন কেশব বাবু বলিলেন,—"তবে বোধ হয়, ডাক্তার বাবু আর আসিলেন না।" ধাত্রী উত্তর করিলেন,—"তাই ত, এত বিলম্ব হইবার কারণ কি?" কেশব বাবু বলিলেন,—"তবে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক রোগিণীর নিকট একটু বসুন।" ধাত্রী তাহাতে স্বীকৃত হইলেন দেখিয়া, তিনি বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া সদর রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, ১০টার বদ্‌লী আসিয়া হাঁক্‌ দিতেছে;——"খবর আচ্ছা হেয় হুজুর!" এইরূপ আরও কত কথাই যে শুনিতে পাইলেন, কিন্তু তিনি তাহার কিছুরই তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

দেখিতে দেখিতে একখানি গাড়ী উপস্থিত; গাড়ীখানি গলির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তৎক্ষণাৎ সহিস পশ্চাদ্দিক্‌ হইতে দ্রুতবেগে আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। তখন ডাক্তার বাবু আর পূর্ব্বকথিত যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন, উভয়ে ব্যস্ততাসহকারে গাড়ী হইতে নামিয়া গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কেশব বাবু তাঁহাদিগকে দেখিয়া এক পাশ দিয়া অতি সত্বর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া একটি আলোক লইয়া আসিলেন। সকলে নির্ব্বিঘ্নে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার বাবু ও ধাত্রী উভয়ে অনেকক্ষণ উপস্থিত ব্যাপার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। পরে ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যে সমস্ত জিনিসের কথা বলিয়া গিয়াছিলাম, তাহা কি আনান হইয়াছে?" কেশব বাবু বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ!" সেই সমস্ত জিনিস ডাক্তারের নিকট আনীত হইল। ডাক্তার বাবু তাঁহার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাইয়া কর্ত্তব্য-কার্য্য-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুই ঘণ্টা অতীত হইল, তথাপি ডাক্তার উপস্থিত কার্য্যের কিছুই করিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে রাত্রি ১টা। তখন ডাক্তার বাবু সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"আমি সমূহ চেষ্টা করিয়াও এতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগিণীর রোগের প্রতিকার করিতে পারিলাম না। যদি আপনারা বলেন, তবে আর একজন ভাল ডাক্তার আনি; নতুবা এ কার্য্য আমার দ্বারা সমাধা হওয়া সম্ভবপর নহে।" ডাক্তার বাবুর এই প্রস্তাবে অগত্যা সকলেই সম্মত হইয়া একবাক্যে বলিলেন,—"যাহাতে রোগিণী এ যাত্রা রক্ষা পান, আপনি তাহাই করুন; ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি নাই।"

ডাক্তার বাবুর সঙ্গে যে বাবুটি আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি নিকটে ডাকিয়া চুপে চুপে কয়েকটি কথা বলিয়া দিলেন। সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইলেন। পরে ডাক্তার বাবু তদপেক্ষায় রহিলেন এবং উপস্থিত সকলের সহিত কথাপ্রসঙ্গে অর্দ্ধঘণ্টা কাটাইয়া দিলেন। এই ভাবে সকলেই নবাগতের আগমন-প্রতীক্ষায় রহিলেন। রোগিণীর প্রতিমুহূর্ত্তের কাতরধ্বনিতে সকলের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তখন তিনি যাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারই মুখে যেন ঘন বিষাদের বিকটছায়া লাগিয়া রহিয়াছে। এইরূপে সকলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় নীরবে নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময় একখানি গাড়ীর শব্দ শ্রুত হইল। কেশব বাবু শব্দ শুনিয়া আলোক হস্তে গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গলির সম্মুখেই গাড়ীখানি দাঁড়াইল। দেখিলেন, সেই পূর্ব্বকথিত ভদ্রলোকটি আর একজন ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। গাড়ী হইতে তাঁহারা যেমন নামিলেন, অমনি তিনিও আলোক লইয়া তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে চলিয়া যথাসময়ে বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সকলেই তাঁহাদিগকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নবাগতদ্বয় ও পূর্ব্ব হইতে যে ডাক্তার বাবু রোগিণীর চিকিৎসায় বিমুখ হইয়াছিলেন, এই তিনজনে রোগিণীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া, ইংরাজীতে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। পরে নবাগত ডাক্তার বাবু নিস্তব্ধভাবে কিয়ৎক্ষণ রোগিণীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ব্যারামের ভাব-গতিক যেরূপ, তাহাতে রোগিণীর অব্যাহতি পাইবার কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না।" নবাগত ডাক্তার বাবুর মুখে এইরূপ নিরাশাব্যঞ্জক কথা শুনিয়া সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দুইজন ডাক্তার ও পূর্ব্বকথিত ভদ্রলোকটি এই তিনজনে পুনরায় দশ পোনের মিনিট কাল চুপে চুপে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তথায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ কথাগুলি বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাহার ভাবার্থ কেশব বাবুকে জানাইবার আবশ্যকতাবোধ করিলেন না। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইলে, ভদ্রলোকটি কেশব বাবুর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই রোগিণী কি আপনার স্ত্রী?"

তিনি উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ।" ডাক্তার বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন,—"এরূপ ব্যারামে হাজারের মধ্যে দুই একটি প্রাণীমাত্র রক্ষা পায়।" এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণমাত্র কেশব বাবু আত্মহারা হইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন। একে ত রোগিণী নিদারুণ রোগের যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন, তাহার উপর তাঁহারা আবার রোগিণীকে সেই ভয়ানক যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। তখন রাত্রি তিনটা বাজিল। তৎপরে তাঁহারা রোগিণীর গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন দেখিয়া কেশব বাবুর একজন আত্মীয় তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ডাক্তার বাবুগণ! কার্য্য কি সমাধা হইয়াছে?" এই কথা শুনিয়া তাঁহারা উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ।" এই শব্দটি যখন কেশব বাবু শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি আবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তথায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা কেশব বাবুকে নানা প্রকার প্রবোধবাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ডাক্তারদ্বয় তাঁহার সকাতর অবস্থা দেখিয়া একবাক্যে বলিলেন,—"ভয় নাই! রোগিণীর কিছুই হয় নাই। সন্তানটি প্রসব করাইবামাত্র রোগিণীর কিঞ্চিৎ মূর্চ্ছাবস্থা ঘটিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া কেশব বাবু নিস্তব্ধভাবে শয্যায় পড়িয়া থাকিলেন। তদনন্তর ডাক্তারদ্বয় তাঁহাদের প্রাপ্যমুদ্রা লইয়া প্রস্থান করিবেন, এইরূপ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এ দিকে রোগিণী কিন্তু মূর্চ্ছাপন্ন অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। ধাত্রী কি একটি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগিণীর কটিদেশ ব্যাপিয়া কাপড় দ্বারা বাঁধিয়া দিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, তাঁহার প্রাপ্যমুদ্রা চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! সেই রাত্রিতে কেশব বাবুর অদৃষ্টক্রমে আত্মীয়-স্বজনেরা কেহই নিকটে রহিলেন না। ইতিপূর্ব্বে সকলেই স্বীয় স্বীয় ভবনে গমনপূর্ব্বক সুখশয্যায় নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন।

ডাক্তার বাবুরাও স্ব স্ব প্রাপ্যমুদ্রা চাহিয়া কেশব বাবুকে বলিলেন,—"আর আমরা বিলম্ব করিতে পারি না, শীঘ্র টাকা দাও।" তাঁহাদিগের এইরূপ ব্যস্ততাসূচক কথা শুনিয়া কেশব বাবু নয়নের অশ্রু নয়নে মিশাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন; অনতিবিলম্বেই টাকা সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি যে টাকাগুলি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, সমস্তই

তাঁহাদের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন; কিন্তু তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিলেন না, অধিকন্তু তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তখন কেশব বাবু উপায়ান্তর অভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের পাদমূলে পড়িয়া বিনয়নম্রবচনে নানা প্রকার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহাদের প্রসন্নতালাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা সক্রোধে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সদর রাস্তায় উপস্থিত হইবামাত্র কেশব বাবুর একজন আত্মীয় আসিয়া তাঁহাদিগকে অনেক মিনতি করিলেন। ইহাতে তাঁহাদিগের ক্রোধের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রোধানল আরও দ্বিগুণিত হইয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং কর্কশভাবে রূঢ়কণ্ঠে সেই আত্মীয়কে কতই যে ভর্ৎসনা করিলেন, তাহার আর পরিসীমা রহিল না। কিছুতেই ডাক্তারেরা সে টাকা গ্রহণ করিলেন না; তাঁহারা কেবলমাত্র গাড়ী ভাড়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দশম স্তবক।

মায়াকানন।

"কে তোরা লো জলে তোরে কানন-সুন্দরি ?
বসিয়া পল্লবাসনে, ফুটে ছিলি কোন্ বনে—
কোথায় আছিলে তুমি রূপে আলো করি ?"
"সুখের পুতুল, বাছা কে আমার !
থাক রে, সুখেতে বাঁচিয়া থাক ;
রমণীমণির হীরাবর হার
ভুলিয়া কখনো ছিঁড়িয়ো নাক"

বিজয়কৃষ্ণ বসু সদ্যোজাতা শিশু কন্যাটিকে সূতিকাগার হইতে আনাইয়া একটি তাম্রকুণ্ডমধ্যে শয়ন করাইয়া সিন্ধু নদের প্রখর স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। সেই শিশু কন্যাটির বৃত্তান্ত পাঠক মহোদয়গণের নিকট

প্রকাশ করিতেছি। শিশুগর্ভ তাম্রকুণ্ডটি জলতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে চলিল; কিন্তু প্রখর স্রোতে পড়িয়াও জগদীশ্বরের কৃপায় তাহার কোনরূপ বিপদ্ সংঘটিত হয় নাই। ভাসিতে ভাসিতে কিয়দ্দিনান্তে সেই তাম্রকুণ্ডটি স্রোতোবেগে মায়াকাননে যাইয়া সুবর্ণরেখা নদীর বাঁধাঘাটে আবদ্ধ হইল। ঘাটটি অতি সুন্দররূপে বাঁধান; ঘাটের উপরে একটি চাঁদ্‌নী। তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি সংস্থাপিত। ঘাটের একটি ধাপের উপর ঠেকিয়া তাম্রকুণ্ডটি কিঞ্চিৎ হেলিয়া রহিল। ঘাট হইতে অনতিদূরে উত্তরাংশে একটি দেবালয়, ঐ দেবালয় হইতে রাস্তাটি নদীর ঘাট পর্য্যন্ত প্রস্তরখণ্ড দিয়া রীতিমত বাঁধান। সেই সমস্ত প্রস্তরখণ্ড নানাবিধ রঙ্গে রঞ্জিত।

মায়াকাননের জমিদার প্রতাপ সিংহ। তাঁহার স্ত্রীর নাম রোজিয়া। প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে রোজিয়া ঐ নদীর বাঁধাঘাটে আসিয়া থাকেন। আ'জ কি শুভক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, তাই ঐ ঘাটে কোথা হইতে এ হেন অমূল্য নিধি দৈবপ্রভাবে উপস্থিত হইয়াছে। রোজিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে যাইয়া দেখিলেন, ঘাটের ধাপের উপর একটি তাম্রকুণ্ড কিঞ্চিৎ হেলিয়া আটকাইয়া রহিয়াছে। কৌতূহলবশতঃ তাহার নিকট যাইয়া দেখিলেন, একটি শিশুকন্যা তন্মধ্যে দিব্য হাত-পা নাড়িয়া খেলা করিতেছে। তিনি সেই শিশুকন্যাটির রূপ-লাবণ্য দেখিয়া স্নেহে বিগলিত হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ সন্তর্পণে কন্যাটিকে কুণ্ডমধ্য হইতে তুলিয়া কোলে লইয়া সাদরে তাহার বদনকমলে শত সহস্র চুম্বন করিতে লাগিলেন। কন্যাটি তাঁহার কোল পাইয়া আপন মনে বিদ্যুৎ-রেখার ন্যায় মধ্যে মধ্যে হাসিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"কোন্ পাষণ্ড এমন পাশবিক কার্য্য করিয়াছে?" এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশেষে কন্যাটিকে কোলে করিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক সমাপনান্তে গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

রোজিয়া অপত্যস্নেহে বঞ্চিতা; সংসারে কেবলমাত্র স্বামী, পরিচারিকা ও পাচিকা ব্রাহ্মণকন্যা। তাঁহার বয়স চত্বারিংশৎ, স্বামীর বয়স পঞ্চাশৎ বৎসর। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি জন্মে নাই। সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোজিয়া পতি সহ বিষণ্নমনে কালযাপন করিতেন। আ'জ এই শিশু

কন্যাটি প্রাপ্ত হইয়া মহান্ আহ্লাদে আহ্লাদিত হইয়া কন্যাটিকে কোলে লইয়া হাসিতে হাসিতে তিনি স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রতাপ সিংহ তাঁহার সহধর্ম্মিণীর কোলে সেই কন্যাটি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ গা, ও শিশুকন্যাটি কাহার? কোথা হইতে লইয়া আসিলে?" রোজিয়া মহা আনন্দসহকারে হাসিতে হাসিতে যে প্রকারে যথায় কন্যাটি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা স্বামীর সকাশে বিবৃত করিলেন। কহিলেন,—"কে কন্যাটিকে ভাসাইয়া দিল, কিছুই ঠিক্ করিতে না পারিয়া, তোমার নিকট ইহাকে লইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?" স্বামী কহিলেন,—"যে কেহ ভাসাইয়া দিউক না কেন, এই সুলক্ষণা সুশোভনা কন্যাটিকে আমরাই প্রতিপালন করিব।" রোজিয়া কহিলেন,—"তোমার ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা। আমাদের যখন সন্তান-সন্ততি কিছুই হয় নাই, তখন বুঝি সেই ইচ্ছাময় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের জন্য তাম্রকুণ্ডে করিয়া এই শিশু কন্যাটিকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এ কেবল সেই লীলাময়ের লীলা। তাহা না হইলে এরূপ ভাবে এই কন্যারত্নটিকে প্রাপ্ত হওয়ার কোনই কারণ নাই।"

এই শুভসংবাদ বিদ্যুদ্বেগে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ইহাতে অল্প সময়ের মধ্যে প্রতাপ সিংহের ভবনে লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। কন্যাকে দেখিবার জন্য সকলেই সমভাবে ব্যতিব্যস্ত। কাহার অগ্রে কে যে দেখিবে, এইরূপ একটা হৈ চৈ ব্যাপার পড়িয়া গেল। কেহ বা মনের হর্ষে উলুধ্বনি দিতেছে, কেহ বা মঙ্গলগীতি গাহিতেছে। এইরূপে উত্তরোত্তর লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এইরূপ আনন্দধ্বনিতে আনন্দপূর্ণ হইয়া প্রতাপ সিংহ ভাবিতে লাগিলেন,—"আমাদের ভাগ্যে যে এরূপ লক্ষ্মীস্বরূপিণী কন্যা মিলিবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও কখনও ভাবি নাই।" অবশেষে সমাগত লোকদিগকে রীতিমত আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন এবং উপস্থিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও দীন-দরিদ্রদিগকে আশাতীত অর্থ বিতরণ করিলেন। এইরূপ আনন্দে উৎসাহে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। কন্যাটিকে দেখিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের নানা শ্রেণীর কুলমহিলাগণও আসিয়াছিলেন, যথাসময়ে তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

আগন্তুকগণ প্রস্থান করিলে পতি-পত্নী উভয়ে কন্যাটিকে লইয়া কতই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এ দিকে প্রভাকর স্বীয় তেজঃ সংবরণ করিয়া পশ্চিমসাগরে গিয়া নিমজ্জিত হইলেন। ক্রমে তমস্বিনী রজনী আসিয়া পৃথিবীকে অন্ধকারাবৃত করিয়া ফেলিল। কিন্তু প্রতাপ সিংহের পক্ষে আজ যেন পূর্ণচন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ হইয়া হৃদয়াকাশে উদিত হইয়াছে। তাঁহার শুভ্র কিরণে তাঁহাদের মনঃক্ষেত্রে যেন সুধাধবলিত ও নন্দন-গন্ধে পরিপূরিত। এইরূপ অনুপম পরমনিধি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা অবধি অন্তর্হিত হইল।

পাঠক, বুঝিতে পারিবেন, যদি আপনি নিঃসন্তান হইয়া এ হেন অমূল্য নিধি কখনও প্রাপ্ত হন, আপনার মনে যেরূপ আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইবে, তাহা আপনি ভিন্ন অন্যে আর কে বুঝিবে? কন্যাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে দেখিতে দেখিতে রাত্রিও অধিক হইয়া পড়িলে, কন্যাটি অগ্রেই নিদ্রিতা হইল, তৎপরে পতি-পত্নীও যথাসময়ে বৈকালী কার্য্য সমাপনান্তে সুখ-শয্যায় শয়ন করিলেন। কিন্তু সে রাত্রে রোজিয়ার কিছুতেই নিদ্রা হইল না; কেবল অনিমিষনয়নে কন্যার মুখ-চন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবেই সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত।

দেখিতে দেখিতে নিশাপতি অস্তাচলে গমনোন্মুখ হইলেন। উষার আগমন দেখিয়া পাখী সকল শাখীশাখে বসিয়া কলকণ্ঠে সুস্বরলহরী তুলিয়া জগতের নিদ্রামগ্ন জীবগণকে যেন জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। কেহ বা প্রাতঃস্মরণীয়া সতীদের নাম পাঠ করিতেছে; কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শত নাম পাঠ করিতেছে; কেহ বা আপনার ভালবাসার ধনকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। আবার রাত্রিচরগণ যামিনীর অবসান দেখিয়া স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে প্রাণের ভয়ে ব্যস্তভাবে দ্রুতগতিতে পলায়ন করিতেছে। প্রতাপ সিংহ জাগরিত হইয়া দেখিলেন, রোজিয়া পূর্ব্ব হইতেই জাগ্রত রহিয়াছেন এবং কন্যাকে কোলে করিয়া নানা প্রকারে সস্নেহ সম্ভাষণ করিতেছেন। তখন তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গত রাত্রিতে তুমি কি একেবারে নিদ্রা যাও নাই?" রোজিয়া স্মিতমুখে বলিলেন,—"না।" অনন্তর সিংহ মহাশয় আর কোন কথা না বলিয়া

গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অরুণোদয়ে পূর্ব্বদিক্ নানা রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। তখন তিনি দিবাকরকে প্রণামানন্তর প্রাতঃস্নান করিবার জন্য সেই নদীর বাঁধাঘাটের দিকে চলিলেন। যথাসময়ে তথায় যাইয়া রীতিমত স্নানাদি ও প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিলেন। এমন সময় মালী পুষ্পোদ্যান হইতে বিবিধ বর্ণের সুগন্ধি পুষ্পচয়ন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিল। তিনি তথায় বসিয়া যথাবিধি পূজা-সমাপনান্তে দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দেবীর মন্দির প্রাতঃকালে রীতিমত সুমার্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তখন তিনি নিবিষ্টমনে ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত হইলেন।

পাঠক, এই দেবী-মন্দিরগুলি মায়াকাননের একটি প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। প্রতি মাসের প্রত্যেক অমাবস্যায় সেই সুবর্ণরেখা নদীতে বহুসংখ্যক বিদেশীয় যাত্রিগণ স্নানার্থ সমাগত হয়। তদুপলক্ষে ঐ দেবালয়-বাড়ীতে একটি করিয়া মহোৎসব হইয়া থাকে। অধিকন্তু একটি মেলাও হয়; এই মহোৎসব ও মেলায় এক সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত মহা সমারোহ হইয়া থাকে। রাত্রিকালে নৃত্য-গীতাদিও হইয়া থাকে। এই বিস্তৃত দেবালয়ের চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর-বেষ্টিত। প্রবেশার্থ একটি মাত্র সিংহদ্বার। তাহার মধ্যে দশটি মন্দির, তন্মধ্যে দশমহাবিদ্যার দশটি প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত। এই দেবালয় প্রতাপ সিংহের পূর্ব্ব-পুরুষের প্রতিষ্ঠিত, মন্দিরগুলি বহুকালের পুরাতন হইলেও পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না। দেবালয়ের দক্ষিণদিক্-সংলগ্ন দিব্য একটি সুদৃশ্য কুসুমিত উপবন। এই উদ্যান হইতে প্রত্যহ পূজার্থ নানা জাতীয় সুগন্ধি পুষ্প ও বিল্বপত্র সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই জন্যই পুষ্পোদ্যান ঐ স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। উদ্যানটির মধ্যে প্রবেশ করিলে প্রস্ফুটিত কুসুম-সৌরভে লোকের মন-প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যায়। কথিতঃ এই উদ্যানের জন্যই স্থানটির নাম মায়াকানন বলিয়া বিখ্যাত। প্রবাদ আছে যে, যদি কোন শোকতাপ-তাপিত ব্যক্তি এই উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করে, তবে সে মুহূর্ত্তমধ্যে সকল শোকতাপ বিস্মৃত হইয়া যায়। দেবীর প্রাত্যহিক পূজা ও আরত্রিকাদির জন্য পূর্ব্বকাল হইতে পুরোহিত এবং দেবালয়ের পরিচর্য্যা-ভোগাদির জন্য লোক রীতিমত বন্দোবস্ত রহিয়াছে। প্রত্যহ যথাসময়ে যথানিয়মে দেবীর পূজাদি সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

এ দিকে প্রতাপ সিংহ নিজ পূজাদি পরিসমাপ্ত করিয়া, বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন, রোজিয়া কন্যাটিকে কোলে করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; তথাপি কাহার কোলে একবারের জন্যও দিতেছেন না। তখন প্রতাপ সিংহ তাঁহাকে বলিলেন,—"মেয়েটিকে আমার কোলে দিয়া পূজাদি সারিয়া আইস।" অগত্যা তিনি কন্যাটিকে স্বামীর কোলে দিয়া স্নানার্থ সেই সুবর্ণরেখা নদীর বাঁধাঘাটের দিকে চলিয়া গেলেন। তথায় গিয়া রীতিমত স্নান ও পূজাদি সমাপনান্তে অনতিবিলম্বে বাড়ীতে ফিরিলেন। অনন্তর রন্ধনাদি ও সকলের আহারাদি সমাপ্ত হইলে বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কন্যাটিও পরমযত্নে দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মাসের পর মাস অতীত হইলে বালিকাটি সপ্তমাস বয়ঃক্রমে উপনীত হইল। তখন গ্রামস্থ সকল লোক প্রতাপ সিংহকে বলিল,—"বাবু, আপনার কন্যার অন্নারম্ভ ও নামকরণানুষ্ঠান আপনাকে করিতে হইবে।" প্রতাপ সিংহ পরম পরিতোষের সহিত সম্মত হইয়া, অন্নপ্রাশনের শুভদিন সুস্থির করিবার জন্য পুরোহিতকে আহ্বান করিলেন। পুরোহিত শুভদিন দেখিয়া বলিলেন,—"আগামী পরশ্ব বেলা বারটার মধ্যে অতি উত্তম ক্ষণ; সেই দিনই অন্নপ্রাশনের উপযুক্ত।" প্রতাপ সিংহ বলিলেন,—"ঠাকুর মহাশয়, তবে কি কি জিনিস আনিতে হইবে, তাহার একখানি ফর্দ্দ করিয়া দিবেন।" পুরোহিত ঠাকুর আবশ্যকীয় জিনিসের একখানি ফর্দ্দ করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। ফর্দ্দ অনুযায়ী সমস্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইল। গ্রামস্থ উত্তম অধম এবং আত্মীয়-স্বজন প্রজাপুঞ্জ ইত্যাদি সকলেই শুভকার্য্যে নিমন্ত্রিত হইল।

* * * * * *

* * * * *

* * * *
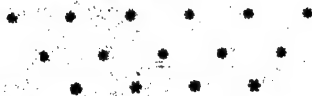
আজ অন্নপ্রাশনের শুভদিন। যথাসময়ে পুরোহিত উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"এই শুভকার্য্য কোন্ স্থানে হইবে?" কর্ম্মকর্ত্তা বলিলেন,—"দেবালয়—বাড়ীতে।" "তবে আমি দেবালয় বাড়ীতে চলিলাম, বেলা

বারটার মধ্যে অন্নপ্রাশন ও নামকরণের শুভলগ্ন। অতি সত্বর তথায় সমস্ত জিনিসপত্র পাঠাইয়া দাও।" এই বলিয়া পুরোহিত দেবালয়ের দিকে চলিয়া গেলেন।

অনন্তর সিংহ মহাশয় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দেবীমন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন। পুরোহিত স্বস্তিবাচন পুরঃসর শুভকার্য্য আরম্ভ করিলেন। বাদ্যকরগণ নানাবিধ মাঙ্গলিক বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিল। দেবালয়ে মহা সমারোহের ব্যাপার লাগিয়া গেল। যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিতে দেবালয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ভোজন-প্রত্যাশী অভুক্ত দীন-দরিদ্রগণের সমাগমে দেবালয়ের চতুর্দ্দিকে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। এইরূপ শুভকর্ম্মের সমারোহ সিংহ মহাশয়ের জীবনে আর কখন সংঘটিত হয় নাই। অযাচিতভাবে এই অমূল্য কন্যারত্ন প্রাপ্ত হইয়া তিনি যেন জীবন সার্থক বোধ করিলেন। উপস্থিত লোকজনের তত্ত্বাবধানের জন্যে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হইয়াছিল, প্রতাপ সিংহ তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন,—"কেহ যেন কোন বিষয়েই মনক্ষুণ্ণ না হয়, সকলেই সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।" এইরূপে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা সমতীত হইল। তখন পুরোহিত প্রতাপ সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রতাপ বাবু! কন্যার কি নাম রাখা হইবে?" এই কথা শুনিয়া প্রতাপ সিংহ ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ এই দৈববাণী শুনা গেল,—"কন্যার নাম 'সিন্ধুবালা' রাখিবে।" এই দৈববাণী শুনিয়া উপস্থিত সকলেই অতি বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তখন পুরোহিত সর্ব্বসমক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়গণ! দৈববাণীতে যে নাম শুনিতে পাওয়া গেল, সেই নামই কি কন্যার রাখিবেন, না অন্য নাম রাখিবেন?" সকলেই একবাক্যে বলিলেন,—"দৈববাণীর আদেশই শিরোধার্য্য।" পুরোহিত সকলের সমক্ষেই যথাশাস্ত্র কার্য্যসমাপনান্তে প্রতাপ সিংহকে বলিলেন,—"প্রতাপ বাবু! আপনার কন্যার নাম 'সিন্ধুবালা' রাখা হইল।" সকলেই এই কথায় অনুমোদন করিলেন। তৎপরে পুরোহিত বিধিপূর্ব্বক দক্ষিণাদি শেষ করিলে কন্যার মুখে দেবতার প্রসাদ প্রদত্ত হইল।

নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সকলেই পরিতোষরূপে আহার করিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে পরমসম্মানের সহিত দক্ষিণাদান ও দরিদ্রদিগকে অকাতরে

অর্থ বিতরণ করা হইল। এই সমস্ত কার্য্যে বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। সমাগত লোকজন স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেল। প্রতাপ বাবু কন্যাটিকে মহা সমারোহের সহিত বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমুপস্থিত। পুনরায় প্রতাপ বাবু সন্ধ্যাকালে দেবালয়ে গিয়া দেখেন, তখন আরাত্রিক আরম্ভ হইয়াছে; তথায় আরতি-দর্শনান্তে স্বীয় সন্ধ্যা-আহ্নিক সমাপন করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কন্যাটিকে লইয়া সাদরে আমোদ আহ্লাদ করিতে করিতে ও নানা প্রকার কথাপ্রসঙ্গে সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। এইরূপে কন্যা লইয়া নিত্য নিত্য সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসারসুখে সুখী হইতে লাগিলেন।

পাঠক মহোদয়গণ! বালিকাটি স্নেহযত্নে লালিত-পালিত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল

একাদশ স্তবক।

পলায়ন।

"আমার যাহারে বাঁধে হেন সাধ্য কার?
এখনি আনিব তারে ঘরেতে আমার।
কে আছ রে কর ত্বরা মন্ত্রের সাধন—
এখনি ফিরিবে গৃহে গৃহের রতন।"

ষষ্ঠ স্তবকে কথিত হইয়াছে, জমাদার বাবু চারিজন দস্যু-অনুচরকে থানায় ধৃত করিয়া আনিয়াছিলেন। যথাসময়ে তাহাদিগকে দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওরে দস্যু-অনুচরগণ, সেই পূর্ব্বদেশীয় ব্রাহ্মণ-ঠাকুরকে কে খুন করিয়াছে, তাহা তোরা বলিতে পারিস্?" এই প্রশ্নে তাহারা

দ্বিরুক্তি না করিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় বসিয়া রহিল। দারোগা বাবু সহজে কিছুতেই তাহাদিগকে স্বীকার করাইতে পারিলেন না; অবশেষে রামদীন্‌কে আদেশ করিলেন,—"ইহাদের হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া, অঙ্গুলির অগ্রভাগে সূচি বিদ্ধ করিয়া দাও; তাহাতেও যদি স্বীকার না করে, তবে উহাদের বুকে পৃষ্ঠে বাঁশ দিয়া ডলিয়া দিবে।" রামদীন্ আদেশ-প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইল। মনুষ্যের প্রাণে সে দারুণ যন্ত্রণা কতক্ষণ সহ্য হয়? যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা দস্যুতার কথা ও দলপতির নাম বলিয়া অব্যাহতি পাইল। দস্যু-দলপতির নাম 'তাজ্জব আলি'। অন্যান্য দস্যুর নামও প্রকাশ পাইল। থানা হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে দস্যুদের বাস। যে দিন ঐ চারিজন দস্যু থানায় ধৃত করিয়া আনীত হইয়াছিল, তৎপরদিন দারোগা বাবু স্বয়ং সদলবলে পূর্ব্বোক্ত চারিজন মাঝিকে লইয়া ছদ্মবেশে থানা হইতে বাহির হইয়া শাখানদীর ডিপুঘাটা যাইয়া দুইখানা নৌকা ছাঁচিয়াদহ যাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া তাহাতে দলবল লইয়া উঠিলেন। মাঝিরা ঐ দস্যুদের গ্রামাভিমুখে নৌকা বাহিয়া চলিল। পূর্ব্বকথিত অষ্টাদশ বাঁকের নদীর পারে গ্রাম হইতে কিঞ্চিদ্দূরে পশ্চিমাংশে উক্ত গ্রামের হাট, তথায় দারোগা বাবু উপস্থিত হইয়া নৌকা হইতে তীরে নামিয়া কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিলেন; পরে ধীরে ধীরে যাইয়া এক দোকানদারের দোকানে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে দোকানদার! দুই দিবসের মত বাসাঘর ভাড়া পাওয়া যায়?" দোকানদার বলিল,—"আমার ভাড়াটিয়া বাড়ী আছে, তথায় থাকিতে পারেন, কিন্তু প্রত্যহ চারি আনা হিসাবে ভাড়া দিতে হইবে।" দারোগা বলিলেন,—"চারি আনা কেন, প্রত্যহ আট আনা হিসাবে দিব; কিন্তু শয়নের শয্যা এবং রন্ধনাদি করিবার তৈজসপত্রাদি দিতে হইবে।" দোকানদার সম্মত হইয়া ছদ্মবেশী দারোগা বাবুকে সঙ্গে করিয়া তাহার ভাড়াটিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং একটি ঘরের দরজা খুলিয়া দিল। দারোগা বাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার অভিলষিত সমস্ত জিনিসই ঐ ঘরে রহিয়াছে। দোকানদার তাঁহাকে বলিল,—"বাবু, আপনার চাউল ডাইল ইত্যাদি যাহা আবশ্যক হইবে, আমার দোকানে লোক পাঠাইয়া দিলেই তাহা পাইবেন।" এই বলিয়া দোকানদার চলিয়া গেল। তখন

বেলাও অধিক হইয়াছে দেখিয়া, দারোগা বাবু যাহা যাহা আবশ্যক, তাহার একখানি ফর্দ্দ করিয়া রামদীনের হস্তে দিলেন। রামদীন্ ফর্দ্দখানি লইয়া দোকানে যাইয়া দোকানদারকে দিল। দোকানদার তৎক্ষণাৎ ফর্দ্দানুযায়ী সমস্ত জিনিসপত্র ওজন করিয়া তাহার হাতে দিল। রামদীন্ সত্বর বাসায় ফিরিয়া আসিল। দারোগা বাবু তৈল-মর্দ্দন করিয়া স্নানের উদ্যোগ করিলেন; কিন্তু কোথায় যে স্নান করিতে যাইবেন, তাহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। নদীতে নামিয়া স্নান করিবার যো নাই কারণ, অমনি কুম্ভীরের করাল কবলে পতিত হইতে হইবে, আর নদীতীরও জঙ্গলময়, সুযোগ পাইলেই ভীষণাকার শার্দ্দূল আসিয়া স্নানার্থী ব্যক্তিদিগকে ঘাড় ভাঙ্গিয়া লইয়া নিবিড়জঙ্গলে প্রবেশ করে। এই সকল কারণে তিনি নদীতে স্নান করিতে যাইতে সাহসী হইলেন না। এমন দোকানদার যে সমস্ত জিনিস দিয়াছিল, তাহার একখানি ফর্দ্দ হস্তে সে থায় উপস্থিত হইল। দোকানদারকে দেখিয়া দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখানে পুষ্করিণী কোথায়?" দোকানদার বলিল,—"চলুন, আমি যাইতেছি।" দারোগা তদনুগামী হইলেন। হাটখোলার দক্ষিণে কিঞ্চিদ্দূরেই একখানি প্রাচীর-বেষ্টিত বাড়ী। তাহার পূর্ব্বদিকে দিব্য একটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর-বেষ্টিত। তন্মধ্যে প্রবেশের জন্য দুইটিমাত্র দ্বার। পূর্ব্বদিকে যে দ্বার, সেই ঘাটে অপরাপর লোকজন আসিয়া স্নান করে, আর বাড়ীর সংলগ্ন যে ঘাট, তাহা পুষ্করিণীর মধ্যস্থল পর্য্যন্ত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের উপদ্রবের জন্য পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে এইরূপ প্রাচীর দেওয়া হইয়াছে। দারোগা বাবু পূর্ব্বদিকের ঘাটে স্নান-আহ্নিক সমাপনান্তে বাসায় আসিয়া দেখেন, রামদীন্ রন্ধনাদির সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার রন্ধনাদি কার্য্য শেষ হইল। পরে তিনি আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিলেন। এ দিকে রামদীন্ প্রভৃতি যাহারা তাঁহার সমভিব্যাহারী ছিল, তাহারাও আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিল।

সেই দিন হাচিয়াদহের হাট। দুই একটি করিয়া ক্রমে লোক আসিয়া হাটখানি লোকপূর্ণ করিয়া তুলিল। হাটের গোলমাল শুনিয়া দারোগা বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। রামদীন্ প্রমুখ সকলে দারোগা বাবুর সাড়া পাইয়া তাঁহার

নিকট উপস্থিত। তখন দারোগা বাবু সেই পূর্ব্বকথিত নয়জন চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে চৌকিদারগণ! এই হাটে সেই ডাকাইতেরা হাট করিতে আইসে কি না?" তন্মধ্যে প্রথম চৌকিদার বলিল,—"হুজুর! এই হাট ভিন্ন এ গ্রামের কাহারও অন্ত উপায় নাই। গ্রামের সকলকেই এখানে হাট করিতে আসিতেই হইবে।" এই কথা শুনিয়া দারোগা বাবু দলবল সমেত ছদ্মবেশে হাটের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হাটখানি রীতিমত কোলাহলময় হইল। দস্যুরা সকলেই হাটে আসিয়া আপন আপন আবশ্যকীয় জিনিসপত্র খরিদ করিতে আরম্ভ করিল। এই সুযোগে মাঝিরা এক একজনকে সেনাক্ত করিতে লাগিল, আর পুলিসের লোকেরা ধরিয়া ধরিয়া তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। এইরূপে অতি সহজেই সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া লৌহশৃঙ্খল দ্বারা রীতিমত বন্ধনপূর্ব্বক ঐ দোকানদারের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া দোকানদার অতীব ভীত ও বিস্মিত হইল। কিন্তু তখনও দলপতি ধৃত হয় নাই। দস্যুগণকে রীতিমত প্রহরীর হস্তে রাখিয়া দারোগা বাবু পুনর্ব্বার মাঝি, রামদীন্ ও একজন চৌকিদারকে সঙ্গে লইয়া দলপতির অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে হাট প্রায় ভাঙ্গিয়া আসিল, তৃতীয়াংশ লোক চলিয়া গেল। এমন সময় দলপতি একজন লোকের মাথায় একটি মোট দিয়া হাটের দক্ষিণাংশে নামাইয়া দোকান ফাঁদিয়া কতকগুলি নূতন কাপড় ও অন্যান্য জিনিস বিক্রী করিতে বসিল। দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া, মাঝি অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ইঙ্গিত করিয়া দারোগা বাবুকে বলিল,—"হুজুর! ঐ বেটাই দস্যুদের দলপতি!" এই কথা শুনিবামাত্র দারোগা বাবু তাহার দোকানে উপস্থিত হইয়া কাপড় কিনিবার ছলে বসিয়া কাপড় পছন্দ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাসময়ে অনুচরগণকে ইসারা করিলে, অমনি তাহারা দলপতিকে পশ্চাদ্দিক্ হইতে ধরিয়া তাহার হস্ত-পদ লৌহশৃঙ্খল দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া সেই দোকানে লইয়া উপস্থিত করিল। পরে একখানি বড় গোছের নৌকা বন্দোবস্ত করিয়া তাহাতে তাহাদিগকে তুলিয়া লওয়া হইল। দারোগা বাবু পূর্ব্বোক্ত নৌকায় উঠিলেন, মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া থানার অভিমুখে বাহিয়া চলিল। যথাসময়ে নৌকা দুইখানি থানানদীর

ডিপুঘাটে গিয়া পৌঁছিল। দস্যুদিগকে নৌকা হইতে থানায় আনীত করা হইল। পূর্ব্বধৃত চারিজন দস্যু যে কক্ষে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বস্থ কক্ষে নবধৃতগুলিকে লইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। কিঞ্চিৎ কাল পরে দারোগা বাবু তথায় যাইয়া দলপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওরে দস্যুরাজ! পূর্ব্বদেশীয় ব্রাহ্মণ-ঠাকুরকে তুই নিজ হস্তে কাটিয়াছিস্ কি না এবং তাঁহার জিনিসপত্রই বা কোথায় রাখিয়াছিস্, ঠিক্ করিয়া বল্? নচেৎ তোকে রীতিমত শাস্তি দিব।" সহজে কিছুতেই সে ইহা স্বীকার করিল না। অবশেষে দারোগা বাবু তাহাকে সেই কক্ষ হইতে বাহির করিয়া অপর কক্ষে লইয়া গিয়া, তাহার অঙ্গুলির অগ্রভাগে সূচি বিদ্ধ করিতে রামদীন্‌কে আদেশ করিলেন। রামদীন্ আদেশপ্রতিপালনে উদ্যত হইল। তাহা দেখিয়া দলপতি বলিল,—"আমি নিজ হস্তে বামুনঠাকুরকে কাটিয়াছি এবং তাহার জিনিসপত্র টাকা-কড়ি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই আমি লইয়া গিয়াছি। কাহাকেও তাহার অংশ দিই নাই; সে সমস্ত আমার ঘরেই মজুত আছে।" এই সমস্ত কথা স্বীকার করাতে তাহাকে আর কোনরূপ যন্ত্রণা দেওয়া হইল না। আবার সেই কক্ষেই ঐ 'তাজ্জব আদ্‌মিকে' আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল।

দারোগা বাবু জমাদারকে বলিলেন,—"এই রাত্রির শেষ প্রহরে আপনাকে দলপতির বাড়ীতে যাইবার জন্য রওনা হইতে হইবে। তথায় যাইয়া খানা-তল্লাসী করিয়া যাহা কিছু পাইবেন, সমস্তই আত্মসাৎ করিবেন।" এই কথা শুনিয়া জমাদার বলিলেন,—"আমার সঙ্গে কে কে যাইবে, তাহা বলিয়া দিউন।" দারোগা বাবু বলিলেন,—"সেই নয়জন চৌকিদার আর চারিজন কনেষ্টবলকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন।" পরে রামদীন্‌কে বলিলেন,—"রামদীন্! শেষ রাত্রিতে ছাতিমাদহ রওনা হইতে হইবে, ভাল দেখিয়া একখানা নৌকা বন্দোবস্ত করিয়া আইস।" রামদীন্ তৎক্ষণাৎ নৌকার উদ্দেশে প্রস্থান করিল। এ দিকে দারোগা বাবু ও জমাদার বাবু থানার ভার হাওল-দারের উপর দিয়া স্ব স্ব বাসাবাড়ীতে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি ১টা। দারোগা বাবু থানায় উপস্থিত হইলেন, জমাদার বাবুও আসিয়া পৌঁছিলেন। পরে রামদীন্‌কে দারোগা বাবু বলিলেন,—"রামদীন্! চৌকিদার নয়জন আর কনেষ্টবল চারিজনকে শীঘ্র লইয়া আইস।" রামদীন্ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আনয়ন করিল। যথাস্থানে যাইবার জন্ত সকলে উদ্যোগ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি তিনটা বাজিল। তখন জমাদার বাবু সকলকে সঙ্গে লইয়া নৌকার ডিপুঘাটায় উপস্থিত হইলেন। রামদীনের নির্দ্দিষ্ট নৌকাখানিতে সকলেই আরূঢ় হইলে মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল, নৌকা যথাস্থানাভিমুখে ছুটিল।

এ দিকে বড় নদীতে জোয়ার উপস্থিত। অনুকূল স্রোতে অনতিবিলম্বেই নৌকাখানি ছাঁচিয়াদহের হাটখোলার ঘাটে উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি প্রভাত। হাটখোলার দোকানদার দুই একজন মাত্র নিদ্রাভঙ্গে দোকান খুলিয়া ধূনা জ্বালাইয়া যথানিয়মে দোকান সাজাইতেছে। এমন সময়ে জমাদার বাবু চৌকিদারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চৌকিদারগণ! এখান হইতে 'তাজ্জব আলির' বাড়ী কত দূর?" প্রথম চৌকিদার বলিল,—"হুজুর! দুই মাইল। এই যে হাটের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া একটি খাল বরাবর পূর্ব্বমুখে গিয়াছে, এই খাল দিয়া নৌকা বাহিয়া গেলেই সম্মুখে একটি বাঁধা রাস্তা। তথায় নৌকা রাখিয়া অনুমান অর্দ্ধ মাইল যাইলেই একটি বৃহদায়তন পুষ্করিণী দেখিতে পাইবেন, তাহার চারি পাড়ে নানাজাতীয় বৃক্ষশ্রেণী বিরাজমান। ঐ পুষ্করিণীর পূর্ব্বাংশে 'তাজ্জব আলির' বাড়ী; উত্তরাংশে নিবিড়জঙ্গল।" এই কথা শুনিয়া জমাদার বাবু মাঝিকে তথায় যাইতে আদেশ করিলেন। মাঝি খাল বাহিয়া নৌকা লইয়া চলিল। যথাসময়ে নৌকাখানি পূর্ব্বকথিত বাঁধা রাস্তার পার্শ্বে উপস্থিত; সেই স্থানেই নৌকা রক্ষিত হইল। তখন জমাদার বাবু নৌকা হইতে নামিয়া রাস্তার উপর যাইয়া দাঁড়াইলেন। চৌকিদার ও কনেষ্টবলেরাও নামিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সকলে 'তাজ্জব আলির' বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিলেন।

প্রাতঃকালে 'তাজ্জব আলির' বাড়ীর সমস্ত লোক উঠিয়া স্ব স্ব কার্য্যে চলিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরা সংসারের কার্য্য করিতেছে। এমন সময় জমাদার বাবু সদলে সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে স্ত্রীলোকেরা

ভয়ে ভীত হইয়া যেখানে সেখানে লুকাইয়া পড়িল। তখন একজন চৌকিদার জমাদার বাবুর বসিবার জন্ত একখানি চেয়ার আনিয়া দিলে, তিনি তাহাতে বসিলেন। এমন সময়ে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একগাছি লাঠি ভর দিয়া গুটিগুটি করিয়া হাঁটিয়া আসিয়া মস্তক-সঞ্চালন করিতে করিতে জমাদার বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইল; জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু! আপনি কে? কোথা হইতেই বা আসিয়াছেন? এখানে আপনার কি আবশ্যক?" জমাদার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ গা, এই বাড়ীখানি কি তাজ্জব আলির?" বৃদ্ধা উত্তর করিল,—"আজ্ঞা হাঁ, আপনি তাজ্জব আলিকে চিনিলেন কি প্রকারে?" ছদ্মবেশী জমাদার বাবু বলিলেন,—"তুমি তাজ্জব আলির কে হও?" বৃদ্ধা বলিল,—"আমি তাহার মা।" তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, —"তোমার 'তাজ্জব আলি' কোথায় গিয়াছে জান? তাহার সহিত আমার বিশেষ কোন আবশ্যকীয় কথা আছে। সে কোথায় গিয়াছে, ঠিক করিয়া বল?"

বৃদ্ধা বলিল,—"কা'ল সে হাটে গিয়াছে, তদবধি আ'জ পর্য্যন্ত বাড়ীতে ফিরিয়া আইসে নাই। কোথায় গেল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আচ্ছা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, এখনই হয় ত সে আসিতে পারে। যদি একান্তই না আইসে, তবে আপনার তাহার কাছে কি আবশ্যক, আমাকে বলিয়া যাইবেন।"

এইরূপে উভয়ের কথোপকথনে বেলা এক প্রহর সমতীত। তখন ছদ্মবেশী জমাদার বাবু বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ গা তাজ্জব আলির মা! তোমার তাজ্জব আলি ত এখনও আসিল না; তবে আর আমি অপেক্ষা করিতে পারিব না। এক্ষণে আমি তোমাকে গোপনে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, একবার উঠিয়া চল।" এই বলিয়া জমাদার বাবু উঠিয়া বাহির-বাড়ীর ভিতরদিকে গমনোদ্যত হইলে, বৃদ্ধাও লাঠিতে ভর দিয়া গুটিগুটি হাঁটিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। একটু নিভৃতে উপস্থিত হইয়া জমাদার বাবু বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা বাছা, আ'জ ক'দিন হইল, তোমার তাজ্জব আলি পূর্ব্বদেশীয় একটি ব্রাহ্মণকে রাত্রিশেষে আলাইপুরের বড় নদীর মধ্যে খুন করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া আসিয়াছে। আমিও সেই সঙ্গে ছিলাম; কিন্তু কোন কার্য্যবশতঃ এ যাবৎ এখানে আসিতে পারি

নাই, তাই আ'জ তাহার অংশ লইতে আসিয়াছি। সে সকল জিনিসপত্র টাকা-কড়ি সে কোথায় রাখিয়াছে, আমাকে আনিয়া দাও, আমি যথাযথ সমান সমান অংশ করিয়া রাখি, সে আসিলেই আমার অংশ আমি লইয়া যাইব।" তখন বৃদ্ধা মনে মনে ভাবিল,—"এ ব্যক্তি একযোগে এ কার্য্য না করিলে, এ সকল সংবাদ ঠায় ঠিক্ কি প্রকারে জানিবে।" বৃদ্ধা এইরূপ মনে ভাবিয়া বলিল,—"বাবু, সে সমস্ত ঐ বড় ঘরের চাঙ্গের উপর রাখিয়া দিয়াছি, চল, বাহির করিয়া লইবে।" এই কথা বলিয়া বুড়ী গুটি-গুটি করিয়া বড় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"আসুন, তবে এই ঘরের মধ্যে।" এতক্ষণের পর জমাদার বাবু বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন। অগ্রেই তিনি ঘরের ভিতর যাইয়া বসিলেন। পরে তাঁহার সমভিব্যাহারিগণকে ইঙ্গিত করাতে, তাহারা গৃহপ্রবেশ করিবামাত্র জমাদার বাবু তাহাদিগকে আদেশ করিলেন,—"ঐ চাঙ্গের উপর যে সমস্ত জিনিসপত্র ও টাকা-কড়ি আছে, তোমরা যত শীঘ্র পার, ধরাধরি করিয়া নামাও।" আদেশ শ্রবণমাত্র সিঁড়ি দিয়া দুইজন কনেষ্টবল চাঙ্গের উপর উঠিল, একজন সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া জিনিস ধরিয়া অন্য সকলের হস্তে দিলে, তাহারাও ক্রমে বাহিরে রাখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অবিলম্বেই সমস্ত দ্রব্য বাহির করা হইল। জমাদার বাবু বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ গা বাছা, তোমার তিনকাল সমতীত হইয়া চতুর্থকাল পড়িয়াছে, ঠিক্ কথা বলিও; অন্যান্য জিনিসপত্র কোথায় রাখিয়াছ বল?" বুড়ী সেকালের লোক, ছল-চাতুরী বুঝিত না, তাই সরলচিত্তে আরও যেখানে যাহা রাখিয়াছিল, তৎসমুদয় পুত্রবধূদ্বয় দ্বারা আনাইয়া দিল।

তখন জমাদার বাবু আর অধিকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করা অকর্ত্তব্য বিবেচনায় স্বীয় ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার অনুচরেরাও নিজ নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সমস্ত জিনিসপত্র পোট্টলী বাঁধিয়া ক্রমে ক্রমে নৌকায় চালান দিল। তদ্দর্শনে বুড়ী তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। জমাদার বাবু বৃদ্ধাকে বলিলেন,—"কা'ল ছাচিয়াদহের হাটে তোমার পুত্র তাজব আলি প্রভৃতি পুলিসকর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। আ'জ ক'দিন হইল, তাহার অনুচর চারিজনকে যে তোমরা খুঁজিয়া পাইতেছ না, তাহারাও পুলিসকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আলাইপুরের থানায় আবদ্ধ আছে। সকলকেই থানায় আবদ্ধ করিয়া

রাখিয়া এই বামাল লইতে আমরা আসিয়াছিলাম।" এই বলিয়া জমাদার বাবু নৌকায় আসিয়া উঠিলেন। পরে জমাদার বাবু মাঝিকে নৌকা ছাড়িতে আদেশ দিলে, মাঝি নৌকা বাহিয়া চলিল। নদীর ভাঁটার টানে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই নৌকাখানি শাখানদীর ডিপুঘাটায় আসিয়া পৌছিল।

বেলা অপরাহ্ন; ৪টা অতীত। এমন সময় জমাদার বাবু থানায় উপস্থিত হইলেন। তৎপশ্চাৎ সমভিব্যাহারিগণ জিনিসপত্র টাকা-কড়ি লইয়া সমস্ত থানায় পৌছাইয়া দিল। দারোগা বাবু জিনিসগুলির এবং টাকা-কড়ির সংখ্যা ফর্দ্দে লিখিয়া রাখিলেন। পরে সেই সমস্ত জিনিসগুলি ও টাকা থানার ভিতরকার গৃহে চাবি-বন্ধ করিয়া নিজের নিকট চাবিটি রাখিয়া দিলেন। অনন্তর দারোগা বাবু জমাদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জমাদার, আপনি কি প্রকারে এই সমস্ত জিনিসপত্র টাকা-কড়ি তথা হইতে বাহির করিয়া আনিলেন?" জমাদার বাবু আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত দারোগা বাবুর নিকট যথাযথ বর্ণন করিলেন। জমাদারের ঐরূপ সুকৌশলের কথা শুনিয়া দারোগা বাবুর সন্তোষের পরিসীমা রহিল না। তিনি বলিলেন,—"আপনার উন্নতি ও উচ্চপদের জন্য আমি শীঘ্রই কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিব। আপাততঃ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক স্বরূপ আপনাকে দেওয়া হইবে।"

এ দিকে দস্যুদলপতির মাতা তখন বুঝিল যে, পুলিসের লোকেরা ছদ্মবেশে আসিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব প্রতারণাপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়া লইয়া গেল। আরও জানিতে পারিল, তাহার পুত্র তাজ্জব আলি পুলিসকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া থানায় আবদ্ধ রহিয়াছে। তখন বুড়ী এবং তাহার পুত্রবধূদ্বয় একত্র মিলিত হইয়া তৎপ্রতিকারার্থ একখানি নির্জ্জন ঘরের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার-বন্ধ করিয়া, দ্বাদশটি ঘৃত-প্রদীপ প্রজ্বালিত-করণানন্তর ছয়টি ধূনচী বিল্বকাষ্ঠ দ্বারা জ্বালিয়া পুত্রবধূদ্বয়ের প্রত্যেকের দুই হস্তে দুইটি আর একটি করিয়া ধূনচী তাহাদের মস্তকে স্থাপিত করিল। তিনজনে এই ভাবে উলঙ্গ অবস্থায় যাদুবিদ্যার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। বুড়ী মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে ঐ ছয়টি ধূনচীতে ধূনা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এ দিকে পুত্রবধূদ্বয়ও উঠিয়া দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে থাকিল। বুড়ী প্রায় এক প্রহর-কাল যাবৎ ঐরূপ ধূনা নিক্ষেপ করিতে করিতে বধূদ্বয় উন্মত্ত হইয়া দড়াম্

করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। যেমন তাহাদের পতন, অমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে তৎসমকালেই কারাগারে অদ্ভুত দৃশ্য! থানার গারদ গৃহে বদ্ধ তাজ্জব আলির হস্ত-পদের লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া গেল, সে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অদৃশ্য-ভাবে চলিয়া আসিয়া নিজ গৃহমধ্যে উপস্থিত। তৎক্ষণাৎ একখানা নীল-বর্ণের পরদা ঘরের অর্দ্ধাংশে পড়িল। বুড়ী পুত্রকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পুলিসের লোকেরা যে ভাবে জিনিসপত্র টাকা-কড়ি লইয়া গিয়াছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক পুত্রের নিকট বর্ণন করিল। অতঃপর আবার আভি-চারিক কার্য্যের পুনরুদ্যোগ। বুড়ী মন্ত্রপ্রভাবে জানিতে পারিল যে, সমস্ত জিনিসপত্র টাকা-কড়ি থানার ভিতরকার একটি কক্ষে চাবি-বদ্ধ রহিয়াছে। তখন বৃদ্ধা পুত্রকে বলিল,—"আগত রাত্রিতেই যাহাতে সেই মালগুলি আনিতে পারিস্, তাহার উপায় কর্।"

এ দিকে ধৃত দস্যুদিগের বাড়ীতে লোক-পরম্পরায় এই সংবাদ পৌঁছিল। তত্তৎবাড়ীর এবং অনুচরগণের প্রত্যেকের বাড়ী হইতে সমস্ত লোক আসিয়া তাজ্জব আলির বাড়ীখানি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। বাড়ীতে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার বাধিয়া গেল। কেহ পুত্রের জন্য, কেহ বা পিতার জন্য, কেহ বা সহোদরের জন্য, কোন রমণী বা স্বামীর জন্য অস্পষ্টস্বরে কান্দিয়া বক্ষঃস্থল নয়নজলে ভাসাইতেছে। এইরূপে সকলে মনের জ্বালা মনেই নিহিত রাখিয়া আকুলপ্রাণে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল।

অপরাহ্নকাল দর্শনে দারোগা বাবু সকলকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এক্ষণে দস্যুদিগকে কিছু আহারীয় দিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া প্রথমে দলপতি যে কক্ষে আবদ্ধ ছিল, তাহার চাবি খুলিয়া দেখেন, তন্মধ্যে দলপতি নাই। দারোগার নেত্র বিস্ময়বিস্ফারিত, বদন পরিশুষ্ক; তিনি হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, লৌহের শৃঙ্খলটি মাত্র তথায় পড়িয়া রহিয়াছে। কোন্ স্থান দিয়া যে সে চলিয়া গিয়াছে, তাহার কিছুই নিদর্শন লক্ষিত হয় না। অগত্যা তথা হইতে যাইয়া অনুচরবর্গ যে কক্ষে আবদ্ধ আছে, তাহার চাবি খুলিয়া দেখিলেন, তাহারা সকলেই নিদ্রামগ্ন। তখন তাহাদিগকে ডাকিবামাত্র সকলেই উঠিয়া বসিল। রাব-দীনের দ্বারা তাহাদিগের আহারীয় আনাইয়া দেওয়া হইল। তাহারা সমস্ত

দিনের পর আহার করিতে বসিল, কিন্তু তাহাদের জঠরানল যেরূপ জ্বলিতেছিল, তদনুরূপ আহার মিলিল না, কেবলমাত্র পিত্তরক্ষা হইল। সকলের আহারের পর পুনরায় যথাস্থানে চাবি-বন্ধ করিয়া রাখা হইল। তথা হইতে দারোগা বাবু সানুচর চলিয়া আসিলেন এবং দলপতি যে কোথায় কি প্রকারে চলিয়া গেল, তাহাই অনবরত চিন্তা করিতে লাগিলেন। সে দিন আর দলপতির কোন অনুসন্ধান হইল না। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত। দারোগা বাবু ও জমাদার নিজ বাসাবাড়ীতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সেই দস্যুকর্ত্তৃক হতব্রাহ্মণ ঠাকুরের আত্মীয়গণ তথায় উপস্থিত হইলেন। দারোগা বাবু তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন, তাঁহারাও আশীর্ব্বাদ করিলেন; তৎপরে যথাস্থানে উপবেশন করিয়া দারোগা বাবুর সহিত ঐ দস্যুদের সম্বন্ধে নানারূপ কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আগামী কল্য প্রত্যূষে দস্যুদিগকে বিচারার্থ জেলায় প্রেরিত করিবেন, ব্রাহ্মণদিগকে দারোগা বাবু এ কথা জানাইলেন; আর দলপতি যে আবদ্ধ অবস্থায় গারদ হইতে পলায়ন করিয়াছে, তাঁহাদিগকে তাহাও জ্ঞাত করাইলেন। এই বিস্ময়কর ঘটনা শ্রবণে সকলেই নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি দারোগা বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দারোগা বাবু! তবে দলপতিকে কি উপায়ে ধৃত করিবেন?" দারোগা বাবু উত্তর করিলেন,—"আগে উপস্থিত দস্যুদিগকে বিচারার্থ জেলায় প্রেরণ করিয়া, পরে দলপতিকে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিব।" কথাপ্রসঙ্গে রাত্রি বৃদ্ধি দেখিয়া দারোগা বাবু তাঁহাদিগকে সে দিনের মত বিদায় দিলেন। তাঁহারাও যথাস্থানে চলিয়া গেলেন। দারোগা বাবু ও জমাদার থানার ভার রামদীনকে দিয়া নিজ নিজ বাসাবাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি দুই প্রহর। রামদীন্ বদলী হইল, তৎপরিবর্ত্তে অপর একজন আসিয়া থানার দ্বার-রক্ষায় নিযুক্ত রহিল। এ দিকে দলপতি তাহার চারিজন অনুচরকে থানার মধ্যে যে কক্ষে তাহার জিনিসপত্র আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা ঠায়ঠিক্ বলিয়া তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিল। ঠিক্ রাত্রি দুইটার সময় তাহারা থানার দরজার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তথাকার দ্বার-রক্ষক একজন সামান্য প্রহরী মাত্র। তদ্দর্শনে কি উপায়ে কার্য্য সিদ্ধ করিবে,

তাহারা তাহারই সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। এমন সময় প্রহরীর নয়নে নিদ্রাদেবীর আবির্ভাব। সেই সুযোগে চকিতের ন্যায় তাহারা থানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই কক্ষের দরজার চাবি খুলিয়া অভীষ্টকার্য্য সাধনপূর্ব্বক প্রতিপ্রস্থান করিল।

রাত্রি প্রভাত। রামদীন্ কনেষ্টবল থানায় আসিয়া দেখিল, তাহার বদ্‌লী কনেষ্টবল থানার সম্মুখস্থ রকের আলিসার উপর মস্তক রাখিয়া সুখে নিশ্চিন্ত-ভাবে নাসিকাধ্বনি করিতে করিতে নিদ্রা যাইতেছে। তখন রামদীন্ তাহাকে ডাকিবামাত্র সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় দারোগা বাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যথাস্থানে বসিয়া উপস্থিত ঘটনার বিষয়ে নানা প্রকার চিন্তায় মগ্ন; ইতিমধ্যে জমাদার তথায় আসিলেন। তখন উভয়ে মিলিত হইয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন, দলপতি বেটা কিরূপে পলাইল? কি প্রকারেই বা তাহাকে পুনর্ব্বার ধৃত করা যাইবে, তাঁহারা সেই পরমার্শ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরামর্শের পর রামদীন্‌কে ডাকিলেন। "কি আজ্ঞা হয় হুজুর?" বলিয়া রামদীন্ সম্মুখে দাঁড়াইল। দারোগা বাবু বলিলেন,—"রামদীন্! এখনই দস্যু-অনুচর-দিগকে জেলায় চালান দিব, অতএব শীঘ্র একখানি বড় নৌকা বন্দোবস্ত করিয়া আইস।" রামদীন্ তৎক্ষণাৎ নৌকার উদ্দেশে প্রস্থান করিল। অনতিবিলম্বেই নৌকা বন্দোবস্ত করত থানায় ফিরিয়া আসিয়া দারোগা বাবুর সম্মুখে সে সংবাদ দিলে, দারোগা বলিলেন,—"চাবি খুলিয়া দস্যুদিগকে বাহির করিয়া নৌকাতে লইয়া যাও।" আজ্ঞামাত্র রামদীন্ আসামীর সংখ্যানুযায়ী কনেষ্টবল ও চৌকিদার সমভিব্যাহারে গারদ-কক্ষের দরজা খুলিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। কক্ষে একটি মাত্রও প্রাণী নাই। তৎক্ষণাৎ দারোগার নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইল। দারোগা বাবু ও জমাদার দ্রুতপদে আসিয়া শূন্যকক্ষ দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎকাল দাঁড়াইয়া থাকিলেন। বহুক্ষণ চিন্তার পর যে কক্ষে জিনিসপত্র টাকা-কড়ি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তথায় গিয়া দেখিলেন, সে কক্ষের দরজা খোলা; তন্মধ্যে জিনিসপত্র কিছুমাত্রই নাই। তখন আরও হতবুদ্ধি হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় হইয়া গেলেন। এইরূপ

ঘটনাজাল হইতে কি প্রকারে আবার তাহাদিগকে যে গ্রেপ্তার করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। যথাস্থানে আসিয়া উভয়ে উপবেশন করিয়া আরও অনেকক্ষণ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া, পরিশেষে স্ব স্ব বাসাবাড়ীতে প্রতিগমন করিলেন।

দ্বাদশ স্তবক।

সংসার—শ্মশান।

"হায়! হায়! কি বাম বিধি রে!
সম্পদ্ ঘটায় ধীরে ধীরে—
শিরোমণি মস্তকের, মণিহার হৃদয়ের,
নিয়ে ল'য় সুখের নিধি রে।"

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাকাশ ঊষার আলোকে সুরঞ্জিত হইল। নবসূর্য্য উদয়াচলে উদিত হইয়া তদীয় রশ্মিরাজিতে জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। কিন্তু কেশবচন্দ্রের পক্ষে জগৎ আ'জ যেন অন্ধকারেই সমাচ্ছন্ন রহিল। নবম স্তবকে পাঠক ও পাঠিকাগণ, কেশবচন্দ্রের পারিবারিক দুর্ঘটনার বিষয় যে অবগত হইয়াছিলেন, পুনরায় তাহার পরের ঘটনা এই স্থলে বিবৃত হইতেছে।

ডাক্তারদ্বয় কেবলমাত্র গাড়ীভাড়া লইয়া তিরস্কার করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। কেশব বাবু বাড়ীর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, একটি মৃত পুত্র জন্মিয়া গৃহমধ্যে নিপতিত রহিয়াছে। আরও শুনিলেন, সন্তানটি প্রসূত হইয়া মেঝেতে পড়িয়া ধড়্ফড়্ করিতে করিতে মুহূর্ত্তমধ্যেই জীবলীলা পরিত্যাগ করে। কেশব বাবু এই হৃদয়বিদারক কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অবসন্ন-শরীরে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে লব্ধসংজ্ঞ হইয়া চারিদিক্ যেন কুহেলিকাচ্ছন্নের

স্বপ্ন দেখিয়া সচকিতে উঠিয়া বসিলেন। সে সময় তাঁহার মন-প্রাণ যে কতই ব্যাকুলিত হইতে লাগিল, তাহা লেখনী দ্বারা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। তিনি নিজে তখন জীবিত কি মৃত, তাহা নিজেই অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে কিঞ্চিৎ চৈতন্ত লাভ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই আর সুস্থির হইতে পারিলেন না। মনে মনে স্বতই এই চিন্তা উদিত হইতে লাগিল যে, আমি হতভাগ্য কি এই জন্তই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? হা জগদীশ্বর! কোন্ পাপে আমার সমস্ত আশা-ভরসা চিরনিরাশায় পরিণত হইল? আশালতার অঙ্কুরোদগম হইতে না হইতেই যে তাহা সমূলে নির্ম্মূল করিয়া দিলে? বুঝি পূর্ব্বজন্মে কাহারও সোণার সংসার ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম, সেই দুষ্কৃতির ফলেই এ জন্মে আমাকে এই নিদারুণ দণ্ডভোগ করিতে হইল।"

যতই বিলাপ করেন, শোকাগ্নি ততই দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়। অশান্ত মনকে তিনি কিছুতেই প্রশান্ত করিতে পারিলেন না। অসার সংসারে, কেবল সেই সারাৎসারকেই একমাত্র সার ভাবিয়া বলিলেন,—"তিনি ভিন্ন আমার ঘোর-বিপদে আর কেহই বন্ধু নাই।" বিপদ্‌হারী ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া বুঝি প্রাণে বল পাইলেন, তাই এইরূপ বিষম বিপজ্জালে বেষ্টিত হইয়াও আপনা আপনি বুক বাঁধিয়া বসিলেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা ৮টা বাজিল। সদ্যোজাত মৃত শিশু তখনও সেই ভাবে গৃহমধ্যে নিপতিত। তখন তাঁহার নিকট এমন কেহই ছিল না যে, শিশুর শবদেহ শ্মশানে লইয়া যায়। এই প্রকার কত কি যে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তাহা সেই অন্তর্যামী ভিন্ন আর কে বুঝিতে সমর্থ হইবে? কেশব বাবুর হাতে তখন এমন কিছুই নাই যে, তদ্দ্বারা শিশুর সৎকার হইতে পারে। এইরূপে কতই তিনি আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে আর স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। যে কক্ষে মৃত শিশু পতিত রহিয়াছে, সেই কক্ষের দ্বারদেশে তিনি অন্তমনস্ক হইয়া বসিয়া আছেন, সহসা তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত একটি বন্ধু তাঁহার সমূহ বিপদের কথা শুনিয়া ঠিক্ তাঁহারই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র কেশবচন্দ্র সরোদনে বলিতে লাগিলেন,—"ভাই, দেখিতেছ কি? আমার

যে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে!" আগন্তুক বন্ধু তাঁহার মুখে এই হৃদয়বিদারক বাক্য শ্রবণ করিয়া বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় তথায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল তিনি সমভাবে থাকিয়া, তাঁহাকে নানা প্রকার উপদেশ-পূর্ণ বাক্যে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া বলিলেন,—"ভাই, জগতের কাণ্ডই এই প্রকার, গ্রহবৈগুণ্যে কে কখন্ যে কিরূপ বিপদে পতিত হন, তাহা কি আমরা বুঝিতে পারি? ভাই রে! তুমি যে একা এইরূপ বিপদে পতিত হইয়াছ, তাহা নহে, সংসারে বাস করিতে হইলে সকলকেই এইরূপ বিপজ্জালে জড়িত হইতে হয়। পুরাকালে বুধগণ সংসারকে পুনঃ পুনঃ অসার বলিয়াছেন। তবে কেন আপনার মন-প্রাণকে নিয়ত দগ্ধীভূত কর? সংসারে বাস করিতে হইলে শোক দুঃখ, বিপদ্ আপদ্, আমোদ প্রমোদ, আহ্লাদ আনন্দ, সুখ-সম্পত্তি এ সকল বিষয়ে জড়িত হইতেই হইবে। ইহা হইতে পরিত্রাণলাভ মানুষের ভাগ্যে ঘটে না। কাহার কখনও সমভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হয় না। ভাই, এক্ষণে যাহাতে এই শিশুর শবদেহের সদ্গতি করা যাইতে পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহারই উদ্যোগ কর।" তখন কেশব বাবু বলিলেন,—"ভাই রে! যাহা বলিলে, তাহা সত্য; কিন্তু এখন আমি কপর্দ্দকশূন্য। এই বিপদের সময় আপাততঃ আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া উপকৃত কর; নচেৎ কিছুতেই আমার পরিত্রাণ নাই।"

বিপন্নবন্ধুর মুখে এই কথা শুনিয়া আগন্তুক কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কেশব বাবুকে বলিলেন,—"এক্ষণে কি হইলে এই কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে?" কেশবচন্দ্র কহিলেন,—অন্ততঃ দুই টাকা না হইলে এ কার্য্য কখনই সমাধা হইবে না।" বন্ধু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেলেন। অনতিবিলম্বেই তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল,—"দাদা আপনাকে দুইটি টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন।" টাকা দুইটি কেশবের হস্তে দিয়া সে চলিয়া গেল। টাকা পাইয়া কেশবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ মৃত সন্তানটিকে রীতিমত বন্ধন করিয়া লইয়া শ্মশানাভিমুখে গমন করিলেন। যথাসময়ে শ্মশানে যাইয়া রাজকীয় নির্দ্দেশানুযায়ী এক টাকা চৌদ্দ আনা সবরেজিষ্ট্রারের নিকট জমা দিয়া শিশুটির দাহক্রিয়া সম্পাদন করত তথায় বসিয়া নানারূপ করুণ-

বিলাপ করিতে লাগিলেন ; আর মনে মনে বলিতেছেন,—"হায় ! আমার মত হতভাগ্য বুঝি ইহজগতে আর কেহই নাই। আঁ'জ পিতা হইয়া নিজ হস্তে সন্তানকে চিতানলে ভস্মীভূত করিলাম ! অহো ! পুত্রই ত পিতার অন্তিমের কার্য্য করিয়া থাকে ; আমার অদৃষ্টে এ কি ঘটিল ! আহা ! কত আশায় সংসার পাতিয়াছিলাম। আমার যে মনের মত রূপবতী ও গুণবতী বনিতা ! হা বিধাতঃ ! যদি দয়া করিয়া এ দীন-দুঃখীকে অযাচিত-ভাবে এ হেন রত্ন দিয়াছিলে, তবে কেন আবার এ অভাগার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া তাহা কাড়িয়া লইলে ? অহো! পূর্ব্বে যদি আমার এতাদৃশ নিদারুণ পরিণামের বিষয় ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতাম, তবে কি এ সংসার-ধর্ম্মে মন-প্রাণ দিতাম, না পরিণয়গ্রহণ করিয়া মধুর দাম্পত্য-প্রেমের স্বর্গীয় সুধার আস্বাদ লইতাম। যাহার সদ্যোজাত পুত্র মৃত—প্রাণসমা প্রিয়তমা প্রেমময়ী পত্নী নিদারুণ রোগযন্ত্রণায় ক্লিষ্টা হইয়া এক প্রকার মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, সে আর কার মুখের দিকে চাহিয়া, কোন্ আশ্বাসে বুক বাঁধিয়া এই সঙ্কটময় সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিবে ? অহো ! জগদীশ ! ক্ষুদ্র আমি—পাপী আমি—অল্প বিশ্বাসী আমি—তোমার এই অনন্ত কালের অনন্ত জ্ঞানের কার্য্য কি করিয়া বুঝিতে সমর্থ হইব ?"

এ দিকে দেখিতে দেখিতে চিতানল নির্ব্বাপিত হইয়া আসিল। তখন কেশব অবশিষ্ট কার্য্য শাস্ত্রমত সমাধা করিয়া জাহ্নবী-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। ভাগীরথী-তীরে অবগাহনান্তর দ্রুতপদে বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা পূর্ব্বের মতই নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছেন। তদ্দর্শনে শোকানল আরও দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল, কিছুতেই আর সুস্থির হইতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। এমন সময়ে পথিমধ্যে তাঁহার গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মৃত সন্তানটিকে শ্মশানে দিয়া আসিয়াছ কি ?" কেশবচন্দ্রের মুখবিবর হইতে আর বাক্য নিঃসৃত হইল না, কেবলমাত্র হতবুদ্ধির ন্যায় গুরুদেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গুরুদেব পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নীরবে রহিলে কেন ?" তখন কেশবচন্দ্র উত্তর করিলেন,—"বেলা দশটা

বাজিয়া গিয়াছে, এখনও কি মৃতদেহ গৃহমধ্যে থাকে?" গুরুদেব দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিয়া গেলেন। কেশবচন্দ্রও অপর-দিকে একমনে চলিলেন, কিন্তু কোথায় যাইবেন, স্থিরতা নাই। হঠাৎ মনে পড়িল, এক ব্যক্তির নিকটে পূর্ব্বের কিছু অর্থ প্রাপ্য আছে; স্মরণমাত্র তাঁহার বাড়ীতেই উপস্থিত হইলেন। কেশবচন্দ্রের তাদৃশ ভাব দেখিয়া গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার এরূপ ভাব কেন?" কেশবচন্দ্র বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তাঁহারা অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কি হইয়াছে, শীঘ্র বলুন?" কেশবচন্দ্র কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বর্ণন করিলেন। তাঁহারা শুনিয়া মৌখিক দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা এমনই হৃদয়হীন যে, তাঁহার এতাদৃশ বিপদের কথা শুনিয়াও তাঁহার প্রাপ্য অর্থ কিছুতেই দিতে স্বীকৃত হইলেন না। পরিশেষে কেশবচন্দ্র সকাতরে বলিলেন,—"মহাশয়, আপনার নিকট আমার যে অর্থ প্রাপ্য আছে, তাহা এই সময় দিয়া উপকৃত করুন।" সেই নির্ম্মম ব্যক্তি উত্তর করিলেন,—"এখন আমার হাতে একটি পয়সাও নাই। সুবিধা-মত অন্য একদিন আসিয়া লইয়া যাইবেন।" ইহা শুনিয়া কেশবচন্দ্র নিরুত্তরে তথা হইতে বিফলমনোরথ হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

এ দিকে ঘটিকাযন্ত্রে ঠুং ঠুং করিয়া ১২টা বাজিল। কেশব বাবুর প্রিয়তমা যে কক্ষে মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, তথায় তিনি প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সেই ভাবে গৃহিণী একাকিনী পড়িয়া রহিয়াছেন। তথায় এমন কেহই নাই যে, তাহার নিকটে তাঁহার গভীর মনোবেদনা প্রকাশ করিবেন। অগত্যা তিনি মনের কষ্ট মনেই রাখিয়া সেই নিদারুণ রোগপীড়িতাকে অনিমিষনয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে যথাসাধ্য তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কখন হস্ত-পদাদি নাড়িয়া দেখিলেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি আকুল-ভাবে সজলনয়নে কেবল প্রিয়তমার অকলঙ্ক মুখচন্দ্রমা দেখিতে লাগিলেন। ইত্যবসারে তিনটি স্ত্রীলোক আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া কেশবচন্দ্র কোন কথাই কহিলেন না, অগত্যা তাঁহারা আপনা আপনি নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে

লাগিলেন। তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোক কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপ বুঝিতেছেন?" তখন কেশবচন্দ্র উত্তর করিলেন,—"এ যাত্রা বোধ হয় রোগিণীর আর রক্ষা পাইবার উপায় দেখিতেছি না।" ইহা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি প্রকারে বুঝিতে পারিলেন?" কেশবচন্দ্র বলিলেন,—"হস্ত-পদ সমস্ত শিথিল হইয়া গিয়াছে; এ অবস্থায় রক্ষা পাওয়া সুকঠিন।" কিঞ্চিৎকাল রমণীত্রয় সমভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহার দুঃখে প্রকৃত দুঃখিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই যে তিনটি স্ত্রীলোক আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কেশবচন্দ্রের প্রতিবেশিনী ভদ্রকুল-মহিলা। মহিলাগণ তাঁহার আত্মীয় নহেন, তবে তাঁহার চরিত্রের গুণে সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, তাই তাঁহার এই উপস্থিত বিপদের কথা শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন। এইরূপে আরও অনেক সহৃদয়া মহিলাগণ আসিয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা ১॥টা বাজিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেশবচন্দ্র জল-বিন্দুমাত্রও গলাধঃকরণ করেন নাই; কেবল রোগিণীর সেবা-শুশ্রূষাই করিতেছেন, আর পরিণামে অদৃষ্টে কি ঘটিবে, তাহাই চিন্তা করিতেছেন। এমন সময় তথাকার একটি সহৃদয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁহাকে বলিলেন,—"আর এরূপে বসিয়া বসিয়া ভাবিলে কি হইবে? বেলাও অধিক হইয়াছে, কিছু না খাইলে হয় ত তোমার আবার অসুখ করিবে। তখন তোমাকে আবার কে দেখিবে?" তিনি পুনঃ পুনঃ এই কথা বলাতে, অগত্যা কেশবচন্দ্র তাঁহার কথার অনুরোধে আহার করিতে বসিলেন; কিন্তু শোকে যাঁহার মন-প্রাণ অবসন্ন, তিনি কি তখন কিছু আহার করিতে পারেন? কেবলমাত্র পঞ্চগ্রাস গলাধঃকরণ করিয়া, অমনি উঠিয়া আচমন করিয়া পুনরায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন।

অনন্তর দেখিতে দেখিতে চারিটা বাজিল। এমন সময় দুইটি ভদ্রলোক কেশব বাবুর এই সমূহ বিপদের কথা শুনিয়া দেখিতে আসিলেন। তন্মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, অপরটি সুবর্ণবণিক। এই দুই ব্যক্তিই তাঁহার বিশেষরূপে পরিচিত। তাঁহাদিগকে দেখিয়া, কেশব বাহিরে আসিয়া তাঁহাদের বসিবার জন্ত দুইখানা টুল আনিয়া দিলেন। তাহাতে তাঁহারা বসিয়া কেশব বাবুর সহিত

রোগ-সম্বন্ধে নানা প্রকার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কেশবও তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলিলেন,—"রাত্রিকালে তুমি একা কি প্রকারে এই রোগিণীকে লইয়া রাত্রি কাটাইবে?" কেশবচন্দ্র উত্তর করিলেন,—"মহাশয়, রোগিণীর নিকট একটি লোক না রাখিয়া কি প্রকারে অন্ত লোকের চেষ্টায় যাই?" এই কথা শুনিয়া সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি বলিলেন,—"আচ্ছা, আমি দেখিতেছি, তুমি অবশুই যাইতে পার।" ইহাতে কেশবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ লোক অন্বেষণে বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, যে দুইটি ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই সময় নিজ নিজ বাড়ীতে প্রতিপ্রস্থান করিলেন। কেশবচন্দ্র অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই একটি শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং রোগিণীর শুশ্রূষার্থ যে সমস্ত দ্রব্যের আবশ্যক, তাহাও সংগ্রহ করিয়া আনিলেন।

এ দিকে তপনদেব ধরিত্রীকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া পশ্চিমাচলে বিলীন হইলেন। সন্ধ্যা সমাগত। সে দিন * * * * ৯ই চৈত্র, মঙ্গলবার, অমানিশি এবং গঙ্গাস্নানের যোগ ছিল। অসংখ্য নরনারী জাহ্নবীসলিলে স্নানান্তে দানাদিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেকে দেবালয়ে ও অন্যান্য পবিত্র স্থলে যাগ-যজ্ঞাদি কার্য্যে রত হইলেন। এ দিকে কেশবচন্দ্র রোগিণীর শুশ্রূষার জন্ত অক্লান্তভাবে রাত্রি জাগিয়া রহিলেন। ইহাও তাঁহার পক্ষে এক প্রকার যাজ্ঞ-যজ্ঞ বলিলেই হয়, কারণ, কেশবচন্দ্রের পক্ষে সংসাররূপ যজ্ঞের অগ্নি চিরদিনের জন্ত নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইতেছে।

রাত্রি নবম ঘটিকা উত্তীর্ণ। কেশবচন্দ্র আনীতা স্ত্রীলোকটির সাহায্যে রোগিণীকে নিয়মিতরূপে ঔষধ-পথ্যাদি সেবন করাইতে লাগিলেন; কিন্তু অদৃষ্টগতিতে রোগিণীর রোগযন্ত্রণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি দুইটা বাজিল। মানবদেহে আর সহ্য হইবে কেন? নিদ্রাদেবী আসিয়া কেশবচন্দ্রের সর্ব্বশরীর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন,—"ওগো বাছা, আর যে আমি বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না; ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছি।" স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল,—"আচ্ছা, আপনি একটু বিশ্রাম করুন, আমি জাগিয়া বসিয়া থাকি।" কেশবচন্দ্র বলিলেন,—"দেখ, এই শিশিতে যে একটি দাগ ঔষধ আছে,

তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেবন করাইও। মধ্যে মধ্যে একটু একটু দুধ গরম করিয়া রোগিণীর মুখে দিও।" এই বলিয়া তিনি শয়ন করিবার জন্ত তথা হইতে উঠিয়া ঘরের মেঝেতে একখানি মাছুর পাতিয়া দরজা খুলিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রি গভীরা, চৈত্র মাসের অমানিশায় ঘোরান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভীষণ মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে। শয়নমাত্র মৃদুমন্দ বায়ু-হিল্লোলে তাঁহার শরীর শীতল হইল; দেখিতে দেখিতে তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। নিদ্রার ঘোরে কেশবচন্দ্র স্বপ্নে দেখিলেন, যেন একটা ভীষণ বৃহৎকার বিকট মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিবামাত্রই তিনি চীৎকার শব্দ করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেই স্ত্রীলোকটিকে ধরিয়া রহিলেন। তখন বাড়ীর সকলেই তাঁহার চীৎকারের শব্দ শুনিয়া ব্যস্তভাবে নিদ্রা হইতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ গা, কি হইয়াছে?" কেশবচন্দ্র উত্তর করিলেন,—"কিছু না, একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছি।" আর কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। তখন কেশবচন্দ্র ভাবিলেন,—"যদি প্রকৃত ঘটনাটি সকলের নিকট প্রকাশ করি, তাহা হইলে সকলেই ভয়-ভীত হইবেন।" এই ভাবিয়াই তিনি স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিলেন না।

তখন শুশ্রূষাকারিণী কেশবচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"বাবু! তবে এই শয্যার এক পার্শ্বে শয়ন করুন।" কেশবচন্দ্র তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু ঐ নিদ্রা যে তাঁহার কালনিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা তিনি তখনও জানিতে পারেন নাই। যেমন শয়ন, তৎক্ষণাৎ নিদ্রায় অচেতন। নিদ্রাবস্থায় কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি বিন্দুমাত্র জানিতে পারিলেন না; কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন, তাহাও বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ মাত্র চকিতের ন্যায় উঠিয়া দেখিলেন, রোগিণীর আর সেরূপ চীৎকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। তখন ব্যস্ততাসহকারে রোগিণীর নাসিকায় হস্ত দিয়া দেখিলেন, নিশ্বাসপ্রশ্বাস একেবারেই বহিতেছে না। তখন বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রিয়তমার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর হইতে চিরদিনের জন্ত তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া উড়িয়া গিয়াছে। তৎকালে কেশবচন্দ্র নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ বিহ্বলপ্রায়; তাঁহার তদানীন্তনভাব

ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যদি কেহ ভুক্তভোগী থাকেন, তবে তিনিই অনুভবে বুঝিয়া লউন। কেশবচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"আপনারা উঠুন, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" কেশব বাবুর এই মর্ম্মান্তিক কথা শুনিতে পাইয়া ব্যস্তসমস্তভাবে শয্যা হইতে উঠিয়া দ্রুতপদে সকলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। যে স্ত্রীলোকটিকে তিনি রোগিণীর শুশ্রূষার নিমিত্ত বসাইয়া রাখিয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন, সে স্ত্রীলোকটি যে কখন্ নিদ্রা গিয়াছিল, তাহাও তিনি জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। সে তাঁহার ক্রন্দনের শব্দে ও লোকজনের গোলমালে অবাক্ হইয়া উঠিয়া তথা হইতে বাহিরে গেল।

পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর লোকেরাও কেশব বাবুর ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া তথায় আসিলেন। অবশেষে সকলে গতায়ু রমণীর মৃতদেহ গৃহ হইতে বাহির করিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনুমান রাত্রি ৫টার সময় কেশবচন্দ্রের পত্নীর মৃত্যু ঘটে। ক্রমে আত্মীয়-স্বজন সকলে আসিয়া কেশব বাবুর গৃহে উপস্থিত হইলেন। সকলের পরামর্শে খাট আনীত হইল, পালঙ্কোপরি হইতে তদুপরি মৃতদেহ নামাইয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া বাড়ীর বাহিরে আনীত হইলে, কেশব বাবু সাশ্রুনয়নে শবস্পর্শ করিয়া মৌনভাবে তথায় বসিয়া আকাশ-পাতাল কতই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রুবারি বিগলিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল, এমন সময় কেশব বাবুর নিকট-সম্পর্কীয় এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হায়! কি দুরদৃষ্ট! যদি ঈশ্বর একটি পুত্র-সন্তান দিলেন, তাহাও আবার কাড়িয়া লইলেন এবং তৎসঙ্গে প্রসূতিকেও টানিলেন, এখন এ ব্যক্তি কোথায় যে দাঁড়ায়, এমন স্থান আর জগতে রহিল না। একেই বলে 'দিনে দু'পরে ডাকাতি'।" এইরূপে আরও অনেকগুলি দুঃখের কথা বলিয়া সে ব্যক্তি নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। কেশব বাবু শবস্পর্শ করিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় বসিয়া জগৎ যেন শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। কাহারও কোন কথার প্রতি কোন লক্ষ্য নাই।

এ দিকে বেলা ৭টা বাজিল। প্রতিবেশী অনেক নরনারী দেখিতে আসিল। কিন্তু সকলেই কেশব বাবুর অদৃষ্টকে দোষ দিয়া স্ব স্ব গন্তব্য

স্থানে চলিয়া গেলেন। অবশেষে সংকারার্থ সমাগত ব্যক্তিরা শব স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে শ্মশানাভিমুখে গমন করিলেন। তৎপশ্চাৎ কেশব বাবুও নীরবে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন।

ত্রয়োদশ স্তবক।

বিদেশ-যাত্রা।

"কি দেখিব, কি জানিব,
না জানি সে কি আনন্দ,
নূতন আলোক আপন মনোমাঝে।
সে আলোকে মহাসুখে, আপন আলয়-মুখে,
চ'লে যাব গান গাহি,—
কে রহিবে আর দূর-পরবাসে।"

সুবিশাল মাঠে দাঁড়াইয়া বিজয়কৃষ্ণ বাবু যে চারিজন রাজপুত্রের বিসদৃশ অবস্থা দর্শনে তাহার মূলার্থ জ্ঞাত হইবার জন্য কৌতূহলী হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, অষ্টম স্তবকে পাঠক তাহার পূর্ব্বাভাষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তৎপরবর্ত্তী বৃত্তান্ত বর্ণন দ্বারা পাঠক মহোদয়গণের কৌতূহল বিনিবৃত্ত করিব।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"মহাশয়! তবে শুনুন, রাজাদেশ পাইয়া কোষাধ্যক্ষ চারিজন রাজপুত্রকে নানাবিধ রত্নরাজি দ্বারা চারিখানা নৌকা সুসজ্জিত করিয়া দিলে, রাজকুমারগণ জনক-জননীর নিকট বিদায় লইয়া নৌকাতে উঠিলেন। কিঞ্চিৎ পরে মঙ্গলাচরণ পুরঃসর কর্ণধারগণ নৌকা চারিখানি ছাড়িয়া দিল। নাবিকগণ মনের আনন্দে অবিশ্রান্ত-তারে নৌকা বাহিয়া চলিল। রাজকুমারগণও হৃষ্টচিত্তে পরস্পর সদালোচনায় ক্রীড়া-কৌতুক গীত-বাদ্য প্রভৃতিতে নৌকাযাত্রার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন;

সুযোগমত বন্দর হাট বাজার দেখিলে তথায় নৌকা রক্ষিত করাইয়া তথাকার উত্তম উত্তম উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইতে লাগিলেন। ফলতঃ যে দিন যে স্থানে তাঁহারা এইরূপ ভাবে নৌকা রাখেন, সেই দিন তথাকার লোকেরা উত্তম বস্তু কিছুই খরিদ করিতে পায় না। এই প্রকারে ক্রমে দিনের পর দিন অতীত হইয়া এক পক্ষকাল গত হইয়া গেল। নৌকা ক্রমে মহাসমুদ্রে গিয়া উপস্থিত হইল; সমুদ্রকূলের নিকট দিয়া সেই নৌকা চারিখানি পর্য্যায়ক্রমে বাহিয়া যাইতেছে। এমন সময় সুদূরবর্ত্তী বহুসংখ্যক লোকের কোলাহল-শব্দ কর্ণগোচর হওয়াতে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার জনৈক কর্ণধারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে কর্ণধার! এত কোলাহল কি জন্য হইতেছে?" কর্ণধার বলিল,—"রাজকুমার! এই স্থানে হীরা, মুক্তা, মণি-মাণিক্য এবং স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর ব্যবসায়িগণ গদী-বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া বসবাস করিতেছেন। সমুদ্রের উপকূলে যে জঙ্গলময় স্থান দেখিতেছেন, তন্মধ্যে অসভ্য জাতির বাস তাহারা প্রত্যহ প্রাতঃকালে বহু-সংখ্যক লোক আসিয়া ঐ ব্যবসায়িগণের নিকট উপস্থিত হয়। প্রত্যেক মহাজন তাহাদের প্রত্যককে জিজ্ঞাসা করেন,—'ওরে! আ'জ তুই কতগুলি ডুব দিবি?' সে উত্তর করিল,—'আ'জ আমি সমস্ত দিনে দশটি ডুব দিব, ইহাতে আপনি কত টাকা দিবেন?' তখন মহাজন বলেন,—'উহার পারিশ্রমিক পাঁচ টাকা পাইবি।' সে তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া স্বকার্য্যসাধন করিতে চলিয়া যায়। এইরূপে সমস্ত দিনে কেহ বা বারটা কেহ বা চৌদ্দটা ডুব দিবে বলিয়া স্বীকৃত হয়। মহাজনেরাও তাহাদের তদনুযায়ী পারিশ্রমিক দিবেন বলিয়া সম্মত হন। ডুবুরীরা দলবদ্ধ হইয়া ঐরূপ কোলাহল করিতে করিতে সমুদ্রে ডুব দিতে নামিতেছে, তাহারই এই শব্দ উত্থিত হইতেছে। ইহারা প্রত্যক ডুবে যাহা কিছু পাইবে, তাহাই নম্বর অনুযায়ী মহাজনদিগের কর্ম্মচারী লিখিয়া রাখেন। এমন কি, কোন দিন হয় ত ব্যবসায়িগণ বহু মূল্যবান্ মুক্তা প্রভৃতি প্রাপ্ত হন, আবার হয় ত কোন দিন তাঁহাদিগকে বিফলমনোরথ হইতে হয়; কিন্তু পরিশ্রমীর পারিশ্রমিক অঙ্গীকারমত দিতেই হইবে। ফলতঃ ব্যবসায়িগণেরা মাসের মধ্যে দৈবগতিতে দুই চারি দিন নিষ্ফল হইয়া থাকেন।"

এই কথা শুনিয়া রাজপুত্রগণ আনন্দে উল্লাসিত হইয়া বলিলেন,—"ওহে কর্ণধারগণ! ঐদিকে শীঘ্র নৌকা বাহিয়া চল, আমরাও ঐরূপ ব্যবসা করিব।" কর্ণধার উত্তর করিল,—"আপনারা ঐরূপ ব্যবসা করিবার সুযোগ ও সুবিধা কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না। আমার মতে আপনাদিগকে এ বিষয় হইতে নিরস্ত থাকাই যুক্তিসিদ্ধ।" কর্ণধারের কথায় রাজকুমারগণ কর্ণপাত করিলেন না। যথাসময়ে নৌকা চারিখানি তথায় গিয়া উপস্থিত হইল. রাজকুমারগণের আদেশে নৌকা তৎক্ষণাৎ তথায় নঙ্গরবদ্ধ হইল। তখন রাজকুমারগণ সিঁড়ি বাহিয়া তীরে উঠিলেন; পরে উপরি-উক্ত ব্যবসায়িদিগের একটি গদীতে উপস্থিত হইলেন।

রাজকুমারদিগকে দেখিয়া ব্যবসায়িগণের মধ্যে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়গণ! আপনারা কোথা হইতে কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন?" তদুত্তরে কুমারেরা যে জন্য বিদেশযাত্রা করিয়াছেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে বর্ণন করিলেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র মহাজনদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়গণ! এইখানে কত কাল যাবৎ এই ব্যবসা-কার্য্য করিতেছেন? কিরূপই বা লাভালাভ হইতেছে?" ব্যবসায়িগণ সে বিষয়ের যথাযথ বৃত্তান্ত সমস্তই তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন। কুমারেরা বলিলেন,—"মহাশয়গণ! আমরাও এই ব্যবসা করিতে ইচ্ছা করি।" মহাজনেরা অসন্তুষ্ট-স্বরে বলিলেন,—"আচ্ছা, করিতে পারেন।" অনন্তর কুমারেরা তথা হইতে চলিয়া আসিয়া সমুদ্রতীরে বেড়াইতে লাগিলেন। দেখিলেন, যাহারা সমুদ্রে ডুব দিতে নামিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুই একজন মাত্র তীরে উঠিয়া, যাহা পাইয়াছে, তাহাই ব্যবসায়িগণের কর্ম্মচারীর নিকট দিল। তৎসঙ্গে একজন মোট-বাহক ছিল, সে তৎক্ষণাৎ সেইগুলি একখানা থলিয়ার মধ্যে রাখিয়া দিল। এইরূপে ক্রমান্বয়ে যত ব্যক্তি আসিল, সকলেই কর্ম্মচারীকে সমস্তই দিল। তিনিও তাহা গ্রহণ করিয়া থলিয়াতে রাখিতে দিলেন। যখন থলিয়াখানা পরিপূর্ণ হইল, তখন উহা ব্যবসায়িগণের গদীতে প্রেরিত হইল। এইরূপে সমস্ত দিনের পর শ্রমজীবিগণ নিজ নিজ পারিশ্রমিক লইয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

এদিকে রাজকুমারগণ সমস্ত দিন ধরিয়া এই ব্যাপার বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও উহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইলেন না ; তথাপি তাঁহাদের মনোমধ্যে এই ধারণা জন্মিল যে, এই ব্যবসায়ে তাঁহারা প্রভূত অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইবেন। বলিতে কি, রাত্রিকালে তাঁহারা বিনিদ্র থাকিয়া ইহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সেই ডুবুরির দল যখন ব্যবসায়িদিগের গদীর সম্মুখে আসিয়া গোলমাল করিতে লাগিল, তখন রাজকুমারগণ বিপুল অর্থ লইয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—"ওরে ডুবুরিগণ! তোরা যে যত ডুব দিতে পারিবি, তাহাতে অন্য স্থানে যত টাকা পাইস্, তাহার চতুর্গুণ টাকা আমরা দিব।" এই লাভের কথা শুনিয়া তাহারা মহা সন্তোষসহকারে তাঁহাদের অনুগামী হইল। পরে ভ্রাতৃচতুষ্টয় পুনরায় নৌকাতে আসিলে, জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র ডুবুরিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"ওরে ডুবুরিগণ! তোরা সমস্ত দিনে কে কত ডুব দিতে পারিবি, তাহা সত্য করিয়া বল্?" তাহারা যে যত ডুব দিতে পারিবে, সরলান্তঃকরণে তাহাই তাঁহাদের নিকট বলিল। কুমারেরা যথাক্রমে তাহাদের নাম ও কে কত ডুব দিতে পারে, লিখিয়া রাখিলেন। আরও বলিয়া দিলেন,—"প্রত্যেক ডুবে যাহা পাইবে, সে সমস্ত এই নৌকাতে আনিয়া দিলেই তোমাদের পারিশ্রমীক মুদ্রা প্রদত্ত হইবে।" ডুবুরিগণ অতিরিক্ত প্রাপ্তির আশায় একে একে হৃষ্টচিত্তে সমুদ্রে নামিয়া ডুব দিতে আরম্ভ করিল। অপরাহ্ণ হইতে যথাসময়ে একটি দুইটি করিয়া ডুবুরি আসিতে লাগিল, রাজকুমারগণ তাহাদের নাম অনুযায়ী দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিয়া ডুব হিসাবে চতুর্গুণ পারিশ্রমীক দিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই সমস্ত লোক আসিয়া যে যাহা পাইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের নিকট জমা দিয়া, নিজ নিজ প্রাপ্য মুদ্রা লইয়া সে দিনের মত তাহারা নিজ আবাসে চলিয়া গেল।

এদিকে রাজপুত্রদিগের এই ব্যাপার দেখিয়া ব্যবসায়ীরা চিন্তানিমগ্ন হইলেন ; এ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, দলবদ্ধ হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। একজন বলিলেন,—"আচ্ছা, দেখা যা'ক্, কত দিন উহারা এইরূপ ভাবে ডুব কিনিতে পারে? যখন ইহারা পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করিবে, তখন

আমরা ডুবুরিদিগকে বিলক্ষণরূপে শিক্ষা দিব। এক্ষণে আর কোন কথায় আবশ্যক নাই। এখন অপেক্ষা করিয়া থাকিলে, সময়ে ইহার প্রতীকার করিতে পারা যাইবে। এই কথায় সকলেই অনুমোদন করিলেন।

রাজকুমারগণ যে সমস্ত দ্রব্যগুলি অর্থ দিয়া ডুবুরিদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন, তাহা যে কি, সে সমস্ত কিছুই কিন্তু চিনিতে পারিলেন না; কেবল রীতিমত পরিষ্কার করিয়া রাখিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্তগুলিই পরিষ্কার করা হইল। প্রত্যহই ডুবুরিগণ যথাসময়ে আসিয়া ঐরূপ কার্য্য করিয়া পারিশ্রমীক লইয়া যাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ সমতীত। পরে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র ডুবুরিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওরে ডুবুরিগণ! তোরা বলিতে পারিস্, এখানে সহর কি বন্দর কত দূরে আছে?" একজন ডুবুরি বলিল,—"কর্ত্তা! এখান হইতে পূর্ব্বদিকে কতক দূর চলিয়া গেলেই একটি বাঁধা রাস্তা পাইবেন। সেই বাঁধা রাস্তা দিয়া অনুমান অর্দ্ধ মাইল অতিক্রম করিলেই একটি সহর পাইবেন, তথায় নানাবিধ ব্যবসায়ীর বিবিধ বিপণি সজ্জিত। তত্রত্য মনুষ্য নানাবর্ণ-বিশিষ্ট। তাহাদের বাক্য যে আপনারা সহজে বুঝিতে পারিবেন, এরূপ ভরসা করি না। সে যাহা হউক, সাবধান, যদি তাহাদের ভাষা বুঝিতে অসমর্থ হন, তবে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। নচেৎ বিশেষ বিপজ্জালে পতিত হইবেন।"

রাজকুমারগণ ডুবুরির নিকট এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া ডুবুরিগণের নিকট যে সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা হিসাব করিয়া দেখিলেন, বিস্তর অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে। আর ডুব পরিশ্রম না করিয়া পরদিন হইতে ক্রয় করা রহিত করিলেন। ডুবুরিগণ যথাসময়ে আসিয়া তথায় উপস্থিত হওয়াতে রাজকুমারগণ তাহাদিগকে মিষ্টবাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন এবং দ্রব্যগুলি একটি পোটুলী বাঁধিয়া একজন নাবিকের হস্তে দিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। ডুবুরি যেরূপ বলিয়াছিল, তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট পথে কিছুদূর অতিক্রম করিলে মহানগরী দৃষ্ট হইল। দেখিলেন, তথায় অসংখ্য ব্যবসায়ীর অসংখ্য বিপণি শোভা পাইতেছে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন, এমন সময় কোন এক ব্যবসায়ীর দোকানের সম্মুখে

যাইয়া দোকানদারকে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! আমরা ডুবুরিগণের নিকট হইতে অনেকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিয়াছি, আপনি যদি তাহা খরিদ করিতে ইচ্ছা করেন, দেখাইতে পারি।"

ইতিপূর্ব্বেই দোকানদারগণ এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি বলিলেন,—"আমার আবশ্যক নাই।" এইরূপ ভাবে ক্রমে দুই চারিজন দোকানদারের দোকানে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত মত জ্ঞাত করাতে তাহারাও গ্রহণে অস্বীকার করিলেন। তখন রাজকুমারগণ লাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া হতাশচিত্তে আরও পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন। ক্রমে মহানগরী অতিক্রমপূর্ব্বক প্রকাণ্ড এক প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। তখন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া স্থিরভাবে ইতস্ততঃ নেত্রপাত করাতে দেখিলেন, দক্ষিণদিকে সুদূরবর্ত্তী একটি স্থান লৌহের রেলিং দ্বারা বেষ্টিত। সেই দিকেই সকলে ধাবিত হইলেন। অনতিবিলম্বেই তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহার ভিতর প্রবেশের দ্বার নাই। তাহার মধ্যে কি আছে, দেখিবার জন্য তাঁহারা উৎসুক হইলেন; কিন্তু কোন মতেই অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা হইল না। পরিশেষে দ্বারোদ্দেশে রেলিং-পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। কতকদূর গমনের পর একটি দ্বার দৃষ্ট হইল। কুমারগণের সন্তোষের পরিসীমা রহিল না। পরন্তু দ্বার পাইলেন সত্য; কিন্তু দরজা ভিতর দিক্ হইতে আবদ্ধ। প্রবেশের আশা নাই। তথাপি পুনরায় দ্বারোদ্দেশে যাইতে যাইতে প্রায় তৃতীয়াংশ অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, এমন সময় দেখিলেন, দুইজন অস্ত্রশস্ত্রধারী প্রহরীদ্বয় দ্বার রক্ষা করিতেছে। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে প্রহরিদ্বয়! আমরা এই উদ্যান দেখিতে ইচ্ছা করি, অনুগ্রহপূর্ব্বক দ্বার ছাড়িয়া দাও।" প্রহরীদের মধ্যে একজন উত্তর করিল,—"আমাদের মহারাজের আদেশ ভিন্ন দ্বার ছাড়িয়া দিতে পারিব না।" জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের রাজবাড়ী কোথায়?"

প্রহরী বলিল,—"ওহে পথিক! এই উদ্যান-সংলগ্ন যে বাঁধা রাস্তা দক্ষিণদিকে গিয়াছে, এই পথ দিয়া গেলেই সম্মুখে একটি নদী, তাহার অপর পারে রাজবাড়ী; কিন্তু নদীর নিম্নদেশ দিয়া বক্রগতিতে রাস্তা আছে, তাহার প্রবেশদ্বার ঠিক করিয়া যাওয়া কষ্টসাধ্য, যদি কোন গতিকে যাইয়া

রাজবাড়ী হইতে উদ্যান দেখিবার আদেশ-লিপি লইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা দ্বার ছাড়িয়া দিতে পারি।"

রাজপুত্রগণ দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ কথিত পথযোগে নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। রাজবাড়ী নেত্রগোচর হইল না; অধিকন্তু তরঙ্গময়ী স্রোতস্বিনীর প্রবল স্রোত দেখিয়া তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় নিরুৎসাহ-হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রায় প্রহরাতীত হইল। অকস্মাৎ কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী নদীতীরস্থ সমতলভূমির মধ্য হইতে এক ব্যক্তির মস্তক দেখিতে পাওয়া গেল। সে ব্যক্তি তথা হইতে উপুড় হইয়া কি যেন অনুসন্ধান করিয়া পুনরায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদের দিকে আসিতে লাগিল। অনতিবিলম্বেই নিকটবর্ত্তী হইয়া রাজপুত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনারা এ হেন দুর্গম স্থানে কোথা হইতে কি নিমিত্ত আসিয়াছেন?" জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র নিজ পরিচয় দিয়া বন্ধু সম্বোধনে বলিলেন,—"ওহে বন্ধু! যদি রাজবাড়ী প্রদর্শন আর মহারাজার নিকট হইতে উদ্যানপ্রবেশের আদেশ-লিপি আনাইয়া আমাদিগকে উদ্যানমধ্যস্থ দৃশ্য দর্শন করাইতে পার, তাহা হইলে তোমাকে আমরা মহামূল্যবান্ দ্রব্য প্রদান করিব।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ নাবিকের মস্তক হইতে পোট্‌লী নামাইয়া খুলিয়া দেখাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—"বন্ধু! ইহা হইতে তোমার যাহা ইচ্ছা লইতে পার। ইহা ব্যতীত যদি আমাদের মনোভীষ্টসিদ্ধি করাইতে পার, তাহা হইলে আরও পারিতোষিক প্রদান করিব।" বন্ধু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া যাহা তাহার মনোমত মহামূল্যবান বিবেচনা হইল, তাহাই সে গ্রহণ করিল। তৎপরে কুমারদিগকে লইয়া রাজবাড়ী দর্শন আশে পূর্ব্বোক্ত স্থানে যাইয়া সুড়ঙ্গের দ্বারের কৌশলপূর্ণ কল যেমন ঘুরাইতে লাগিল, তন্মুহূর্ত্তে সুড়ঙ্গের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। অগ্রে অগ্রে বন্ধু, পশ্চাৎ কুমারেরা তন্মধ্যে অবতরণ করিলেন। কৌশলপূর্ণ কল পুনরায় যেমন ঘূর্ণায়মান হইল, অমনি সুড়ঙ্গের দ্বারও বন্ধ হইয়া গেল; কিন্তু রাজপুত্রেরা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। আবার পরক্ষণেই ভূগর্ভে দিব্য আলোকময় হইয়া দিব্য পথ দৃষ্টিগোচর হইল। তখন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে বন্ধু! এই মাত্র অন্ধকারে পরিবৃত থাকিয়া দৃষ্টির গতিরোধ হইয়াছিল,

আবার মুহূর্ত্তমধ্যে কোথা হইতে আলোকময় হইয়া উঠিল?" বন্ধু বলিল,—"ইহার প্রকৃত ভাবার্থ প্রত্যাগমনকালে সমস্তই আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করাইব, এক্ষণে অগ্রে রাজবাড়ী যাইয়া আপনাদের মনোভীষ্টসিদ্ধ করি।" কুমারেরা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তদনুগামী হইলেন। ক্রমে বক্রগতিতে যাইতে যাইতে যথাসময়ে সুড়ঙ্গের দ্বারদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন কৌশলপূর্ণ কল ঘুরাইবামাত্র দ্বার খুলিয়া গেল। সকলেই সুড়ঙ্গ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, তৎপরে বন্ধু কৌশলপূর্ণ কল ঘুরাইবামাত্র দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। বন্ধু অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল, তৎপশ্চাৎ কুমারেরাও চলিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বেই রাজবাড়ীর সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বারের দুইপার্শ্বে দুইটি ব্যাঘ্র বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে। তদ্দর্শনে রাজপুত্রেরা ভীত হইয়া আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। তখন বন্ধুকে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বন্ধু! এই ভীষণকায় হিংস্র জন্তুর সম্মুখ দিয়া কি প্রকারে রাজভবনে প্রবেশ করিব?" বন্ধু বলিল,—"কোন চিন্তা নাই, ইহা অতিক্রম করিয়া যাইবার একটি কৌশলপূর্ণ সঙ্কেত আছে।" এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ একটি সিঁড়ি দিয়া কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়া যেমন একটি কল ঘুরাইল, মুহূর্ত্তমধ্যে ভীষণকায় ব্যাঘ্রদ্বয় কোথায় যে অন্তর্হিত হইল, কিছুই উপলব্ধি হইল না। তৎপরে বন্ধু তথা হইতে নামিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া গিয়া পুনরায় সেইরূপ কৌশলপূর্ণ কল ঘুরাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ ভীষণকায় মূর্ত্তিদ্বয় দ্বার-রক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে বন্ধুসহ কুমারেরা দ্বিতীয় দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি বৃহদাকার বিষধর ফণা-বিস্তার করিয়া দ্বার-রক্ষা করিতেছে। তদ্দর্শনে কুমারেরা পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—"অপরিচিত ব্যক্তির সহিত এরূপ ভীতিপূর্ণ স্থানে আসিয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছি; অদৃষ্টে যে কি আছে, বলিতে পারি না। যাহা হউক, ঈশ্বর যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে, ভাবিয়া কোনই ফল নাই। এইরূপ মনের অশান্তিতে তাঁহারা পথপ্রদর্শকের পশ্চাদ্দেশে দাঁড়াইয়া মহাচিন্তায় নিমগ্ন থাকিলেন।" এদিকে বন্ধু দ্বারদেশের দক্ষিণপার্শ্বে যাইয়া কৌশলপূর্ণ কল ঘুরাইবামাত্র বিষধরদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া পড়িল। সেই সুযোগে পথপ্রদর্শক তাঁহাদিগকে সঙ্গে

লইয়া দ্বারের অপরদিকে যাইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন এবং কৌশলপূর্ণ কল ঘুরাইয়া দিবামাত্র বিষধরদ্বয় পূর্ব্বরূপ দ্বার-রক্ষা করিতে লাগিল।

অনন্তর সকলে ক্রমে তৃতীয় দ্বারে উপস্থিত হইলে পথপ্রদর্শক তত্রত্য প্রহরীর নিকট রাজকুমারগণের মনোভীষ্টের কথা ব্যক্ত করাতে তাহারা দ্বার ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল না। পথপ্রদর্শক প্রহরীদ্বয়কে অনেক স্তুতিনতি করিয়াও তাহাদিগকে সম্মত করাইতে পারিল না। অগত্যা অনন্যোপায় হইয়া প্রহরীদ্বয়কে স্বীয় মহামূল্য দ্রব্য হইতে কিয়দংশ প্রদান করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহারা দ্বার ছাড়িয়া দিল, তখন সকলেই তৃতীয় দ্বার অতিক্রম করিয়া রাজবাড়ীর বহির্বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা অপরাহ্ন। রাজসভাভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। পথপ্রদর্শক রাজকুমারদিগকে বসিবার উপযুক্ত স্থান দেখাইয়া দিল। তাঁহারা উপবেশন করিলেন, কিন্তু মনের অশান্তি কিছুতেই দূরীভূত হইল না। পথপ্রদর্শক তাঁহাদের তথায় বসিতে বলিয়া অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইবার নিমিত্ত যে খোজাধ্যক্ষ দ্বার-রক্ষা করিতেছে, তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে কুমারগণের আগমন-সংবাদ জ্ঞাত করাইল; তাহাতে সে রাজ-অন্তঃপুরে সংবাদ দিতে সম্মত হইল না, পরে সেই মূল্যবান্ দ্রব্য একখানা তাহার হস্তে প্রদান করাতে সে অন্তঃপুরে যাইয়া মহারাজার নিকট প্রণত হইয়া দাঁড়াইয়া রাজকুমারগণের আগমন-সংবাদ জ্ঞাত করাইল। তাহাতে মহারাজ উত্তর করিলেন,—"অদ্য তাঁহাদিগকে পরিতোষমত আহার দিবে এবং থাকিবার জন্য রাজসভার পার্শ্বস্থ কক্ষের দ্বার খুলিয়া দিবে, আগত কল্য প্রাতঃকালে আমার সাক্ষাৎ ঘটিবে।" মহারাজ আরও বলিয়া দিলেন,—"এই সংবাদ মন্ত্রী মহাশয়কে জ্ঞাত করাইবে।" খোজাধ্যক্ষ প্রণতি-পুরঃসর তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দ্বারদেশে আসিয়া খোজা পথপ্রদর্শককে সমস্ত কথা জ্ঞাত করাইলে সে তথা হইতে রাজসভায় আসিয়া কুমারগণের সহিত কথোপকথন করিতেছে, এমন সময় রাজমন্ত্রী তথায় উপস্থিত হইলেন। কুমারগণের সহিত আলাপ করিয়া মন্ত্রীর প্রীতির পরিসীমা রহিল না। তিনি কুমারগণকে মহারাজের আদেশ বিজ্ঞাপিত করিলেন। এদিকে দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত, ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল; অকস্মাৎ রাজসভা আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া

উঠিল; কিন্তু কোথা হইতে কি প্রকারে আলোক হইল, রাজকুমারগণ কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ পরে রাজ-অন্তঃপুর হইতে নানা উপাদেয় আহারীয় আসিয়া উপস্থিত হইল; মন্ত্রী মহাশয় পার্শ্বস্থ কক্ষের দ্বার খুলিয়া দিয়া কুমারগণকে তথায় লইয়া গিয়া পরিতোষরূপে আহার করাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পথপ্রদর্শকও তাঁহাদের শয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রস্থান করিল।

রাজকুমারগণ আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন সত্য; কিন্তু কিছুতেই আর নিদ্রা আসিল না। নানা কথা-প্রসঙ্গে যামিনী প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে বামাকণ্ঠ-নিঃসৃত রোদনধ্বনি তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। যত রাত্রি অধিক হইতেছে, ততই যেন সে করুণধ্বনি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এমন সময় একটা বন্দুকের শব্দ উত্থিত হইল, তৎক্ষণাৎ সে ভ[illegible] চীৎকার শব্দে ক্রমে উত্তরদিকে চলিয়া গেল। এই চীৎকার শুনিয়া রা[illegible]গণ কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া ঐ শব্দ শুনিবার জন্য আরও উৎসুক হ[illegible]লেন; কিন্তু আর সে শব্দ শুনিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা রাজবাড়ীর শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন;—দেখিলেন, রাজসভায় বর্ত্তিকা বা দীপ কিছুই নাই, তথাপি দিব্য আলোক। অনেক অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, মহারাজ যে স্থানে উপবেশন করেন, তত্রত্য জ্যোতিতেই আলোকাকীর্ণ হইয়াছে। তৎপরে আরও দেখিলেন, চারিটি মহলে নানাবর্ণ-বিশিষ্ট আলোক জ্বলিতেছে, আর প্রত্যেক মহলে একটা স্তম্ভের ন্যায় চারিটা গম্বুজ রহিয়াছে, তাহা হইতে ক্রমান্বয়ে নীল, লাল, সবুজ ও হরিদ্রাবর্ণের অগ্নিশিখা ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। মধ্যে মধ্যে প্রহরিগণের ভীতিপূর্ণ চীৎকারও উত্থিত হইতেছে, কুমারগণ অপরিচিত স্থান বিবেচনা করিয়া আর অধিকক্ষণ বাহিরে অপেক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না, যথাস্থানে যাইয়া বিশ্রামলাভ করিলেন। সমস্ত রাত্রির মধ্যেও আর নিদ্রা আসিল না। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত। এমন সময় পথপ্রদর্শক আসিয়া তাঁহাদের কক্ষে প্রবেশ করিল। তখন জ্যেষ্ঠ রাজকুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বন্ধু! রাত্রিযোগে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শন ও বিকট আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া তাহা জানিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়াছি।" বন্ধু বলিল,—"কি?"

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বলিলেন,—"নিশীথ রাত্রিতে বামাকণ্ঠের আর্ত্তনাদ শুনিয়াছি, অব্যবহিত পরেই হঠাৎ একটা বন্দুকের শব্দ উত্থিত হইল। কে যেন চীৎকার শব্দ করিতে করিতে উত্তরদিকে চলিয়া গেল, ইহার কারণ বলিয়া আমাদের মনের সন্দেহ ভঞ্জন কর।"

পথপ্রদর্শক বলিল,—"তবে শুনুন;—অযত্তা রাজার প্রথমা স্ত্রী পুষ্পবতী হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। মহারাজ পত্নীশোকে অধীর হইয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দুই বৎসর কাল অন্তঃপুরে থাকেন। হঠাৎ একদিন রাজসভায় আসিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে বলিলেন,—'আমি আগামী কল্য মৃগয়া করিতে যাইব, তোমরা অনুরূপ আয়োজন করিয়া প্রস্তুত থাকিবে।' এই কথা বলিয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। আমরাও সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে মহারাজ মৃগয়োচিত বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথাকালে সানুচর রাজা মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। দূরবর্ত্তী বনে পটবাস স্থাপিত হয়, নরপতি মৃগয়া করেন, আবার প্রত্যাগত হন। প্রত্যহই এইরূপ হয়। শীকারে কোন দিন ফল হয়, কোন দিন হয় না। এইরূপে প্রায় ছয়মাস অতিবাহিত হইল। একদা কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া রাজা একাকী মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর বামাকণ্ঠ-নিঃসৃত আর্ত্তনাদ তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিল; অমনি সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া তদুদ্দেশে চলিলেন। ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। যতই যান, ততই আর্ত্তনাদ দূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়, রাজাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; ইহার কারণ নির্ণয় না করিয়া ফিরিবেন না। পরে যাইয়া দেখিলেন, একটি পর্ব্বতের নিম্নদেশে পূর্ণযৌবনা একটি পরম-রূপ-লাবণ্যবতী রমণী অবগুণ্ঠনবতী হইয়া পদদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক রোদন করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া মহারাজ তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সুন্দরি! তুমি একাকিনী এ দুর্গম স্থানে বসিয়া রোদন করিতেছ কেন? তোমার রোদনের কারণ আমার নিকট সত্য করিয়া বল?' এই কথা শুনিয়া সে আরও মায়াকান্না আরম্ভ করিল, মহারাজ তাহার রোদনে মুগ্ধ ও অধীর হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সুন্দরি! তোমার এখানে কে আছে? তোমার

বিবাহ হইয়াছে কি না, আমাকে সত্য করিয়া বল।' সুন্দরী দেখিল যে, মহারাজ তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন, এখন সম্ভাষণ করাই যুক্তিযুক্ত। এই ভাবিয়া বলিল,—'মহারাজ! ইহজগতে আমার কেহই নাই; আমার বিবাহও হয় নাই। আমি শৈশবকাল হইতেই বনে বনে ভ্রমণ এবং ফল-মূল ভোজন করিয়া জীবনধারণ করিয়া আছি।' মহারাজ এই সমস্ত বাক্যজালে মুগ্ধপ্রায় হইয়া তাহাকে বলিলেন,—'দেখ, আমি যদি তোমাকে লইয়া যাই, তোমার সম্মতি আছে কি না?' যুবতী কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে বলিল,—'যদি আপনি অসহায়া চিরদুঃখিনীকে আশ্রয় দিয়া প্রতিপালকের ভাজন হন, তাহা হইলে যাইতে পারি।'

মহারাজ মনোমত নবযুবতী পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক তথা হইতে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমভিব্যাহারী লোকদিগকে তাম্বু তুলিতে আদেশ করিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ রাজাদেশ প্রতিপালন করিল। যথাকালে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া মহারাজ নবযুবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। শুভদিনে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইল। মনের আনন্দে রাজা সংসারযাত্রা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুদিন অতীত হইল, কিন্তু যুবতীর গর্ভে সন্তান-সন্ততি জন্মিল না। একদা মহারাজ রাজসভা হইতে অন্তঃপুরে যাইয়া দেখেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী নিজ বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া একখানা দর্পণ হস্তে করিয়া নানা রকম হাবভাব করিতেছে, কিন্তু মহারাজের সাড়া পাইয়া সে তৎক্ষণাৎ নিজমূর্ত্তি গোপন করত পূর্ব্বভাব ধারণপূর্ব্বক মহারাজের সহিত অন্য দিনের মত বাক্যালাপ করিতে লাগিল। মহারাজ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া মনে মনে ভাবিলেন,—'আমি এতকাল যাবৎ একটা মায়াবিনী রাক্ষসীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সংসারে লিপ্ত ছিলাম, আর না, আজ হইতেই ইহার প্রতীকার করিব।' এই বলিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তাহার হস্ত-পদ বন্ধনপূর্ব্বক নিদারুণ প্রহার করিয়া দক্ষিণদিকের পয়োধরটি তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তন করিবামাত্র সে চীৎকার শব্দ করিতে করিতে তথা হইতে পলায়ন করিল। তদবধি ঐ মায়াবিনী প্রত্যহ নিশীথ-রাত্রিতে আসিয়া মায়াকান্না আরম্ভ করে; কিন্তু মহারাজ তাহা জানিতে পারিয়া উহাকে ভয় দেখাইবার জন্য একটি বন্দুক ছুড়েন। বন্দুকের শব্দ

শুনিয়া ঐ মায়াবিনী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে শূন্যমার্গে, পলায়ন করে, আপনারা তাহাই শুনিয়াছেন।”

পরদিন প্রাতঃকালে রাজমন্ত্রী তৎপরে মহারাজ রাজসভায় আসিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। রাজকুমারগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে জ্যেষ্ঠ কুমার তাঁহাদের সমস্ত পরিচয় রাজ-সমীপে দিলেন। রাজকুমারও মহারাজের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনিও তাঁহার সমস্ত পরিচয় দিলেন। পরস্পর পরস্পরের পরিচয় পাইয়া উভয়েই প্রীতিলাভ করিলেন। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“মহারাজ! আপনাকে অভিবাদন করিতেছি, অনুগ্রহ পুরঃসর উদ্যান দেখিবার একখানা আদেশ-লিপি দিতে আজ্ঞা হয়।” মহারাজ মন্ত্রীকে আদেশ প্রদান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মন্ত্রী উদ্যান দেখিবার জন্য আদেশ-লিপি কুমারদিগকে দিয়া তিনিও যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় দুই প্রহর। কুমারেরা পূর্ব্বোক্ত লোকটিকে বলিলেন,—“বন্ধু! আর এখানে আমাদিগের বৃথা বিলম্ব করিয়া কোন ফল নাই।” এই কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি তাহাতে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া সেই উদ্যান দেখাইবার জন্য গমন করিল। তিনটি দ্বারে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কার্য্য করিয়া, রাজবাড়ী হইতে বাহিরে আসিয়া, সেই সুড়ঙ্গের দ্বারদেশে সকলে উপস্থিত হইলেন। তথায় পূর্ব্বকথিতবৎ কার্য্য করিয়া সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া বক্রগতিতে যাইতে লাগিলেন। সুড়ঙ্গের মধ্যদেশে অন্ধকার-রাশির-নাশকারী কৌশলটিও দেখা হইল। অল্পক্ষণ পরেই সকলে বাঁধা রাস্তায় সমুপস্থিত হইলেন; অনতিবিলম্বেই সেই উদ্যানের দ্বার-রক্ষকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উদ্যান-প্রবেশের আদেশপত্রখানি প্রদান মাত্র তৎক্ষণাৎ সে দ্বার ছাড়িয়া দিল। তখন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত লোকটিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া নির্ব্বিঘ্নে উদ্যান দর্শন করিতে গমন করিলেন। সকলে ক্রমে দরজায় ঢুকিয়া নিম্নদিকে নামিয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপে যাইতে যাইতে দেখিতে পাওয়া গেল, সম্মুখে একটি বৃহদায়তন পুষ্করিণী, তাহা দেখিয়া জ্যেষ্ঠ রাজকুমার পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বন্ধু! এ কি ব্যাপার?” সে বলিল,—“রাজপুত্রগণ! এই পুষ্করিণী প্রকৃত পুষ্করিণী

নহে। এ একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য!" এই কথা বলিয়া সেই ব্যক্তি যেমন একটি চক্রাকার কল ঘুরাইতে লাগিল, অমনি মুহূর্ত্তমধ্যে পুষ্করিণী কোথায় যে অদৃশ্য হইল, তাহা আর কেহ দেখিতে পাইলেন না। যেমন ঐ দৃশ্য অন্তর্হিত হইল, অমনি তথায় দিব্য একটি উদ্যান আবির্ভূত হইল। উদ্যানে নানাবিধ ফুল-ফলবান্ বৃক্ষ-সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভা পাইতেছে। তন্মধ্যে সুগন্ধি বিকসিত পুষ্প-সকল মৃদুমন্দ মলয়-হিল্লোলে সুবাস বিতরণপূর্ব্বক তাঁহাদের মন-প্রাণকে প্রমত্ত করিয়া তুলিল। বলিতে কি, সেই সমস্ত সুদৃশ্য দেখিয়া ও কুসুম-পরিমলবাহী মলয়ানিল সেবন করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বস্মৃতি অন্তর্হিত হইয়া মনোমধ্যে নব-ভাবের আবির্ভাব হইল। এইরূপে তাঁহারা মনের আনন্দে উদ্যানমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পথপ্রদর্শক রাজ-পুত্রগণের মনের ভাবান্তর বুঝিতে পারিল। যেমন তাঁহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি আবার সে তত্রত্য চক্রাকার কলটি সেইরূপে যেমন ঘুরাইল, অমনি উদ্যানটি মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল, কিছুই উপলব্ধি হইল না।

সহসা অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য! একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা নয়নপথে আবির্ভূত। কিন্তু তাহাতে যে কোন প্রাণীর নিবসতি আছে, এরূপ কোন লক্ষণ লক্ষিত হইল না। সকলে কৌতূহলী হইয়া অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিলেন, প্রবেশদ্বার রুদ্ধ। তখন কি করা কর্ত্তব্য, চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া কৌশলপূর্ণ দ্বার মোচন করিয়া দিল। কুমারেরা মনের আনন্দে অট্টালিকামধ্যে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এইরূপে অট্টালিকার তিনদিক্ ভ্রমণান্তে পূর্ব্বদিকে গিয়া দেখেন, একটি দিব্য সুসজ্জিত ও সৌরভে সুরভিত কক্ষে একটি নানালঙ্কার-ভূষিতা মহার্হ-পরিচ্ছদ-পরিহিতা রূপ-লাবণ্যবতী নবযুবতী পর্য্যঙ্কে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় অবস্থিতা থাকিয়া অন্যমনে কি চিন্তায় চিন্তিতা রহিয়াছে। রাজকুমারগণ সেই মনোরম রূপ-লাবণ্যবতীর যৌবনশ্রী দেখিয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন; তাহার অলক্ষ্যে অনেকক্ষণ অনিমেষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষুর্দ্বয়ের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন; মনে মনে ভাবিতে

লাগিলেন,—"ইনি যাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছেন বা হইবেন, না জানি, তিনি কি ভাগ্যবান্!" এইরূপে অনেকক্ষণ অতীত হইয়া গেল, পরে হঠাৎ রমণীর বক্ষঃস্থলের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, সেই নবযুবতীর * বামদিকের সুবৃত্ত পয়োধর বক্ষঃস্থলে বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু দক্ষিণাংশ স্তনহীন। তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, কুমারগণের হৃদয় কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইল। জ্যেষ্ঠ কুমার সুন্দরীর সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অয়ি ত্রিভুবন মোহিনি! তোমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই দেখিতে অতীব রমণীয়; কিন্তু দোষের মধ্যে কেবল দক্ষিণদিকের পয়োধরটি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, ইহার কারণ কি?" পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্ন করিয়াও তাহার প্রত্যুত্তর পাইলেন না। তখন তাঁহারা এই রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিবার জন্য পথপ্রদর্শকের নিকট যেমন উপস্থিত হইলেন, অমনি সে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কলত্রয় ঘুরাইয়া দিবামাত্র সেই পুষ্করিণীটি পুনরায় চক্ষুর্গোচর হইল। এই বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে বন্ধু! ঐ রূপ-লাবণ্যবতী নবযুবতী কে? কি জন্য এখানে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছে? এবং ইহার একস্তনী হইবারই বা কারণ কি?" তখন সে ব্যক্তি বলিল,—"রাজকুমারগণ! ঐ রমণীর বিষয় আমি বিশেষ কিছুই জানি না।" এই কথার পর, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে গমন করিল। যথাসময়ে সশস্ত্র প্রহরিদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সে ব্যক্তি পুনরায় তাঁহাদিগের নিকট পূর্ব্ব-অঙ্গীকারমত পারিতোষিক প্রার্থনা করিল।

* পাঠক মহোদয়গণ। উল্লিখিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নবযুবতীটিকে চিনিয়াছেন কি? এ ছদ্মবেশিনী রাক্ষসী! ইতিপূর্ব্বে মহারাজ মৃগয়া করিতে গিয়া দেখেন, এই পিশাচী পর্ব্বত-নিম্নদেশে একাকিনী বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে। রাজা ইহার রূপ-লাবণ্যে বিমোহিত হইয়া পত্নীভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক ইহাকে পরমযত্নে লইয়া আসিয়া স্বীয় অন্তঃপুরে রক্ষা করিয়াছিলেন। তদবধি ইহাকে হৃদয়েশ্বরী ভাবিয়া ইহার কপটপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া দিন-যামিনী অতিবাহিত করেন; কিন্তু একদা হঠাৎ এই রাক্ষসীকে কক্ষমধ্যে নিজ মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইয়া মহারাজ দারুণ ঘৃণায়, আশঙ্কায় ও ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ ইহার হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া নিদারুণ প্রহার পূর্ব্বক দক্ষিণদিকের পয়োধর শাণিত তীক্ষ্ণ অস্ত্রে সমূলে ছেদন করিলেন। তন্মুহূর্ত্তে বিকট চীৎকার করিয়া ঐ উদ্যানে গিয়া দুষ্টা অবস্থিতি করে; প্রত্যহ নিশীথকালে করুণস্বরে মায়াক্রন্দন করিয়া থাকে। এই সেই মহারাজার বিবাহিতা মায়াবিনী স্ত্রী।

রাজকুমারগণ পরম-প্রীতির সহিত তাঁহাদের চারিটি মহা মূল্যবান্ অঙ্গুরীয় তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। পথপ্রদর্শক আপ্যায়িত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, জ্যেষ্ঠ রাজকুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে বন্ধু! এই রাজবাড়ীতে তুমি কোন্ কার্য্যবশতঃ বসতি করিতেছ?" সে বলিল,—"আমি রাজবাড়ীর একজন পর্য্যবেক্ষক কর্ম্মচারী মাত্র।" এই কথা বলিয়া সে তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক রাজবাড়ীর অভিমুখে চলিয়া গেল। তৎপরে কুমারেরা আপনাদের নৌকাতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত নদীতীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে অসংখ্য ব্যবসায়ি-গণের অগণিত বিপণি বিরাজিত। কুমারগণ তাহাদিগকে সেই সমস্ত মূল্যবান্ দ্রব্য খুলিয়া দেখাইতে লাগিলেন। তাহারা দ্রব্যগুলি দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রতারিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,—"ওসব কিছুই নহে।" এই কথা শুনিয়া তাঁহারা ক্ষুণ্নমনে তথা হইতে নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কর্ণধারদিগকে আদেশ করিলেন,—"কর্ণধারগণ! এই স্থান হইতে ত্বরায় তরণী ছাড়িয়া দাও।" আদেশানুযায়ী কর্ণধারগণ তৎক্ষণাৎ নৌকা ছাড়িয়া দিল। এক সপ্তাহ অবিরামগতিতে তরণী চলিল। কিন্তু যে জন্য এত আয়োজন করিয়া তাঁহারা বাড়ী হইতে এত দূরদেশে আসিয়াছেন, সে কার্য্যের ত এ পর্য্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

একদা রাজকুমারগণ সান্ধ্যসমীরণ সেবন জন্য তরণীর ছাদের উপর বসিয়া নানা প্রকার গল্প-গুজব করিতেছেন, এমন সময় তাঁহাদের মধ্যে হঠাৎ এক-জনের পূর্ব্বস্মৃতি মনে পড়িল। তখন তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভ্রাতৃগণ! আমরা এতদূর যে জন্য আসিয়াছি, তাহার ত এ পর্য্যন্ত কিছুই করিলাম না।" তখন সকলের যেন পূর্ব্বস্মৃতির পুনরুদয় হইল। সমস্বরে সকলে বলিলেন,—"তাই ত ভাই! আমরা এতদিন বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি। বাড়ীতে গিয়া পিতৃদেবকে কি করিয়া মুখ দেখাইব? অতএব আগামী কল্য হইতেই প্রকৃত কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে হইবে।"

পরদিন কর্ণধার কহিল,—"রাজকুমারগণ! আর কিছু দূর নৌকা বাহিয়া গেলেই, সম্মুখে একটি সমৃদ্ধিশালিনী নগরী দেখিতে পাওয়া যাইবে। আপ-নাদের আদেশ হইলে সেই স্থানেই নৌকা রাখি। কিন্তু শুনিয়াছি, তথাকার

অধীশ্বর বড় অবিচারী; ন্যায় কি অন্যায় কিম্বা কোন প্রকার হিতাহিত-বিবেচনা না করিয়াই বিদেশীয়দিগের উপর ইচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বদা অসঙ্গত ব্যবহার করিয়া থাকেন।" ইহা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বলিলেন,—"ওহে কর্ণধার! তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করি।" তখন কর্ণধার বলিল,—"রাজকুমারগণ! শুনুন;—এই নগরীতে নানাদেশীয় বণিক্‌গণ সর্ব্বদাই নানাবিধ দ্রব্যজাত লইয়া বাণিজ্যার্থ আসিয়া থাকে। কিন্তু রাজপুরুষগণ যদি তাহাদের সামান্য একটু অপরাধ দেখিতে পায়, তাহা হইলে রাজাদেশ বলিয়া তাহাদের সমস্ত জিনিসপত্র, অর্থসম্বল তৎক্ষণাৎ আত্মসাৎ করিয়া লয়। এমন কি, শেষে হতভাগ্যদিগকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। রাজা এই অন্যায় অত্যাচারের কোনই প্রতিবিধান করেন না। রাজদ্বারে এই সমস্ত অত্যাচারের অভিযোগ করিতে কেহই সাহসী হয় না; অভিযোগ করিলেও সম্রাট্ ইহাতে কর্ণপাত করেন না; বরং রাজপুরুষদিগকে এই কার্য্যে আরও উৎসাহিত করেন। এইরূপ অত্যাচারের কথা শুনিয়া বিদেশীয় বণিক্‌গণ আর কেহই তথায় বাণিজ্য করিতে যায় না। ফলতঃ এরূপ অন্যায়াচারী অধীশ্বর পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই।"

তখন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র বলিলেন,—"আমরা ত বাণিজ্য করিতে আসি নাই যে, রাজপুরুষেরা আমাদের দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিবে? যাহা হউক, আজ ঐ স্থানে যাইয়া নৌকা রাখাই স্থির হইল। ঐ স্থানেই চেষ্টা করিয়া দেখিব, সেই অভিলষিত দৃশ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না?" দেখিতে দেখিতে যথাসময়ে তরণী নগরীর ঘাটে গিয়া পৌছিল। কুমারগণ রাজকুমারোচিত বেশে নগর-পরিদর্শন-মানসে তরী হইতে অবতরণ করিলেন। রাজমার্গে যাইতে যাইতে নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া দেখেন, সম্মুখে সমুন্নত বিচিত্র তোরণদ্বার শোভা পাইতেছে; তাহার দুই পার্শ্বে দুইজন রক্ষক দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত। তাঁহাদিগকে দেখিয়া দ্বার-রক্ষক সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনারা কে? কোথায় যাইবেন?" জ্যেষ্ঠ কুমার বলিলেন,—"আমরা সুদূরপ্রবাসী, এই নগর-দর্শনের বাসনায় আসিয়াছি।" প্রহরী কহিল,—"আমাদের মহারাজার আদেশ ভিন্ন আপনাদিগকে দ্বার ছাড়িয়া দিতে পারিব না। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি রাজাদেশ লইয়া আসি।" এই কথা বলিয়া প্রহরী

রাজাদেশ আনিতে রাজভবনোদ্দেশে চলিয়া গেল। অগত্যা কুমারগণ তথায় এদিক্ ওদিক্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

প্রহরী যথাসময়ে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিল,—"মহারাজ! এই রাজধানী পরিদর্শন-মানসে সম্ভ্রান্ত বেশধারী চারিটি বিদেশী যুবা আসিয়াছেন। তাঁহাদের নগর-প্রবেশ-সম্বন্ধে ধর্ম্মাবতারের কি আদেশ হয়?" ইহা শুনিয়া মহারাজার প্রতিনিধিস্বরূপ মন্ত্রী বলিলেন,—"প্রহরি! নগর পরিভ্রমণ কি পরিদর্শন করিতে কাহারও কোন বাঁধা নাই। কিন্তু সাবধান, তাঁহারা যেন মহারাজার নিয়মের অতিক্রম না করেন।" আদেশ পাইয়া প্রহরী মহারাজকে পুনরভিবাদনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, জ্যেষ্ঠ রাজকুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শাস্ত্রি! মহারাজ তোমাকে কি আদেশ করিলেন?" শাস্ত্রী বলিল,—"কুমারবৃন্দ! আপনারা রাজাদেশে অনায়াসেই নগরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে পারিবেন; কিন্তু যিনি মহারাজার কোন নিয়মের ব্যতিক্রম করিবেন, তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি সেই মুহূর্ত্তে রাজকোষে আচ্ছিন্ন হইবে, তাহাকেও ইহজীবনের মত কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। ইহাতে স্বীকৃত হইলে আপনাদের পক্ষে দ্বার অবারিত।" ইহা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ কুমার শাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শাস্ত্রি! কি নিয়ম, শুনিতে ইচ্ছা করি।" শাস্ত্রী বলিল, "তবে শুনুন;—যে অহঙ্কারী, যে মদগর্ব্বে গর্ব্বিত, যে পরস্ত্রীর প্রতি কুভাবে দৃষ্টি করে, এই নগরবাসিগণকে যে কোন প্রকারে প্রতারণা করিতে উদ্যত এবং হিন্দু হইয়া যে আচার-ব্যবহারে চাল-চলনে সর্ব্বদা বিজাতীয়ের আচরণ করিবে, তাহাকেই চিরজীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।"

রাজকুমারগণ তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইয়া নগর-পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন-মানসে সেই দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, শাস্ত্রীদ্বয় তৎক্ষণাৎ দ্বার ছাড়িয়া দিল। তাঁহারাও নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু সে দিন তথাকার কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া পুনরায় তরণীতে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন হইতেই পিতৃদেবের স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের অনুসন্ধান করিবেন, তাহাই তাঁহাদের স্থির হইয়া রহিল।

চতুর্দ্দশ স্তবক।

প্রথম মুনি দর্শন।

"যাও সিন্ধুনীরে ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে—
স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

পাঠক মহোদয়গণ! বানররূপী রাজকুমার পিতার স্বপ্নদৃষ্ট সেই পরমাশ্চর্য্য দৃশ্য আনিবার জন্য মহারাজের নিকট বিদায় লইয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে যে গিয়াছে, তাহার কিয়দংশ অষ্টম স্তবকে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তৎপরবর্ত্তী বিবরণ পাঠ করিয়া দেখুন।

সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলিতেছেন,—"মহাশয়! বানররূপী রাজকুমার উল্লম্ফন দ্বারা বৃক্ষশ্রেণী ভেদপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতে করিতে চলিল। কত নগর, কত বন্দর, কত গ্রাম, কত বনজঙ্গল, কত ভূধর তন্ন তন্ন করিল, কোথাও স্বপ্ন-বর্ণিত দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল না। দিবাভাগে কুমার দিব্য মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া লোকালয়ে লোকালয়ে পরিভ্রমণ করে, আবার যামিনীযোগে ক্ষুদ্র বানর-মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া বৃক্ষোপরি নিশাযাপন করিতে লাগিল। একদা রাত্রিতে কোন বৃক্ষশাখায় বসিয়া মনে মনে স্থির করিল,—"আজ হইতে আর লোকালয়ে প্রবেশ করিব না। অতঃপর বনে বনে ভ্রমণ করিয়া দেখি, কৃতকার্য্য হইতে পারি কি না।" সঙ্কল্প কার্য্যেও পরিণত হইল, পরদিন নিশাযোগে এক নিবিড় অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইল। অরণ্যের সম্মুখেই বহুবিস্তৃত শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত বৃহদাকার এক বৃক্ষ। কুমার তদুপরি আরোহণপূর্ব্বক তাহার সর্ব্বোচ্চ শাখায় উঠিয়া বসিয়া রহিল। শুক্লপক্ষের দশমী তিথি। জ্যোৎস্নালোকে চারিদিক সমুদ্ভাসিত। কুমার তরুশিরে

উপবিষ্ট। হৃদয়ে অনন্ত চিন্তার অনন্তলহরী। এদিকে রাত্রির শেষপ্রহরে শশধর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে অন্ধকারে ধরিত্রী সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, অমনি সুদূরবর্ত্তী স্থানে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা নেত্রপথে পতিত হইল। দেখিতে দেখিতে অগ্নিশিখার উজ্জ্বল আলোকে অরণ্যানী দীপ্তিময়ী হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে বানর ভাবিল,—"এই অগ্নি কোথায় এবং কেন প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা একান্তই দেখিতে হইবে।" এই ভাবিয়া তথা হইতে ঐ অগ্নিশিখা লক্ষ্য করিয়া এগাছ ওগাছ করিয়া লাফাইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু যতই যায়, ততই উহা দূরবর্ত্তী বোধ হয়। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রায় অবসান। তখন এক প্রকাণ্ড বৃক্ষমূলে ক্ষুদ্র একখানি পত্রকুটীর নেত্রপথে নিপতিত হইল। তন্মধ্যে ধ্যাননিমগ্ন এক মহামুনি যোগাসনে সমাসীন।

ক্রমে পূর্ব্বাকাশে উষা-সতীর আবির্ভাব। অরুণরাগে তরুণ দিনকর সমুদিত। আলোকও ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাপিত। প্রভাকরের ময়ূখমালার প্রভাবে ক্রমে সেই আলোকও তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া কোথায় যে বিলীন হইয়া গেল, তাহা আর উপলব্ধি হইল না। তখন বানররূপী রাজপুত্র মুনির কুটীরের নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষে বসিয়া ধ্যাননিমগ্ন মুনির জ্যোতিচ্ছটাবিরাজিত শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ধ্যানভঙ্গের বিলম্ব দেখিয়া মনে মনে ভাবিল,—"এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? কিন্তু ইহাঁর সহিত একবার পরিচিত না হইয়া কিছুতেই অন্যত্র যাইব না। পাছে ধ্যানভঙ্গ হয়, এই কারণে বাক্‌স্ফূর্ত্তি করিতেও সাহস হয় না। শেষে কি ইহাঁর কোপানলে ভস্মীভূত হইব? ভাল, উহাঁর পশ্চাদ্ভাগে গিয়া 'গুরুদেব!' বলিয়া প্রণাম করি, তাহা হইলে কোপের আশঙ্কা থাকিবে না।" এইরূপ কল্পনা করিয়া বানররূপী রাজকুমার ধীরে ধীরে অবতরণপূর্ব্বক দিব্য রাজকুমারের বেশ ধারণ করিল এবং মুনির পশ্চাদ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—"গুরুদেব, প্রণাম করি! গুরুদেব, প্রণাম করি!! গুরুদেব, প্রণাম করি!!!" বারত্রয় সম্বোধন করিবামাত্র মুনির ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া রোষভরে জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"কে রে! অসময়ে আমার ধ্যানভঙ্গ করিয়া আমার যোগানন্দের বিঘ্নকারী হইলি? কিন্তু তোর পরমসৌভাগ্য যে, আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া এ কার্য্য করিস্ নাই;

তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই তুই মদীয় তপঃপ্রভাবে ভস্মীভূত হইতিস্। আমার পশ্চাদ্দিকে থাকিয়া বুদ্ধির কার্য্যই করিয়াছিস্, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তোর মনোবাসনা পূর্ণ হউক।"

তখন রাজকুমার বিনয়নম্রবচনে তপোনিধিকে জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রভো! এ দাস কি এক্ষণে আপনার পদে প্রণিপাত করিবার যোগ্য?" সহাস্থে মুনিবর বলিলেন,—"বৎস! আমি অভয় দিতেছি, তোর কোন ভয় করিবার কারণ নাই; এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে আমার সম্মুখে আসিতে পারিস্।" মুনিবর-প্রমুখাৎ এই অভয়বাণী শুনিয়া রাজকুমার তৎক্ষণাৎ পুরোবর্ত্তী হইল; ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি পুরঃসর তদীয় পদধূলি গ্রহণ করত নীরবে কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান থাকিয়া মুনিবরের অনুমতি অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত। অতঃপর মুনিপুঙ্গব বলিলেন,—"বৎস! তুমি যে এই দুর্গম স্থানে আসিয়াছ, যোগবলে অগ্রেই তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু তোমার অভিলষিতসিদ্ধি অতিশয় আয়াসসাধ্য; সে দ্রব্য সহজে প্রাপ্তব্য নহে।" রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল,—"হে তপোধন! এ দাসকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়া দিন যে, পিতার অভিলষিত দ্রব্য সংগ্রহের জন্য আমাকে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, আপনার আশীর্ব্বাদ লাভ করিলে, উহা যত কেন কঠিন কার্য্য হউক না, আমি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইব না, ইহার জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়াছি। যে পিতার কৃপায় জগৎসংসার দেখিলাম, যে পিতার অন্নে এই ছারদেহের পুষ্টি, তাঁহার কার্য্যোদ্ধারের জন্য দেহপাত হইলেও আত্মাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিব; কেন না, শাস্ত্রে আছে,——

'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥'

যদি আমার প্রতি এতই অনুকম্পা হইয়াছে, "যাহাতে আমার পিতৃ-কার্য্যোদ্ধার হয়, তদুপায় বলিয়া দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" এই বলিয়া সেই তপোনিষ্ঠ ঋষির চরণযুগলে নিপতিত হইল।

কুমারের পিতৃভক্তি ও দৃঢ় অধ্যবসায় দর্শনে তাপসের হৃদয় প্রসন্ন হইল। কহিলেন,—"বৎস! তবে শুন;—আমাকে যেরূপ দেখিতেছ, এইরূপ আমার

আরও তিন সহোদর এই তপোবনের অপরাংশে তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। এই বনভাগের দক্ষিণদিকে ক্রমাগত দুই দিনের পথ অতিক্রম করিলে আমার দ্বিতীয় সহোদরকে প্রথমে দেখিতে পাইবে। তাঁহাকেও এইরূপে পশ্চাদ্দিক্ হইতে 'গুরুদেব' বলিয়া প্রণাম করিও। পরে তথা হইতে তিন দিন চলিয়া গেলেই আমার তৃতীয় সহোদরের দর্শন ঘটিবে। তাঁহাকেও ঐরূপ পশ্চাদ্দিক্ হইতে 'গুরুদেব' বলিয়া প্রণাম করিও। অনন্তর তাঁহার নিকট হইতে চারিদিন দক্ষিণদিকে গেলেই আমার কনিষ্ঠ সহোদরকে দেখিতে পাইবে। তিনি মহাতেজা, মহাশক্তিমান্ ও মহাতপা। বিশেষ সাবধানে পশ্চাদ্দিক্ হইতে 'গুরুদেব' বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিও; বিশেষ বিবেচনার সহিত তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিও। দেখিও বৎস, সাবধান! পুনঃ পুনঃ সাবধান! যেন ব্রহ্মকোপানলে দগ্ধ হইও না। সেই ঋষির প্রসন্নতা দেখিলে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবে; যে জন্য আয়াস-স্বীকার করিয়া এই দুর্গমে উপস্থিত হইয়াছ, তখন সেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। যখন তুমি স্বকার্য্য-সাধন করিয়া স্বদেশে গমন করিবে, তখন আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া যাইও; তাহা হইলে আমার নিদর্শনস্বরূপ তোমাকে একটি বস্তু প্রদান করিব।"

অভীষ্টসিদ্ধিসূচক এই গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইয়া রাজপুত্র বলিল,—"গুরুদেব! এ দাস এক্ষণে আপনার নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করিতেছে।" এই বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। মুনিবরও দক্ষিণহস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"যাও বৎস, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হউক।" অনন্তর রাজপুত্র আর তথায় অপেক্ষা না করিয়া ক্রমে বন হইতে বনান্তরে চলিতে লাগিল। যখন দেখিল যে, আর মুনিবরের আশ্রম দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তখন পুনরায় বানরমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উল্লম্ফন-প্রোল্লম্ফন দ্বারা দ্রুতগতিতে ধাবিত হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় মুনির প্রসঙ্গ।

কপিরূপী রাজপুত্র প্রথম-মুনি-কথিত পথানুসারে দ্বিতীয় তাপসের তপোবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। কতদূর অতীত হইলে সেই

মুনির আশ্রম নয়নগোচর হইবে, কতক্ষণে তাঁহার দর্শন পাইয়া এই উৎকণ্ঠিত বিচলিত মন-প্রাণ চরিতার্থতালাভ করিবে, এই চিন্তাই হৃদয়ে বলবতী। এই ভাবে পথিমধ্যে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। এদিকে দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। ক্রমে ধূসরবসনা সন্ধ্যাসতী ধীরে ধীরে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। পূর্ব্বাকাশে শশধর স্বদীয় শুভ্র জ্যোৎস্নারাশিতে জগৎকে বিভাসিত করিতে লাগিল। কাননতরুরাজির পত্রসমূহে সুধাকরকর পতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন মরকতমণি গলিত সুবর্ণে বিধৌত হইতেছে। কুসুমপরিমলবাহী সুস্নিগ্ধ মলয়-মারুতের মৃদুমন্দ-হিল্লোলে বানরের ক্লান্তদেহে লাগিয়া তাহার কায়মন-প্রাণকে জুড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বানর সমস্ত দিনের পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এক কুসুমিত তরুর ঘনপল্লবিত উন্নত শাখায় চিন্তাক্লিষ্টচিত্তে উপবিষ্ট হইয়া শ্রমাপনোদন করিতে লাগিল। কিন্তু দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার উৎপীড়নে যাহার চিত্ত সর্ব্বদা উত্তাপযুক্ত, মলয়-মারুতের মৃদুল-হিল্লোলে তাহার শান্তি-লাভ কোথায়? মনের অনল বাহিরের স্নিগ্ধতায় কখনও নির্ব্বাপিত হইতে পারে কি না, বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়ই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

প্রকৃতির গতি ও কার্য্যকারিতা বড়ই বিস্ময়োদ্দীপক। মানবের স্বল্প জ্ঞান ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি সে তত্ত্ব নিরূপিত করিতে সকল সময়েই পরাস্ত হয়। এই গূঢ়তত্ত্বের আবিষ্কারের জন্য—এই অসীম রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটনের জন্য কতই জ্ঞান-বিজ্ঞান-শাস্ত্র রচিত হইল, তথাপি ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য নিরূপণে কেহই সমর্থ হইল না—জানি না, সুদূর ভবিষ্যতে কখনও হইবে কি না। যাহা হউক, বৃক্ষশাখায় বিশ্রামলাভও বানরের অদৃষ্টে ক্ষণস্থায়ী হইয়া উঠিল। পশ্চিমাকাশে বিদ্যুদ্‌গর্ভ কাল-মেঘের ঈষৎ সঞ্চার হইল। দেখিতে দেখিতে গগনপটের সমন্তাৎ ঘোর-ঘনঘটাচ্ছন্ন! তারকারাজি-সম্বলিত চন্দ্রমাই বা কোথায়? আর স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রিকারাজিই বা কোথায়? কুসুমসুবাসিত মলয়-মারুত-হিল্লোল অন্তর্হিত হইল, চন্দ্রমাশালিনী যামিনীও মসীময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিল। এদিকে প্রবলবেগে প্রভঞ্জন বহিতে লাগিল, শ্রবণবিদারী গর্জ্জনের সহিত সজল জলদের কোলে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। মুষলধারে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারাতে ধরাতল প্লাবিত হইয়া গেল। ঝটিকার ভীষণবেগে

রাজকুমারের আশ্রয়স্থান কুসুমিত তরুর শাখা এরূপ ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে লাগিল যে, তাহাতে সে কিছুতেই স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে পারিল না। ক্রমে ঝঞ্ঝাবাতে সেই বৃক্ষশাখা মড়্‌মড়্‌ শব্দে বানরের সহিত ভূতলশায়ী হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী ঘোর-ঘনঘটায় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। তখন বানররূপী রাজকুমার সেই নিবিড় অন্ধকারে প্রকৃতির উৎপাত সহিয়া অবিশ্রান্ত-গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। অবিরত স্ফুরিত বিদ্যুদালোকের সাহায্যে যাইতে যাইতে সম্মুখে বহুকালের পুরাতন একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ নেত্রপথে নিপতিত হইল। বানর তাহার নিম্নভাগের একটা কোটরমধ্যে আশ্রয় লইল; কিন্তু সেখানেও অধিকক্ষণ থাকিতে সমর্থ হইল না। ঝটিকার প্রবলবেগে তরুবরের শাখাপত্র দিগ্‌দিগন্তে উড়িয়া যাইতে লাগিল। অবিরল বৃষ্টির ধারা বৃক্ষের গাত্র বাহিয়া তরু-কোটরে প্রবিষ্ট হওয়াতে তথায় অবস্থিতি একান্ত কঠিন হইল। অগত্যা বানর সে স্থানও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া পুনরায় সেই দুর্যোগ মাথায় করিয়া চলিতে লাগিল। এদিকে তাহার সমস্ত শরীর বৃষ্টির জলে আর্দ্র, তাহার উপর তুষারশীতল বায়ু-স্পর্শে তাহার অঙ্গযষ্টি যেন জমাট বাঁধিয়া গেল। তথাপি সেই অবস্থায় কাঁপিতে কাঁপিতে আশ্রয়ানুসন্ধানে চলিতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দূর গেলে, হঠাৎ বিদ্যুদালোকে দেখিতে পাইল, সম্মুখে একটি বহুকালের পুরাতন দেবমন্দির বিরাজ করিতেছে। তথায় বহুকষ্টে উপস্থিত হইল; কিন্তু মন্দিরমধ্যে প্রবেশের দ্বার দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন সে প্রবেশদ্বার বাহির করিবার জন্য তাহার চতুষ্পার্শ্ব পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিতে লাগিল সহসা একটি দ্বার পুরোভাগে লক্ষিত। দ্বারের কাছে দিব্য একটি বারাণ্ডা। ইহা দেখিয়া মন্দিরমধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। রজনী যেরূপ দুর্যোগময়ী, তাহাতে সে যদি মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া থাকিত, তাহা হইলে এতক্ষণ যে তাহাকে ইহসংসার হইতে অপসৃত হইতে হইত, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

দেখিতে দেখিতে ঝটিকার বেগ মন্দীভূত হইল। প্রকৃতির সেই সমস্ত উৎপাত দূরীভূত হইয়া পুনরায় জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর আবির্ভাব। চারিদিক্

আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তখন বানর জ্যোৎস্নালোকের সাহায্যে দেখিতে পাইল, মন্দিরের দ্বার-সম্মুখে বৃক্ষ-শাখা-প্রশাখা পড়িয়া প্রবেশদ্বার একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এমন কি, সে যে স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, সেখান পর্য্যন্ত বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা আসিয়া আবৃতপ্রায় করিয়া রহিয়াছে। এইরূপে সে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল,—"হা জগদীশ! এইরূপ কষ্টভোগের জন্যই কি আমাকে মহান্ রাজকুলে বানররূপধারী করিয়া পাঠাইয়াছিলে? লোকে কথায় বলে, অনেক তপস্যায় রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিতে পারা যায়, কিন্তু কৈ, আমার অদৃষ্টে যে তাহার বিপরীত ফল ফলিতেছে। কঠোর সাধনার ফলে রাজকুলে জন্মিলে কত সুখভোগ করিতে পারা যায়। অহো! আমি কি সেরূপ কোনও সাধনা করি নাই? জগৎপতে! আমার করুণসম্বোধনে তোমার হৃদয় দ্রবীভূত হয় নাই, তাই বুঝি সেই অপরাধের জন্য প্রকৃতির এতদূর ভয়াবহ দুর্যোগে পতিত হইয়া মুমূর্ষু দশা প্রাপ্ত হইতেছি। জননি! তুমি এ সময় কোথায়? আমি যে তোমার পরমস্নেহের বানররূপধারী পুত্র! মা গো! আমাকে প্রসব করিয়াই তুমি মহারাজের বিষনয়নে পড়িয়াছ। মা গো! তুমি রাজমহিষী হইয়া রাজসুখভোগে বঞ্চিত হইয়াছ; আমাকে লইয়াই তুমি বিব্রত। তোমার পরমস্নেহের সেই অধম বানরপুত্র আজ ভীষণ দুর্গম স্থানে আসিয়া বুঝি প্রাণে মারা যায়। হতভাগ্য বোধ হয় আর বুঝি তোমার শ্রীচরণ দর্শনে সুখী হইবে না। মাতঃ! আমি আসিবার কালীন তুমি মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিলে, 'আমার বানরপুত্র যদি মহারাজের স্বপ্নদৃষ্ট পরমাদ্ভুত দ্রব্য আনিয়া দেখাইতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রাজা হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া প্রজাপালন করিবে, আর আমি রাজমাতা হইব।' মা গো! তোমার সেই মনের আশা মনেই বিলীন রহিল; আজ আমার ইহজীবনের লীলাখেলা শেষ হইবার উপক্রম হইতেছে। তবে যদি মা! তোমার পূর্ব্বজন্মের কোন সুকৃতি থাকে, তবেই ত তোমার মনের বাসনারূপ তরু মুকুলিত, পুষ্পিত, ক্রমে ফলবান্ হইয়া জগতে তুমি রাজমাতা বলিয়া পরিচিত হইবে। কিন্তু মা, আর যে সহ্য হয় না! বিপদ্‌সময়ে একবার তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে।" এইরূপ বহু বিলাপের

পর বানররূপধারী রাজকুমার কাঁপিতে কাঁপিতে অচৈতন্য হইয়া সেইখানে পড়িয়া রহিল।

এদিকে পর্ব্বতসানু ভেদ করিয়া স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিতে করিতে ভাস্করদেব পূর্ব্ব-গগনের মধ্যস্থলে আসিয়া উদিত হইলেন। তদীয় প্রচণ্ড রশ্মিতে বনস্থলীর বৃক্ষ লতার পল্লবসমূহ উত্তাপ-বহনে অসমর্থ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল, খরতর রৌদ্রে উত্তাপযুক্ত পবন ক্রমে ক্রমে বানরের গাত্রে আসিয়া পড়িতে লাগিল। ইহাতে তাহার ক্রমে ক্রমে চৈতন্যের সঞ্চার হইল। তখন সে আবার ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। অনতি-বিলম্বেই একটা বিস্তৃত প্রান্তরমধ্যে উপস্থিত হইল। তথায় অনেকক্ষণ বসিয়া থাকাতে তাহার দেহে পূর্ব্বরূপ বলের সঞ্চার হইল, তখন সে মনের আনন্দে মুনির উদ্দেশে গমন করিতে লাগিল। এদিকে ক্রমে চলিয়া যাইতে যাইতে বেলা প্রায় অতীত হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে রজনীর প্রারম্ভে পুনরায় জ্যোৎস্না দেখা দিল। তখন বানর একটি উচ্চতম বৃক্ষ-শাখায় আরোহণপূর্ব্বক পূর্ব্বকথিত বিষয় একমনে চিন্তা করিতে লাগিল। এমন সময় পূর্ব্বোক্তরূপ জ্যোৎস্নালোকে বনস্থলীর কোন কোন নিদর্শন দেখিতে পাইল, জ্যোৎস্নান্তে প্রথম মুনির রূপ-জ্যোতির ন্যায় জ্যোতি তাহার নয়নপথে নিপতিত হইল। তখন বানর মনে মনে ভাবিল,—"এইবার বোধ হয়, দ্বিতীয় মুনির আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি।"

এদিকে দেখিতে দেখিতে সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। পূর্ব্বাকাশে ঊষার আলোকে বনস্থলী বিশদমূর্ত্তি ধারণ করিল। নবোদিত প্রভাকরের আলোকে নির্জ্জীব জগৎ যেন সজীব হইয়া উঠিল। বানর বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কুমারের বেশ ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ক্ষণপরে দ্বিতীয় মুনির দর্শন পাইয়া পূর্ব্বোক্ত মতে তাঁহার পশ্চাদ্দিক্ হইতে বারত্রয় 'গুরুদেব' বলিয়া প্রণাম করিল। সেই প্রণামসম্বোধন কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র গভীর শব্দে মুনি বলিলেন,—"কে রে! এ দুর্গম অরণ্যমধ্যে আসিয়া আমার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছিস্? সৌভাগ্যবশে আমার সম্মুখে আসিস্ নাই; নতুবা অচিরেই ভস্মীভূত হইতিস্। যাহা হউক, আশীর্ব্বাদ করি, তোর মনোবাসনা পূর্ণ হউক।"

তখন বানররূপধারী রাজকুমার তাপসমুখে প্রসাদপূর্ণ আশীর্ব্বাদ শুনিয়া পরম আপ্যায়িত হইল এবং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সাষ্টাঙ্গে প্রণামানন্তর তদীয় পদধূলি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নীরবে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "না জানি, গুরুদেবের সকাশে কিরূপ বাক্য শুনিব।" কিঞ্চিৎ পরে গুরুদেব বলিতে লাগিলেন,—"বৎস! আমার আরও দুই সহোদর এই বনের অপরাংশে ধ্যাননিমগ্ন আছেন। এই স্থান হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিলে তিন দিন পরে একের সাক্ষাৎ পাইবে। এইরূপে তাঁহারও পশ্চাদ্দিকে থাকিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিবে। অনন্তর চারিদিন দক্ষিণদিকে গেলে আমার কনিষ্ঠ সহোদরকে দেখিতে পাইবে। তিনি অতীব মহাতেজা, সাবধানে তাঁহার পশ্চাদ্দিক্ হইতে 'গুরুদেব' বলিয়া প্রণাম করিও। আর যখন তুমি স্বকার্য্য-সাধন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবে, তখন একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইও, সেই সময় আমার নিদর্শন-স্বরূপ তোমাকে একটি বস্তু দিব।" অনন্তর রাজকুমার ঋষি-প্রদত্ত ফলাদি ভোজন করিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিল।

পরদিন বানররূপী রাজকুমার নিদ্রাভঙ্গের পর সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিয়া, গুরুদেবকে প্রণামান্তে বিদায় প্রার্থনা করিলে, তাপসপ্রবর সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, সর্ব্বত্রই তোমার মঙ্গল হউক।" তখন বানররূপী রাজকুমার দ্বিরুক্তি না করিয়া তথা হইতে দক্ষিণদিকে শুভযাত্রা করিল। নানাবিধ বনপথ অতিক্রম করিতে করিতে দিবাভাগ সমতীত হইল। সন্ধ্যা সমাগত। তখন মনুষ্যরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় কপিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের উচ্চ শাখায় বসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—"আমি যে জন্য ঈদৃশ দুর্গম স্থানে আসিয়াছি, এ পর্য্যন্ত ত তাহার কিছুই কূলকিনারা করিতে পারিতেছি না।" এইরূপ চিন্তাক্লিষ্ট মনে সে রাত্রি অতিবাহিত হইল।

তৃতীয় মুনির কথা।

পরদিন বানর বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক আবার বনপথ দিয়া চলিতে লাগিল। এদিকে দেখিতে দেখিতে বেলাও এক প্রহর অতীত। তথাপি

গতির বিরাম নাই। এমন সময় দেখিল, অনতিদূরে কতকগুলি পয়স্বিনী মহিষী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বানর তথায় উপস্থিত হইল, কিন্তু কোনও মনুষ্যকে দেখিতে পাইল না। ভাবিল,—"এই মহিষীগুলি যখন শ্রেণীবদ্ধরূপে বাঁধা রহিয়াছে, তখন অবশ্যই ইহাদের পালনকর্ত্তা কেহ আছে।" এই বিবেচনায় তত্রত্য একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া মনোমধ্যে এইরূপ আন্দোলন করিতেছে, এমন সময় পূর্ব্বদিকে নেত্রপাত হইবামাত্র দেখিল, তথায় একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলদেশ দিব্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখিলেই বোধ হয়, যেন তথায় বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। তখন বানর বৃক্ষ হইতে নামিয়া তথায় যাইয়া দেখিল, ঐ বৃক্ষের একটি শাখা নিম্নদিকে হেলিয়া রহিয়াছে। তাহার সহিত এক ব্যক্তির পদ উর্দ্ধদিকে আবদ্ধ রহিয়া নিম্নদিকে দেহ লম্বিত রহিয়াছে। সবিস্ময়ে নিকটে গিয়া দেখিল, তাহার মস্তকটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূপতিত রহিয়াছে। আরও দেখিল, ঐ ছিন্নশীর্ষ শরীরের নীচে একটি উনানে প্রকাণ্ড এক কটাহ স্থাপিত রহিয়াছে, তাহা ঘৃতে পরিপূর্ণ। হু হু শব্দে অগ্নি জ্বলিতেছে। ঐ ব্যক্তির লম্বিত দেহ হইতে যেমন ঐ কটাহে এক এক ফোঁটা রক্ত পড়িতেছে, তৎক্ষণাৎ উহা দিব্য এক একটি পদ্মপুষ্পে পরিণত হইয়া কটাহ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া কোথায় যে চলিয়া যাইতেছে, তাহার আর কিছুই নিদর্শন করিতে পারিল না। এইরূপে যত ফোঁটা রক্ত ঐ কটাহে পড়িতেছে, তৎসমস্তই পদ্মপুষ্প হইয়া চলিয়া যাইতেছে। তখন রাজকুমার এই বিস্ময়াবহ ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, "এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার মর্ম্মার্থ অবগত না হইয়া আর আমি কোথাও গমন করিব না।" এইরূপে অনেকক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া একাগ্রচিত্তে ঐ অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিল। তৎপরে তথা হইতে আরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে গিয়া দিব্য একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাইল। তাহার চতুষ্পার্শ্বে বন, কেবলমাত্র দক্ষিণ কোণ শূন্য। বানর সেইদিকে গিয়া দেখিল, ঐ দিকেই পুষ্করিণীর 'জান'। কিঞ্চিৎপরে আরও দেখিতে পাইল যে, সেই একটি পদ্মপুষ্প পুষ্করিণীর মধ্যদেশ হইতে উঠিয়া ঐ 'জান' দিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইতেছে। বানর বহুক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া ঐ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া, পরে ঐ পদ্মপুষ্পটি কোথায় যাইতেছে, তাহা

জানিবার জন্য তদনুসরণ করিল। কিছু দূরে যাইয়া দেখিল, একটি স্রোতস্বিনী নদী। তন্মধ্য দিয়া পদ্মপুষ্প এক একটি পর্য্যায়ক্রমে দ্রুতগতিতে ভাসিয়া যাইতেছে। উহা দেখিয়াই বানর পুনরায় যথাস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত কটাহের দক্ষিণদিকে দাঁড়াইল; দেখিল, তথায় একটি সুড়ঙ্গ বিদ্যমান। যেমন কটাহ হইতে তন্মধ্যে একটি পদ্মপুষ্প লাফাইয়া পড়িল, অমনি তাহা সেই পুষ্করিণীর মধ্যদেশ দিয়া উঠিয়া যাইল। এই অত্যাশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দেখিতে দেখিতে প্রায় দিবাভাগ শেষ হইয়া আসিল। সহসা দুইজন বিকটাকার ভীষণমূর্ত্তি লোক তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা বৃক্ষলম্বিত শিরোহীন ব্যক্তির দেহ শাখা হইতে নামাইয়া মস্তকটি আনিয়া তাহার সহিত সংযোজনা করিয়া দিয়া পর্য্যায়ক্রমে শতবার প্রদক্ষিণ করিল; অমনি সেই ব্যক্তি জীবিত হইয়া উঠিয়া বসিল। তখন তাহারা পূর্ব্বোক্ত মহিষীগুলি দোহন করিয়া সেই ব্যক্তির সম্মুখে সমস্ত দুগ্ধ রাখিয়া দিল। সে তখন ইচ্ছাপূর্ব্বক যতটুকু পারিল পান করিল; তৎপরে তাহারা অবশিষ্ট দুগ্ধ উদরস্থ করিয়া ফেলিল। এই বিচিত্র ঘটনা দেখিয়া বানর বৃক্ষশাখায় বসিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য?" পরিশেষে উহাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হওয়াই স্থির করিল, ভাবিল,—"যাহা অদৃষ্টে থাকে ঘটিবে।" এই চিন্তা করিয়া দিব্য পুরুষমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল,—"ওহে যুবক! ঈদৃশ দুর্গম স্থানে কোথা হইতে কি প্রকারে তুমি উপস্থিত হইলে?" কুমার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিলে, তাহারা সকলেই অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। তন্মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল,—"যুবক! তুমি যে উদ্দেশে এত দূরে আসিয়াছ, সে জন্য আমরা তোমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিই।" পরে রাজকুমার তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহোদয়গণ! ঐ ব্যক্তিকে কি জন্য ছিন্নশিরা করিয়া পদে রজ্জু লাগাইয়া বৃক্ষশাখায় ঝুলান হইয়াছিল, কেনই বা তাহার নিম্নে ঘৃতপূর্ণ কটাহ চুল্লীর উপর স্থাপিত রহিয়াছে, কেনই বা নিয়ত জ্বাল দেওয়া হইতেছে? আবার দেখিতেছি, তাহার এক ফোঁটা শোণিত ঐ কটাহে যেমন পড়িতেছে, অমনি উহা এক একটি পদ্মপুষ্পে পরিণত হইয়া কটাহ হইতে লাফাইয়া পড়িতেছে। পরে ঐ সুড়ঙ্গমধ্যে

পড়িয়া ঐ পুষ্করিণীর মধ্য হইতে উঠিয়া দ্রুতগতিতে স্রোতস্বিনীর বক্ষ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, ইহারই বা কারণ কি ?"

তচ্ছ্রবণে পূর্ব্বোক্ত বিকটাকার মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্য হইতে একজন কহিল,—"যুবক! শ্রবণ কর;—ইহজগতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ঈদৃশ কঠোর তপস্যা একাদিক্রমে সপ্তজন্ম করিতে পারিবে, সেই এই জগতের রাজা হইতে পারিবে। ঐ ব্যক্তি একাদিক্রমে একপক্ষ কাল ঐরূপ করিলে পর, আবার আমরা দুইজন পর্য্যায়ক্রমে ঐরূপ তপোনুষ্ঠান করিব। বহুদিন যাবৎ আমরা এই কঠোরব্রত গ্রহণ করিয়া এইখানে বাস করিতেছি। ঐ যে সকল পদ্মপুষ্প নদীস্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখিতেছ, সুরপুরবাসিনীরা তাহা সযত্নে গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা তাহাদের মনোভীষ্ট-সাধনের জন্য শূলপাণির পূজা করিতেছে।"

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত। অমনি তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইল, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। রাজকুমার পুনরায় বানর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখায় উঠিয়া বসিয়া থাকিল। ভাবিল,—"আমার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত এমন কি কঠোর তপঃফল আছে যে, তৎফলে রাজরূপে রাজ-সিংহাসনে বসিবার অধিকারী হইব ? জন্মান্তরীণ তপঃফল থাকিলে নিশ্চয়ই মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" ইত্যাকার চিন্তায় সে রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রাতঃকালে বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে ক্রমাগত দুই তিন দিন চলিতে চলিতে তৃতীয় মুনির আশ্রমের কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সন্ধ্যা সমাগত হইল। তখন একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের অত্যুচ্চ শাখায় আরূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল।

এদিকে নভোমণ্ডলে তারাসহ শশধর বিরাজিত থাকিয়া রজনীকে তদীয় শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন। বনস্থলীর বৃক্ষরাজীর পাতায় পাতায় চন্দ্রমাচন্দ্রিকার বিকাশ পরম শোভা ধারণ করিল। মৃদুমধুর সমীরণে নবপল্লব-সমূহ ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। তাহার উপর নিশির শিশির-কণা লাগাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, মুক্তাবিম্ব-সকল ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্যোতিম্মান্ রূপে প্রতিফলিত হইতেছে। এইরূপে নিশীথিনীকে শোভাময়ী করিতে করিতে শশধর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। ঘোর তমঃপুঞ্জ জগৎসংসার অধিকার করিল; এমন কি, সম্মুখস্থ বৃক্ষও দৃষ্টিগোচর হইল না।

তখন বানর ক্ষণকাল এদিক্ ওদিক্ উঁকি ঝুঁকি দিয়া দেখিতে লাগিল, এমন সময় কোথা হইতে একটা রশ্মি আসিয়া হঠাৎ তাহার নয়নপথে পতিত হইল। ইহাতে সে ঐ আলোকটিকে লক্ষ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ অরণ্যপথ বাহিয়া অনতিবিলম্বেই তথায় উপস্থিত হইল। এদিকে রজনীও প্রভাত। মুহূর্ত্তমধ্যে চতুর্দ্দিক্ দিবাকরের আলোকে আলোকিত হইল; তৃতীয় তাপসের আশ্রমও বানরের নয়নপথে পতিত হইল। সে অতিসন্তর্পণে তাঁহার পশ্চাদ্দিকে যাইয়া বারত্রয় "গুরুদেব! প্রণাম করি" বলিয়া বন্দনা করিলে, তাপসপ্রবরও পূর্ব্বকথিত দুই মুনির ন্যায় অতিশয় রোষপরবশ হইয়া বলিলেন,—"কে রে! ঈদৃশ দুর্গম স্থানে আসিয়া আমার নিকট শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছিস্? ভাগ্যক্রমে আমার পশ্চাদ্দিকে আসিয়া প্রণাম করিয়াছিস্, নতুবা সম্মুখ দিয়া আসিলে এই মুহূর্ত্তেই তোকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতাম। এক্ষণে যে হইস্, আশীর্ব্বাদ করি, তোর মনোবাসনা পূর্ণ হউক।" তৃতীয় মুনিকে এইরূপ করুণাপরবশ দেখিয়া বানররূপী রাজকুমার বলিল,—"গুরুদেব! এ দাস কি এক্ষণে আপনার সম্মুখে উপস্থিতির জন্য সাহসী হইতে পারে?" মুনিবর বলিলেন,—"বৎস! অভয় দিতেছি, তোর কোনও ভয় নাই; স্বচ্ছন্দে আসিতে পারিস্।" তখন কুমার বানর-মূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাপসের সম্মুখে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। তিনি তখন দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"বৎস! আমি যে এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছি, তাহা তুমি কাহার নিকট জানিতে পারিলে?" রাজকুমার সমস্ত কথা তাঁহার নিকট সবিস্তার বর্ণন করিল। তচ্ছ্রবণে তাপসবর বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"বৎস! তুমি যাহা বলিলে, সমস্তই বিস্ময়জনক। আমার কনিষ্ঠ সহোদর এই বনের অপরাংশে আছেন। এই বনপথ দিয়া দক্ষিণদিকে ক্রমাগত যাইলে চারি দিন পরে তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিবে। তিনি মহাতেজা ও মহাতপা। সাবধানে তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিও এবং এইরূপে তাঁহাকেও পশ্চাদ্দিক্ হইতে প্রণাম করিও। সাবধান! গৃহে ফিরিয়া যাইবার সময় আমার সহিত অবশ্য সাক্ষাৎ করিয়া যাইও, তখন আমার নিদর্শন-স্বরূপ তোমাকে একটি বস্তু প্রদান করিব।"

তখন রাজকুমার দ্বিরুক্তি না করিয়া মুনিবরকে পুনরায় প্রণাম করিয়া তদীয় পদরজ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক তথা হইতে বিদায় লইয়া ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। এই ভাবে কতক দূর যাইয়া আবার পূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়া চতুর্থ মুনির উদ্দেশে ধাবমান হইল।

চতুর্থ মুনির বিবরণ।

বানররূপী রাজকুমার ক্রমে তাপসত্রয়ের সহিত পরিচিত হইয়া, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া চতুর্থ মুনির উদ্দেশে দ্রুতগতিতে বনে বনে চলিয়া যাইতে লাগিল। পথে তিন দিন অতিবাহিত। চতুর্থ দিনের প্রাতঃকালে একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সম্মুখের একটি বৃহদাকার বৃক্ষের নিম্ন-প্রদেশের শাখায় তিনটি মৃতমৃগ বন্ধনাবস্থায় বিলম্বিত রহিয়াছে; কিন্তু কে যে ইহা বাঁধিয়া রাখিয়াছে, এরূপ কোনও লোককে তথায় দেখিতে পাইল না। ক্রমে সেখানে যাইয়া দেখিল যে, সে স্থানটি দিব্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে। তদ্দর্শনে সে মনে মনে অনুমান করিল, বোধ হয়, অবশ্যই এখানে কোন না কোন লোকের বাস আছে। যাহা হউক, ঐ মৃগ যে কে এ স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, ইহা না জানিয়া কদাচই এ স্থান পরিত্যাগ করিব না। মনে মনে এইরূপ কল্পনা স্থির করিয়া তত্রত্য একটি বৃক্ষের উচ্চ শাখায় উঠিয়া বসিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে বেলাও প্রায় অবসান, তথাপিও তথায় জনমানবের সমাগম হইল না। তখন বানর মনে করিল, বোধ হয়, কেহ না কেহ এখনই এখানে আসিবে, তাহার আর বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে কতকগুলা মনুষ্যাকৃতি আরণ্যনর তথায় আসিয়া সমুপস্থিত হইল। তাহাদের আকৃতি অতি কদাকার; দেহ অপেক্ষা মস্তকের আয়তন বৃহৎ, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট। উদর হইতে নিম্নভাগ ঊর্দ্ধাংশ হইতে অধিক লম্বা, হাত দুইখানাও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, উদর একটি বৃহৎ গহ্বরতুল্য, হস্ত ও পদের অঙ্গুলি সকল লম্বা লম্বা, নখগুলি বড় বড়; মুখব্যাদান করিলে, বোধ হয়, যেন অর্দ্ধমণ আহারীয় বস্তু একগ্রাসে মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হইতে পারে। গাত্রময় অর্দ্ধহস্ত-পরিমিত লোমাবলী। মস্তকে শণের ন্যায় সুদীর্ঘ কেশ।

এইরূপ বিসদৃশ আকৃতি দেখিয়া বানর ভয়ে নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দভাবে অতি সঙ্গোপনে বসিয়া তাহাদের কার্য্যকারিতা দেখিতে লাগিল। তাহারা বৃক্ষ-শাখা হইতে মৃগদেহ তিনটি নামাইয়া কতকগুলি কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক তদ্দারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিল। অগ্নি শিখাবিস্তার করিয়া হু হু শব্দে প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিলে, ঐ মৃগ তিনটি তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিল; মৃগের রোম এবং গাত্রের চর্ম্ম সমস্ত দগ্ধ হইলে অগ্নিমধ্য হইতে উহা বাহির করিয়া লইয়া, তাহারা দগ্ধ মৃগ তিনটিকে মধ্যস্থলে রাখিয়া উহার চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া বসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। অত্যল্পকালমধ্যে অস্থিসহ দগ্ধমাংস সমস্ত উদরসাৎ হইল। তখন এক একজনে এক একখানা লম্বা কাষ্ঠ হস্তে লইয়া তদ্দারা অগ্নিরাশি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া, বিকট চীৎকার শব্দ-সহকারে তথা হইতে দ্রুতবেগে ঘোর অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ করিল। পাঠকগণ, ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে অনুভবে বুঝিয়া লইবেন, এগুলি কোন্ শ্রেণীর জীব?

পরদিন প্রাতঃকালে বানররূপধারী রাজকুমার বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক গতরাত্রির ঘটনা চিন্তা করিতে করিতে বনভূমি ভেদ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিল। সমস্ত দিন পথবাহন করিয়া সন্ধ্যাসমাগমে কোন বৃক্ষের অত্যুচ্চ শাখায় উঠিয়া বসিয়া রহিল এবং কি প্রকারে যে সেই তপস্তেজো-দ্দীপ্ত চতুর্থ মুনির সাক্ষাৎ পাইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে জ্যোৎস্নামযী রজনী অতিবাহিত। তখন রজনী আবার মসীময়ী মূর্ত্তিধারণ করিল। অকস্মাৎ বনস্থলীর দক্ষিণদিক্ আলোকিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে বানর স্থির করিল, বোধ হয়, চতুর্থ মুনির আশ্রম নিকটবর্ত্তী। তাই তাঁহার জ্যোতির আলোকে এতদূর শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে। এদিকে দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক্ হইতে উষার আলোক দেখা দেওয়াতে তপোবনস্থ আলোকও ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইল। পরক্ষণে সে জ্যোতি আর দেখিতে পাওয়া গেল না। প্রাতঃকালে সূর্য্যদেব তদীয় জ্যোতি প্রকাশিয়া জগতের তমোরাশি হরণ করিয়া লইলেন। তখন বানর বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নরমূর্ত্তি ধরিয়া মুনির আশ্রমের কিঞ্চিৎ দূরে উপস্থিত হইল; ভাবিতে লাগিল,—"ইঁহার কথা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে কি

উপায়ে ইহাঁকে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিব?” অনেক চিন্তার পর স্থির করিল,—“অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে।” এই কল্পনা স্থির করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্দিকে যাইয়া ভূমে পতিত হইয়া বারত্রয় “গুরুদেব! প্রণাম করি,” বলিয়া অভিবাদনান্তে বলিল,—“গুরুদেব! এ শরণাগতকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করুন। গুরুদেব! এ নিরাশ্রয়কে পদাশ্রয় দান করুন, গুরুদেব! এ ভয়ভীত জনকে বরাভয় প্রদান করুন।” তচ্ছ্রবণে তাপসবর রোষান্বিত হইয়া একগণ্ডূষ জল গ্রহণপূর্ব্বক চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে কেহই নাই। তখন বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন,—“কে রে পাপিষ্ঠ! ঈদৃশ দুর্গম অরণ্যমধ্যে আসিয়া আমায় শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া অসময়ে আমার ধ্যানভঙ্গ করিলি? তোর জন্মান্তরীণ সাধনাবলেই আমার সম্মুখে উপস্থিত না হইয়া আমার রোষানল হইতে রক্ষা পাইলি। এই দেখ্, তাহার পরীক্ষা!” এই বলিয়া হস্তস্থিত জলগণ্ডূষ একটা পুষ্পিত ফলিত বৃক্ষোপরে নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষটি ভস্মীভূত হইয়া গেল। এই অশ্রুতপূর্ব্ব অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া রাজকুমার মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া তথায় দাঁড়াইয়া থাকিল।

ঋষিবরের রোষানল নির্ব্বাপিত হইলে তিনি করুণাপরবশ হইয়া সস্নেহে তাহাকে বলিলেন,—“কে রে! আমার শিষ্য হইলি? তবে আয়, আমার সম্মুখে আয়! আর তোর কোন ভয় নাই।” তপোধনের এইরূপ স্নেহ-পূর্ণবাক্য শুনিয়া রাজকুমারের অন্তরের আতঙ্ক অন্তর্হিত হইয়া আশার নবাঙ্কুর অঙ্কুরিত হইল এবং মনে মনে ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ পুরঃসর ধীরে ধীরে পশ্চাদ্দিক্ হইতে সম্মুখে উপস্থিত হইল ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—“গুরুদেব! রক্ষা করুন।” নৃপনন্দনের এইরূপ কাতরবাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতপা মুনিবর সকরুণে বলিলেন,—“বৎস! স্থির হ। আর তোর ভয় নাই। এক্ষণে উঠ, উঠিয়া আমার সহিত বাক্যালাপ কর। তোর মনের ভাব সমস্তই আমি যোগবলে অবগত হইয়াছি। তোর সকল আশা সফল হইবে। বহু আয়াসস্বীকার করিয়া তুই আসিয়াছিস্; কিন্তু সম্মুখে এতদপেক্ষা আরও সঙ্কটময় স্থান আছে। কোনও ক্রমে তথায় গমন করিতে পারিলে, যে আশায় আশান্বিত হইয়া এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া

আসিয়াছিস্, তাহা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে।” এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলেন,—“সেই স্থানটি মানবের পক্ষে দুর্গম। বড়ই কষ্টজনক! বড়ই ভীতিসঙ্কুল! যাহা হউক, আমি তাহার উপায়-বিধান করিব। এই স্থান হইতে ক্রমে দুইদিন দক্ষিণদিকে গেলে সম্মুখে এক সমুদ্র দেখিতে পাইবে, তাহা দেখিয়া মনে কিছু ভয় করিও না। এইরূপে ক্রমান্বয়ে সাতটি সমুদ্র দৃষ্ট হইবে। কিন্তু তাহা প্রকৃত সমুদ্র নহে। সাতটিই মায়াসমুদ্র মাত্র। তথায় আমাদের গুরুদেব আছেন, তিনি তথাকার কোন গুপ্তবিষয়ের তত্ত্ব জানেন না; কেবল দিবারাত্রি ধ্যানেই নিমগ্ন আছেন। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ও নিতান্ত সরল। তিনি তোমাকে পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর এই তিনদিক্ ভ্রমণ করিতে বলিবেন। দক্ষিণদিকে যাইতে কদাচই আদেশ করিবেন না। তুমি অগ্রে তিনদিক্ ভ্রমণ করিয়া দেখিবে, পশ্চাৎ তাঁহার অজ্ঞাতসারে দক্ষিণদিকে যাইবে, তাহা হইলেই তথায় অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইবে। ভাল, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার সন্ধান কে তোমাকে বলিয়া দিল?”

তখন রাজকুমার সবিনয়ে কহিল,—“গুরুদেব! আপনার পরিচয় অগ্রেই আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বনের পশ্চাদ্বর্ত্তী তিনস্থানে আপনার তিন সহোদর আছেন, তাঁহাদের সহিত আমার অগ্রেই পরিচয় হইয়াছে, তাঁহাদের নিকটেই আপনার সমস্ত পরিচয় জ্ঞাত হইয়াছি। এক্ষণে তথায় কি প্রকারে যাইব, দয়া করিয়া তাহার সদুপায় বলিয়া দিউন।”

তপস্বী বলিলেন,—“বৎস! স্থির হও, সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। তবে যে সাতটি মায়াসমুদ্রের কথা বলিয়াছি, তাহার উত্তাল তরঙ্গমালা দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর! তুমি সামান্য মানব মাত্র, মনের আতঙ্কে কখনই সাহস করিয়া সেই সমুদ্র পারাপার হইয়া তথায় যাইতে পারিবে না। তবে ঋষিগণ যোগবলে সহজেই তথায় যাইয়া থাকেন; কিন্তু তোমার ত সে শক্তি নাই যে যাইবে।” এই কথা বলিয়া রাজকুমারকে একটি মন্ত্র শিক্ষা দিয়া বলিলেন,—“এই সম্মুখস্থ বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ বায়ুভরে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে চলিয়া যাইবে। যদি চক্ষু মেলিয়া থাকিতে ভয় হয়, তবে চক্ষু মুদিত করিয়া বৃক্ষশাখা

দৃঢ়ভাবে ধরিয়া বসিয়া থাকিবে। বৃক্ষ নিশ্চল হইলেই অনুমানে বুঝিতে পারিবে, তখন চক্ষু মেলিয়া চাহিলেই সেই স্থানটি দেখিতে পাইবে। পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়া দিয়াছি, সেইরূপ কার্য্য করিবে, আর তথা হইতে যাইবার সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইও, তাহা হইলে আমার নিদর্শন স্বরূপ তোমাকে একটি বস্তু দিব।"

উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া রাজকুমার গুরুদেবকে প্রণামান্তে তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া মুনিপ্রদত্ত মন্ত্রটি যেমন পাঠ আরম্ভ করিল, অমনি সেই মুহূর্ত্তে বৃক্ষটি দ্রুতগতিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে চলিল। কুমার চক্ষু মুদ্রিত করিল না। ক্রমে উপর্য্যুপরি নির্ব্বিঘ্নে সাতটি সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বৃক্ষটি থামিল। তখন রাজকুমার বৃক্ষ হইতে নামিয়া এদিক্ ওদিক্ ভ্রমণ করিতে করিতে মুনিকথিত সেই তপোধনকে দেখিতে পাইল। তখন তিনি ধ্যানে নিমগ্ন। কুমার তাঁহার পশ্চাদ্দিকে যাইয়া বারত্রয় "গুরুদেব! প্রণাম করি," বলিবামাত্র ঋষিবরের ধ্যানভঙ্গ হইল। কিন্তু তিনি কাহাকেও তথায় না দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"কে রে! এ দুর্গম স্থানে আসিয়া শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া আমার ধ্যানভঙ্গ করিলি?" তখন রাজকুমার শশব্যস্তে করপুটে তাঁহার সম্মুখে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তিনিও দক্ষিণহস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"তোমার সর্ব্বত্র মঙ্গল হইবে। যতদিন আমার এখানে থাকিবে, ততদিন উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই তিনদিক্ ভ্রমণ করিও; কিন্তু দক্ষিণদিকে কদাপি যাইবে না।" এই বলিয়া কুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, কুমার আপনার যথাযথ পরিচয় প্রদান করিল। তচ্ছ্রবণে তাপস প্রীতচিত্তে বলিলেন,— "বৎস! যতদিন তোমার অত্র আশ্রমে থাকিতে বাসনা, ততদিন থাকিতে পার।" কুমার "যে আজ্ঞা" বলিয়া তথায় মনের শান্তিতে সেই পবিত্র-রসাস্পদ তপোবনে বাস করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ স্তবক।

ভস্মীভূত।

হায় রে শ্মশান! তুমি ব্যাদানি বদন,
কবলিত কর কত হৃদয়ের ধন।
তোমার সে চিতানল নিবে ক্ষণ পরে,
কিন্তু চিত্তমাঝে চিতা জ্বলে চিরতরে।

কেশব বাবু সবান্ধবে যথাসময়ে কেশবপ্রিয়ার শবদেহ লইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। শবদেহ শ্মশানমধ্যে নামাইয়া অন্যান্য সকলে দাহকার্য্যের উদ্যোগ করিতে চলিয়া গেলেন। কেশব বাবু শবস্পর্শ করিয়া একপার্শ্বে অধোবদনে উপবিষ্ট হইয়া মৃতা গৃহলক্ষ্মীর মুখচন্দ্রমা কেবল নির্নিমেষনেত্রে দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন মনের আবেগে মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"হায়! হায়! মৃত্যুর বিকট ছায়াতেও মুখের সে মধুরিমা নষ্ট করিয়া দিতে পারে নাই।" এইরূপ আরও কত প্রকার মনে করিয়া পরিশেষে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন;——"ওহো! কি দগ্ধ অদৃষ্ট রে মোর! হা প্রাণেশ্বরি! হা প্রাণেশ্বরি! জীবনের আনন্দদায়িনি! এ মরুময় হৃদয়ের নির্ঝরিণী তুই! হায়! হায়! সত্যই কি এতদিনে ছাড়িলি আমায়? সংসারের সুখসাধ ছেড়ে, মরম-যাতনা দিয়ে প্রণয়ী-হৃদয়ে, হাসিমুখে ত্যজ্য করে গেছ কোথায়? কোথা যাও? কোথা যাও? ফিরে চাও ক্ষণেকের তরে। হা অদৃষ্ট! ওহো! কেন——কেন—কোন্ পাপে মোরে হেন সাজা দিলি? কেন তুই রেখে যাস্ মোরে?—হা সুহাসিনি! তব হাসিছটা নাচে যেন নয়নযুগলে! কেন? এতদিনে মরিয়া কি সুখিনী হইলি? তাই কি রে, অহো! কি দগ্ধ অদৃষ্ট রে মোর! জীবিতা থাকিতে তোর হাসিতে কত যে আনন্দ, উপভোগ ক'রেছি সতত, তাই কি রে মরামুখে দেখালি আজ? ওহো হো—হা প্রাণেশ্বরি! বিদ্যাধরণী সখি, কোথা যাও করিয়া ছলনা? কেন কেন সখি, হেন মর্ম্মস্পর্শী যাতনা দিয়া

চলিছ কোথায়? অহো! প্রিয়জনে, স্বামী সনে, এই কি রে তোর প্রণয় আলাপ? এই কি রে লুকোচুরী খেলা? না—না—এই বুঝি প্রেম-সম্ভাষণ? (নিস্তব্ধ) কেন? হা প্রাণেশ্বরি! হৃদয়ের আনন্দ-প্রতিমা মোর! ও সৌন্দর্য্য-সুধাপানে তোর, জীবন্ত জ্বলন্ত আশা, এই ভাঙ্গাবুকে এতদিনও ছিল। অহো! আজ তাও গেল; গেল,—গেল; সব গেল! সব গেল মোর! হা প্রাণেশ্বরি! কেন, অভিমান কেন ভাই? কেন সুহাসিনী নীরবেতে? অস্থি, মজ্জা, রক্ত, মাংস, হৃৎপিণ্ড সব, মোর ছিন্ন-ভিন্ন কর একে একে,—সব ষ্যাখ্ তোর ভালবাসামাখা! শোভাময়ি! সংসার ছেড়ে, আলো ক'রে রেখেছ শ্মশান? (অগ্নির প্রতি) হে দেব বৈশ্বানর! অহো হো! হে সৃষ্টীশ্বর! আজ স্বপত্নীকে হৃৎপিণ্ড উন্মূলিত ক'রে, আনিয়াছি উপহার দিতে যে তোমারে! লও দেব, সর্ব্বগ্রাসী উদরের তৃপ্তি-সংসাধনে। প্রাণ-সমা ললনার কোমল শরীর; খাও দেব; প্রাণ ভ'রে মনসাধে খাও। হা প্রাণেশ্বরি! অহো! যাও তবে সুরপুরে, ডেকে নিও অভাগা স্বামীরে—"

তখন সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিক্ হইতে রক্তিমামূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীকে আলোকদানে পুলকিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! আজ যেন কেশব বাবুর চক্ষে বসুমতী অন্ধকারময়ী। যাঁহারা আনন্দময়ের এই আনন্দপূর্ণ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া শোক-দুঃখের লেশমাত্র জানেন না, তাঁহাদের পক্ষে প্রথম শোক যে কি পর্য্যন্ত হৃদয়বিদারক, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে কি বুঝিবে? ঈদৃশ মর্ম্মঘাতী বেদনা ব্যথার ব্যথী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে কখনই সমর্থ হয় না। এই জন্য সংসারতত্ত্বজ্ঞ কোন সুকবি যথার্থ ই লিখিয়াছেন,——

"চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদনা জানিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশে নি যারে।
যতদিন ভবে না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা আমার সম—
ঈষৎ হাসিবে, দেখে না দেখিবে,
বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম।"

এইরূপ কত কি যে কেশব বাবু মনে মনে ভাবিতেছেন, তাহা যথাযথ বর্ণন করিতে বর্ণনালার বর্ণের অপ্রতুল হয়।

প্রত্যহ এই সময় কতকগুলি ভদ্রমহিলা গঙ্গাস্নানান্তে শ্মশানস্থ শিবের মস্তকে গঙ্গাজল ঢালিবার মানসে আসিয়া থাকেন, আজিও সেইরূপ অনেকগুলি কামিনীর আগমন হইয়াছে। তাঁহারা কেশব বাবুকে শবপার্শ্বে বিষাদিতভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া একপার্শ্বে দাড়াইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, —"আহা! কার ঘরসংসার অন্ধকার হইয়া গেল গা?" (কেশব বাবুকে লক্ষ্য করিয়া) "হাঁ গা, এই স্ত্রীলোকটি কাহার স্ত্রী?" কেশব বাবু নীরব। তাঁহার জনৈক বন্ধু কহিলেন,—"যিনি শবস্পর্শ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, উঁহারই সহধর্ম্মিণী।" এই কথা শুনিয়া সমাগত কামিনীরা কেশব বাবুকে লক্ষ্য করিয়া কত কথাই যে বলিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। এইরূপে তাঁহারা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল সমভাবে তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং কিরূপে কোন্ রোগে মৃত্যু ঘটিয়াছে, ইত্যাদি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কেশব বাবু আর সহ্য করিতে পারিলেন না। চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল, কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল। চিরকালই নারীর হৃদয় স্নেহ দয়া ও সহানুভূতির আকর, তাই কামিনীরাও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। এইরূপে অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্রে মন্দভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে তাঁহারা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় সাতটা। চিতা প্রস্তুত হইল। সকলে শবদেহ ধরাধরি করিয়া শাস্ত্রোক্তবিধানে চিতার উপর শব স্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধানে অগ্নিপ্রদান করিলেন। অহো! আজ পাষাণে বুক বাঁধিয়া স্বহস্তে কেশবকে প্রাণপ্রতিমার মুখে অগ্নিপ্রদান করিতে হইল। অগ্নিপ্রদান করিয়াই তিনি শোকাবেগভরে চিতার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। বন্ধুগণ ক্ষিপ্রহস্তে চিতায় অগ্নিসংযোগ করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে অগ্নি সহস্র জিহ্বা বিস্তার করিয়া কেশবপ্রিয়ার নবনীত-কোমল তনুখানিকে চিরদিনের মত গ্রাসের উদ্যোগ করিতে লাগিল। কেশব বাবু তথায় বসিয়া কেবল সেই সুধামাখা চাঁদমুখখানি একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহার ভাগ্যে তাহা আর অধিকক্ষণ দর্শন ঘটিল না। দেখিতে দেখিতে

চিতার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত করিয়া অগ্নি হু হু শব্দে জ্বলিয়া উঠিল, তৎপরে সেই রূপরাশি ইহজীবনের মত অদৃশ্য হইল। তথাপি কেবশ বাবু সমভাবেই তথায় অবস্থিতি করিতেছেন দেখিয়া, জনৈক বন্ধু বলিলেন,—"আর কেন ওখানে অমন করিয়া বসিয়া রহিলেন? উঠিয়া আসুন।" পুনঃ পুনঃ বলাতেও তিনি অর্দ্ধঘন্টাকাল পর্য্যন্ত সেই ভাবেই তথায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু কিছুতেই আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না; তাঁহার শোকবহ্নি হু হু করিয়া সম্মুখস্থ চিতাগ্নির ন্যায় তাঁহার জীবিত দেহকে দগ্ধ করিতে লাগিল। এমন সময় জনৈক বন্ধু তাঁহার নিকট যাইয়া তদীয় হস্তধারণপূর্ব্বক তথা হইতে লইয়া আসিলেন। তিনি ক্ষণকালের জন্যও তথায় থাকিতে পারিলেন না; তন্মুহূর্ত্তেই তথা হইতে বহির্গত হইয়া সদর রাস্তায় উপস্থিত হইলেন; কিন্তু মন যে কিছুতেই সুস্থির হয় না। চঞ্চলচিত্তে মনের আবেগে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত একটি ভদ্র-মহিলার সহিত সাক্ষাৎ হইল। রমণীটি কেশব বাবুর অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কি হইয়াছে?" কেশব নিরুত্তরে কেবল তাঁহার দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া, পরে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ধীরে ধীরে তাঁহার উপস্থিত শোক-দুঃখের কাহিনীর সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন। এই সমস্ত কথা শুনিয়া রমণীও সমবেদনায় চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না। তৎপরে তিনি নয়নের অশ্রু অঞ্চল দ্বারা মুছিয়া, কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া, তাঁহাকে বিশেষরূপে সুমধুর বাক্যে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কেশব পুনরায় আবার সেইরূপ রাস্তায় এদিক্ ওদিক্ করিতে লাগিলেন।

পাঠক মহোদয়গণের মনে স্বভাবতঃ এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, এই ভদ্রমহিলাটি কে? কেশব বাবু সর্ব্বপ্রথমে যখন মহানগরী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তৎকালে ঐ রমণীর বাড়ীতে একখানি মাত্র ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলেন। গৃহস্বামিনী তাঁহার চরিত্রের গুণে তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ ও যত্ন করিতেন; এমন কি, পুত্রসমতুল্য জ্ঞান করিয়া 'ছেলে' বলিয়া ডাকিতেন। তখন কেশব বাবুর বিবাহ হয় নাই; যদি কখনও তাঁহার অসুখ হইয়াছে, তবে তিনি সংসারের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম রাখিয়া তাঁহার

নিকট বিষণ্ণবদনে বসিয়া থাকিতেন। যতদিন তিনি আরোগ্য না হইতেন, ততদিন তিনি তাঁহার রোগের শুশ্রূষা করিতেন, ইহাতে সময়ে স্নান কিম্বা আহার করিতে তাঁহার একেবারেই ইচ্ছা হইত না। বাড়ীর সকলে অনেক বলিতে বলিতে দিনান্তে হয় ত কোন দিন আহারাদি করিতেন। যখন আহারাদি করিবার জন্য উঠিতেন, তখন তাঁহার নিকট অপর একজনকে বসাইয়া রাখিয়া যাইতেন। এইরূপ যত্নে ও স্নেহে কেশব বাবু তথায় একাদিক্রমে দুই বৎসর বাস করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার দেশ হইতে বিবাহ-সম্বন্ধের সংবাদ আসিল। কেশব বাবু এই শুভসংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাত করাইলেন। তিনি শুনিয়া মহাসন্তোষ লাভ করিয়া, যে প্রকারে তাঁহার দেশে যাওয়া হয়, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কেশবও তাঁহাকে মাতৃসম ভক্তি করিতেন। তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া শুভদিন দেখিয়া বিবাহ করিতে দেশে যাত্রা করিলেন। (কেশব বাবুর বিবাহের কথা ইতঃপূর্ব্বে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে) সেই বিবাহিতা স্ত্রীকেই কেশব বাবু আজ এই শ্মশানে চিরদিনের মত বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছেন।

বেলা ৯টার সময় কেশব দেখিলেন, কতিপয় ব্যক্তি একটি মৃতদেহ-স্কন্ধে পূর্ব্বদিক্ হইতে হরিধ্বনি করিতে করিতে শ্মশানাভিমুখে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে শব-বাহকেরা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইটি স্ত্রীলোক। একটি অশীতিবর্ষীয়া, অপরটি দ্বাদশবর্ষীয়া। বৃদ্ধা চীৎকার শব্দে রোদন করিতেছে; আর বালিকাটি আকুল হইয়া অস্পষ্ট-স্বরে কাঁদিতেছে। দেখিয়া কেশব সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, ইহারা মৃত ব্যক্তির কোন সম্পর্কীয়া। যথাসময়ে বাহকগণ শবদেহ শ্মশান-ভূমে নামাইয়া রাখিল। স্ত্রীলোক দুইটিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদের করুণক্রন্দনে পাষাণ-প্রাণও দ্রবীভূত হয়। কে তাহাদের সান্ত্বনা দিবে? তাহাদের এমন আত্মীয় তথায় কেহই ছিল না; সুতরাং তাহাদের ক্রন্দন আর কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমন সময় কেশব বাবুর জনৈক বন্ধু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ গা, স্ত্রীলোক দুইটি মৃত ব্যক্তির কে?"

তখন তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি উত্তর করিল,—"অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধাটি

মৃত ব্যক্তির জননী; আর দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাটি মৃত ব্যক্তির সহধর্ম্মিণী! আহা! বৃদ্ধার আপনার বলিতে এ জগতে আর কেহই রহিল না। বধূটিরও পিতৃকুলে কেহই নাই। আমরা প্রতিবাসী।" তখন তাহাদিগকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হইল না। এদিকে শাস্ত্রমত যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা তাহারা সমস্তই করিল। যথাসময়ে যথানিয়মে চিতা সজ্জিত হইল, শবদেহ শাস্ত্রোক্ত-বিধানে তদুপরি স্থাপিত হইল, বালিকা বধূও পাষাণে বুক বাঁধিয়া যথানিয়মে পতির মুখাগ্নি সম্পাদন করিল। তখন বৃদ্ধা আরও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যেই চিতাগ্নি হু হু শব্দে চিতা বেড়িয়া জ্বলিয়া উঠিল। তখন সমভিব্যাহারী এক ব্যক্তি বৃদ্ধা ও বালিকাটিকে তথা হইতে লইয়া গিয়া শ্মশানের অপরদিকে বসাইয়া রাখিল। বৃদ্ধার হৃদয়ভেদী ক্রন্দনধ্বনিতে শ্মশানভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কেশব বাবুর বন্ধুরা তাহাদের দিকে আর লক্ষ্য না করিয়া কেশবপ্রিয়ার প্রজ্বলিত চিতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

দেখিলেন, দাহকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, অল্পমাত্রই দাহাবশিষ্ট আছে। তখন কেশব বাবু কোন দিকে না চাহিয়া একমনে কেবল ইষ্ট-দেবতার চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। ক্ষণেক পরে তাঁহার বন্ধুগণ হরিধ্বনি দিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনি গঙ্গা হইতে এক কলসী জল লইয়া আসুন।" তিনি ধীরে ধীরে গঙ্গার কূলে নামিয়া এক কলসী জল এবং খানিক গঙ্গামৃত্তিকা লইয়া আসিলেন। পরে ভস্মাবশিষ্ট নাভিস্থলটুকু সেই গঙ্গামৃত্তিকামধ্যে পূরিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া হরিধ্বনি সহকারে অগ্রে এক কলসী গঙ্গাজল চিতায় ঢালিয়া দিলেন। অবশেষে বন্ধুগণও ক্রমান্বয়ে এক এক কলসী গঙ্গাজল আনিয়া হরিধ্বনিসহকারে বিধিপূর্ব্বক চিতা ধৌত করিয়া দিলেন। তদন্তে কেশবকে বলিলেন,—"আপনি আর এক কলসী গঙ্গাজল লইয়া আসুন।" তৎক্ষণাৎ কেশব জল লইয়া আসিলেন এবং চিতার উপর সেই পূর্ণ কলসীটি স্থাপিত করিয়া, চিতার দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইয়া একখণ্ড ইষ্টকাঘাতে কলসীটি ভাঙ্গিয়া দিলেন। তৎপরে হরিধ্বনি করিতে করিতে সকলে শ্মশান হইতে বহির্গত হইলেন। বাহিরে আসিয়া কেশব ভিন্ন সকলে ক্ষৌরকার্য্য সমাপনান্তর গঙ্গাস্নান করিয়া হরিধ্বনি

করিতে করিতে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। যথাসময়ে সকলে বাড়ীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে তৎকালোচিত লৌকিক ব্যবহার সুসম্পন্ন হইলে; সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন। কিন্তু কেশব বাবু আকুলপ্রাণে অশ্রুপূর্ণ-নয়নে আর্দ্রবসনে তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় সেই বৃদ্ধা রমণীটি একখানা বস্ত্র আনিয়া দিলেন। তাহা পরিধান করিয়া আর্দ্র-বসনখানা সেইখানে একপাশ করিয়া রাখিলেন; কিন্তু আর বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না; একজন আত্মীয়ের বৈঠকখানায় গিয়া শয়ন করিলেন। নীরবে অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। তখন কেশব বাবু তথা হইতে বহির্গত হইয়া শূন্যপ্রাণে শূন্যভাবে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রাণের বিষম শোকবহ্নি কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইল না। উত্তপ্ত মনপ্রাণকে ক্ষণকালের জন্যও শান্তিস্রোতে শীতল করিতে সমর্থ হইলেন না। কেবল প্রিয়তমার মনোমোহিনী মূর্ত্তি-খানি নিরন্তর তাঁহার হৃদয়মধ্যে জাগরূক রহিল।

ষোড়শ স্তবক।

মহাবিভ্রাট।

"তদন্ত না হ'তে হায় এক ঘটনায়,
আচম্বিতে এ কি দেখি ঘটিল আবার;
কেমনে দুর্জ্জনগণে করিব বাহির?
চিন্তিয়া আমার চিত্ত হ'তেছে অস্থির।"

দারোগা ও জমাদার উভয়ে দেখিলেন যে, দস্যুদলপতি ও তাহার অনু-চরবর্গ সকলেই গারদগৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছে। তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা থানার ভিতর হইতে বহিঃকক্ষে

আসিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। দস্যুরা কি প্রকারে পুনর্ধৃত হইবে, সেই বিষয়ে নানারূপ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এমন সময় রামদীন্ কনষ্টেবল ও পূর্ব্বোক্ত নয়জন চৌকীদার তথায় আসিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল। দারোগা বাবুর আদেশে তাহারা যথাযথস্থানে আসনগ্রহণ করিলে দারোগা বাবু চৌকীদারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দস্যুরা গারদগৃহ হইতে কি প্রকারে পলায়ন করিল? তাহাদের তত্ত্ব তোমরা কি কিছু জান?" চৌকীদারেরা বহুক্ষণ যাবৎ মৌনভাবে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখপ্রতি নিরীক্ষণ করিল। পরে প্রথম চৌকীদার বলিল,—"হুজুর! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সে বিষয়ে আমরা কিছুই অবগত নহি।" দারোগা বাবু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, এক গ্রামে যখন তোমরা বাস কর, বিশেষ তোমরা চৌকীদার, গ্রামস্থ লোক কে কিরূপ ব্যবসা দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা কি জ্ঞাত নও?" প্রথম চৌকীদার বলিল,—"হুজুর! গ্রামের ছোটলোক মাত্রেই চাষ আবাদ করিয়া সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করে; কিন্তু তাহার মধ্যে অপ্রকাশ্যভাবে কে যে কি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহা আমরা হুজুরের নিকট বলিতে পারিলাম না।"

অনন্তর দারোগা বাবু জমাদারকে বলিলেন,—"জমাদার বাবু! অদ্যই রামদীন্ কনষ্টেবল এই চৌকীদারদিগকে লইয়া দস্যুদিগের অনুসন্ধানে যাত্রা করুন্।" জমাদার বাবু তাহাতে স্বীকৃত হইয়া ঐ সকল লোক আরও পাঁচজন কনষ্টেবল এবং ছদ্মবেশের নানা প্রকার পোষাক লইয়া থানা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া নৌকার ডিপোঘাটায় উপস্থিত হইলেন। উপযুক্ত নৌকা স্থির করিয়া তদ্‌যোগে নির্দ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে দারোগা বাবু থানায় একাকী বসিয়া দস্যুগণের পলায়ন সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় সেই হত ব্রাহ্মণ ঠাকুরের আত্মীয়েরা তথায় উপস্থিত হইলেন। দারোগা বাবু তাঁহাদিগকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও আশীর্ব্বাদ করিয়া যথাস্থানে আসনগ্রহণ করিলেন; কিন্তু অন্য দিনাপেক্ষা দারোগা বাবুকে চিন্তিত দেখিয়া তন্মধ্য হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দারোগা বাবু! আজ আপনাকে এত চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি কেন?" ইহা শুনিয়াও দারোগা

বাবু অন্যমনস্কভাবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তানিমগ্ন থাকিয়া, উপস্থিত এই বিস্ময়াবহ ব্যাপারের সমস্ত কথাই বিশদরূপে বর্ণন করিলেন এবং পুনরায় যে জমাদার বাবু ও রামদীন্ প্রভৃতিকে দস্যুদিগের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাও বলিলেন। ব্রাহ্মণেরা এই সমস্ত বিস্ময়কর বিবরণ শ্রবণে অতীব বিস্মিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ দারোগা বাবুর সহিত ঐ বিষয়ে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া, দারোগা বাবুও নিজ বাসাবাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

মাতার মন্ত্রপ্রভাবে দস্যুদলপতি অনুচরবর্গের সহিত কারামুক্ত হইল বটে, কিন্তু এখন উপস্থিত বিপদ্ হইতে কি উপায়ে নিষ্কৃতিলাভ করিবে, তাদ্বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিল। বৃদ্ধা মাতা বলিল,—"ওরে! আমি যতদিন এই মর্ত্ত্যভূমে জীবিতা থাকিব, ততদিন তোদিগকে কেহই আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। কিন্তু একমাত্র দুঃখের বিষয় এই যে, যদি তোদিগকে আবার গ্রেপ্তার করিয়া নানারূপ শাস্তি দেয়, তবে তাহা হইতে ত তোদিগকে রক্ষা করিতে পারিব না। তাই বলি, তোরা কিছুদিনের জন্য কোথাও গুপ্তস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় দিবাভাগে অবস্থিতি কর।" মাতার এইরূপ পরামর্শ পাইয়া তাজ্জব আলি অনুচরদিগকে লইয়া একটি গুপ্তগৃহ প্রস্তুত করিতে চলিল। একাদশ স্তবকে কথিত হইয়াছে যে, তাজ্জব আলির বাড়ীর উত্তরাংশে বৃহদাকার একটি পুষ্করিণী, তাহার চতুষ্পার্শ্বে পূর্ব্বে নানাবিধ ফলবান্ বৃক্ষ ছিল, এক্ষণে তাহা জঙ্গলে পরিণত বলিয়া তথায় আর কেহই যাতায়াত করে না। সেই পুষ্করিণীর নিভৃত উত্তর পারের মৃত্তিকা খনন করিয়া এমন প্রকাণ্ড একটি গর্ত্ত করিল যে, সেই গর্ত্তটিতে প্রায় এক শত লোক নিরাপদে শয়ন করিতে পারে। তাহার দুইদিক্ দিয়া প্রবেশদ্বার রাখিয়া তাহার আবরণ দুইটাতে পরিমিত বাঁশের আগড় প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর পুরু করিয়া মৃত্তিকা বিছাইয়া দিল। তাহাতে দূর্ব্বাদলের চাপ বসাইয়া দিল। এইরূপে গুপ্তস্থান প্রস্তুত হইলে দলপতি অনুচরদিগকে লইয়া দিবাভাগে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। রাত্রিতে তথা হইতে আসিয়া সুযোগমতে দস্যুবৃত্তি করিতেও ক্ষান্ত হয় না। রাত্রি শেষ হইতে না হইতে পুনরায়

গুপ্তগৃহে প্রস্থান করে। গ্রামস্থ কেহই যাহাতে তাহাদিগকে দেখিতে না পায়, এইরূপ সঙ্গোপনে তথায় দিন কাটাইতে লাগিল।

এদিকে পুলিসের নৌকাখানি আলাইপুরের নদীর গর্ভ দিয়া ক্রমাগত বাহিয়া যাইতে লাগিল। গন্তব্য স্থানের প্রায় তৃতীয়াংশ অতিক্রম করিয়া যেমন চতুর্থাংশে নৌকা উপস্থিত হইয়াছে, আর অমনি কিছুদূরে একটা আর্ত্তনাদের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল,—"সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! দিনে ডাকাতি! দিনে ডাকাতি! হায়! হায়! যথাসর্ব্বস্ব গেল!" পরে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া "এ কি! এ কি! খুন! খুন!!" জমাদার বাবুর কর্ণে সেই আর্ত্তনাদ প্রবেশমাত্র তিনি মাঝিদিগকে বলিলেন,—"শীঘ্র নৌকা ঐ স্থানে বাহিয়া চল।" নাবিকেরা প্রাণপণে বাহিতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে নদীতে জোয়ার হওয়ায় নৌকা তীরের মত ছুটিল। এমন সময় সম্মুখে একখানি বড় নৌকা দৃষ্ট হইল। যথাসময়ে জমাদার বাবুর নৌকা ঐ নৌকার নিকট পৌছিল; কিন্তু তাহাতে কাহারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ইহাতে তিনি মহা চিন্তিত হইয়া রামদীন্ কনষ্টেবলকে বলিলেন,—"রামদীন্! এই নৌকাতে উঠিয়া দেখ ত ব্যাপার কি?" আদেশমাত্র নৌকার উপর উঠিয়া রামদীন্ বলিল,—"হুজুর! খুন! খুন! চারটা খুন!! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!! একেই বলে দিনে ডাকাতি!"

এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শন করিয়া জমাদার বাবু প্রথমে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন, কি করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন,—"এক কার্য্যে আসিলাম; কিন্তু অকস্মাৎ এ আবার কি নূতন কাণ্ড! এক্ষণে উপস্থিত ব্যাপারের অগ্রে একটা বন্দোবস্ত করা যুক্তিসিদ্ধ।" এই কল্পনা স্থির করিয়া নৌকায় উঠিয়া চারিদিক্ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বিশেষরূপে খুঁজিতে খুঁজিতে হাইল-মাচার নীচে একটা আমকাঠের সিন্দুক দৃষ্ট হইল। তাহার উপরের ডালা খোলা। তন্মধ্যে কতকগুলি কাগজপত্র মাত্র এলোমেলোভাবে ছড়ান দেখিতে পাইয়া সেইগুলি এক একখানি পড়িতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রায় সমস্তগুলি দেখা শেষ হইল। তৎপরে একখানা ছোট থলিয়া পাইলেন, তাহার মুখ দিবা লাল সূতা দ্বারা জড়িত। থলিয়াখানির

মুখের বন্ধন খুলিয়া দেখিলেন, কতকগুলা কাগজের মত, রুমাল দিয়া জড়ান। খুলিয়া দেখিলেন, সেগুলি নোট। গণনা করিয়া দেখিলেন, সর্ব্বসমেত নয়শত টাকার নোট; কিন্তু সমস্তই খুচ্‌রা। তাহার সঙ্গে আর একখানা হিসাবের ফর্দ্দ। পড়িয়া জানিতে পারিলেন যে, নৌকাতে হাজার মণ সরিষা বোঝাই ছিল। যে মহাজনের চালান, তাহার নাম ঠিকানা এবং কলিকাতায় যে আড়তে মাল দিয়া আসিয়াছে, তাহারও নাম ঠিকানা লিখিত। এতদ্ব্যতীত মাঝির নাম, জেলা, বাসস্থান বিশদরূপে লিখিত। এই সন্ধান পাইয়া জমাদার বাবু কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। ভাবিলেন,—"তাই ত, এই দুর্ঘটনা যে কাহার দ্বারা ঘটিয়াছে, প্রাণপণে তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। এক্ষণে উপস্থিত অগ্রেই লাশগুলা নৌকা সহিত থানায় লইয়া যাওয়াই যুক্তি-সিদ্ধ।" মনে মনে এই স্থির করিয়া তাঁহার সঙ্গীদিগকে মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। তাহারাও অনুমোদন করিল। তখন নৌকা দুইখানি থানার অভিমুখে বাহিত হইল। এদিকে নদীতে ভাঁটা, সুতরাং নৌকা দুইখানি তীরের মত ছুটিল; যথাসময়ে থানার ডিপোঘাটায় উপস্থিত।

সন্ধ্যা সমাগত। জমাদার বাবু নৌকা হইতে নামিয়া সরাসর থানায় উপস্থিত হইলেন। দারোগা বাবু তাঁহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি? ব্যাপারখানা কি?" জমাদার উপস্থিত ঘটনা তাঁহার নিকট যথাযথ বর্ণন করিলেন। শুনিয়া দারোগা বাবু সমধিক উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! একটা ব্যাপারের প্রতীকার করিতে না করিতে অকস্মাৎ আবার কি বিষম বিভ্রাট উপস্থিত! পুলিসের চাকরী বড়ই বিপজ্জনক। কি জানি, কখন্ যে কি বিপদ্ ঘটিবে, তাহার জন্য সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত ও প্রস্তুত থাকিতে হয়। ইত্যাকার কতই দুশ্চিন্তা তিনি মনে মনে করিতে লাগিলেন। সে দিন লাশ নৌকাতেই থাকিল, দারোগা বাবু নৌকায় গিয়া দেখিয়া আসিলেন মাত্র। চৌকীদার এবং কনষ্টেবল লাশের পাহারায় নিযুক্ত। দারোগা বাবু ও জমাদার বাবু থানায় যাইয়া নিজ নিজ আবাসে প্রতিপ্রস্থান করিলেন।

পরদিন বেলা ৭টার সময় দারোগা বাবু ও জমাদার বাবু থানায় আসিয়া নিজ নিজ আসনগ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বদিন যে চারিটি খুনী লাশ আনীত

হইয়াছে, তাহা জেলায় চালান দিবেন, উভয়ে সেই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আর কি প্রকারে যে ঐ খুনীদিগকে তল্লাস করিয়া গ্রেপ্তার করিবেন, তাহার নানা প্রকার ফিকির-ফন্দী ঠাওরাইতে লাগিলেন। এমন সময় রামদীন্ কনষ্টেবল তথায় আসিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল। তখন জমাদার দারোগা বাবুকে বলিলেন,—"অগ্রে ঐ হতব্যক্তিদিগের মহাজনের নিকট সংবাদ প্রেরণ যুক্তিসিদ্ধ; পশ্চাৎ কর্ত্তব্য বিহিত হইবে।" দারোগা বাবু তৎক্ষণাৎ রামদীনের দ্বারা একখানা নৌকা বন্দোবস্ত করিয়া মহাজনের যে জেলার যে থানার অধীনে বাস, দারোগা বাবু ঐ থানার দারোগার উপর রিপোর্ট লিখিয়া দুইজন কনষ্টেবল নৌকাযোগে প্রেরণ করিলেন। দারোগা বাবু আর একখানা রিপোর্ট লিখিয়া ঐ লাশ জেলায় চালান দিলেন। রামদীন্ রিপোর্ট লইয়া নৌকাযোগে লাশ সহ আটজন চৌকীদার রামদীনের সঙ্গে প্রস্থান করিল। যথাসময়ে নৌকা খুল্‌নার ঘাটে পৌঁছিল। রামদীন্ নৌকা হইতে নামিয়া সরাসর পুলিসকোর্টে উপস্থিত; পুলিস সাহেব তখন সেখানে অনুপস্থিত। রামদীন্ শুনিল, সাহেব অবিলম্বেই আসিবেন। শুনিয়া রামদীন্ পুলিস সাহেবের অপেক্ষায় এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইতিমধ্যে পুলিস সাহেব তথায় আসিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনগ্রহণ করিলেন। রামদীন্ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিল এবং তাঁহার সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রিপোর্টখানি রাখিল। সাহেব তাহা লইয়া পড়িতে লাগিলেন। পাঠান্তে তাহার মর্ম্মার্থ জ্ঞাত হইয়া রামদীনকে লাশ আনয়নে আদেশ করিলেন, রামদীন্ আদেশ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া গেল। যথাসময়ে নৌকার নিকট উপস্থিত হইয়া, চৌকীদারদিগের সাহায্যে মৃতদেহগুলি রীতিমত বন্ধন করিয়া পুলিসকোর্টে উপস্থিত করিল।

পুলিস সাহেব বিশেষরূপে মৃতদেহগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিতে আদেশ করিলে, পুলিসের কনষ্টেবলেরা কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী পূর্ব্বদিকে একতলা একটি বাড়ীর একটি কক্ষে লাশগুলি লইয়া রক্ষিত করিল। এদিকে পুলিস সাহেব স্বীয় আসনগ্রহণপূর্ব্বক দারোগার উপর খুব তম্বিসহকারে একখানি রিপোর্ট লিখিলেন। তাহার শেষাংশে এই কথা লিখিত রহিল,—"অগ্রে যে ব্রাহ্মণকে খুন করিয়াছে এবং উপস্থিত এই চারিজনকে যে খুন করিয়াছে, ইহাদিগকে

অতি শীঘ্র গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিবে। আর এই সকল লাশের ওয়ারিশ উপস্থিত না থাকাতে অত্র স্থানে চারিদিনের জন্য রাখিলাম। পরে যে বিহিত হয় করিব।" রিপোর্টখানা রামদীন্ কনষ্টেবলের হস্তে প্রদত্ত হইল। রামদীনও যথাবিধি সেলাম করিয়া চৌকীদারগণ সহ নৌকায় আসিয়া উঠিল। যথাসময়ে নৌকা থানার ডিপোবাটায় গিয়া পৌছিল। রামদীন ও অন্যান্য সকলে নৌকা হইতে নামিয়া থানায় উপস্থিত হইল। রিপোর্টখানা দারোগার হস্তে প্রদত্ত হইবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ লেফাফার ভিতর হইতে বাহির করিয়া প্রকাশ্যে পড়িতে লাগিলেন। পাঠান্তে তাহার মর্ম্মার্থ বুঝিয়া বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। সে দিন আর বেশী কোন কথা আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন,—"আগামী কল্য হইতে এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া দেখিতে হইবে। যত শীঘ্র পারি, এই নরহন্তাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া তিনি ও জমাদার গমনোদ্যত হইতেছেন, এমন সময় আবার চৌকীদারদিগকে বলিলেন,—"দেখ, যতদিন এই ডাকাইতদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া শাস্তিবিধান করাইতে না পারি, ততদিন তোমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও থানা হইতে অন্যত্র যাইতে পারিবে না।" এই বলিয়া তাঁহারা নিজ নিজ আবাসে চলিয়া গেলেন।

ইহার পরের ঘটনাবলী বিশদরূপে সময়ক্রমে যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে। এবার দারোগা বাবু স্বয়ং উহাদের অনুসন্ধানে বাহির হইবেন।

সপ্তদশ স্তবক।

অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা।

"হংসীর মণ্ডল যেমন চঞ্চল
রাজহংস দরশনে—
'এ কি কি এ কি লো! এ কি কি দেখি লো!'
এ চাহে উহার পানে—
দেব কি দানব, নাগ কি মানব,
কেমনে এল এখানে?"

বিজয়কৃষ্ণ বাবু ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! বানররূপী রাজকুমার মুনির আশ্রমে যাইয়া কিরূপে রহিল, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।" ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলিলেন,—"রাজকুমার কিছুদিন মনের শান্তিতে তাপসের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। একদা ভাবিল,—'আমি যে জন্য এতদূরে আসিলাম, তাহার ত কিছুই হইতেছে না। আর এ ভাবে থাকিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিব না। আজি হইতেই তিনদিক্ ভ্রমণ করিয়া দেখিব, তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য হয়, করা যাইবে।' মনে মনে এইরূপ কল্পনা স্থির করিয়া অগ্রে পূর্ব্বদিকে গমন করিল। তথায় যাইয়া দেখে, নানা প্রকার পুষ্পিত ও ফলিত বৃক্ষশ্রেণীতে স্থানটি সুশোভিত। তথায় সুগন্ধময় সমীরণ সর্ব্বদা মৃদুমন্দগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু তাহা কোথা হইতে যে আসিতেছে, তাহার কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া রাজকুমার উত্তর পশ্চিম দুইদিক্ যথাক্রমে ভ্রমণ করিয়া কতই যে আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দেখিল, তাহার আর সীমা সংখ্যা নাই। এই ভাবে তিনদিক্ ভ্রমণ করিয়া তত্রত্য বিবিধ বিস্ময়কর ঘটনা পরিদর্শন করিয়া এবং মুনির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া আরও কিছুদিন অতিবাহিত করিল। একদা নিবিষ্টমনে বসিয়া ভাবিতেছে,—'আমি যে জন্য এ হেন দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি,

এ পর্য্যন্ত তাহার অনুসন্ধান ত কিছুই করিতে পারিলাম না। যাহাই হউক, বিধিলিপি ঘটিবেই ঘটিবে। আগামী প্রত্যূষেই মুনির অজ্ঞাতে দক্ষিণদিকে ভ্রমণ করিতে যাইব।" মনে মনে এই সঙ্কল্প দৃঢ়ীভূত হইল।

পরদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগান্তে কুমার দৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিল। অনন্তর তাপসবর যথাবথ নিয়মে ধ্যানমগ্ন হইলে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য দক্ষিণদিকে গমন করিল। কিয়দ্দূর অতিক্রমের পর সম্মুখে একটি প্রাচীর দেখিতে পাইল। প্রাচীরের একান্তে একটি দ্বার। দরজাটি কিন্তু ভিতর দিক্ হইতে বন্ধ। তখন কুমার ভাবিল,—"এখন আর এ মানব মূর্ত্তিতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না।" এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ বানরমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক লম্ফ দিয়া প্রাচীরের উপর উঠিল। দেখিল, তন্মধ্যে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী. তাহার চারিধারে দিব্য প্রস্তরময় সুন্দর ঘাট; ঘাটের উপরে চাঁদনী, দেয়ালের গায়ে নানাবিধ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। চারিদিকে সুদৃশ্য ও সুগন্ধী পুষ্পোদ্যান। স্থানটি প্রায় দুইক্রোশ বিস্তৃত। এই মনোমুগ্ধকর স্থান দেখিয়া কুমার মনে মনে ভাবিল,—"বোধ হয়, এই উপবন কোনও দেবকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা কিম্বা যক্ষকন্যা অথবা মায়াবিনীর বিলাস-কানন হইবে। যাহা হউক, আর আমার এ অবস্থায় থাকা যুক্তি-সঙ্গত নহে। এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সে তথা হইতে এক লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক উদ্যানের ভিতর পড়িল এবং অতিশয় ক্ষুদ্রকায় ধারণ করিয়া যথাস্থানে লুকাইয়া রহিল। কে কি ভাবে যে তথায় উপস্থিত হইবে, মনোমধ্যে তাহাই কেবল আন্দোলন করিতে লাগিল। এই ভাবে বহুক্ষণ অতীত। অকস্মাৎ ঊর্দ্ধদেশ হইতে একখানি পুষ্পরথ বায়ুভরে তথায় অবতরণ করিল। তাহার চারিদ্বার দিয়া চারিটি কন্যা বাহির হইয়া সেখানে নামিল; চারিটি নবযৌবনা। পরস্পর বয়ঃক্রমে দুই তিন বৎসরের ছোট বড়। সকলকেই দেখিতে সুরবালা সদৃশী, কোন অংশেই ন্যূন নহে। তাহারা বসন-ভূষণ উন্মোচনান্তে সেই রথোপরি রাখিয়া, পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে করিতে পুষ্করিণীর স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ঘাটে নামিয়া জলকেলি আরম্ভ করিল। এইরূপে তাহারা আশা মিটাইয়া জলকেলি করিল; পরে নীরত্যাগ করিয়া উপবন হইতে উত্তম উত্তম পুষ্পচয়ন করিল; সেই সকল পুষ্পে রথখানি দিব্য

করিয়া সাজাইল। পরে সেই অবস্থায় পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য-গীত আরম্ভ করিল। এইরূপে নৃত্য করিতে করিতে সমস্ত উদ্যানময় ভ্রমণ করিয়া আসিল। তৎপরে সকলে পৃথক্ পৃথক্ ঘাটে গিয়া অভীষ্ট পূজায় প্রবৃত্ত হইল। বহুক্ষণের পর পূজা সমাপ্ত হইলে পুনরায় সেই ভাবে নৃত্য করিতে করিতে পুষ্পরথের নিকট আসিয়া স্ব স্ব বসন-ভূষণে ভূষিতা হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ দ্বার দিয়া পুষ্পরথে আরোহণপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলে পুষ্পরথ তৎক্ষণাৎ শূন্যমার্গে উঠিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল।

তখন রাজকুমারের আবার চিন্তা। "এই যে চারিটি পরমাসুন্দরী কন্যা আসিয়াছিল, উহাদিগকে কোন গতিকে হস্তগত করিতে পারিলেই আমি সিদ্ধমনোরথ হইতে পারি।" এই ভাবিয়া তথা হইতে এক লম্ফে প্রাচীরে উঠিয়া, অপরদিকে পড়িয়া পুনরায় রাজকুমারমূর্ত্তি ধারণ করত তাপসাশ্রমের নিকট উপস্থিত হইল। তথায় বসিয়াও ঐরূপ চিন্তা করিতে লাগিল। একবার ভাবিল, "যদি অকস্মাৎ উহাদের সম্মুখে উপস্থিত হই, তাহা হইলে আমাকে কোপানলে হয় ত ভস্ম করিলেও করিতে পারে। তবে এক কার্য্য করিব, আবার যখন উহারা বসন-ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পরথোপরে রাখিয়া পুষ্করিণীতে জলকেলি করিতে নামিবে, সেই সময় উহাদের বসনাদি হরণ করিয়া কোন স্থানে লুকাইয়া থাকিব। ইহাতে তাহাদের কিরূপ ভাব দাঁড়ায়, তাহা বুঝিয়া উপস্থিত মতে যাহা হয় করা যাইবে।" এই স্থির করিয়া সেদিন মুনির আশ্রমে যথাসময়ে ফলাদি ভোজনান্তে বিশ্রাম করিল; কিন্তু কিছুতেই তাহার নিদ্রা আসিল না; কেবল সেই মনো-মোহিনীগণের মধুর মূর্ত্তিই তাহার হৃদয়মধ্যে জাগরূক থাকিয়া মনপ্রাণকে অত্যন্ত আকুল করিয়া তুলিল। তখন মনের আবেগে উন্মত্তপ্রায় হইয়া নিদ্রার ঘোরে বলিতে লাগিল,—"অহো! কি দেখিলাম! আর কি সে চাঁদমুখগুলি আমার এই নয়নচকোর দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে? না না, স্বপ্ন দেখিয়াছি! স্বপ্নই বা কিরূপে সম্ভবে? ঠিক ত দেখিয়াছি। বোধ হয়, উহারা মায়াবিনী, মায়াজাল বিস্তার করিয়া পরচিত্ত-হরণ-মানসে এইরূপ পুষ্পরথে আরোহণপূর্ব্বক যথাতথা ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। কৈ, কিছুই ত

ভাব-গতি বুঝিতে পারিতেছি না। যাক, আর বৃথা চিন্তায় কি ফল? অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে।"

এদিকে উষাসতীর তরুণ আলোকে জগতের সমস্তাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন রাজকুমার শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল। প্রত্যহ তাপসের যে সকল কার্য্য তাহার দ্বারা সম্পাদিত হয়, আজিও ব্যস্তসহকারে তাহা নিষ্পাদন-পূর্ব্বক চঞ্চলভাবে আশ্রম হইতে বাহিরে যাইবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। এদিকে মহাতপা তাপসও পূর্ব্ববৎ ধ্যাননিমগ্ন হইলেন। সেই সুযোগে কুমারও আর বিলম্ব না করিয়া স্বকার্য্য-সাধন মানসে, দক্ষিণদিকে গমন করিল। যথাসময়ে সেই উদ্যানের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। তখন পুনরায় বানরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক লম্ফে প্রাচীরে উঠিয়া উদ্যানের চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু তখনও পূর্ব্বোক্ত কন্যাগণ তথায় আইসে নাই। সুতরাং তথা হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক উদ্যানমধ্যে পড়িয়া ক্ষুদ্রকায় ধারণ করত তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করত একস্থানে লুক্কায়িত রহিল। বহুক্ষণ অতীত, তথাপি মনোরথসিদ্ধির কোন লক্ষণ না দেখিয়া মনে করিতে লাগিল,—"বোধ হয়, এইরূপ বিলাসের স্থান তাহাদের আরও অনেক আছে, হয় ত আজ তাহারা সেই স্থানে যাইয়া থাকিবে।" আবার ভাবিল,— "না, নিশ্চয় এইখানে আসিবে, যদি একান্তই না আইসে, তবে যতদিন না আসিবে, ততদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও এ স্থান হইতে পদমাত্র অন্তরিত হইব না।" এই ভাবিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাহাদের অপেক্ষায় উর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এমন সময় শূন্যমার্গে তাহার সেই দৃশ্য-দর্শন ঘটিল। দেখিতে দেখিতে পুষ্পরথখানি উপবনে উপনীত হইল। তদ্দর্শনে চিন্তা কুমারের অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইল; অধিকন্তু হৃদয় ভাবী আশার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সুন্দরীগণ রথ হইতে অবতরণের পর পূর্ব্ববৎ পরিধেয় বসন-ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পরথোপরি রাখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নৃত্য-গীত করিতে করিতে পুষ্করিণীতে নামিয়া জলকেলি করিল। তখন রাজকুমার বানরমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া দিব্য পুরুষমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সঙ্গোপনে তাহাদের বসন-ভূষণগুলি হরণ করিয়া, ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া একপার্শ্বে সশঙ্কচিত্তে দাঁড়াইয়া

তাহাদের হাবভাব দেখিতে লাগিল। কুমারীরা জলকেলি প্রভৃতি সমাপনান্তে পুষ্পরথের নিকট আসিয়া দেখিল, বসন-ভূষণাদি কিছুই নাই। বিস্ময়ে তাহাদের হৃদয় স্তম্ভিত হইল; তাহারা আকুলপ্রাণে চঞ্চলনয়নে চতুর্দ্দিক্ দৃষ্টি করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। রাজকুমার ভাবিল,—"যেমনই কেন হউক না, উহারা যুবতী বই ত নয়, পুরুষ দেখিলে অবশ্যই লজ্জিত হইবে।" এইরূপ তাহার মনোমধ্যে কতই ভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল।

অনন্তর যুবতারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সমভাবে তথায় দাঁড়াইয়া বিস্ময়বিহ্বল হইয়া রহিল এবং আকস্মিক ঘটনার কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া উদাস-প্রাণে কতই কি ভাবিতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা সেই পুষ্পোদ্যান-মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া স্ব স্ব বসন-ভূষণ অন্বেষণ করিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অগত্যা যুবতীরা ইহার আর কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া একাগ্রচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে সকরুণে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—"হায়! হায়! কে এমন সর্ব্বনাশ করিল! এত দিন আমরা এই নির্জ্জন উপবনমধ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে জলকেলি করিয়া আসিতেছি, কখনও ত এরূপ বিপজ্জালে জড়িত হই নাই। তবে আজ কোন্ পাপে আমাদের এ বিড়ম্বনা ঘটিল? এত দিনের পর কে আমাদের সাধে বাদ সাধিল? হা বিধি! আজ হইতে কি আমাদের নন্দনকাননে প্রবেশাধিকার রহিত করিলে? তাই ত, এখন আমাদের বিলাপ যে অরণ্যে রোদনের ন্যায় হইতেছে! কিছুই ত উপলব্ধি হয় না।" এই বলিয়া সকলে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া আবার হতাশচিত্তে করুণকণ্ঠে প্রথমা বলিতে লাগিল,—"যাহা কর্ত্তৃক এই গর্হিত কার্য্য সাধিত হইয়াছে, তিনি কৃপাবলোকনপূর্ব্বক এই অসহায়া অনাথিনীদের বসন-ভূষণগুলি দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করুন। তিনি আমাদের নিকট যাহা প্রাপ্তির অভিলাষ করিবেন, তাহাই তাঁহাকে দিয়া আমরা সুখী হইব। আমাদের নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে; কিঞ্চিৎ পরে আর আমরা কিছুতেই আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে পারিব না।" এইরূপে কতই মিনতি করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

যুবতীকুলের এইরূপ সকরুণ বিলাপ শ্রবণে রাজকুমার মনে মনে কথঞ্চিৎ আশ্বাম্বিত হইয়া ভাবিল,—"হয় এদিক্ আর না হয় ওদিক্।" মনে মনে

সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া বসন-ভূষণগুলি তথায় লুকাইয়া চকিতের ন্যায় তাহাদের পুরোভাগে গিয়া উপস্থিত হইল। রাজকুমারকে দেখিয়া যুবতীগণ লজ্জাবনত মস্তকে তথায় বসিয়া পড়িল। রোষের পরিবর্ত্তে তাহাদের এইরূপ লজ্জাশীলা দেখিয়া কুমারের হৃদয় আশার আশ্বাসে উদ্বেল হইল। তখন সাহস করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা কে? আর কোথা হইতে বা আসিয়াছ?" যুবতীগণের মধ্যে প্রথমা অত্যন্ত ভীতা ও বিস্মিতা হইয়া উত্তর করিল,—"অগ্রে আপনি আমাদের বসন-ভূষণগুলি প্রদান করুন, পশ্চাৎ আমাদের পরিচয় দিব।" রাজকুমার মনে মনে ভাবিল,—"অগ্রে বসনাদি-প্রদান যুক্তিসিদ্ধ নহে; যদি বসন-ভূষণগুলি পাইয়া ইহারা আমাকে প্রতারণা করে?" মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া বলিল,—"তোমরা যদি আমার একটি উদ্দেশ্যসাধন করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে, আমি বসন-ভূষণগুলি প্রদান করিতে পারি।" তখন প্রথমা জিজ্ঞাসা করিল,—"হে সৌম্য! তুমি এই সুরদুর্গম স্থানে কোন্ সাহসে, কি উদ্দেশে প্রবেশ করিয়াছ?" রাজকুমার বলিল,—"আমার পিতা একদা নিশীথকালে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যে, রৌপ্যের একটি বৃক্ষ, তাহার পত্রগুলি স্বর্ণের, তন্মধ্যে মধ্যে দিব্য মাণিক্যের ফল শোভা পাইতেছে। সেই বৃক্ষের সর্ব্বোপরিভাগে একটি ময়ূর নৃত্য করিতেছে। স্বপ্ন দর্শনে বিচলিতচিত্ত হইয়া তিনি এইরূপ অভি-প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে তাহাকে সেই স্বপ্নের দৃশ্য আনিয়া দেখাইতে পারিবে, তিনি তাহাকে তাঁহার সমস্ত রাজ্য অর্পণ করিবেন। এই কারণেই আমি সেই পরমাদ্ভুত দৃশ্যের অন্বেষণ করিতে করিতে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি।"

তখন প্রথমা কিঞ্চিৎকাল নীরবে থাকিয়া বলিল,—"যুবরাজ! যাহা তুমি বলিলে, তাহা আমাদের দ্বারাই সাধিত হইতে পারিবে, সে কারণ তোমার চিন্তা নাই। এক্ষণে অগ্রে আমাদের বসন-ভূষণগুলি প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগকে এ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর।" যুবক বলিল,—"সুন্দরি! অগ্রে আমাকে পিতার স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ দেখাও, পশ্চাৎ বসন-ভূষণ প্রদান করিব।" তচ্ছ্রবণে প্রথমা বিনয়নম্রবচনে বলিল,—"যুবক! আমরা এ জীবনে কখনই পুরুষ স্পর্শ করিয়া অপবিত্রা হই নাই; আজি কি প্রকারে তোমাকে স্পর্শ

করিব? আমরা সুরনগরীর অমরাপুরীস্থ নন্দনকাননের নর্ত্তকী, আর তুমি জন্মমরণশীল মানব; তোমাকে স্পর্শ করিলে আমাদের জাতিকুল ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে, আমরা অপবিত্রা হইব, তাহা হইলে স্বর্গে যাইতে আমাদের শক্তি থাকিবে না।" তখন যুবক বলিল,—"অনিন্দ্যে! যতই বল না কেন, কিছুতেই বসন-ভূষণ প্রদান করিব না। অগ্রে বসনাদি প্রদান করিলে কি আর আমার ভাগ্যে সেই দৃশ্য-দর্শন ঘটিবে?" প্রথমা আর সে কথার উত্তর দিতে পারিল না। তখন যুবতীরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। পরে প্রথমা জনান্তিকে সঙ্গিনীদিগকে বলিতে লাগিল,—"তাই ত ভাই! এত দিন পরে বুঝি আমাদিগকে স্বর্গের দিব্য সুখ হইতে চিরজীবনের জন্য বঞ্চিত হইতে হইল।" তখন চতুর্থী বলিল,—"তবে কি তুই বিয়ে বস্‌বি না কি?" প্রথমা বলিল,—"আমি ত একা বিয়ে বস্‌লে হ'বে না, সকলকেই হবে।" তৃতীয়া ও দ্বিতীয়া বলিল,—"এতকাল পরে বিধাতা তোদিগকে বুঝি বসন-চোর-বর পাঠাইয়া দিয়াছেন? এ বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না; তোমরা যাহা ভাল বুঝিবে, তাই কর।" প্রথমা তখন কুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"ওহে যুবরাজ! তোমার মনের অভিলাষ আমাদিগের নিকট অসঙ্কোচে প্রকাশ কর।" কুমার বলিল,—"সুন্দরিগণ! তোমরা আমাকে পতিত্বে বরণ করিলে তোমাদিগকে পর-পুরুষ-স্পর্শে পাতকিনী হইতে হইবে না; বরং সকল দিকেই সুবিধা ও সুযোগ হইবে। তোমরা যদি ইহাতে সম্মত হও, তাহা হইলেই তোমাদিগের বসন-ভূষণ প্রদান করিব।" তখন যুবতীগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজকুমারের প্রার্থনায় স্বীকৃতা হইল এবং চারিজনে চারি ছড়া পুষ্পমালা গাঁথিয়া পর্য্যায়ক্রমে যুবকের গলদেশে প্রদান করিল। যুবক ও সেই পুষ্পমালা পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের গলে প্রতিপ্রদান করিল। এইরূপে গান্ধর্ব্ববিধানে রাজকুমারের সঙ্গে তাহাদের শুভপরিণয় সম্পাদিত হইল। তখন যুবক নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে বসন-ভূষণ আনিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিলে সকলে স্ব স্ব বসন-ভূষণে সজ্জিত হইল। অনন্তর প্রথমা বলিল,—"স্বামিন্! আমি একটি মন্ত্র বলিতেছি, তাহা মনো-যোগের সহিত অভ্যাস করিয়া লও।" প্রথমা মন্ত্র বলিল, যুবক তাহা অভ্যাস করিয়া লইল। পরে সে একটি জলাধারে করিয়া জল লইয়া তাহা মন্ত্রপূত

করিয়া রাজকুমারকে বলিল,—"ঐ কক্ষে একখানি শাণিত অসি আছে, তদ্দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে আমাদিগকে ছেদন কর, তাহা হইলেই তোমার সেই অভিলষিত সিদ্ধ হইবে। তৎপরে আমাদের ছিন্নদেহে মস্তক যোজিত করিয়া এই মন্ত্রপূত জল তদুপরি সিঞ্চন করিবামাত্র আমরা পুনর্জ্জীবিত হইব।"

এই বলিয়া যুবতীগণ তথায় শয়ন করিল। অমনি যুবক সেই শাণিত অসিখানা তথা হইতে আনিয়া তদ্দ্বারা অগ্রে প্রথমাকে কাটিল, তাহাতে দিব্য একটি রূপার বৃক্ষ সৃষ্টি হইল। পরে দ্বিতীয়াকে কাটিবামাত্র রৌপ্যতরু সুবর্ণ-পত্রে ভূষিত হইল। অনন্তর তৃতীয়াকে ছেদনমাত্র তৎক্ষণাৎ সেই তরুর শাখায় শাখায় মাণিক্য-ফল ঝুলিতে লাগিল। পরিশেষ চতুর্থাকে কাটাতে দিব্য একটি ময়ূর সৃজিত হইয়া তরুশিরে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বহুকালের বাঞ্ছিত অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শনে যুবকের মনপ্রাণ আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিল। তখন আর কালবিলম্ব অনুচিতজ্ঞানে সেই বিদ্যাধরীগণের মস্তক স্ব স্ব দেহের সহিত সংযোজিত করিয়া মন্ত্রপূত জল তদুপরি ছিটাইয়া দিবামাত্র তাহারা নিদ্রোত্থিতার ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন প্রথমা বলিল,—"প্রাণেশ্বর! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল ত? এক্ষণে আমাদিগকে বিদায় দাও।" যুবক বলিল,—"যদি তোমরা আমার নিকট আর না আইস, তবে আমি কি উপায় করিব?" তদুত্তরে প্রথমা বলিল,—"প্রাণকান্ত! সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমাকে আমরা একটি দিব্য বাঁশী দিয়া যাইতেছি, যখনই আমাদিগকে দেখিতে তোমার ইচ্ছা হইবে, তখন সেই বাঁশীটি বাদনমাত্র তন্মুহূর্ত্তেই আমরা তোমার নিকট উপস্থিত হইব।" এই বলিয়া প্রথমা বাঁশীটি কুমারের হস্তে প্রদান করিয়া পুষ্পরথে আরোহণ করিল; অপরাগণও তাহার অনুবর্ত্তিনী হইয়া রথোপরি যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলে পুষ্পরথ তৎক্ষণাৎ শূন্যমার্গে উঠিয়া দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল। তখন রাজকুমার ভাবিল,—"উহারা আমাকে যে বাঁশীটি দিয়া ভুলাইয়া চলিয়া গেল, এক্ষণে সেই বাঁশী বাজাইয়া উহাদের কথার পরীক্ষা করিয়া দেখি।" এই ভাবিয়া যেমন বাঁশীটি লইয়া বাজাইল, অমনি পুষ্পরথ তথায় প্রত্যাবর্ত্তিত হইল। প্রথমা বলিল,—"জীবনবল্লভ! কি জন্য আবার আমাদিগকে ডাকিতেছ?" যুবক বলিল,—"মনোমোহিনি! অন্য কোন কারণ নাই,

কেবলমাত্র তোমাদের কথার পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম।” তখন তাহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া পুনরায় পুষ্পরথখানি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল এবং মুহূর্তমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

তখন রাজকুমার আর তথায় ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া, তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া ঐ চিত্তবিনোদিনীদের রূপগুণ মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে তপোধনের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তিনি সেই ভাবেই ধ্যাননিমগ্ন রহিয়াছেন। তখন তথায় বসিয়া নিবিষ্টমনে কেবল সেই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের চিন্তা করিতে লাগিল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান। মুনিবরেরও ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি রাজকুমারকে দেখিয়া বলিলেন,—“বৎস! তুমি এই স্থানে কিঞ্চিৎ প্রতীক্ষা কর, আমি কিছু ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনি।” এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন এবং অনতিবিলম্বেই ফিরিয়া আসিলেন। পরে দুইজনে ফলমূল জলযোগ করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে গেলেন। মুনিবর যেমন শয়ন করিলেন, অমনি নিদ্রিত হইলেন। রাজকুমার শয়ন করিল বটে; কিন্তু সে রাত্রিতে আর কিছুতেই তাহার নিদ্রা আসিল না।

এদিকে সুন্দরীবৃন্দ যথাসময়ে দেবরাজের নন্দনোদ্যানে উপস্থিত হইল। যন্ত্রবাদকগণ স্বীয় স্বীয় বাদ্যযন্ত্র সুরে তানে মিলাইয়া রীতিমত বাদনে প্রবৃত্ত হইল। বাদ্যের মধুর ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ শব্দায়মান। এমন সময় বিদ্যাধরীগণ তথায় উপস্থিত হইয়া বাদ্যের সহ তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করিল; কিন্তু পদে পদে তাহাদের তালভঙ্গ হইতে লাগিল। দেবরাজ তদ্দর্শনে রোষবশে তৎক্ষণাৎ অভিশাপ দিলেন যে, “দেখ্, আজি হইতে তোদের স্বর্গে আসা বন্ধ হইল। আর পুষ্পরথে করিয়া কখনই তোরা স্বর্গে আসিতে পারিবি না; আমি জানিতে পারিতেছি, মনুষ্যের প্রতি তোদের অনুরাগ জন্মিয়াছে, তোরা মনুষ্যের অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিস্। রে দুষ্টাগণ! এই মুহূর্ত্তেই তোরা আমার নন্দনকানন হইতে দূর হ। তোদের কিছুতেই এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। দূর হ! শীঘ্র দূর হ! তোদের মুখদর্শন করিলেও আমি মহাপাপে পতিত হইব।” এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া দেবরাজ তথা হইতে গমনোদ্যত হইলেন; এমন সময় যুবতীচতুষ্টয় দেবরাজের পদদ্বয় ধারণ করিয়া করুণবিলাপ করিল,

কিন্তু দেবরাজ কিছুতেই তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সবলে পদদ্বয় ছাড়াইয়া প্রস্থান করিলেন। তখন তাহারা নিরাশ হইয়া ইহজীবনের মত স্বর্গচ্যুত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পুষ্পরথে আসিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ পুষ্পরথখানি তথা হইতে ধীরে ধীরে মর্ত্ত্যের দিকে নামিয়া আসিয়া যথাসময়ে সেই পুষ্পোদ্যানে উপস্থিত হইল।

এদিকে রাজকুমার দেখিল যে, রাত্রি প্রভাত। তখন সে আর অন্য কোন দিকে না গিয়া সেই উপবনে উপস্থিত হইয়া দেখিল, বিদ্যাধরীগণ তৎপূর্ব্বেই তথায় আসিয়াছে। তখন তাহারা রাজকুমারকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু যুবরাজ তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"সুন্দরিগণ! তোমরা আমাকে দেখিয়া এরূপ অধীরা হইয়া বিলাপ করিতেছ কেন?" কিঞ্চিৎ পরে প্রথমা পুষ্পরথ হইতে নামিয়া কুমারের পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"প্রাণনাথ! আজি হইতে তোমার জন্য আমরা চিরদিনের মত স্বর্গচ্যুত হইলাম। দেবরাজ আমাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন। তোমাকে যে আমরা স্পর্শ করিয়াছি, তাহা তাঁহার অবিদিত নাই। সেই অপরাধে এই পুষ্পরথের সহিত এ জন্মের মত আমরা স্বর্গচ্যুত হইলাম। এক্ষণে তোমা ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই।"

কুমার যুবতীগণের দুঃখের কথা শুনিল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় আনন্দে উছলিয়া উঠিল। কেবলমাত্র তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য কপট দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিল,—"সুন্দরিগণ! আর বৃথা বিলাপে কি ফল? অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। এক্ষণে তোমরা আমারই পরিণীতা প্রণয়িনী। অতএব আমার দেহে যতদিন প্রাণ থাকিবে, ততদিন তোমাদিগকে আমি কখনই পরিত্যাগ বা অযত্ন করিব না। তোমাদিগকে সুখ-স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিলাম।" তখন প্রথমা সুন্দরী বলিল,—"প্রাণবল্লভ! এ যাবৎ দেবরাজের নন্দনকাননে নৃত্য করিয়া আমরা মহাসুখে সুখী ছিলাম, তোমাকে স্পর্শ করিয়া আজি হইতে তাহাতে বঞ্চিত হইলাম। হায়! হায়! কি পরিতাপ! দেবনিকেতন পরিত্যাগ করিয়া আজি কি না মানবসমাজে বাস করিতে হইবে! কি পরিতাপ! কি পরিতাপ! জন্মান্তরীণ কোন্ পাপের জন্য আমাদিগকে এইরূপ দুর্দ্দশায় পড়িতে হইল?

এইরূপ বহুবিলাপের পর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনর্ব্বার প্রথমা বলিল,—"স্বামিন্! তুমিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা এবং প্রতিপালক। এক্ষণে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?" রাজকুমার বলিল,—"যাহা তোমাদের ইচ্ছা, তাহাতেই আমি সম্মত আছি।" প্রথমা বলিল,—"এই উদ্যানে কিছুকাল সুখ-সম্ভোগ করিয়া পরে তোমার সহিত তোমার দেশে যাইব।" রাজকুমার পরম-প্রীতির সহিত তাহাতে স্বীকৃত হইয়া তাহাদিগকে লইয়া পরমসুখে দিনযাপন করিতে লাগিল। বলাই বাহুল্য, সেই দিন হইতে তাপসাশ্রমে গমনও কুমার রহিত করিয়া দিল।

অষ্টাদশ স্তবক।

উদাস-প্রাণ।

"প্রাণের ভিতর উদাস নিরাশ,
ক্রমেই হতাশ বাড়িছে মোর—
ওঠো ওঠো প্রায় প্রলয় বাতাস—
অভাগার যাত্রী হয়েছে তোর!"

কেশব বাবু আজি নিজহস্তে গৃহলক্ষ্মীকে ইহজীবনের মত বিসর্জ্জন দিলেন, সংসারের সকল আশা-ভরসা বিলুপ্ত হইল। বলিতে গেলে সংসারের মায়া-মমতা এক প্রকার দূর হইল, জীবন যেন শূন্যপ্রায় হইয়া দাঁড়াইল। কাহার জন্য সংসারে বাস? কাহার জন্য গৃহবাস? গৃহে আর সুখ নাই, লোকালয় যেন বিষবোধ হইতে লাগিল। তিনি আর গৃহে প্রবেশ করিলেন না; বহির্দ্বারে আর্দ্রবসন পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক জনৈক প্রতিবাসীর বাড়ীর বৈঠকখানায় গিয়া শয়ন করিলেন; শয়ন মাত্র, নিদ্রাদেবীর প্রসাদলাভে বঞ্চিত হইলেন।

ক্ষণপরেই তথা হইতে উঠিয়া, সরাসর সদর রাস্তায় যাইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"এক্ষণে কি করি, কোথায় যাই ? এমন সময় তাঁহার হঠাৎ মনে পড়িল, নিজ বাড়ী ও শ্বশুর-বাড়ীতে পত্র লিখিয়া এই সুংবাদ দিতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে স্বগ্রামবাসী এক ব্যক্তির দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দোকানদার সহানুভূতি দেখাইয়া আক্ষেপসহকারে বলিলেন,—"হায় ! হায় ! কি সর্ব্বনাশ ! যেমন অনেক আশা-ভরসা করিয়া স্ত্রীকে কলিকাতা সহরে আনিয়াছিলেন, আজি চিরদিনের জন্য সে আশা-ভরসা একেবারে অতল জলে নিখাত হইল।" কেশব বাবু সে কথার দ্বিরুক্তি না করিয়া মলিন-বেশে শুষ্কমুখে ধীরে ধীরে দোকানের গদীর উপর উঠিয়া বসিলেন। পল্লীস্থ ভদ্রাভদ্র অনেকেই কেশব বাবুকে চিনিত ; চরিত্রের গুণে তিনি সকলেরই প্রীতি, স্নেহ, সম্মান ও দয়ার পাত্র ছিলেন। তাঁহার পরিচিত যত লোক তথায় আসিলেন, সকলেই তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"কেশব বাবু ! আজি আপনার এরূপ ভাব কেন ?" তিনি সে সমস্ত কথার প্রত্যুত্তর প্রদানে সমর্থ হইলেন না দেখিয়া, দোকানদার তাঁহার উপস্থিত বিপদের বিষয় পরিব্যক্ত করিল ; শুনিয়া সকলেই নানারূপ সহানুভূতি ও দুঃখপ্রকাশ করিয়া তাঁহার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

কেশব সেই দোকানে বসিয়া শূন্যপ্রাণে শূন্যমনে জগৎসংসারের বৈচিত্র্য ভাবিতে লাগিলেন। অতঃপর দুইখানি পত্র দেশে লিখিবেন, কিন্তু কি সংবাদ যে তাহাতে লিখিবেন, তাহাই কেবল মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কোন্ প্রাণে প্রিয়তমা গৃহলক্ষ্মীর মৃত্যু-সংবাদ লেখনীতে লিখিয়া দেশে পাঠাইবেন, তাহাই তাঁহার হৃদয়মধ্যে দাবাগ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন,—"হা জগদীশ্বর ! তুমি সদানন্দময়, তোমার সৃষ্ট জগৎ আনন্দে পূর্ণ। তবে কি কেবল দুঃখ-ভোগের জন্য আমাকেই তোমার আনন্দময় জগতে পাঠাইয়াছিলে ? দয়াময় ! আমি এত কি গুরুতর অপরাধে অপরাধী যে, আমাকে এরূপ মর্ম্মান্তিক বেদনা ভোগ করিতে হইল ? ওহো ! বুঝিলাম, সকলই জন্মান্তরীণ

মহাপাপের ফল; আমার ভাগ্যে সেই পাপের পরিণাম আমার এই অসহনীয় অন্তর্দ্দাহ। হা বিধে! কি দোষে আমার সোণার সংসার ভাঙ্গিয়া দিলে? আমার সাজান বাগান শুকাইয়া গেল! দয়াময়! ইহাতে তুমি কি সুখী হইলে? আমি দুঃখে থাকি কি সুখে থাকি, তাহার জন্য আমার কোন মনোবেদনা নাই; কেবলমাত্র এই চাই, তোমার দয়াময় নাম যেন এই হৃৎপদ্মাসনে চিরাঙ্কিত থাকে। ইহাই আমার বাসনা, ইহাই আমার কামনা, ইহাই আমার ভিক্ষা। কি বিড়ম্বনা! আমার এত সাধের সংসার আজি পবন-দেবের সহিত মিশিয়া কোথায় লুকাইল? কোথা গেল—কোথা গেল—প্রাণের প্রতিমা আমার? দেখা দে! দেখা দে! দেখা দিয়া তাপিত প্রাণ ক'রে দে' সুশীতল। তুই জীবিতা থাকিতে কত আমায় মনোবেদনা জানাইয়া এ অভাগাকে দগ্ধীভূত করিতিস্। মরিয়াও কি সেই যন্ত্রণা চির-দিনের জন্য সুদৃঢ় স্তম্ভরূপে হৃদয়ক্ষেত্রে প্রোথিত করিয়া গেলি? তুই কি এই জন্যই আমার সহধর্ম্মিণী হইয়া আমাকে শাস্তি দিতে মর্ত্ত্যভূমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি? তাই বুঝি সময়ে সময়ে কাঁদিয়া বলিতিস্,—'এ যাত্রা আর আমি বাঁচিব না।' তোর সেই কথা শুনিয়া আমি যে নানারূপ সান্ত্বনাবাক্যে তোরে সন্তোষে রাখিতাম। ওহো! তাই বুঝি, সত্য সত্য দেখালি আমায়? গেলি গেলি ক্ষতি নাই তায়; চিরদিনের জন্য কিন্তু অন্তরেতে দাগা দিয়ে গেলি! ত্যজ্য ক'রে হয়েছ সুখিনী? সুরপুরে মিশে আছ, সানন্দ অন্তরে দেবকন্যা সনে। —সময়েতে ডেকে নিস্, তোর অভাগা স্বামীরে!

শোকোচ্ছ্বাস।

(১-৩-০-৪-১২-৯)

ক্বিবা মন্দ ক্ষণে আজ আঘাতিল হৃদয়ে বাজ
অমানিশা গত হয় ক্রমে।
প্রভাতে মঙ্গলবার প্রতিপদ তিথি আর
কাল তদা উদিল বিক্রমে॥
চৈত্রের নবম দিনে ব্যথিত করিয়া দীনে
রাত্রিশেষ পঞ্চ ঘটিকায়—

স্বজনে ভাসায়ে শোকে গেছে সেই সুরলোকে
আঁধারেতে ফেলিয়া আমায়।
ভাগ্যের লিখন যাহা কে পারে খণ্ডাতে তাহা
ফলিবে ফলিবে তা নিশ্চয় ;
বিধাতার নাহি রোষ সকলি ভাগ্যের দোষ
নিয়তিতে বাধা সমুদয়।
গত জনমের পাপ ছিল কিংবা ব্রহ্মশাপ
বংশ ধ্বংস হ'ল সে কারণ ;
শোকানলে জ্বলে প্রাণ কে করে সান্ত্বনা দান
অশ্রুধারা ঝরে দু-নয়নে।
জ্বলি পুড়ি ক্ষতি নাই জন্মান্তরে যেন পাই
সেইমত পত্নী গুণবতী।
কি করি কোথায় যাই এ দুখ কারে জানাই
সে বিনা যে আমার দুর্গতি ॥
ইচ্ছা সদা করি আমি হই তার অনুগামী
বিরাজে সে যথা সুরলোকে।
তবে ত জুড়ায় জ্বালা কেন হই ঝালাপালা
পাসরি সকল দুখ-শোকে ॥
যুগলে যুগল মিশি বসি সুখনীরে ভাসি
সুখী হই প্রেমের মিলনে—
নন্দনের গন্ধবহ প্রবাহিবে অহরহ
সুখী হ'বে দেখে সুরগণে ॥
পূরিবে কি এই আশা পেয়ে সেই ভালবাসা
পরিতৃপ্ত হ'ব কি আবার ?
যতদিন না ঘটিবে জ্বলিতে পুড়িতে হ'বে
হৃদিগেহ হবে ছারখার !
সেই আশা হৃদি ধরি যাপি দিবা বিভাবরী
কতদিনে পাব পরিত্রাণ ?

কবে সেই চাঁদমুখ দরশনে যাবে দুখ
কবে যাবে ঘুচে ব্যবধান ?
যদি বিধি দেন দিন আপ্যায়িত হবে দীন
নতুবা কেবল হাহাকার !
সংসার যেন শ্মশান শোকে সদা ম্রিয়মাণ—
কিবা আশে বেঁচে র'ব আর ?
বাঁচিতে নাহিক আশা প্রেমভক্তি ভালবাসা
পরমেশ-পদে সমর্পিয়া ;
সুখধামে চলি যাব যেথা ব্যথা নাহি পাব
বিরহ-বিচ্ছেদ পাসরিয়া।
সকল দুঃখের শেষ না রবে শোকের লেশ
পার হ'ব সন্তাপ-সাগর ;
এক্ষণে বুঝেছি সার বিনে সেই সারাৎসার
কেহ নাই আর আপনার।
প্রণমি শ্রীপদে তাঁর মাগি ভিক্ষা বার বার
ভবে যেন না হয় আসিতে ;
নাহি সুখ ধরণীতে কর্ম্মের ফল ভুঞ্জিতে
শুধু হয় আসিতে যাইতে।
কেশব কাতরে কয়— শুন ওহে দয়াময় !
কেড়ে নিলে হৃদয়ের ধন ;
তবে সেই শূন্যস্থান পূর্ণ কর ভগবান্ !
শ্রীচরণে এই নিবেদন।
গৃহিণী যদি না ঘরে আনন্দে বিরাজ করে
তবে তাহা শ্মশান সমান।
প্রেয়সী থাকিলে পাশে কি দুখ বনবাসে
প্রিয়া যথা তথা দিব্য স্থান !
বিধি ! তোরে সাধি শুন জন্ম যদি দিবে পুন
দিয়ে পুন নিও না রতনে।

আজন্ম ক্লেশের দায় ভুঞ্জিবারে পারা যায়
সুখ দুখ যায় না সহনে!
তুমিও ত গৃহলক্ষ্মী হারায়াছ কমলাক্ষি!
অবনীতে হয়ে অবতার।
কি কষ্ট পেয়েছ তায় ভেবে দেখ সমুদায়
অরণ্যে করেছ হাহাকার!
বলিতে ভাই লক্ষ্মণে সকরুণে সরোদনে
সীতা বিনে বড় ব্যথা পাই!
সীতা-শোকে বনে বনে ভ্রমিতে অনুজ সনে—
সে সব কথা কি মনে নাই?
জীবের যে ঘটে দায় বিধির কি দোষ তায়?
সবে বদ্ধ কর্ম্মের বন্ধনে।
সেই গ্রন্থি ছেদ করে এই বিশ্বে কেবা পারে
সমর্থ না হয় সুরগণে।
নিজ নিজ কর্ম্মফলে ভাসে সবে অশ্রুজলে
তত্ত্ব না জানিয়া দোষে দেবে—
দোষ ত কাহারো নয় মম দোষ সমুদয়
দেখিয়াছি অন্তরেতে ভেবে।
পাবে দণ্ড নরাধম নিয়তির এ নিয়ম
তাই বুঝি এই দুখ পাই—
এ তত্ত্ব জগৎস্বামি! বুঝিব কি মূঢ় আমি?
পরিণামে ঐ পদ চাই।

হতভাগ্য—
কেশব............

মনের আবেগে পরিতপ্ত কেশব দোকানে বসিয়া কবিতাতে এই লিপি সমাপ্ত করিলেন। পাঠক ও পাঠিকাগণ ইহাতে অনেক ভ্রমপ্রমাদ আছে, কৃপাবলোকনপূর্ব্বক সে সমস্ত মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। কারণ, কেশব বাবুর মত যিনি ভুক্তভোগী, তিনি ভিন্ন তাঁহার মনের ভাব অন্যে বুঝিতে পারিবেন

না। পত্র দু-খানি যথাযথ আবরণে বেষ্টিত করিয়া, উপরিভাগে শিরোনামা লিখিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে কৃষ্ণরেখাচতুষ্টয়ে চিহ্নিত করিলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া তথা হইতে পথ বাহিয়া সরাসর পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন; অচিরে ডাকঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন; টেঁক হইতে চারিটি পয়সা খুলিয়া পোষ্টমাষ্টার বাবুর সম্মুখস্থ টেবিলোপরি রাখিয়া বলিলেন,—"বাবু, দু-খানি টিকিট দিন।" মাষ্টার বাবু পয়সা চারিটা আপন ক্যাসে রাখিয়া, দু-খানি টিকিট তাঁহার হস্তে দিলেন। পরে কেশব পত্র দু-খানির যথাস্থানে টিকিট লাগাইয়া ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিলেন। অনন্তর তথা হইতে চলিয়া আসিয়া সদর রাস্তায় বাতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া, চঞ্চলনয়নে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কি দেখিতেছেন, মনের ভাবই বা কি, কে বলিবে?—কে বুঝিবে? তাঁহার চক্ষে তখন চারিদিকেই যেন তদীয়া পত্নীর সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি বিরাজমানা! পলকে পলকে নয়নে নয়নে কেবল তাহাই দেখিতেছেন, ক্ষণকালের জন্যও নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেছেন না। সেই মূর্ত্তিই যেন তাঁহার নয়নকোণে লাগিয়া রহিয়াছে—আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। একবার জ্ঞান হইতেছে, "এই বুঝি সেই সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি সম্মুখে দাঁড়াইয়া!" আবার ভাবিতেছেন,—"না—না—কোথায়? আমার ভ্রম। সে সুরপুরে গিয়া দেবকন্যাগণের সঙ্গে মিশিয়া আনন্দে আনন্দময়ীরূপে দিন কাটাইতেছে। মর্ত্ত্যলোকে আর তাহার অস্তিত্ব নাই! তবে কি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি? না, আমার মনের গতিই এইরূপ হইয়াছে? ঐ যে! ঐ যে! কৈ? কৈ? কিছুই না! আমি কি পাগল হইলাম? না, কৈ, তাও ত না! এই ত আমার চৈতন্য রহিয়াছে, পৃথিবীর সকল বস্তুই ত দেখিতেছি—চিনিতেছি। তবে কি শোকের জ্বলন্ত উত্তাপে আচ্ছন্ন হইয়াছি? বোধ হয়, তাই হবে। যদি পাগলই হই, লোকে বলিবে,—'স্ত্রীর শোকে কেশব ছন্নমতি হইয়াছে, স্ত্রৈণের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।' বলে বলুক, ক্ষতি কিবা তায়, সামান্য মানব আমি কি বুঝিতে পারি।"

ত্রেতাযুগে স্বয়ং ভগবান্, মরধামে রাজা দশরথের গৃহে রামরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতৃসত্য-পালনার্থ তিনি প্রিয়তমা জানকী ও অনুজ

লক্ষ্মণসহ বনে গমন করিয়া পঞ্চবটীবনে বাস করিয়াছিলেন। তথা হইতে লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ দশানন স্বয়ং লক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করে। তখন লক্ষ্মণকে রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"ভাই রে লক্ষ্মণ! সংসার শোকপূর্ণ; সংসারে যতরূপ শোক বিদ্যমান, প্রিয়তমা-শোক সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসহ ক্লেশপ্রদ। পত্নীবিয়োগবিধুরের শোক ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কেহই অনুভব করিতে সমর্থ নহে।" অহো! সেই রঘুকুলতিলকও বনে বনে ঘুরিয়া 'হা সীতা! হা সীতা! কোথা সীতা? কোথা সীতা?' বলিয়া কতই রোদন করিতেন এবং উন্মত্তের ন্যায় যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই সাশ্রুনয়নে জিজ্ঞাসা করিতেন,—"হাঁ রে! তোরা আমার সীতাকে দেখিয়াছিস্?" এমন কি, পশু, পক্ষী, তৃণ গুল্ম, বৃক্ষ, পর্ব্বত যে কেহ বা যে কোন বস্তু সম্মুখে পড়িত, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন,—"হা সীতা! হা সীতা! কোথা গেলে পাব সীতা? তোরা আমার সীতাকে দেখিয়াছিস্?" কিন্তু হায়! তাহাদের কাছে কোনও উত্তর পাইতেন না। তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইয়া সীতাবিরহে মর্ম্মভেদী মনের কষ্টে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। আর আমি? সামান্য মানবমাত্র! তাঁহার নিকট কীটাণু হইতেও কীটাণু। আমি, কি প্রকারে তাহা সহ্য করিব? এক্ষণে যাই কোথা?"

কেশব বাবু সদর-রাস্তায় দাঁড়াইয়া একবার ভাবিলেন,—"এরূপে নিয়ত পথে পথে ভ্রমণ করিলে সত্য সত্যই উন্মত্ত হইতে হইবে।" এই ভাবিয়া তথা হইতে আবার পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যেই শোক-তাপনিবারিণী জাহ্নবীর পবিত্রকূলে উপস্থিত। সম্মুখে সেই শ্মশান! শ্মশান দেখিয়া তাঁহার হৃদয়পটে পূর্ব্বস্মৃতির উদয় হইল। স্ত্রী-পুত্র যেখানে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, ছুটিয়া গিয়া সেই শ্মশানে প্রবেশ করিলেন। যেখানে তাঁহার প্রাণাধিক স্নেহের পুত্র ও সুবর্ণময়ী পত্নীর মৃতদেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল, একদৃষ্টে সেই চিতার দিকে নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন। কি দেখিলেন? দেখিলেন, কোন চিহ্ন নাই, কতকগুলি চিতাভস্মমাত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তখন ভাবিলেন,—"অহো! আবার শ্মশানে আসিলাম কেন? কৈ, যাহা খুঁজি, তাহার ত চিহ্নমাত্রও নয়নপথে পতিত হইল না। ঐ যে! ঐ যে চিতা জ্বলিতেছে! ঐ যে অগ্নিমধ্যে মূর্ত্তিময়ী দেবী শয়ন করিয়া

রহিয়াছে? অহো হো! কি দেখিতেছি? চিতার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া অগ্নি হু হু শব্দে জ্বলিতেছে। ঐ যে! ঐ যে! অগ্নির সঙ্গে মিশিয়া সে কি অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে ছলনা করিতেছে? কেন, কেন? এ ছলনা কেন? তবে হতভাগা কি কোন অপরাধ করিয়াছে? সেই জন্য এ চাতুরী প্রাণপতি সনে? কর কর ক্ষতি কিবা তায়! পূর্ব্বস্মৃতি ভুলিয়াছ সব, সেই ভালবাসা, স্নেহ-মমতা একে একে সব হয়েছ বিস্মৃত। বুঝিয়াছি, মনোমত স্থান পাইয়াছ, সুরপুরে দেবকন্যা সনে। তাই বুঝি মন-সুখে সব ভুলিয়াছ? সুখে থাক, সুখে থাক, থাক চিরদিন—তাহাতেই সুখী আছি অন্তরে অন্তরে। যদি বিধি ঘটাতেন বিপরীত ভাব, তবে জ্বলিতে গো মোর মত নিশিদিন স্বামি-শোকানলে; বুঝিতে তা' হ'লে শোকের কি জ্বালা! পারিতে না রহিবারে সেই সুরপুরে দেবকন্যা সনে! না না, বুঝিয়াছি সব; মনোমত স্থান, তব তুল্যা সহচরী মিশিয়াছে সব, সেই হেতু, মন-সুখে রয়েছ তথায়। তুমি যদি সুখে থাক, তাতে আমি চিরসুখে আছি।"

শ্মশান-ভূমে উপস্থিত হইয়া, মনের আবেগে কেশব এইরূপ কতই প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। এদিকে শ্মশানের চতুর্দ্দিকেই চিতাগ্নি হু হু শব্দে জ্বলিতেছে। তাহা দেখিয়া আবার ভাবিলেন,—"সকলেরই ত এই গতি। তবে কেন শোকানলে হৃদয় দগ্ধীভূত করিয়া পরকালের পথ অপ্রশস্ত করিতেছি? সংসারে কে কাহার, আসা একা, যাওয়া একা, কাহারও সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নাই। সে কিরূপ? মহাপুরুষের মহদুক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে,——

'তুমি কার, কে তোমার, কারে বল রে আপন?
মহামায়া নিদ্রাবেশে দেখিতেছ স্বপন!
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন—
তেমতি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু-বান্ধব,
সময়ে পলাবে তারা কে করে বারণ।'

ভাবিতে ভাবিতে কেশবের মনে নির্ব্বেদ-সঞ্চার হইল। জগৎ স্বপ্নময় বোধ হইতে লাগিল। আবার শ্মশান হইতে বাহিরে আসিলেন, আবার

অন্যমনে গঙ্গার ধারে ধারে চলিতে লাগিলেন। এ দিকে পথের উভয় পার্শ্বে একে একে আলোকাবলী সমুদ্ভাসিত হইল। ক্রমে তিনি সদরঘাটে উপস্থিত হইলেন। ধীরে ধীরে সোপানোপরি পদনিক্ষেপ করিয়া জলের নিকট অবতরণ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া বসিয়া কি দেখিতে লাগিলেন ?

প্রকৃতির মনোমোহিনী মূর্ত্তি! অস্তগমনোন্মুখ রবির সুবর্ণরশ্মিতে রঞ্জিত হইয়া গঙ্গাম্বুর ঊর্ম্মিমালা বায়ু-হিল্লোলে নর্ত্তকীর ন্যায় যেন তালে তালে নৃত্য করিতেছে ;——ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য-জীবনের ন্যায় উঠিতেছে, নামিতেছে, নিক্ষিপ্ত হইতেছে, বিলীন হইতেছে। বায়ু-সঙ্গে লহরীরাজি যেন লীলাচ্ছলে ভব-সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতা দেখাইয়া দিতেছে।

এ দিকে পশ্চিমাকাশে চন্দ্রকলার প্রথমোদয়। সন্ধ্যার উজ্জ্বল তারকাটি তাহার নিকট থাকিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। সুতরাং দেখিতে দেখিতে শশিকলার তিরোধান। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমাকাশে চন্দ্রমার বিলয়। জগৎসংসারে তিমিররাজের আধিপত্য বিস্তৃত হইল, অন্ধকারের প্রভাবে জাহ্নবীর নীলাম্বু অধিকতর নীলিমা ধারণ করিল। অন্ধকারের গাঢ়তায় গঙ্গাগর্ভ ভীষণ হইতেও ভীষণতর মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিল। পূর্ব্বের লহরী-লীলা আর লোচনের গোচরীভূত রহিল না। স্থানে স্থানে গঙ্গাগর্ভে নৌকা, জাহাজ, বোট্, বজ্‌রা প্রভৃতিতে দীপরাজি জ্বলিতে লাগিল। কোথাও বা বিকট শব্দ ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে বাষ্পীয় পোত চলিতেছে, কোথাও বা তরণীবাহকের ক্ষেপণী-শব্দে এক প্রকার জলোচ্ছ্বাস-শব্দ শ্রুতিপটে প্রবিষ্ট হইতেছে। অন্ধকারে তাহাতে দুই একটি উজ্জ্বল আলোক দেখিয়া বোধ হইল যেন কোন বিকটাকার পশু রোষে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া শীকারের উদ্দেশে ধাবমান হইতেছে।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি সার্দ্ধ নবমঘটিকা। পুলিস-প্রহরিগণ পথিমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে উৰ্দ্ধতন পুলিস-কর্ম্মচারীদিগকে বলিতেছে,—"খবর আচ্ছা হায় হুজুর!" এবংবিধ শব্দ কেশবের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি তথা হইতে উঠিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আর কোন দিকে না যাইয়া বাড়ীর দিকে গমন করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত বৈঠক-খানার রকে যাইয়া বসিলেন। তদ্দর্শনে একটি আত্মীয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন,—"আপনি সমস্ত দিন কোথায় ছিলেন? আমরা আপনাকে কতই খুঁজিয়াছি, কোথাও অনুসন্ধান পাই নাই। রাত্রি প্রায় ১০টা দেখিয়া আমরা আপনার কথাই আন্দোলন করিতেছিলাম।"

কেশব নীরবে হতবুদ্ধির ন্যায় শুষ্কমুখে মলিন-বেশে অশ্রুভারাক্রান্ত-নেত্রে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু কাহারও কথায় কোন উত্তর-প্রদানে সমর্থ হইলেন না। অকস্মাৎ পূর্ব্বকথিত সেই দয়াবতী বৃদ্ধা তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ গা বাছা, সারাটা দিন গেল, রাত্রি ১০টা বাজিল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এরূপ করিয়া পাগলের মত বেড়াইলে কি হারাধন আর পাইবে? এখন হইতে আপনার হৃদয়কে আপনি প্রবোধ দাও। যাহাতে আবার সংসারধর্ম্ম করিতে পার, আবার গৃহলক্ষ্মী লইয়া গৃহসুখে সুখী হইতে পার, তাহার চেষ্টা দেখ। এ অবস্থায় থাকিলে কি করিয়া দিন কাটিবে? যে যায়, সে আর ফেরে না, যে গিয়াছে, সে ত আর কখনই ফিরিবে না। সে এখন তোমার নয়, সে পর হইয়া গিয়াছে; তাহার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া কেন আপনার মনকে ক্লিষ্ট কর? মন হইতে চিন্তা দূর কর, চল, বাড়ী চল। আহা! মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, সমস্ত দিন বুঝি কিছু খাওয়া হয় নাই? কিছু খাবে চল।" বৃদ্ধার স্নেহগর্ভবচনে কেশবের হৃদয় আর্দ্র হইল, শোকোচ্ছ্বাস দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, চক্ষে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া নীরবে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তখন বৃদ্ধাও আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না; কান্দিতে কান্দিতে তিনি সযত্নে কেশবের হাত দুখানি ধরিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। অন্যান্য যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও তৎসঙ্গে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। কেশব বাবু বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন সত্য; কিন্তু নিজের গৃহপ্রতি নেত্র-পাতমাত্র পূর্ব্বস্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইয়া তাঁহার অন্তরকে অস্থির করিয়া তুলিল। কিছুতেই কেহ তাঁহার সেই শোকাবেগ ও ক্রন্দন নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। এই ভাবেই রাত্রি ১২টা অতীত। তখন অন্যান্য সকলে তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দিয়া তথা হইতে নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বৃদ্ধা কেশবকে আহার করিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করাইতে পারিলেন না। বৃদ্ধার সম্মান-

রক্ষার্থ কেশব অত্যল্পমাত্র কিছু গলাধঃকরণ করিলেন। তৎপরে জনৈক প্রতিবেশীর বৈঠকখানায় যাইয়া সে রাত্রির মত শয়ন করিলেন। শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা আসিল না, শয্যা যেন কণ্টকাকীর্ণ বোধ হইতে লাগিল, বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। একবার এপাশ, একবার ওপাশ করেন, আর মধ্যে মধ্যে হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। আবার হয় ত উঠিয়া অন্ধকারময় কক্ষে বসিয়া দুর্নিবার চিন্তাস্রোতে ভাসমান হন। এইরূপে দেখিতে দেখিতে অবশিষ্ট রজনীটুকু কাটিয়া গেল। প্রভাতে সকলের অগ্রেই উঠিয়া তিনি সেই বৈঠকখানার রকে নিস্তব্ধভাবে শোকদগ্ধ অন্তরে বসিয়া রহিলেন। এদিকে ঊষার আলোকে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইয়া উঠিল। সেই ক্ষুদ্র গলির মধ্য দিয়া দুই একটি লোক যাতায়াত আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে বাড়ীর সমস্ত লোক উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যসমাপনান্তে স্ব স্ব কার্য্যে বহির্গত হইলেন। কিন্তু কেশব সমভাবেই মনের আবেগে তথায় বসিয়া রহিলেন। "কি করি? কোথায় যাই?" এইরূপ চিন্তার তরঙ্গ তাঁহার মনোমধ্যে ক্রমাগত প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। জগৎ যেন তিনি শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধা তথায় আসিয়া দেখিলেন, কেশব একাকী বসিয়া উদাসমনে চিন্তানিমগ্ন রহিয়াছেন। তখন তিনি কহিলেন, "কাল ত উপবাসে অতিবাহিত হইয়াছে, আজ সকালে সকালে যাইয়া স্নান কর। আহারীয় প্রস্তুত, বাড়ীতে আইস।" এই বলিয়া বৃদ্ধা গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন এবং অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, কেশব সেই ভাবেই একস্থানে বসিয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে কেশব উত্তর করিলেন,—"আপনি যান, আমি একটু পরে যাইতেছি।" এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা যেমন তথা হইতে অন্তরালে গেলেন, অমনি কেশবও তথা হইতে উঠিয়া সেই ক্ষুদ্র গলির মধ্য দিয়া ক্রমে আসিয়া সদর-রাস্তার উপস্থিত হইলেন এবং পশ্চিমদিকে চলিলেন। অচিরেই গঙ্গাধারের রেলের রাস্তায় উপস্থিত হইয়া আবার তথা হইতে সরাসর উত্তরদিকে চলিলেন। বহুদূর অতিক্রমের পর একটি ত্রিতল বাড়ীর পার্শ্বে আসিয়া অতিশয় বিষাদিত ভাবে বসিয়া থাকিলেন। কেন যে তথায় বসিলেন, তাহা তিনিই জানেন না। সেই পথ দিয়া যে সকল লোক যাতায়াত

করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়, এরূপ ভাবে এখানে বসিয়া কেন? কি হইয়াছে?" কেশব কাহারও কথায় কোন উত্তর না দিয়া উদাসমনে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার স্বগ্রামবাসী এক ব্যক্তি কোন কার্য্যোপলক্ষে দ্রুতপদে তথা দিয়া যাইতেছিলেন, কেশবকে দেখিতে পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার এ অবস্থা কেন?" কেশব নীরব। উপর্য্যুপরি দুই তিনবার প্রশ্নের পর কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি উত্তর করিলেন,—"মহাশয়, আমি জন্মের মত রসাতলে নিমগ্ন হইয়াছি, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে!" আগন্তুক সে কথার ভাবার্থ কিছু বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কি হইয়াছে, স্পষ্ট করিয়া বলুন?" তখন কেশব আপনার দুর্ঘটনার বিষয় আমূল তাঁহার নিকট বিবৃত করিলে, শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! আজি ক'দিন হইয়াছে?" কেশব কিঞ্চিৎ কাল অবনতমস্তকে নীরবে থাকিয়া বলিলেন,—"আজি তিন দিন।" এই কথা শুনিয়া আগন্তুক তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইতে বিস্তর চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন অগত্যা তিনি তথা হইতে আপনার গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু ভাবিলেন,—"কার্য্যটা ভাল হইল না, বেলাও অধিক হইয়াছে, আর যে অবস্থায় দেখিলাম, ইহাতে কেশবকে একাকী রাখা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। যাই, আগে কাজটা সারিয়া আসি, পরে যে প্রকারে পাবি লইয়া যাইব।"

আগন্তুক অনেক দূর চলিয়া গেলে, দৃষ্টিপথের অতীত হইলে, কেশব তথা হইতে উঠিয়া সরাসর পতিতপাবন শ্মশানেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন; তথায় শ্মশানেশ্বরকে দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন; আবার কি মনে হইল, আবার তথা হইতে চলিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে বেলা ৩টা বাজিল। মিউনিসিপালিটির বেতনভুক্ ঝাড়ুদার প্রভৃতি ভৃত্যগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাস্তায় জল ও ঝাড়ু দিতে আরম্ভ করিল। কেশব তখনও অনবরত উত্তরদিকে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। সম্মুখেই কলিকাতার উত্তরসীমাস্থ বাগ্‌বাজারের খাল। সেই সময় খালের কবাট খোলা হইল। পোলের পশ্চাদ্দিকে মহাজনদিগের বড় বড় নৌকা নানাবিধ মাল বোঝাই

লইয়া অবস্থিতি করিতেছে। যেমন পোলের কবাট খোলা হইল, অমনি মাঝিরা কাহার আগে কে যাইবে, এই লইয়া তাহাদের মধ্যে একটা হুলস্থূল ও গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। খালের কবাটের এমনি নির্ম্মাণ-কৌশল, এমনি পারিপাট্য যে, নৌকাগুলি একযোগে গঙ্গায় বাহির হইতে পারিবে না। বিশেষতঃ সেখানকার কর্ম্মচারীগণের এরূপ সুবন্দোবস্ত যে, এক একখানি ভিন্ন একযোগে অধিকসংখ্যক নৌকা কিছুতেই বাহির হইয়া গঙ্গাগর্ভে যাইতে পারিবে না। যেমন সেই ভিতরের পোলের কবাট খোলা হইল, অমনি একে একে গঙ্গাগামী নৌকাগুলি দ্বারা দুই কবাটের মধ্যস্থল পূর্ণ হইল। তখন পোলের কর্ম্মচারীগণ পোলের পশ্চাদ্দিকের কবাট বন্ধ করিবার জন্য পুনরায় যেমন কল ঘুরাইতে আরম্ভ করিল, অমনি দেখিতে দেখিতে কবাট বন্ধ হইয়া গেল। উপরি-উক্ত প্রণালীতে গঙ্গার ধারের পোলের কবাটও খুলিয়া দেওয়া হইল। তখন একাদিক্রমে জমায়েত নৌকাগুলি একে একে অল্প সময়ের মধ্যেই গঙ্গাগর্ভে বাহির হইয়া গেল। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পোলের কবাট বন্ধ করিয়া কর্ম্মচারীগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল। এদিকে নাবিকেরা নৌকা বাহিয়া নিজ নিজ গন্তব্য দিকে যাইতে লাগিল।

যতক্ষণ এই সকল কার্য্য চলিতেছিল, ততক্ষণ কেশব তথায় দাঁড়াইয়া একাগ্রচিত্তে তাহাই দেখিতেছিলেন। যেমন নৌকাগুলি বাহির হইল, গোলমাল নিবৃত্ত হইল, অমনি তিনি পোলের উপর দিয়া ধীরে ধীরে উত্তর-দিকে গমন করিলেন; মনের অশান্তিতে ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। সম্মুখে কাশীপুরের চটকল। তখন চটের কলের বাঁশীতে বেলা ৫টা ঘোষণা করিল। সদর গেট খোলা হইলে কর্ম্মচারীগণ ছ ছ শব্দে বাহির হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ সদর গেট বন্ধ হইল। কেশব তথায় আর এক মুহূর্ত্তও প্রতীক্ষা না করিয়া পুনরায় আবার পথবাহন করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সম্মুখে একটি রমণীয় উদ্যান নেত্রপথে নিপতিত হইল। কেশব সেই উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই উদ্যান "সাতপুকুরের বাগান" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এদিকে সন্ধ্যা সমাগত। তখন কেশব চতুর্দ্দিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া বাগানের শোভা-সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন।

এই বাগানটি বহুকালের পুরাতন, প্রবাদ আছে, নবাবী আমলে রাজা

রাজবল্লভ কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্যানে পর্য্যায়ক্রমে সাতটি পুষ্করিণী আছে; কিন্তু পুষ্করিণী সাতটি পৃথক্ হইয়াও পরস্পর সংলগ্ন। প্রত্যেক পুষ্করিণীর চারিদিকে বাঁধান ঘাট এবং চাঁদনী আছে। প্রত্যেক পুষ্করিণীতেই বড় বড় মৎস্য-সকল সন্তরণ করিতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাতটি পুষ্করিণী পৃথক্ হইয়াও পরস্পর প্রণালীযোগে সংযোজিত, তাই তন্মধ্য দিয়া মৎস্যগুলি অবলীলাক্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। মৎস্যগুলির ক্রীড়া দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে তথায় অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। খৈ কিম্বা মুড়ি জলে নিক্ষেপ করিবামাত্র অসংখ্য মৎস্য আসিয়া তাহা খাইতে আরম্ভ করে। এই নন্দন-কানন-বিনিন্দিত রমনীয় উদ্যানে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষ ও বিবিধ ফলবান্ তরু শ্রেণীবদ্ধরূপে রোপিত আছে। তথায় দর্শনীয় একটি অত্যাশ্চর্য্য বস্তু আছে, তাহার নাম "গোলোকধাঁধা"। প্রথম এক স্থান দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে, ফিরিবার সময় শত চেষ্টা করিয়াও আর বাহির হইতে পারা যায় না। উহা এমনি সুকৌশলে প্রস্তুত যে, তাহার রহস্য বুঝা সাধারণ বুদ্ধির অতীত। এইরূপে কেহ শত চেষ্টা করিয়াও বাহির হইতে না পারিলে তত্রত্য কর্ম্মচারীরা তন্মধ্য হইতে সে ব্যক্তিকে বাহির করিয়া দেয়।

কেশব বাবু বাগানের সমন্তাৎ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে একটি পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইয়া তত্রত্য ঘাটের চাঁদনীর মধ্যে আসিয়া বসিলেন এবং বসিয়া বসিয়া প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন। একে শোক-দুঃখে শরীর জর্জ্জরীভূত, তাহাতে আবার সমস্ত দিন অনাহার, বাগানের সুস্নিগ্ধ বায়ু কিছুকাল সেবন করাতে তাঁহার নেত্রপুট নিদ্রাবশে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, অঙ্গযষ্টি অবসন্ন হইল, আর তিনি ক্ষণকালের জন্যও বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; অগত্যা তথায়ই শয়ন করিলেন; যেমন শয়ন, অমনি নিদ্রায় অচৈতন্য। স্থানটি নীরব, জনমানবের সাড়াশব্দ একেবারেই নাই। সে দিন শুক্লপক্ষের তৃতীয়া, জ্যোৎস্নার ক্ষীণালোকে স্থানটি পরম রমণীয়তা ধারণ করিয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সে জ্যোৎস্নাটুকু তিরোহিত হইল; ঘোর তিমিররাজ উদ্যানে আধিপত্য বিস্তার করিল। সেই তমসাচ্ছন্ন স্থল অদ্য যেন কেশবের পক্ষে অতীব রমণীয় হইয়াছে। প্রতি রজনীতে তিনি সুকোমল শয্যায় প্রিয়তমার আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হইয়া নিদ্রা যাইতেন, কালের

বিচিত্র গতিতে আজি তিনি অনাথের মত কঠিন মৃত্তিকার উপর পড়িয়া মনের শান্তিতে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

এদিকে সমস্ত দিন কেশবের অদর্শনে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং সকলে অনেক অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া পড়াতে সে দিনের মত তাঁহারা অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইয়া স্ব স্ব বাড়ীতে যাইয়া সুখ-শয্যায় শয়ন করিলেন।

রজনী প্রভাত। গাত্রোত্থানান্তে পরস্পর পরস্পরকে কেশবের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার সংবাদ বলিতে পারিলেন না। বহুক্ষণ যাবৎ সকলেই কেশবের বিষয়ে আন্দোলনে ব্যাপৃত রহিলেন। দেখিতে দেখিতে বেলা ৮টা বাজিল। এমন সময় একজন লোক তথায় আসিয়া বলিল,—"বাবু, এখানে কি কেশব বাবু থাকেন?" কেশবের জনৈক আত্মীয় বলিলেন,—"তিনি আজি দুই দিন হইল, কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথাই আমরা আন্দোলন করিতেছি। তাঁহাকে তোমার কি আবশ্যক?" আগন্তুক একখানি পত্র বাহির করিয়া সকলের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। পত্রখানার শিরোনামায় কেশব বাবুর নাম। তদ্দর্শনে সকলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" আগন্তুক বলিল,—"পাথরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট্ ১২ নং কুঠী হইতে মিসেস্ সৌদামিনী ধাত্রী পত্রখানা দিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া তন্মধ্যের এক ব্যক্তি পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পত্রখানিতে লিখিত ছিল,—"কেশব বাবু, আপনার স্ত্রীর কঠিন পীড়া উপস্থিত হওয়ায়, আপনি আমাকে তাঁহার চিকিৎসার জন্য আপনার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু আমার দর্শনী প্রাপ্ত হই নাই। কয়েক দিবস অতীত হইল, তথাপি আপনি পাঠাইয়াও দেন নাই, বোধ হয়, আপনার স্মরণ নাই। আমার প্রাপ্য পঁচিশ টাকা; আর পরে যে বিলাত ফেরৎ * * * * ডাক্তার বাবুকে আনান হইয়াছিল, তাঁহার ভিজিটের দরুণ একশত টাকা; তৎপরে যে, * * * * ডাক্তার বাবুকে ডাকা হইয়াছিল, তাঁহার ভিজিটের দরুণ একশত টাকা; আর যে বাবুটি আমার সহিত গিয়াছিলেন, তাঁহার পারিশ্রমিক পঁচিশ টাকা; মোট

আড়াইশত টাকা আমাদের প্রাপ্য। যদি এক সপ্তাহ-মধ্যে এই টাকার কোনরূপ বন্দোবস্ত না করেন, তবে আপনাকে আইনের অধীনে আসিতে হইবে।

মিসেস্ সৌদামিনী ধাত্রী।”

পত্রখানির মর্ম্মার্থ বুঝিয়া এক ব্যক্তি আগন্তুককে বলিলেন,—“আজি দুই দিবস যে কেশব বাবু কোথায় গিয়াছেন, আমরা তাঁহার সন্ধান পাইতেছি না।” পত্রবাহক বলিল,—“তিনি আসিলে পত্রখানি তাঁহাকে দিবেন।” সে এই কথা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। পরে এক ব্যক্তি বলিলেন,—“যদি তিনি আজিও বাড়ীতে না আইসেন, তবে আগামী কল্য হইতে তাঁহাকে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহাতেও যদি তাঁহার সন্ধান না পাই, তবে যে বিহিত হয়, পরে করা যাইবে।” এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

ঊনবিংশ স্তবক।

অত্যদ্ভুত দৃশ্য!

“সম্পন্ন হয়েছে যেই কার্য্য তোমা হ’তে,
দেখি নাই শুনি নাই কভু ভূ-ভারতে;
যে লাগিয়া সমাদরে ওহে মতিমান্,
তব করে কন্যারত্ন করিব প্রদান।”

বিজয়কৃষ্ণ বাবু ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে প্রভো! ত্রয়োদশ স্তবকে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাজকুমারগণ পরদিন সহর ভ্রমণ করিতে বাহির হইবেন, এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক সে বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।” ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“তবে শ্রবণ করুন;”——

রাজকুমারেরা সে দিন কেবলমাত্র সহর দর্শন করিয়া নৌকায় আসিয়া

নানা প্রকার গল্প করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কথোপকথনপ্রসঙ্গে প্রায় অর্দ্ধ-রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরে তাঁহারা মনের আনন্দে সুখশয্যায় শয়ন করিয়া সে রাত্রির মত নিদ্রাসুখ উপভোগ করিলেন।

রজনী-প্রভাতে কুমারেরা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য-সমাপনান্তে দিব্য রাজপরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক বিবিধ মূল্যবান্ বস্ত্র সঙ্গে লইয়া নৌকা হইতে নামিলেন। বেলা তখন ৭টা। রাজকুমারগণ সানন্দে মনের উল্লাসে উল্লাসিত হইয়া আজি সহর-ভ্রমণ-মানসে যাত্রা করিলেন। নগরীর তোরণদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখেন, প্রধান তোরণদ্বার তখনও খোলা হয় নাই; সুতরাং তাঁহারা তথায় এদিক্ ওদিক্ পদচারণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বেলা ১০টা বাজিল। অমনি একটা ভয়ঙ্কর গম্ভীর শব্দের সহিত তৎক্ষণাৎ ফটক আপনা হইতে খুলিয়া গেল। তখন কুমারেরা সম্মুখে গিয়া দেখিলেন যে, তথায় কেহই নাই; সুতরাং সহসা নগরীমধ্যে প্রবেশ করিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। পুনরায় ফটকের বাহিরে আসিয়া মহাচিন্তান্বিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় সেই পূর্ব্বকথিত দুইজন সশস্ত্র প্রহরী আসিয়া দ্বার-রক্ষার্থ ফটকের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল। তখন রাজ-কুমারগণ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। জ্যেষ্ঠ কুমার কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"ওহে দ্বার-রক্ষকদ্বয়! অদ্য আমরা এই নগরী পরিভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করি?" প্রহরীদ্বয় তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া দ্বার ছাড়িয়া দিল, কিন্তু কেবলমাত্র তাঁহাদিগকে বলিল,—"সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!"

রাজকুমারগণ নগরী-দর্শন-মানসে সানন্দে তোরণমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে তাঁহারা ক্রমান্বয়ে পরিভ্রমণ করিয়া সহরের শোভা-সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন; তাঁহারা যে জন্য দেশ-বিদেশ পর্য্যটন করিতেছেন, তাহারও অনুসন্ধানে বিরত রহিলেন না। এইভাবে দেখিতে দেখিতে সমস্ত সহর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন; কিন্তু মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। তখন বিষাদিতচিত্তে ধীরে ধীরে সহরের দক্ষিণদিকে গমন করিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি চীৎকার শব্দে দ্রুতপদে ছুটিতেছে আর বলিতেছে,—"সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!! 'হায়! আমার কি হ'ল?' হায়! আমার কি হ'ল?"

এইরূপ চীৎকারসহকারে ললাটে এবং বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে। তখন জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সবিস্ময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি এরূপ করিতেছেন কেন?" সে ব্যক্তি বলিল,—"আর বাবা! সে কথা শুনিয়া ফল নাই, তোমরা যত শীঘ্র পার, এ নগরী ত্যাগ করিয়া পলায়ন কর।" এই বলিয়া অনবরত ললাটে ও বক্ষে করাঘাত করিয়া 'হায়! আমার কি হ'ল?' 'হায়! আমার কি হ'ল?' চীৎকার শব্দ করিতে লাগিল। কিছুতেই সে ব্যক্তির চীৎকারের নিবৃত্তি নাই, বরং উত্তরোত্তর অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল; অধিকন্তু ক্ষণপরেই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

কুমারগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে অতীব বিস্মিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—"এই ব্যক্তির শুশ্রূষা করিয়া ইহার মনোগত ভাব জানিতে হইবে।" পরে তাঁহারা ঐ ব্যক্তির রীতিমত সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। শুশ্রূষাবশে সে ব্যক্তি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। তখন জ্যেষ্ঠ রাজকুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি?"

সে ব্যক্তি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে লাগিল,—"এই মহারাজা অমরকেতনের—কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর! রাক্ষসী! রাক্ষসী! এমন কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই! আজ চারি বৎসর ধরিয়া কত শত রাজকুমার এবং অপরাপর লোক দেশ-বিদেশ হইতে এখানে আসিয়া প্রাণ হারাইতেছেন। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! এই অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণে আমার পুত্র গত কল্য রাজবাড়ীতে গিয়াছিল। আমি পুনঃ পুনঃ তাহাকে নিষেধ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই সে আমার কথা শুনিল না। আজ প্রাতঃকালে আমি রাজবাড়ীর প্রবেশদ্বারে গিয়া দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'গতকল্য যে একটি যুবক রাজবাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহার সংবাদ কি?' দ্বারবান্ উত্তর করিল,—'সে যুবকের মৃত্যু হইয়াছে'।"

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার মুখে এই সংক্ষিপ্ত কথা শুনিয়া প্রকৃত তাৎপর্য্য কিছুই উপলব্ধি হইল না; অনুগ্রহপূর্ব্বক সবিস্তার বর্ণন করিয়া আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করুন।" তখন সে ব্যক্তি বিলাপ ও অনুতাপসহকারে বলিতে লাগিল,—"হায়! হায়! কি

বলিব ! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তবে শুনুন,—এই মহা-রাজ অমরকেতনের পরমাসুন্দরী পূর্ণযৌবনা একটি কন্যা আছে; অদ্যাপি সে কন্যা অনূঢ়া। তৎসম্বন্ধে মহারাজা একটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যে কেহ সেই কন্যাকে বিবাহ করিব বলিয়া রাজবাড়ীতে উপস্থিত হন, তাহাকে মহারাজ বলেন,—'অগ্রে এক রাত্রির জন্য আমার কন্যার নিকট পরিচিত হইয়া, তাহার সহিত বসবাস করিতে হইবে, তাহাতে যদি তুমি জীবিত থাক, তবে তোমার সহিত আমার কন্যার শুভপরিণয় সম্পন্ন হইবে।' এই কথায় স্বীকৃত হইয়া এ যাবৎ বহুসংখ্য রাজকুমার ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত-বংশীয় যুবক আসিয়া রাজকন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষে রাত্রিকালে তৎসহ অবস্থান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও প্রভাতে আর জীবিত দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! অতএব তোমরা সাবধান! সাবধান! পলাও! শীঘ্র পলাও!" এই বলিয়া সেই ব্যক্তি ঘোররবে কাঁদিতে কাঁদিতে পূর্ব্বদিকে প্রস্থান করিল।

কুমারগণ এই বিস্ময়কর অত্যদ্ভুত ব্যাপারের কথা শুনিয়া মহাচিন্তিত হইলেন। তখন সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর বলিলেন,—"ভাই! তোমাদিগের কোন চিন্তা নাই। আমি একাকী প্রথমতঃ রাজবাড়ী গিয়া মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তিনি যেরূপ বলেন, তদনুসারে কার্য্য করা উচিত কি না, পরে বিবেচনা করা যাইবে।" কনিষ্ঠের এই বাক্যে সহোদরগণের হৃদয় স্নেহবশে ভীষণ শঙ্কায় আকুল হইল, তাঁহারা কিছুতেই কনিষ্ঠকে বিপদ্-সঙ্কুল সেই রাজবাড়ী যাইতে দিতে অনুমোদন করিলেন না। কিন্তু কনিষ্ঠ অগ্রজগণের নিষেধ না শুনিয়াই রাজবাড়ীর দিকে গমন করিলেন; তদ্দর্শনে অগত্যা ভ্রাতৃগণকেও তৎপশ্চাদনুসরণ করিতে হইল। কনিষ্ঠ দ্রুতপদে অনতি-কালমধ্যেই রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। ভ্রাতৃগণ রাজবাড়ীতে প্রবেশ না করিয়া নিকটস্থ এক মালাকারের গৃহে রহিলেন; জ্যেষ্ঠ রাজকুমার মালাকারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ওহে মালাকার! আজ আমরা তোমার গৃহে অতিথিরূপে অবস্থিতি করিব।" এই কথা শুনিয়া মালাকার মহাযত্নের সহিত তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়া, আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিল। কুমারেরা পরিতোষসহকারে আহারাদি করিয়া বসিলেন। অনন্তর

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার মালাকারকে রাজকন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি এ সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছিল, তদনুরূপ সমস্তই প্রকাশ করিয়া কহিল। তচ্ছ্রবণে কুমারেরা স্তম্ভিত হইলেন; কেবলমাত্র ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন।

এদিকে কনিষ্ঠ কুমার অপরাহ্নসময়ে রাজবাড়ীর সদর-দরজার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারপালের নিকট তাঁহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করাতে সে তৎক্ষণাৎ দ্বার ছাড়িয়া দিল। অনন্তর কুমার রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া মহারাজকে অভিবাদনান্তে সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। রাজমন্ত্রী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে যুবক! তোমার নিবাস কোথায় এবং আপাততঃ কোন্ স্থান হইতে কি অভিলাষেই বা রাজসমীপে আগমন করিয়াছ?" তখন কুমার নিজ পরিচয় দিয়া আপনার আগমন-কারণ সমুদয় বিবৃত করিলেন। এই কথা শুনিয়া রাজমন্ত্রী কুমারের নিকট পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলে কুমার তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। যথাসময়ে কুমার প্রতিহারী দ্বারা অন্তঃপুরে রাজকন্যার কক্ষে প্রেরিত হইলেন। রাজকুমার রাজকন্যার অনুপম রূপলাবণ্য দেখিয়া চমৎকৃত ও বিহ্বলপ্রায় হইয়া পড়িলেন; রাজকন্যাও রাজকুমারের মনোমোহন মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে প্রিয়-দর্শন যুবক! আপনি আপনার পরিচয় দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" রাজকুমারীর এইরূপ অনুনয়াতিশয্য দর্শনে রাজকুমার তাঁহার নিকট স্বীয় পরিচয় যথাযথ বর্ণন করিলেন। এই সমস্ত শুনিয়া রাজকন্যা অনুতপ্তা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"হায়! হায়! আমার ন্যায় হতভাগিনী এ জগৎ-সংসারে আর দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। এ পর্য্যন্ত কত শত রাজকুমার বিবাহার্থী হইয়া আমার দোষে ইহলোক হইতে অন্তরিত হইলেন। আমি কি এই নিমিত্তই এই মহান্ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি? হায়! আমি রাজকুলের যোগ্যা নহি। রাক্ষসকুলে জন্ম হইলেই আমার পক্ষে উপযুক্ত হইত। হে বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন! আজ এ দাসী তোমার নিকট করপুটে প্রার্থনা করিতেছে যে, এই প্রিয়দর্শন যুবকের জীবন আমাকে ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান কর। ইহা ভিন্ন তোমার পাদপদ্মে আর আমার আন্তরিক ভিক্ষা কিছুই নাই।" কিয়ৎকাল পরে একটি পরিচারিকা নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী স্বর্ণথাল-

পূর্ণ করিয়া লইয়া আসিল। তখন কুমারী বিনয়নম্রবচনে বলিলেন,—"প্রিয়-দর্শন! আহারীয় প্রস্তুত, আপনি অগ্রে আহার করিলে, এ দাসী পশ্চাৎ প্রসাদ পাইবে।" তখন কুমার আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন; পরিতোষরূপে আহার হইল। রাজকুমারীও তাঁহার প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন; অবশিষ্টাংশ পরিচারিকা লইয়া প্রস্থান করিল। তখন উভয়ে বসিয়া নানা প্রকার বিস্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রাজকুমারীর চাঁদ-মুখখানিতে যেন ঘন বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া আসিলে রাজকুমারী কথা কহিতে কহিতে নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। রাজকুমারও যেমন শয়ন করিতে যাইবেন, অমনি হঠাৎ তাঁহার পূর্ব্বশিক্ষিত শ্লোকটি স্মরণ হইল;——

"আসনং চালয়েৎ দৃষ্ট্বা পথে নারী বিবর্জ্জিতা।
জাগরণে ভয়ং নাস্তি অতিক্রোধে চ ধৈর্য্যতা॥"

এই শ্লোকটি রাজকুমার কোন এক সিদ্ধ পুরুষের নিকট অভ্যাস করিয়াছিলেন; এ যাবৎ তাহার সত্যাসত্য-সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার সুযোগ পান নাই; আজ তাহার একটি কথা পরীক্ষা করিতে যত্নবান্ হইলেন। অনন্তর তিনি শয্যা হইতে অবতরণপূর্ব্বক একখানি শাণিত তীক্ষ্ণ অস্ত্র হস্তে লইয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। এদিকে রাজকুমারী সুখশয্যায় শয়ন করিয়া মনের শান্তিতে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। সহসা রাজকুমার দেখিলেন, কুমারীর দক্ষিণ নাসিকারন্ধ্র হইতে একগাছি কৃষ্ণবর্ণ সূক্ষ্ম সূত্র নির্গত হইল। ক্রমে তাহা বৃহদাকার বিষধর আশীবিষরূপে পরিণত হইয়া রাজকুমারীর চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। তখন কুমার এই ভীষণ দৃশ্য দর্শনে ভাবিলেন,—"যদি আমি প্রলোভনে পড়িয়া রাজকুমারীর পার্শ্বে নিদ্রা যাইতাম, তাহা হইলে এই ভীষণদর্শন বিষধর নিঃসন্দেহ আমাকে দংশন করিত।" এইরূপ চিন্তার পর মনে মনে স্থির করিলেন,—"অগ্রে উহাকে কাটিয়া ফেলি, পশ্চাৎ যে বিহিত বোধ হয় করা যাইবে।" তখন কুমার ঐ বিষধরকে বিনাশ জন্য সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। যেমন সর্পটা রাজকুমারীর গাত্র ছাড়িয়া বামদিক্ দিয়া মস্তক নিম্নে নত করিয়াছে, অমনি রাজকুমার হস্তস্থিত সেই শাণিত তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা সেটাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন

মৃতসর্পটাকে শয্যা হইতে নামাইয়া পালঙ্কের তলদেশে রাখিয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত করিলেন। তৎপরে দৃষ্ট হইল, ঐ বিষধরের শোণিত-বিন্দু রাজকুমারীর অনাবৃত বক্ষের বামপার্শ্বে সংলগ্ন হইয়াছে; শয্যোপরিও স্থানে স্থানে শোণিত-বিন্দু লাগিয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া রাজকুমার পুনরায় যথাস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘন্টা অতীত। আবার অদ্ভুত দৃশ্য! আবার রাজকুমারীর বামনাসারন্ধ্র হইতে একগাছি লোহিতবর্ণের সূত্র নির্গত হইল এবং তন্মুহূর্ত্তেই তাহা ভীষণ বিষধর সর্পাকারে পরিণত হইয়া রাজকুমারীর শয্যোপরি ভ্রমণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজকুমার সেই বিষধরকেও বিনাশ জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সর্পটা যেমন দক্ষিণদিক্ দিয়া মস্তক নিম্নে নত করিল, অমনি সেই ভাবে সেই তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা সেটীকেও দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নামাইয়া, পূর্ব্বরূপ পালঙ্কতলে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন। ভাবিলেন,—"একে একে যখন দুইটা বিষধর এই ভাবে রাজকুমারীর নাসারন্ধ্র হইতে বহির্গত হইল, তখন বোধ হয়, আরও না জানি, কত আশীবিষই ইহার উদরে অবস্থিতি করিতেছে।" এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, রাজকুমারীর দক্ষিণ বক্ষপার্শ্বে বিন্দু বিন্দু শোণিত সংলগ্ন রহিয়াছে এবং শয্যোপরিও অনেক স্থানে শোণিত-বিন্দু লাগিয়া রহিয়াছে।

এই সকল বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে কুমার সশঙ্ক হইয়া সেই কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন এবং এক একবার রাজকুমারীর শয্যার নিকট যাইয়া মনঃসংযোগপূর্ব্বক তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত। ইতিমধ্যে আর কোনরূপ বিসদৃশ দৃশ্য দৃষ্ট হইল না। তথাপি কুমারের মনের আশঙ্কা কিছুতেই দূরীভূত হইল না। আবার ভাবিলেন,—"যদি মহারাজ আমাকে তাঁহার কন্যাদান করেন, তবে আমি একাদিক্রমে সপ্তাহ নিশাজাগরণ করিয়া বিশেষরূপে পরীক্ষা করিব, নচেৎ কিছুতেই ইহার পাণিগ্রহণ করিব না।" মনে মনে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রাজকুমারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

প্রভাতে মহারাজ স্বয়ং আসিয়া কন্যার গৃহদ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। তখনও রাজকন্যার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। অগত্যা রাজকুমার স্বয়ং দ্বার খুলিয়া দিয়া মহারাজকে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। মহারাজ কুমারকে সুস্থশরীরে বিরাজমান দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"বৎস! তুমি দীর্ঘায়ু হইয়া আমার এই রাজ্যশাসন কর। পরন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে তুমি রাত্রিতে কি প্রকারে মৃত্যুর করাল হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে?" তখন কুমার রজনীর যাবতীয় ঘটনা মহারাজের নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন এবং পালঙ্কের নিম্ন হইতে দ্বিখণ্ডিত সর্পদ্বয়ের মৃতদেহ আনিয়া মহারাজকে দেখাইলেন। অভাবনীয় অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া রাজার হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইল। তিনি কুমারকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক স্নেহালিঙ্গন করিলেন; তৎপরে রাজকন্যার নিদ্রাভঙ্গ হেতু শান্তানাম্নী এক পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন। শান্তা রাজকন্যার কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার শয্যার নিকট যাইয়া দেখে যে, শয্যায় এবং রাজকন্যার অনাবৃত বক্ষে বিন্দু বিন্দু শোণিত সংলগ্ন রহিয়াছে। রাজকন্যাকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিবার জন্য পরিচারিকা বিশেষরূপে প্রয়াস পাইল, কিন্তু সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পরিশেষে রাজকন্যার পদদ্বয় যেমন স্পর্শ করিল, অমনি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে শয্যোপরি উঠিয়া বসিয়া তিনি শান্তাকে সম্মুখে দর্শনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ রে শান্তা! তুই আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিস্ কেন?" এই বলিয়া স্বকীয় অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র দেখেন, তাঁহার নিজ গাত্রে এবং শয্যার উপর শোণিত-বিন্দু বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। উহার গূঢ় মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য শান্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওরে শান্তা! আমার বক্ষে এবং শয্যায় এই সকল শোণিত-বিন্দু কোথা হইতে আসিল?" শান্তা এই কথায় প্রত্যুত্তর দিতে না পারিয়া বিনয়নম্রবাক্যে বলিল,—"রাজনন্দিনি! যাহা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।" এই কথা শুনিয়া রাজকন্যা শয্যা হইতে নামিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। পরে শান্তাকে বলিলেন,—"শান্তা! জানি না, আজ আমার শরীর কেন

এরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, যেখানে বসি, আর তথা হইতে পদমাত্র স্থানান্তরগমনে শক্তি নাই।" এই কথা শুনিয়া শান্তা রীতিমত তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

মহারাজা অমরকেতন রাজকুমারকে লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং যথাযোগ্য আসনগ্রহণপূর্ব্বক কুমারকে আপন পার্শ্বে আসনগ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। রাজকুমারও আসনগ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি জাগরণের জন্য নিতান্ত অসুস্থতা বোধ হইল। পরে মহারাজকে এই কথা বলাতে তিনি তখন আর তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষার জন্য ভৃত্যাদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ রাজকুমারকে সযত্নে সমাদরপূর্ব্বক অন্তঃপুরে লইয়া গেল এবং যথাসময়ে স্নানাদি করাইয়া নানাবিধ আহারীয় প্রদান করিলে কুমার পরিতোষরূপে ভোজন করিয়া সুকোমল শয্যায় শয়ন করত নিদ্রার ক্রোড়ে অভিভূত হইলেন।

ক্রমে এই সংবাদ রাজ্যমধ্যে বিঘোষিত হইল। এদিকে রাজভবনে মহা আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। নহবৎখানার নহবতের বাদ্যে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আনন্দোচ্ছ্বাসের কোলাহলে রাজপুরী কোলাহলময় হইয়া উঠিল। মহারাজা অমরকেতন দীন-দুঃখীকে অকাতরে অর্থ দান করিতে লাগিলেন। এতদিন পরে যে এই রাজকুমারের প্রাণরক্ষা হইয়াছে, এই সংবাদ বিঘোষিত হইবামাত্র দশদিক্ হইতে অসংখ্য অসংখ্য লোক রাজপুরীতে আসিয়া সমাগত হইল।

রাজকুমারের ভ্রাতৃগণ এদিকে মালাকারালয়ে থাকিয়া এই শুভসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহাদের হৃদয় আনন্দোচ্ছ্বাসে উছলিয়া উঠিল। অনন্তর তাঁহারাও রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সহোদরকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তাসাগরে ভাসমান হইলেন। এদিকে দেখিতে দেখিতে বেলাও অধিক হইয়া পড়িল। তখন সমাগত লোকদিগকে যথারীতি আদর-অভ্যর্থনার জন্য মহারাজের আদেশে রাজকর্ম্মচারিগণ সকলকে যত্নপূর্ব্বক মধ্যাহ্ন-ভোজন করাইলেন।

এদিকে রাজকুমার বিশ্রামান্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজসভায় উপস্থিত

হইলেন। অগ্রজ সহোদরদিগকে তিনি তথায় সমুপস্থিত দেখিয়া মহাসম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য স্থানে বসাইলেন। পরে মহারাজ তাঁহাদের কথা কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস!, এই তিন ব্যক্তি তোমার কে?" কুমার রাজসমীপে ভ্রাতৃগণের পরিচয়প্রদান করিলে, মহারাজ তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া সানন্দে তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। সমাগত লোক সকল কুমারকে দেখিয়া শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া স্ব স্ব আবাসে গমনোদ্যোগ করিল। রাজকুমার কি প্রকারে যে রাজকন্যার নিকট হইতে যামিনীতে প্রাণরক্ষা পাইলেন, তাহার সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক মুক্তকণ্ঠে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলে এইরূপ অত্যদ্ভুত ব্যাপারের বিবরণ শুনিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অতঃপর বিনষ্ট বিষধরদ্বয় অবিলম্বে রাজসভায় আনীত ও সর্ব্বসমক্ষে রক্ষিত হইল। তদ্দর্শনে সকলে মুক্তকণ্ঠে কুমারের উপস্থিত বুদ্ধি-কৌশলের প্রশংসা করিয়া পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহারাজ কুমারকে কন্যাদান করিবেন, এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিবামাত্র কনিষ্ঠ কুমার বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন,—"মহারাজ! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য; কিন্তু আরও এক সপ্তাহ রজনীযোগে রাজকুমারীর গৃহে থাকিয়া পরীক্ষা করিব; নচেৎ আপনার কথায় পাণিগ্রহণ করিতে পারিব না।" মহারাজ রাজকুমারের এই কথায় দিরুক্তি না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন। পরিশেষে কি জন্য যে তাঁহারা বিদেশে আগমন করিয়াছেন, মহারাজ তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, জ্যেষ্ঠ রাজকুমার যথাযথ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা রাজসমীপে নিবেদন করিলেন। অনন্তর কুমারত্রয় নৃপতির নিকট বিদায়ের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সে দিনের মত তথা হইতে চলিয়া আসিয়া যথাসময়ে নৌকাতে উঠিলেন। এদিকে নৃপতি অমরকেতন ও কুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

বিংশ স্তবক।

সুখ-বিলাস।

কেন নাথ, অকস্মাৎ এরূপ হইল!
অনুপম রূপরাশি কোথা লুকাইল?
এরূপ বিরূপে তোমা দেখিবারে নারি—
পায়ে ধরি প্রাণনাথ, বধিও না নারী!

বিজয়কৃষ্ণ বাবু পুনরায় ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে বিপ্রবর! বানররূপধারী রাজকুমার চারিটি পরমাসুন্দরী স্বর্গের বিদ্যাধরী প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে লইয়া কি ভাবে কিরূপ সুখসম্ভোগে নিরত হইল, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা সবিস্তার বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।" তখন ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন,——

এদিকে মহাতপা তাপসপ্রবর যথাসময়ে যোগাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, রাজকুমার তথায় নাই। তদ্দর্শনে তিনি চিন্তিতান্তরে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কোথাও রাজকুমারের সন্ধান পাইলেন না। অগত্যা বিফলমনোরথ হইয়া নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক ফলমূলাদি যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন। অনন্তর নিশাযোগে বিশ্রাম করিতে প্রয়াসী হইলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। কেবলমাত্র রাজকুমারের কথা ভাবিতে ভাবিতেই তিনি অনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইল; তথাপি কুমারের সন্ধান পাইলেন না। ক্রমে ক্রমে কালসহকারে তাহার কথা এক প্রকার বিস্মৃত হইয়া গেলেন এবং স্বকীয় সাধন-ভজনে মনপ্রাণ নিয়োগ করিলেন।

এদিকে বানররূপী রাজকুমার একেবারে ভুবনমোহিনী নবযুবতী-চতুষ্টয়

প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের সহিত পরমসুখে প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত সমস্তই বিস্মৃত হইল; নিত্য নিত্য নব নব সুখ-বিলাসে প্রমত্ত হইয়া পড়িল। সুন্দরীগণও তাহার সমভিব্যাহারে পুষ্প-রথে আরোহণপূর্ব্বক ইচ্ছামত নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এইরূপে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ গত হইয়া মাসাধিক কাল অতীত হইল। একদা নিশীথ-রাত্রিতে রাজকুমার নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিল যে, তাহার পিতা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক ম্লানমুখে বিষণ্ণ অন্তরে দিবা-নিশি কি যেন চিন্তা করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে কতই প্রলাপ বকিতেছেন। নিশাযোগে নিদ্রাবস্থায় পিতাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া কুমার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। কুমারের রোদনের শব্দে যুবতীগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহাদের মধ্যে প্রথমা সুন্দরী রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রাণনাথ! অকস্মাৎ তুমি কাঁদিয়া উঠিলে কেন? কি হইয়াছে বল?" রাজকুমার বলিল,—"সুন্দরি! পিতাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি।" এই বলিয়া স্বপ্নে যাহা যাহা দৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্ত প্রণয়িনীগণের নিকট বলিলে, প্রথমা তাহাকে অনেক প্রকার মিষ্টবচনে প্রবোধ দিতে লাগিল। রাজকুমার বলিল,—"প্রিয়তমে! তুমি যতই বল না কেন, যতই প্রবোধ দাও না কেন, আর আমি তিলার্দ্ধও এ স্থানে অবস্থান করিব না। এই মুহূর্ত্তেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিব।" ইহা শুনিয়া প্রথমা যুবতী পুনরায় বলিল,—"প্রাণপতি! তোমার ইচ্ছাতেই আমাদের ইচ্ছা।" পরে রাজকুমার বলিল,—"সুন্দরিগণ! তোমরা এই-খানেই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি এই অবসরে একবার মুনিবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবিলম্বেই ফিরিয়া আসিব।" এই বলিয়া রাজকুমার আর নিদ্রা গেল না, প্রিয়তমাদের সঙ্গে নানাবিধ কথাবার্ত্তায় অবশিষ্ট রাত্রিটুকু অতিবাহিত করিল। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাকাশ উষার আলোকে আলোকিত হইল। তদ্দর্শনে রাজকুমার তথা হইতে বিদায় লইয়া তাপসাশ্রমের দিকে গমন করিল। যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখে, মহর্ষি সেই মুহূর্ত্তেই নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন। রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়া "গুরুদেব প্রণাম করি!" বলিয়া তাপসবরের পদে প্রণত হইল। মহর্ষি রাজকুমারকে

সস্নেহে আশীর্ব্বাদানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস! এতদিন কোথায় অবস্থিতি করিতেছিলে?" রাজকুমার বলিল,—"গুরুদেব! নিবেদন করি, অবধান করুন্। আপনি আমাকে এ অঞ্চলের দক্ষিণদিকে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি আপনার আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়াছি, অপরাধ লইবেন না। আপনার নিষেধ না শুনিয়া আমি একদা দক্ষিণদিকে গিয়া অত্যাশ্চর্য্য একটি দৃশ্য দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তাহা আমি আপনার নিকট প্রকাশ করি নাই।" এই বলিয়া সেই দক্ষিণদিকে যাহা যাহা দর্শন করিয়াছিল, তথায় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, যে সকল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয় ও যেরূপে তাহাদের সহায়তায় সেই দৃশ্যটি দেখিয়াছিল, তৎসমস্ত মুনির নিকট যথাযথ বর্ণন করিল। তচ্ছ্রবণে তাপসপ্রবর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রাজকুমারের কার্য্য-তৎপরতার প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"বৎস! তুমি যে এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, তাহা ইতিপূর্ব্বে আমার ধারণায় আইসে নাই। পাছে তথায় তোমার কোন বিপদ্ ঘটে, এই জন্যই তোমাকে সেখানে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার এই কৃতকার্য্যতার জন্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম; আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনোরথ সিদ্ধ হউক। এক্ষণে তুমি কোন্ কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ?" রাজকুমার বলিল,—"গুরুদেব! অদ্য যুবতীগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বদেশে গমন করিব বাসনায় আপনার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।" মুনি-বর বলিলেন;—"বৎস! তবে সেই অদ্ভুত দৃশ্যটি আমাকে একবার দেখাইয়া মহোল্লাসে স্বদেশে যাত্রা কর।" গুরুদেবের কথায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রাজকুমার তথায় বসিয়াই বাঁশীটি বাজাইল। তৎক্ষণাৎ সুন্দরীগণ পুষ্পরথে আরোহণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইল। রাজকুমার তাহাদের দ্বারা পূর্ব্ব-কথিতরূপে সেই দৃশ্যটি তাপসসমক্ষে প্রদর্শন করিল।

এই অত্যদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়া তাপসপ্রবর লোভপরবশ হইয়া বলিলেন,—"বৎস! এই বাঁশীটি আমাকে প্রদান কর।" রাজকুমার বলিল,—"গুরু-দেব! আপনার অনুজ্ঞামত এ দাসও আপনার নিদর্শন-স্বরূপ কোন একটি বস্তু প্রার্থনা করিতেছে।" তাহাতে তিনি বলিলেন,—"বৎস! আমিও তোমাকে মহাপরাক্রমশালী আজ্ঞাকারী দুইটা দৈত্য প্রদান করিব, কিন্তু

তাহারা যাহার অধীনে থাকিবে এবং যে অন্য ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে আদেশ করিবে, সে ব্যতীত তাহাদিগকে কেহ দেখিতে পাইবে না; লোকালয়ে অদৃশ্য ভাবে ছায়ারূপে পরিভ্রমণ করিবে। তাহার একটির নাম 'গদং' অপরটির নাম 'ছাদন'। ইহাদের পরাক্রম দুর্দ্ধর্ষ, বীর্য্য অপ্রমেয়, বল অমানুষিক। যে কোন ভীষ্কর কিম্বা দুষ্কর কার্য্য হউক না কেন, ইহারা তৎক্ষণাৎ তাহা সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ।" এই কথা বলিয়া মুনিবর দৈত্য দুইটাকে সম্মুখে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন,—"দেখ্, দৈত্যদ্বয়! তোরা বহুকাল হইতেই আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছ, কিন্তু আজি হইতে এই রাজকুমারের আজ্ঞাধীনে থাকিয়া তাহার কথা প্রতিপালন কর," এই বলিয়া রাজকুমারের হস্তে দৈত্যদ্বয়কে সমর্পণ করিলেন। রাজকুমারও গুরুদক্ষিণাস্বরূপ মুনিবরকে বাঁশীটি প্রদান করিয়া বলিল,—"গুরুদেব! তবে এক্ষণে অনুমতি করুন, বিদায় লই"; এই বলিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলে, তাপসপ্রবরও রাজকুমারকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"বৎস! তোমার মনোরথ সুসিদ্ধ হউক, তুমি দীর্ঘায়ু হও।" অনন্তর রাজকুমার স্বর্গের নর্ত্তকীদিগকে লইয়া ধীরপদবিক্ষেপে পুষ্পরথে আরোহণ করিল। তৎক্ষণাৎ পুষ্পরথখানি তথা হইতে ঊর্দ্ধে নভোমার্গে উত্থিত হইয়া তাহাদের ইচ্ছামত চতুর্থ মুনির আশ্রমের উদ্দেশে ধাবমান হইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সপ্তসাগর ত্রয়োদশ নদী উত্তীর্ণ হইয়া চতুর্থ তাপসের আশ্রমের নিকট পৌছিল। রাজকুমার দৈত্যদ্বয়কে বলিল,—"দেখ্, দৈত্যদ্বয়! পূর্ব্বে যখন তোমরা মুনির নিকট ছিলে, তৎকালে তিনি তোমাদিগকে যে কার্য্যসম্পাদনে আদেশ করিতেন, তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহা সংসাধিত করিতে, এক্ষণে তোমরা আমার আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়াছ, এ হেতু আমি তোমাদিগকে এই আদেশ করিতেছি যে, সেই তাপসসকাশ হইতে আমার প্রদত্ত বাঁশীটি যত শীঘ্র পার আনিয়া দাও।" এই কথা শুনিয়া দৈত্যদ্বয় 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পুনরায় তাপসোদ্দেশে ধাবিত হইল এবং অনতি-বিলম্বেই তথায় পৌছিল। মুনিবর তাহাদিগকে দেখিয়াই তাহাদের তথায় উপস্থিতির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বিনা আপত্তিতে তৎক্ষণাৎ তিনি রাজ-কুমারের বাঁশীটি তাহাদের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। তৎপরে দৈত্যদ্বয় বাঁশীটি লইয়া মুনিবরকে প্রণামান্তে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অবিলম্বে পূর্ব্বোক্ত

স্থানে আসিয়া সেই বাঁশীটি রাজকুমারের হস্তে প্রদান করিল। এইরূপে কুমার বাঁশীটি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া দৈত্যদ্বয়কে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিল।

চতুর্থ মুনির প্রদত্ত নিদর্শন।

বাঁশীটি প্রাপ্ত হইয়া রাজকুমারের আনন্দের ও সন্তোষের পরিসীমা রহিল না। কুমার পুষ্পরথ হইতে অবতরণ করিয়া ধীরে ধীরে মুনির পশ্চাদ্দিকে যাইয়া বারত্রয় "গুরুদেব! প্রণাম করি," বলিয়া প্রণত হইল। কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র বুঝিতে পারিয়া তাপসেশ্বর কহিলেন,—"বৎস! চিরজীবী হও, তোমার মনোভীষ্ট সুসিদ্ধ হউক।" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ-করণানন্তর রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস! যে জন্য তথায় গিয়াছিলে, সে কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে ত?" রাজকুমার বলিল,—"গুরুদেবের শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে সে কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে।" তাপসপ্রবর বলিলেন,—"বৎস! কি প্রকারে তাদৃশ দুঃসাধ্য কর্ম্ম সুসিদ্ধ করিলে, তাহা সবিস্তারে বর্ণন কর?" তাপসকর্ত্তৃক সমাদিষ্ট ও অনুরুদ্ধ হইয়া রাজকুমার পূর্ব্বকথিত সেই অত্যদ্ভুত দৃশ্যের সমস্ত কথা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলে, তিনি শুনিয়া সোৎসাহে বলিলেন,—"বৎস! তবে সেই দৃশ্যটি আমাকে একবার দেখাইতে হইবে।" রাজকুমার তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পূর্ব্বানুযায়ী দৃশ্যটি দেখাইল। তদ্দর্শনে মুনীশ্বর অতিশয় বিস্মিত হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মুনির হৃদয়েও লোভের সঞ্চার হইল; তিনিও লোভপরবশ হইয়া বলিলেন,—"বৎস! তোমার ঐ বাঁশীটি আমাকে প্রদান করিতে হইবে।" রাজকুমার 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্মত হইল এবং বলিল,—"গুরো! আপনি আপনার নিদর্শনস্বরূপ আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক ইতিপূর্ব্বে যাহা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন, আমিও এক্ষণে তাহা প্রার্থনা করি।" মুনিবর বলিলেন,—"বৎস! আমি একটি অত্যাশ্চর্য্য-জনক 'বগ্‌লী' তোমাকে দিব। বগ্‌লীটির গুণ এই, তন্মধ্যে হস্ত দিয়া যে কোন মূল্যবান্ দ্রব্য মনে করিবে, তৎক্ষণাৎ উহা হইতে তাহা প্রাপ্ত হইবে।" এই বলিয়া তিনি বগ্‌লীটি রাজকুমারের হস্তে অর্পণ করিলেন। রাজকুমারও বাঁশীটি তাঁহার হস্তে দিয়া তদীয় চরণে প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিল। তাপসও প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

অনন্তর রাজকুমার যুবতীগণ সহ পুষ্পরথে আরোহণ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে পুষ্পরথখানি থামাইয়া দৈত্যদ্বয়কে আদেশ করিল,—"ওরে দৈত্যদ্বয়! সেই চতুর্থ মুনির নিকট হইতে মদীয় প্রদত্ত বাঁশীটি শীঘ্র লইয়া আয়।" দৈত্যদ্বয় রাজকুমারের আদেশ প্রাপ্তমাত্র তৎক্ষণাৎ মুনির সমীপে উপস্থিত হইল। তাপসবর তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ রে! তোরা কি জন্য আমার এখানে আসিয়াছিস্?" দৈত্যদ্বয় বলিল,—"রাজকুমারের সেই বাঁশীটি লইতে আসিয়াছি। সেইটি আমাদিগকে শীঘ্র দিউন।" শুনিয়া তিনি তাহাতে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ বাঁশীটি দৈত্যদ্বয়ের হস্তে প্রদান করিলেন। তাহারা উহা লইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে রাজকুমারের নিকটে আনিয়া অর্পণ করিল। তাহাদের কার্য্য-তৎপরতা দেখিয়া কুমার যার-পর-নাই প্রীত ও আনন্দিত হইল। তদনন্তর তৃতীয় মুনির আশ্রমোদ্দেশে তাহাদিগের পুষ্পরথ সবেগে প্রধাবিত হইল।

বিস্ময়কর খাদ্যাধার।

যথাসময়ে তৃতীয় মুনির আশ্রম পুরোভাগে দর্শনমাত্র কুমার পশ্চাদ্দিকে যাইয়া বারত্রয় "গুরুদেব! প্রণাম করি" বলিয়া বন্দনা করিলে, তাপস-বরও সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া আশীর্ব্বাদানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস! তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে ত?" রাজকুমার 'আজ্ঞা হাঁ' বলিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। তচ্ছ্রবণে মুনিবর বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"বৎস! তবে সেই অদ্ভুত দৃশ্যটি একবার আমাকে দেখাইয়া আমার সন্তোষসম্পাদন কর।" আদেশমাত্র কুমার পূর্ব্বকথিতমত তৎসমস্ত তাঁহাকে দেখাইল। তাপসও পূর্ব্বোক্ত মুনির মত বাঁশীটি লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, রাজকুমার বলিল,—"গুরো! এ দাসকে আপনার নিদর্শনস্বরূপ কি বস্তু দিবেন প্রতিশ্রুত ছিলেন, এখন কি অনুমতি কর?" তাপসেশ্বর বলিলেন,—"আমার একটি অতীব বিস্ময়কর খাদ্যাধার আছে, তাহা লইয়া নির্জ্জন স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক তন্মধ্যে হস্তার্পণ করিলে, যে কোন খাদ্যবস্তু মনে করিবে, তাহাই প্রাপ্ত হইবে।" এই বলিয়া খাদ্যাধারটি তিনি রাজকুমারকে প্রদান করিলেন। রাজকুমারও তাহা পাইয়া পরীক্ষা

করিয়া দেখিল। পরে রাজকুমার বাঁশীটি তাপসেশ্বরকে প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিল। মুনিবরও প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। অনন্তর রাজকুমার স্বজনগণসমভিব্যাহারে পুষ্পরথ আরোহণে দ্বিতীয় মুনির আশ্রমের দিকে গমন করিল।

বিনিময় স্পর্শমণি।

তৃতীয় মুনির আশ্রম পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া পুষ্পরথ নভোমার্গ দিয়া ধাবিত হইল। কিছুদূরে যাইয়া রাজকুমার পুষ্পরথখানি নামাইয়া দৈত্যদ্বয় কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্তরূপে তৃতীয় মুনির নিকট হইতে বাঁশীটি আনাইল। রাজকুমার বাঁশীটি হস্তগত করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে লইয়া পুষ্পরথে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিল। যথাসময়ে দ্বিতীয় মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ হইতে পূর্ব্বমত বারত্রয় "গুরুদেব! প্রণাম করি" বলিয়া প্রণাম করিল। মুনিবর পরিচিত কণ্ঠস্বর জানিয়া প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস! তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে ত?" রাজকুমার 'আজ্ঞা হাঁ' বলিয়া যেরূপে স্বীয় মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে জ্ঞাত করাইল। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত মুনিগণের মত এই ঋষিকেও দৃশ্যটি দেখাইল এবং তাঁহার হৃদয়েও লোভের সঞ্চার হইল। তিনি বাঁশীটি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, রাজকুমার যেমন উহা প্রদর্শন করিল, অমনি তাপসবর কহিলেন,—"বৎস! বাঁশীটি আমাকে প্রদান কর।" রাজকুমার দ্বিরুক্তি না করিয়া বাঁশীটি তাঁহাকে প্রদানপূর্ব্বক বলিল,—"প্রভু! আপনার নিদর্শন-স্বরূপ আমাকে কি বস্তু দিবেন?" ঋষি বলিলেন,—"বৎস! আমার নিকট একখানি পরেশপাথর আছে, তাহা যে কোন ধাতুতে স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই ধাতু স্বর্ণে পরিণত হইবে।" এই বলিয়া সেই স্পর্শমণিটি রাজকুমারের হস্তে অর্পণ করিলে, কুমার তাহা প্রাপ্ত হইয়া গুরুদেবকে প্রণামপূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিল। ঋষিও আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। অনন্তর রাজ-কুমার স্বজনগণসহ পুষ্পরথে আরোহণ করিয়া প্রথম মুনির আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিল।

রাত্রিতে দিনমান।

কিয়দ্দূর অতিক্রমের পর রাজকুমারের আদেশে পুষ্পরথ গমনে ক্ষান্ত হইল। তখন কুমার দৈত্যদ্বয়কে বাঁশীটি আনিতে আদেশ করিল। তাহারা আজ্ঞামাত্র পূর্ব্বকথিতমত দ্বিতীয় মুনির নিকট হইতে তৎক্ষণাৎ বাঁশীটি আনিয়া রাজকুমারকে দিল। কুমার পুষ্পরথে পুনরারোহণ করিয়া যথাসময়ে প্রথম মুনির পশ্চাদ্দেশে যাইয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর পুষ্পরথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বারত্রয় "গুরুদেব! প্রণাম করি" বলিয়া মুনিকে প্রণাম করিল। রাজকুমারের কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া ঋষিবর আশীর্ব্বাদসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস! তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে ত?" রাজকুমার বলিল,—"গুরুদেব! আপনার শ্রীচরণ-প্রসাদে এ দাসের মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে।" পরে তাঁহার অভিলাষানুযায়ী পূর্ব্বকথিতরূপে সেই দৃশ্য দেখাইল। তাহা দেখিয়া সেই মুনির অন্তরেও লোভের উদয় হইল; বাঁশীটির প্রতি আসক্তি জন্মিল। সেই জন্য রাজকুমারকে বলিলেন,—"বৎস! তোমার ঐ বাঁশীটি আমাকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দান কর।" রাজকুমার দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ বাঁশীটি তাপসের করে সমর্পণপূর্ব্বক বলিল,—"প্রভু! এ দাসকে আপনার অভিজ্ঞান-স্বরূপ কি দিবেন?" ঋষি বলিলেন,—"বৎস! আমার নিকটে একটি অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য আছে, তাহার গুণ এই যে, উহা প্রস্তরে ঘর্ষণপূর্ব্বক চক্ষুর্দ্বয়ে বিন্দু-পরিমাণ দিলে, অন্ধকার রাত্রিতেও দিবাবৎ সমস্ত দর্শন করা যায়। উহা এই লও।" রাজকুমার তাহা হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রণামান্তে বিদায় প্রার্থনা করিল। ঋষিও রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। অনন্তর রাজকুমার স্বজনগণ সহ পুষ্পরথে আরোহণপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে গমন করিল। কিঞ্চিদ্দূরে যাইয়া দৈত্যদ্বয়কে বাঁশীটি আনিতে আদেশ করিলে, তাহারা পূর্ব্বকথিতমত প্রথম মুনির নিকট হইতে বাঁশীটি আনিয়া তন্মুহূর্ত্তে রাজকুমারের করে সমর্পণ করিল।

এইরূপে রাজপুত্র ঋষিচতুষ্টয়সকাশে এই সমস্ত বিচিত্র দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পরমানন্দে পুষ্পরথে আরোহণপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে শুভযাত্রা করিল এবং স্বীয় প্রণয়িনীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"অয়ি সুন্দরীগণ! এখন হইতে আর

তোমরা আমাকে মানব-মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইবে না।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ রাজপুত্র বানর-মূর্ত্তি ধারণ করিল। রাজপুত্রের এই রূপান্তর দেখিয়া যুবতীগণ একান্ত বিহ্বল ও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে রাজপুত্র পুনরায় দিব্য সুন্দর পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল,—"অয়ি যুবতীবৃন্দ! তোমরা আমার বানরমূর্ত্তি দেখিয়া দুঃখিত বা বিষণ্ণ হইও না। আমি স্বদেশে গিয়া দিবাভাগে মর্কটরূপে অতিবাহিত করিয়া রাত্রিতে পুনরায় রাজপুত্র হইয়া তোমাদের মনস্তুষ্টিসাধন করিব।" এই কথা শুনিয়া প্রথমা যুবতী বলিল,— "প্রাণনাথ! তোমার বানররূপধারণ করিবার কারণ কি?" রাজপুত্র বলিল,—"অয়ি সুন্দরি! যথাসময়ে তোমরা ইহার গূঢ়তত্ত্ব জানিতে পারিবে।" তৎপরে তাহারা আর দ্বিরুক্তি করিল না। তখন সকলে নানা প্রকার আমোদ-আহ্লাদে মনের হর্ষে পুষ্পরথারোহণে ক্রমে স্বদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

একবিংশ স্তবক।

অনুসন্ধান।

"নীরস-হৃদয়ে আপনা লইয়ে
রহিলে তাঁহারে ভুলে,
অনাথ-জনের মুখপানে
আহা চাহিলে না মুখ তুলে;"

কেশব বাবুর অনুসন্ধানে দিকে দিকে লোক প্রেরিত হইল। যাহার যে দিকে ইচ্ছা, সে সেই দিকে প্রস্থান করিল। কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে কেহই ফিরিয়া আসিল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে এক একজন আসিয়া সেই প্রতি-বাসীর বৈঠকখানায় সমাগত হইল। তখন এক ব্যক্তি বলিল,—"আমি

কালীঘাট, ভবানীপুর, চেংলা, টালীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের যেখানে যেখানে নির্জ্জন স্থান, শ্মশান, পুরাতন বাগান ও ছোট ছোট গলি দেখিলাম, সে সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে ত্রুটি করি নাই।" আর একজন বলিল,—"বেলেঘাটা, পাতিপুকুর, পুরাতন কুৎঘাটা, ধাপা ও নারিকেলডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যেখানে নির্জ্জন স্থান বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি, সেই সমস্ত স্থান বিশেষরূপে খুঁজিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অনুসন্ধান পাইলাম না।" আর এক ব্যক্তি বলিল,—"আমি ওলাইচণ্ডী-ঠাকুরবাড়ী এবং চিৎপুরের প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াছি, কিছুতেই তাঁহার সাক্ষাৎলাভ ঘটে নাই।" যাহারা যাহারা সহরতলীতে অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিল, তাহারাও ঐরূপ অকৃতকার্য্যতা প্রকাশ করিল। এই ভাবে ক্রমে দুই চারি দিন বিশেষরূপে তাঁহার অনুসন্ধান চলিল, কিন্তু কিছুতেই কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অতঃপর সকলে অনুমান করিলেন,—"বোধ হয়, তিনি কোন দূরবর্ত্তী স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। দেখা যাউক, যদি দুই এক দিনের মধ্যে ফিরিয়া না আইসেন, তাহা হইলে উপস্থিত মত যথাকর্ত্তব্য বিবেচনা করা যাইবে।"

আজকাল সহর ও পল্লীগ্রামে ডাক্তার-কবিরাজের সংখ্যা করা দুরূহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যিনি ডাক্তারীর "ডা"ও জানেন না কিম্বা কবিরাজীর "ক"ও জানেন না, দেখিতে পাওয়া যায়, আজকাল এইরূপ ডাক্তার-কবিরাজের সংখ্যা পল্লীগ্রামেই অধিক। শুধু পল্লীগ্রামে কেন, সহরেই বা এই শ্রেণীর চিকিৎসকের অভাব কি? যাহারা গণ্ডমূর্খ, যাহারা চিরকাল বদ্‌মায়েসী করিয়া কাল কাটাইল, তাঁহারা হঠাৎ খুব জাঁকাল গোছের সাইন্‌বোর্ড ঝুলাইয়া "কবিচিন্তামণি" প্রভৃতি নামগ্রহণ করিয়া কবিরাজরূপে যেন যমরাজের এজেন্ট অথবা যমদূতের "মাস্‌তুতো ভাই" সাজিয়া বসিল। আমরা জানি, কোন কোন পাচক ব্রাহ্মণ হঠাৎ হাতা-বেড়ি ছাড়িয়া জমকাল গোছের উপাধিগ্রহণপূর্ব্বক এইরূপে যমদূতের "মাস্‌তুতো ভাই" সাজিয়া কুলীর আড়্‌কাটির মত ক্রমাগত যমরাজের অধিকারে প্রজাসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। ঐ সকল ভুঁইফোড়্‌ কবিরাজ মহাত্মগণের সাইন্‌বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে "অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন নানাশাস্ত্রবিশারদ" প্রভৃতি কত

বিশেষণ ও উপাধি লেখা থাকে, কিন্তু তাহারা "নর" শব্দের রূপ করিতে জানে কি না, গভীর সন্দেহের বিষয়। সুবিখ্যাত দাশরথি রায় মহাত্মা এই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করিয়া যথার্থ ই লিখিয়া গিয়াছেন,——

"খুন করে পড়েন না ধরা, এই সাহসে ব্যবসা করা,"

অন্য দিকে সংসারভারগ্রস্ত বেকার লোকেরা অর্থোপার্জ্জনের উপায়ান্তর অভাবে একেবারে এম্, ডি, উপাধি ধারণ-করণানন্তর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সাজিয়া বসেন। ইহাদের দ্বারা যমরাজের প্রজাসংখ্যা বৃদ্ধি পায় কি না সন্দেহ; কেন না, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ত কখনই মারাত্মক হইতে পারে না।

এদিকে আবার পেটেণ্ট-ঔষধ-বিক্রেতাগণও তদপেক্ষা সংখ্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া সহরের গলিতে গলিতে বিরাজ করিতেছে। এমন স্থান নাই, যেখানে এই প্রকার পেটেণ্ট ঔষধের দোকান নাই। হায়! কি দুঃখের বিষয়! পল্লীগ্রামবাসী নিরীহ ব্যক্তিরা ঐ সকল ব্যবসাদারের বিজ্ঞাপনের জমকাল আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া, প্রাণের দায়ে ঐ সকল ঔষধ কিনিয়া ও সেবন করিয়া পদে পদে প্রতারিত হইয়া থাকেন। অশিক্ষিত বেকার লোকেরা ভদ্রভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহের অযোগ্য হওয়াতে "অমুক কোং" "অমুক কোং" প্রভৃতি একটা কল্পিত নামে সকল প্রকার রোগের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া কেহ নিজ বাড়ীতে কেহ বা একটিমাত্র ঘর ভাড়া করিয়া আয়ুর্ব্বেদ-ভাণ্ডার নামে ঔষধালয় স্থাপিত করিয়া গ্লাসকেসে গুটিকতক শিশি-বোতল সাজাইয়া রাখিয়া দেয়। সেই শিশি-বোতলগুলি নানা প্রকার রংবিশিষ্ট দেখা যায়। প্রত্যেক শিশি-বোতলের গায়ে এবং মুখে লেবেল ও টপলেবেল রকমারি করিয়া সংলগ্ন থাকে। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মপ্রাণ নিরীহ পল্লী-গ্রামবাসিদিগকে বিশেষরূপে প্রতারিত করিবার অভিপ্রায়ে নানাবিধ দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা ঘরখানি দিব্য সুসজ্জিত করিয়া রাখা হয়। অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, বিজ্ঞাপনের প্রথম পৃষ্ঠায় দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও চতুষ্পার্শ্বে বিচিত্র বিচিত্র ফুল, লতা, পরী প্রভৃতি অঙ্কিত থাকে; তন্মধ্যে "অমুক কোং" "অমুক কোং" নাম নানারূপ ভঙ্গী করিয়া দেওয়া হয়। স্বর্গ হইতে ধন্বন্তরি ঔষধের বোতল হস্তে নামিয়া আবির্ভূত হইলেন, এরূপ চিত্রও অনেক স্থলে

দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রত্যেক ঔষধের নামগুলি হরেক রকমের ব্লক প্রস্তুত করাইয়া তন্মধ্যে দিয়া বিজ্ঞাপনখানি দিব্য শোভা-সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া দেওয়া হয়, এইরূপে বিজ্ঞাপনের চটক দেখাইয়া ছাই-ভস্ম ঔষধ দিয়া পল্লী-গ্রামস্থ সেই সমস্ত লোকদিগকে প্রতারিত করিয়া অর্থোপার্জ্জন করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইদানীং বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক সহর ও পল্লীগ্রাম নানা রোগের আবাসক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়ার ত কথাই নাই, প্রায় প্রত্যেক পল্লীগ্রামের প্রতি গৃহস্থের গৃহেই দুই একজন ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতিতে ভুগিতেছে, এই জন্য তাহারা ঐ সকল চটকদার বিজ্ঞাপনে মুগ্ধ হইয়া প্রাণের দায়ে বহুকষ্টে উপার্জ্জিত অর্থে সুধাভ্রমে বিষ ক্রয় করে। সেই সমস্ত চটকদার বিজ্ঞাপন প্রত্যেক সংবাদপত্রে ও পত্রিকাতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ডাকযোগেও প্রায় প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যহই রাশি রাশি বিজ্ঞাপন ও ক্যাটালগ জড়ীভূত হয়। অনেকে ঐ সমস্ত "কোং"র জমকাল গোছের নাম-ঠিকানা দেখিয়া একটি পয়সা খরচ করিয়া একখানি পোষ্টকার্ড লেখেন যে, আমার "অমুক রোগ হইয়াছে, মহাশয়, আপনার অমুক ঔষধ সত্বর অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।" আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, "অমুক মহারাজার মেডেল প্রাপ্ত" "অমুক জমী-দারের পৃষ্ঠপোষিত" "অমুক রায় বাহাদুরের সুবর্ণ মেডেল প্রাপ্ত" বলিয়া লিখিত থাকে। এতদ্ভিন্ন প্রশংসাপত্রের ছড়াছড়ি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। জজ, মাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকীল, মোক্তার, জমীদার, তালুকদার প্রভৃতির অথবা গ্রামের সম্ভ্রান্ত সম্মানিত যে কোন ব্যক্তির নাম দিয়া ঔষধের কতকগুলি প্রশংসাপত্র মুদ্রিত হয়। আমরা বেশ জানি, ঐ সকল প্রশংসা-পত্র সমস্তই প্রায় স্বকপোলকল্পিত। কারণ, সেই সমস্ত পল্লীগ্রামস্থ নিরীহ ভদ্রলোকগণ মনে করিবেন যে, "এই সমস্ত বড় বড় দিক্‌পালগণ যখন উক্ত 'কোং'র ঔষধ সেবন করিয়া রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তখন ইহাতে প্রতারণার লেশমাত্র নাই। এই জ্ঞানে, এই ধারণায়, এই বিশ্বাসে ঐ সমস্ত প্রবঞ্চনাকারী 'কোং'র ঔষধ ডাকযোগে আনাইয়া সেই রোগপীড়িত স্নেহের পাত্র ও পাত্রীদিগকে সেবন করাইয়া থাকেন। কিন্তু হায়! সুধা-জ্ঞানে নিজ হস্তে বিষ সেবন করাইতেছেন, ইহা তাঁহাদের বুদ্ধিতে আইসে

বলাই বাহুল্য, অতি অল্প দিনের মধ্যেই সেই স্নেহের পাত্র ও পাত্রীগণ সেই সমস্ত ঔষধ সেবন করিয়া অনেক সময়েই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! জানি না, কোন্ সাহসে এই গণ্ডমূর্খ দুর্ব্বৃত্তেরা নিরীহ ব্যক্তিগণের ধনপ্রাণ-বিনাশকারী ব্যবসায় চালাইতেছে? ইহাদের কি কোন শাসনকর্ত্তা নাই?

আবার ডাক্তারী বা কবিরাজী পুস্তকের দুর্দ্দশা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, কতকগুলি অশিক্ষিত লোক ডাক্তারী পুস্তক প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু তাহার কোন পুরুষে ডাক্তারীর আদ্যক্ষর "ডা" চিনে কি না সন্দেহ। তথাপি তিনি ডাক্তারী পুস্তক নিজ হস্তে লিখিয়া "প্রণেতা ও প্রকাশক" বলিয়া সমাজে যশস্বী ও পরিচিত হন। এই সমস্ত অজ্ঞলোকের ঈদৃশ ব্যবসায় যে সমাজের কতদূর অনিষ্টকর, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখেন? পল্লীগ্রামস্থ কোন কোন ব্যক্তি দুই একখানি প্রথম শিক্ষার ইংরাজী পুস্তক এবং সামান্য ভাবের বাঙ্গালা লেখা-পড়া শিক্ষা করিয়াই ঐ সমস্ত ডাক্তারী পুস্তকের বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া তাহা ক্রয় করে। শেষে কিছুদিনের মধ্যেই আপনাকে "ডাক্তার বাবু" নামে জাহির করিয়া থাকে। পরে দুর্ব্বিষহ সংসারজ্বালায় জ্বালাতন হইয়া ঐ একমাত্র পুস্তকের সাহায্যে চিকিৎসা-ব্যবসায় চালায়। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে রোগীর নাড়ী ধরিয়া রোগ নির্দ্দিষ্ট করিতে পারে না কিম্বা থার্ম্মোমিটার প্রভৃতির ব্যবহারও জানে না; কেবলমাত্র লোক-দেখান থার্ম্মোমিটার ব্যবহার করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করে; কিন্তু রোগীর কি প্রকার জ্বর, কি দোষঘটিত জ্বর হইয়াছে, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারে না; অথচ সে ব্যক্তি "ডাক্তার বাবু।" যদি কোন গতিকে ঐ যন্ত্রটি নষ্ট হয়, তবে সে কি প্রকারে রোগীর রোগ-নির্ণয় করিবে?"

কোন এক গ্রামে "ভট্টাচার্য্য" উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার অনেকগুলি যজমান-শিষ্য ছিল, কিন্তু তিনি একদা কোন কার্য্যবশতঃ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া দূরবর্ত্তী কোন যজমানের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একজন যজমান জিজ্ঞাসা করিল,—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আজ কোন্ তিথি?" তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "ভ" শব্দটা

উড়িয়া গেল; যজমানকে ব্যস্ততাভাব দর্শন করাইয়া তথা হইতে বাড়ীতে আসিলেন। এদিকে তাঁহার ব্রাহ্মণী পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির কৌশল ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় উর্দ্ধশ্বাসে বিদ্যার কৌশলের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তথায় তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির উপকরণ বিপরীতভাবে জড়ীভূত। দেখিয়া ভট্টাচার্য্যের যেন "ট্টা" শব্দটা উড়িয়া গেল। তখন কেবলমাত্র "চার্য্য" শব্দটি লইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ব্রাহ্মণীর দিকে ধাবিত হইয়া গভীর-গর্জ্জনে বলিলেন,—"ওরে পাপিষ্ঠে দুর্ম্মতি! আজি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্।" বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণীকে মারিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ দেখিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন,— "আঃ মরণ! হয়েছে কি? আমি ত কখনও তোমার "ভট্টাচার্য্যগিরির" কক্ষে ঢুকি না; কেবল আজি তুমি প্রাতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিলে, তাই আমি তোমার ঐ "ভট্টাচার্য্যগিরির" ঘরে ঢুকিয়া ঝাড়াঝোড়া করিয়েছিলাম, তাহাতে কি হয়েছে?" তখন ব্রাহ্মণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া পুনরায় বিদ্যার কৌশলের কক্ষে ঢুকিয়া কতকগুলি কাঠি ব্রাহ্মণীর সম্মুখে আনিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণী গণনা করিয়া দেখিলেন, কাঠির সংখ্যা ত্রিংশৎ, তন্মধ্যে অর্দ্ধেক কৃষ্ণবর্ণ, অবশিষ্টার্দ্ধ শুক্লবর্ণ। ব্রাহ্মণী সেইগুলি দুই অংশ করিয়া রাখিলেন। ইহার মধ্যে যে কি তাৎপর্য্য নিহিত আছে, তাহা ব্রাহ্মণীর বুদ্ধির অগম্য। ভট্টাচার্য্য কাঠিগুলি লইয়া পুনরায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া তাহার প্রতীকারের জন্য বাহির হইলেন। নিকটবর্ত্তী কোন এক বিদ্যারত্নের টোলে গিয়া নির্দ্দিষ্টরূপে তিথি জানিয়া আসিয়া তাঁহার বিদ্যার কৌশল বিস্তৃত করিলেন।

পাঠক, এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিতেছেন, ডাক্তার বাবুরও থার্ম্মোমিটার অভাবে তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ভাবিয়া দেখিতে গেলে এরূপ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসিত হওয়াই অকাল-মৃত্যুর একমাত্র কারণ। যদি কোন রোগীর অঙ্গ কোনরূপ নূতন উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে উপসর্গ কোন্ রোগের লক্ষণ, সে রোগনিবারণের ঔষধই বা কি, তাহা আর ডাক্তারের স্থূলবুদ্ধিতে নির্ণীত হয় না। তবে তখন তিনি করেন কি? অনভিজ্ঞ লোকের দ্বারা সেই প্রকাশিত পুস্তকখানি খুলিয়া পর্য্যায়ক্রমে পাতাগুলি

উল্টাইতে থাকেন। তাঁহার বুদ্ধি-কৌশলের গুণে যতটুকু ধারণায় আসে, সেইরূপ ঔষধ রোগীর জন্ত ব্যবস্থা করিয়া যান। এইরূপ চিকিৎসা-ব্যবসায় দ্বারা যে কত শত লোকের জীবনসঙ্কট ঘটে, ডাক্তার বাবু একবার তাঁহা চিন্তা করিয়াও কি দেখিয়া থাকেন? বলিতে কি, এই বঙ্গভূমির রোগ-পীড়িত নরনারীগণকে সুধাজ্ঞানে বিষপ্রয়োগ করাইয়া এই শ্রেণীর অনেক চিকিৎসক তাহাদের জীবনলীলার অবসান করিয়া দিতেছেন।

এইরূপ সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, এই মহানগরী কলিকাতায় যে ছোট বড় চিকিৎসক মহোদয়গণ স্বনামখ্যাত হইয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভাগ্যক্রমে অনেকেই ঘর-বাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া, বাগান ইত্যাদি ধনসম্পত্তির অধিকারী হইতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের ব্যবসায়ের গুণের কথা অধিক আর কি লিখিয়া জানাইব। যদি কেহ পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারও মুমূর্ষু দশা উপস্থিত দেখিয়া, এই শ্রেণীর কোন চিকিৎসককে প্রাণের দায়ে আনয়ন করেন, তাহা হইলে চিকিৎসক আসিয়া অগ্রে রীতিমত রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া রোগীর রোগযন্ত্রণার উপশম হইবে কি না হইবে, ইহার বিশেষ তদন্ত না করিয়াই আগের ভাগে একখানি ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিয়া বলেন; "এই ঔষধ অমুক কোং'র ঔষধালয় হইতে আনিবেন।" এই কথা বলিয়া তিনি দ্রুতপদে প্রস্থানের চেষ্টা দেখিতে থাকেন। গৃহস্থ ব্যক্তি সানুনয় কৃতাঞ্জলিপুটে সেই ঔষধ কি পরিমাণে কখন্ খাওয়াইতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিলে, ডাক্তার বাবু অনেক সময় যাইতে যাইতে বলিয়া থাকেন, "এক এক দাগ দুই ঘণ্টা অন্তর। পরে রোগী কিরূপ অবস্থায় থাকে জানাইবেন।" যিনি ডাক্তার বাবুকে আনিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বেই ভিজিটের টাকা সংগ্রহের জন্ত বাহির হইয়াছেন, কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। ডাক্তার বাবু তাঁহাকে দেখিয়াই অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি ডাক্তার বাবুকে গমনোন্মুখ দেখিয়া বিনীত-ভাবে বলিলেন,—"ডাক্তার বাবু! অনুগ্রহপূর্ব্বক আর একটু অপেক্ষা করুন।" এই কথা বলিয়া তিনি দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া অগত্যা স্ত্রীর গায়ের গহনা খুলিয়া লইয়া ব্যস্তসমস্তভাবে খিড়্কী-দ্বারা দিয়া অপরের বাড়ীতে তাহা বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া বাড়ীতে আসিতেছেন, এদিকে

ডাক্তার বাবু ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া সদর-দরজায় দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় আছেন। তিনি দরজায় প্রবেশ করিলে, দেখিয়া ডাক্তার বাবু ক্রোধের সহিত একদৃষ্টে চাহিয়া হাত পাতিলেন, তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রাণের ভয়ে টাকা কয়েকটি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। যেমন টাকা করগত, অমনি দ্রুতপদে শকটারোহণ। কোচ্ম্যান্ জিজ্ঞাসা করিল,—"হুজুর! কোন্ দিকে আগে যাইবেন?" উত্তর হইল,—"* * * * বাবুর বাড়ী * নং বেণিয়াটোলা।" অবিলম্বে সেই আদিষ্ট স্থলে শকটখানি উপস্থিত।

এদিকে যিনি ঔষধ আনিতে গিয়াছেন, তিনি আসিতে না আসিতেই রোগীকে বাহিরে আনা হইয়াছে, রোদনরোলে গৃহ সমাকুল। অল্পক্ষণের মধ্যেই রোগীর শেষ নিশ্বাস পৃথিবীর বায়ুসাগরের সহিত অনন্তকালের জন্য বিলীন হইল।

পাঠকগণ, আপনারা সকলেই বিশেষরূপে জানেন যে, আজি কয়েক দিবস গত হইল, কেশব বাবু তাঁহার স্ত্রীর পীড়া উপলক্ষে একটি ধাত্রী ও তাঁহার সহচর এক ব্যক্তি আর একজন বিলাত-ফেরৎ এবং একজন এখানকার ডাক্তার চিকিৎসার্থ আনিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেশব-প্রিয়া কালকবলে কবলিত। কেন না, উক্ত চিকিৎসক মহাত্মারা প্রকৃত প্রস্তাবে রোগিণীর রোগের যথারীতি চিকিৎসা করিতে পারেন নাই; অযথা প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া কেশবের সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছেন। হায়! হায়! এই অনভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের দোষে কি ভয়ঙ্কর ঘটনাই সংঘটিত হইয়া গিয়াছে!

আজি সেই অর্থলোলুপ মহাত্মাগণ কেশব বাবুর নামে আড়াই শত টাকার দাবী দিয়া একখানি উকীলের চিঠি প্রেরণ করিয়াছেন। কেশব মনের দুঃখে কোথায় গিয়াছেন, অনুসন্ধান নাই। তাই বলি,—"হে জগদ্বাসী মহাত্মগণ! তোমাদিগের এইরূপ চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করা বুঝি কেবল লোকের সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য? এরূপ ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করাই কি স্বার্থসিদ্ধির সোপান বলিয়া বুঝিতেছেন? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আসিয়া অন্যের উপকার করাই ধর্ম্ম ও নীতিসঙ্গত শ্রেষ্ঠ কার্য্য; কিন্তু তদ্বিপরীতে এ কি ভয়ঙ্কর ব্যবসায় প্রচলিত হইয়া আসিতেছে!"

সময়ে সময়ে দেখা যায়, কেহ পাঁচড়ার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, পল্লীস্থ কোন ডাক্তার বাবুর নিকট গিয়া পাঁচড়াগুলি দেখাইলে, ডাক্তার বাবু তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করিলেন,—"দেখুন, কার্ব্বলিক্ সাবান আর গরমজল দিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া, চূণ আর নারিকেল তৈল উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দুই দিবস ক্ষতস্থানে লাগাইলে নিশ্চয় ভাল হইয়া যাইবে।" মনে করুন, ভাগ্য-ক্রমে রোগটি দেহাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়াছিল, সে বরং ছিল ভাল, কিন্তু চিকিৎসক মহাশয় উহা আরোগ্য করা দূরে থাকুক, পুনরায় তাহাকে দেহমধ্যেই প্রবেশ করাইলেন। এরূপ ব্যবস্থা করা কি রোগীর পক্ষে মঙ্গলজনক? দেখিতে হইবে, রোগটি যখন রোগীর গাত্রে প্রকাশ পাইয়াছে, সে স্থলে আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। পাঠক, বিবেচনা করিয়া দেখুন, প্রত্যেক রোগীর প্রত্যেক রোগের চিকিৎসাপ্রণালীতে এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়, ইহাতে আর বঙ্গবাসী রোগপীড়িত নরনারীগণ এইরূপ ভীষণ চিকিৎসকের হস্ত হইতে কিরূপ অব্যাহতি পাইবেন?

যাহা হউক, এ বিষয়ের আর বিস্তৃতি-বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমরা আমাদের আখ্যায়িকার পুনর্ব্বর্ণনে প্রবৃত্ত হই। কেশব বাবুর কোন সন্ধানই হইল না। পল্লীস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সেই প্রতিবেশীর বৈঠকখানায় বসিয়া কেশবের বিষয়েই আলোচনা করিতেছেন। বেলা তখন ৮টা। সহসা একজন বেহারা তথায় আসিয়া বলিল,—"বাবু! আমার বাবু আপনাদিগের ডাকিতেছেন।" বেহারাটি পরিচিত, তাহার কথাতেই বেহারার কথিত বাবুটি যে কে, সকলে বুঝিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে এক ব্যক্তি চলিলেন। তিনি তথায় যাইয়া দেখেন, দ্বিতল কক্ষের বৈঠক-খানায় বসিয়া বাবুটি বন্ধুদিগকে লইয়া ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র এবং তৎসম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা করিতেছেন। আগন্তুককে দেখিয়া বাবুটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ গা, আজিও কি কেশব বাবুর সন্ধান হয় নাই?" আগন্তুক বলিলেন,—"না মহাশয়!" পুনরায় বাবুটি বলিলেন,—"আমি গত কল্য সপরিবারে রবিবার উপলক্ষে সাতপুকুরের বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেছি; হঠাৎ দেখি, পুষ্করিণীর ঘাটের চাঁদনীর মধ্যে কেশব বাবু

বিষণ্ণবদনে মলিনবেশে উন্মত্তের ন্যায় নিস্তব্ধ-ভাবে বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেশব বাবু! একা এ অবস্থায় এখানে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন?' তিনি আমার কথার উত্তর দিলেন না, সুতরাং আমিও তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। বোধ হয়, আপনারা তথায় গেলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন।"

এই সংবাদ পাইয়া আগন্তুক তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বকথিত বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিয়া সকলকে উহা জ্ঞাত করাইলেন। শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দুইজন লোক বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন; শোভাবাজারের নিকট হইতে একখানি ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিয়া সাতপুকুরের অভিমুখে চলিলেন। যথাসময়ে গাড়ী সাতপুকুরের বাগানের সম্মুখে পৌঁছিল। তখন উভয়ে গাড়ী হইতে নামিয়া বাগানের ভিতর প্রবেশ করত কেশবকে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষণ-কাল ভ্রমণের পরেই দেখিলেন, ঘাটের চাঁদনীর মধ্যে কে যেন শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। তাঁহারা দ্রুতপদে তথায় গিয়া দেখেন, যাঁহার অন্বেষণ করিতেছেন, শয়ান ব্যক্তি সেই কেশব। তখন বেলা প্রায় ৯টা। তথাও কেশব নিরুদ্বেগে নিদ্রায় অচেতন। অন্বেষণকারীরা তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন,—"কেশব বাবু! কেশব বাবু! উঠুন।" তিন চারিবার ডাকিতেই কেশবের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি উঠিয়া বসিলেন। তখন অন্বেষণকারীদ্বয়ের মধ্যে একজন কহিলেন,—"কেশব বাবু! আজি চার পাঁচ দিন বাড়ী হইতে আসিয়াছেন, একবারও কি বাড়ীতে যাইতে নাই? আমরা কত স্থানে খুঁজিয়াছি, কোথাও আপনার অনুসন্ধান পাই নাই। গত কল্য আমাদের পাড়ার * * * * বাবু আপনাকে এইখানে দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাই তিনি আজি তাঁহার বেহারার দ্বারা আমাকে ডাকাইয়া লইয়া আপনার সংবাদ বলিলেন। সেই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ীতে আসিয়া আপনার উদ্দেশে আমরা বাহির হইলাম। শোভাবাজারের গাড়ীর আড্ডা হইতে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আসিয়াছি। সেই গাড়ী এখনও আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এক্ষণে উঠুন, বাড়ীতে চলুন।" এইরূপ বারংবার বলার পর, কেশব দ্বিরুক্তি না করিয়া সরাসর তাঁহাদের সহিত গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন।

শকটচালক শকট চালাইল। যথাসময়ে গাড়ীখানি যথাস্থানে উপস্থিত। সকলে গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সরাসর সেই প্রতিবেশীর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। বেলা তখন দুই প্রহর। সে বাড়ীর অপরাপর সমস্ত লোক কেহই তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তথায় উপস্থিত হইয়া কেশব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনারা আমাকে কি জন্য বাড়ীতে আনিলেন?" একজন বলিলেন,—"বিশেষ কোন আবশ্যকের জন্য আনিয়াছি, এক্ষণে চলুন, স্নান করিবেন চলুন; পরে সে সব কথা হইবে।" ইহার পর সে সময়ে আর কোন কথা হইল না। যথাসময়ে তাঁহারা স্নান ও আহারাদি করিয়া পুনরায় ঐ স্থানে আসিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

কেশব বাবু গঙ্গাস্নানান্তে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন; আর্দ্রবস্ত্রেই অন্য এক ব্যক্তির ঘরের দরজার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। এমন সময় পূর্ব্বকথিত স্নেহময়ী বৃদ্ধা কেশবকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ গা, আজি চার পাঁচ দিন বাড়ীতে এসো নাই কেন? কোথায় ছিলে? কি খাইয়াছ? আহা! মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, আর এমন করিয়া বসিয়া থাকিলে কি হইবে, এই নেও, এই কাপড়খানা পর, আহারীয় প্রস্তুত।" বৃদ্ধার কথায় বাধ্য হইয়া কেশব আর্দ্রবসন পরিবর্ত্তন করিয়া আহার করিতে বসিলেন। বৃদ্ধাও একপার্শ্বে বসিয়া নানারূপে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু কেশব তাঁহার কথার কিছুই উত্তর প্রদান করিলেন না। অন্যমনস্কভাবে যৎকিঞ্চিৎ আহার পরিসমাপ্ত করিয়া বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। পূর্ব্বোক্ত বৈঠক-খানায় যাইয়া দেখেন, সেই দুই ব্যক্তি নাসিকাধ্বনি করিয়া বিভোরে নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি তৎপার্শ্বে শয়ন করিলেন, আজ কয়দিন পরে আহার করিয়াছেন, সুতরাং যেমন শয়ন, অমনি নিদ্রা!

অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় প্রসুপ্ত ব্যক্তিদ্বয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহারা ধূমপান করিতে করিতে নানা প্রকার কাজ-কর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত। এমন সময় যাঁহারা প্রাতঃ-কালে নিজ নিজ কার্য্যে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা সমস্তই একে একে বাড়ীতে আসিলেন। তখন এক ব্যক্তি কেশব বাবুকে ডাকিয়া নিদ্রা হইতে তুলিলেন। কেশব নিদ্রা হইতে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া বৈঠকখানার ঘরে

গিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। তখন একে একে, সকলেই বৈঠকখানায় আসিয়া একত্রীভূত হইলেন। প্রথমতঃ তথায় কেশব বাবুরই কথা উঠিল। যেখানে তিনি গিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই তাঁহারা জ্ঞাত ছিলেন। কেবলমাত্র এক ব্যক্তি কেশব বাবুকে ডাকিলেন,—"কেশব বাবু! একা ওখানে অমন করিয়া বসিয়া কেন? ভিতরে আসুন।" কেশব ধীরে ধীরে বৈঠকখানায় গিয়া একপার্শ্বে বসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এক ব্যক্তি বলিলেন,—"ধাত্রী আড়াইশত টাকার দাবী দিয়া আপনাকে একখানি উকীলের চিঠি দিয়াছেন। এক্ষণে এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, তাহার পরামর্শ স্থির করুন।" কেশব এই কথা শুনিয়া আরও চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া বলিলেন,—"এ বিষয়ে আমি আর কি উত্তর দিব? যেরূপ করিলে ভাল হয়, আপনারাই তাহার একটা উপায় বলিয়া দিউন।" তখন এক ব্যক্তি উত্তর করিলেন,—"উপস্থিত মতে অগ্রে চিঠির উত্তর দেওয়া, পরে যা বিহিত হয়, করা যাইবে।" কেশব বলিলেন,—"একজন উকীলের দ্বারা চিঠির উত্তর দিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া এক ব্যক্তি বলিলেন,—"তা ত চাই, কোন উকীলের সহিত আপনার আলাপ-পরিচয় আছে কি?" কেশব কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন,—"উপস্থিত কোন উকীলের সহিত আলাপ-পরিচয় নাই; তবে এক্ষণে আলাপের চেষ্টা করিতে হইবে।" এক ব্যক্তি উত্তর করিলেন,—"দুই দিনের মধ্যে চিঠির জবাব দেওয়া চাই; নচেৎ এই সমস্ত টাকার জন্য আপনাকে দায়ী হইতে হইবে।" কেশব বলিলেন,—"আগামী কল্য দিনমানের মধ্যে চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি কিছু কিনারা করিতে পারি, নতুবা আপনারাই একজন উকীলের দ্বারা এই কার্য্যটি করাইয়া দিবেন।" তখন এক ব্যক্তি বলিলেন,—"উত্তম পরামর্শ, এই চিঠিখানি আপনি নিন্।" কেশব চিঠিখানি গ্রহণ করিলেন। তৎপরে রাত্রি অধিক দেখিয়া সকলে নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করিলেন। কেশব বাবুও শয়ন করিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন।

দ্বাবিংশ স্তবক।

বিশেষানুসন্ধান।

"চল ভাই, চোর লয়ে যাই বড় হুজুরের কাছে ;
ধরে এই বিষম চোরে মহা ফেরে পড়ি পাছে।"

প্রত্যূষে দারোগা ও জমাদার উভয়ে থানায় আসিয়া যথাস্থানে আসন-গ্রহণ করিলে ভৃত্য তামাকু সাজিয়া আনিয়া দিল। দারোগা বাবু আলবোলায় মনসংযোগে ধূমপান আরম্ভ করিলেন। জমাদার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দারোগা বাবু! পুলিস-সাহেব যেরূপ তম্বি করিয়া কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন, তাহাতে অতি সত্বরেই প্রতিবিধান করিতে হইবে। বিশেষতঃ আজ কয়দিন হইল পূর্ব্বদেশীয় ব্রাহ্মণকে যাহারা খুন করিয়াছিল, অনেক অনুসন্ধানে সেই খুনী দস্যুদিগকে থানায় গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে তাহারা আবদ্ধাবস্থায় কি প্রকারে পলায়ন করিল, তাহারও এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান হইল না। আমি তাহাদিগের অনুসন্ধানে গিয়াছিলাম, এই রহস্যময় ঘটনাজাল ভেদ করিবার জন্ত সেই সমস্ত লাশ লইয়া পুনরায় থানায় ফিরিয়া আসিলাম; কিন্ত আসামীদিগের অনুসন্ধান পাইলাম না, একটা ঘটনার কিনারা হইতে না হইতে আবার এ কি রহস্যজালে জড়িত হইলাম! অহরহঃ চিন্তানলের প্রখর দহন আর সহ্য হয় না। জানি না, কতদিনে এই চিন্তারাক্ষসীর করাল কবল হইতে পরিত্রাণ পাইব? ভবিষ্যতের তিমিরময় দুরবগাহ গহ্বরে আরও কত ঘটনা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে; সময় ও সুযোগ পাইলেই তাহারা আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইবে। কিন্তু যখন পুলিসের চাকরী স্বীকার করিয়াছি, তখন এ সকল বিপদকে পদে পদে আলিঙ্গন করিতেই হইবে, এ সকল বিপদ্‌জাল মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে। তবে আর ভীরু ব্যক্তির মত অনর্থক কাল-বিলম্বে প্রয়োজন কি?

সাহসে বুক বাঁধিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে——জয় পরাজয় বিধাতার হাত।” দারোগা বাবু বলিলেন,—“দস্যুগণের পলায়ন অবধি আমারও ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমাকে বিশেষানুসন্ধান জন্য আবার বাহির হইতে হইবে।” এইরূপে উভয়ে কথোপকথন চলিতেছে, ইত্যবসরে হঠাৎ দূর হইতে বামাকণ্ঠনিঃসৃত আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল; বোধ হইল, কে যেন কাঁদিতে কাঁদিতে থানার দিকেই আসিতেছে। ক্রমে রোদনধ্বনি স্পষ্ট বুঝা যাইতে লাগিল। “হায়! আমার কি হ'ল গো?” “হায়! আমার কি হ'ল গো?” “বাবা রে! এই জন্যই কি তোরে এত বড় করিয়াছিলাম?” ইত্যাকার করুণশব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে একটি রমণী থানার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আরও দেখা গেল, দুই ব্যক্তির স্কন্ধে ঝাঁপের উপর একটি শিশুর মৃতদেহ। তাহারা উভয়ে স্কন্ধ হইতে শবদেহ ভূতলে অবতরণ করিল। তখন রোরুদ্যমানা রমণী মৃত শিশুটি কোলে লইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। শববাহকদ্বয় থানার মধ্যে গিয়া দারোগা বাবু ও জমাদার বাবুকে নমস্কার করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হাঁ রে! তোদের কি হইয়াছে?” একজন উত্তর করিল,—“হুজুর! কাল সন্ধ্যার সময় এই রমণীর চারি বৎসরের একটি পুত্র-সন্তান জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। ঐ রমণীর আর কেহই নাই, আমরা প্রতিবাসী, আপনাকে দেখাইবার জন্য আমরা মৃতশিশু লইয়া আসিয়াছি।”

শ্রবণমাত্র দারোগা বাবু যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং শবদেহ পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া আসনগ্রহণ করিলেন। তৎপরে শববাহকদ্বয়কে দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ওরে! ঐ মৃতশিশুটি কি জাতীয়, পিতার নাম কি এবং কোন্ গ্রামেই বা ইহাদের বাসস্থান?” এইরূপে তখন যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক হইল, তাহা তিনি একে একে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। শববাহকেরা যথাযথ উত্তর প্রদান করিল। দারোগা যথানিয়মে সরকারী পুস্তকে সমস্ত আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া লইয়া লাশ জ্বালাইতে আদেশ করিলেন। তাহারা নমস্কার করিয়া লাশ লইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

রামদীন্ প্রভৃতি কনষ্টেবল এবং চৌকীদারগণ এই ঘটনার পূর্ব্বেই থানায়

আসিয়াছিল। দারোগা বাবু চৌকীদারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখ, তোমরা যে গ্রামে বাস কর, তথায় কত ঘর মুসলমান-জাতির বাস এবং তাহারা সংখ্যায় সর্ব্বশুদ্ধ কত পরিমাণ হইবে? এতদ্ভিন্ন অপরাপর জাতিই বা কত ঘর তথায় বাস করে, তাহার সংখ্যাই বা কত?" প্রথম চৌকীদার বলিল,—"হুজুর! মুসলমান-জাতি মোট বিশ ঘর, আর লোক-সংখ্যা শতাধিক। অপরাপর-জাতিও ত্রিশ ঘর, তাহার লোকসংখ্যা অনুমান দুই শত হইবে।" দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চৌকীদার! এই যে তথায় বিশ ঘর মুসলমান-জাতির বাস, ইহাদের মধ্যে চৌকীদার কত ঘর এবং তাহার কুটুম্ব ইত্যাদির বাসস্থানই বা কতদূরে, সে সমস্ত কি তুমি বিশেষ করিয়া বলিতে পার?" চৌকীদার বলিল,—"হুজুর! চৌকীদার আমরা এই নয়ঘর মাত্র আছি; সংখ্যায় মোট চল্লিশ পঞ্চাশজন হইবে। আর যেখানে যেখানে যাহার কুটুম্ব আছে, তাহা প্রায় সমস্তই এক প্রকার অবগত আছি; আর যে বক্রী এগার ঘর, তাহার লোকসংখ্যা পঞ্চাশ ষাইটজন এবং ইহাদের কুটুম্ব ইত্যাদি যেখানে যেখানে আছে, তাহাও কিছু কিছু জানি; আবশ্যক হইলে সে সকল সন্ধান লইয়া সবিশেষ বলিয়া দিতে পারিব। আর অপরাপর জাতির লোকসংখ্যা প্রায় তিন চারি শত এবং ইহাদেরও কুটুম্ব ইত্যাদি অধিকাংশকে জানি; আবশ্যক হইলে সন্ধান লইয়া প্রত্যেকের বিশেষ বিবরণ বলিতে পারিব।"

শুনিয়া দারোগা বাবু বলিলেন,—"রামদীন্! আজি দস্যুদিগের অনু-সন্ধানে ছদ্মবেশে সকলকেই বাহির হইতে হইবে, সেই জন্য তিনখানা নৌকার প্রয়োজন। ডিপোঘাটায় গিয়া অতি সত্বর নৌকার বন্দোবস্ত কর।" দারোগা বাবুর আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ রামদীন্ নৌকার ডিপোঘাটে উপস্থিত হইয়া ছাঁচিয়াদহ যাইবার জন্য তিনখানা ডিঙ্গি-নৌকা বন্দোবস্ত করিয়া মাঝিদিগকে লইয়া থানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দারোগা বাবু আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নৌকায় উঠাইলেন। বলা বাহুল্য যে, রামদীনের তত্ত্বাবধানে মাঝিরাই সে সকল দ্রব্যাদি বহিয়া নৌকায় তুলিল।

অবশেষে দারোগা বাবু থানা হইতে নিজ বাসাবাড়ীতে গিয়া সকলকে আপনার মফঃস্বলযাত্রার বিষয় জানাইলেন, একটি দাসী এবং একজন স্বদেশীয়

বিশ্বাসী ভৃত্য তাঁহার বাসাবাড়ীতে থাকে। তখন তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ফিরিয়া আসিতে ক'দিন বিলম্ব হইবে?" দারোগা উত্তর করিলেন, —"তাহা এখন ঠিক বলিতে পারি না। জমাদার বাবুকে বলিয়া যাইতেছি, তিনি দুইবেলা আসিয়া তোমাদের তত্ত্বাবধান করিয়া যাইবেন।" এই বলিয়া নিজ ছদ্মবেশগুলি ভৃত্যের হাতে দিলেন এবং আর কালবিলম্ব না করিয়া বাসাবাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া সরাসর থানায় আসিয়া পৌছিলেন। জমাদার থানাতেই উপস্থিত ছিলেন, দারোগা তাঁহাকে বলিলেন,—"আমি যে ক'দিন মফঃস্বল হইতে ফিরিয়া না আসি, সেই ক'দিন দুইবেলা আপনি আমার বাসাবাড়ীর তত্ত্বাবধান করিবেন।" জমাদার বলিলেন,—"যে আজ্ঞা, সে জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।" তখন দারোগা বাবুর সঙ্গে রামদীন্ প্রভৃতি দ্বাদশজন কন্‌ষ্টেবল ও চৌকীদার নয়জন যাইতে প্রস্তুত হইল। অগ্রে দারোগা বাবু ও জমাদার বাবুও গমন করিলেন, তৎপশ্চাৎ তাহারা তাঁহাদের অনুগমন করিল। এইরূপে পুলিসকর্ম্মচারিগণ যথাসময়ে নৌকার ডিপো-ঘাটায় উপস্থিত হইল; দারোগা বাবুর সঙ্গে রামদীন্ আর একজন কন্‌ষ্টেবল এবং তিনজন চৌকীদার একখানি নৌকাতে উঠিল। পরে ছয়জন চৌকীদার আর দশজন কন্‌ষ্টেবল ইহারা সমানাংশ হইয়া দুইখানি নৌকাতে উঠিল। দারোগা বাবুর আদেশে মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিতে উদ্যোগ করিল।

মাঝিরা দারোগা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল, তরণী দ্রুত-বেগে চলিল। অনতিবিলম্বেই আলাইপুরের বড় নদীর মধ্যে নৌকা তিন-খানি উপস্থিত। দেখিতে দেখিতে বেলা ৮টা। নদীতে জোয়ার আসিল। প্রবলবেগে জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি হইল। স্রোতোবেগে নৌকা তিনখানি তীরবেগে ছুটিয়া চলিল; অল্প সময়ের মধ্যেই চাঁচিয়াদহ হাটের ঘাটে গিয়া পৌছিল। তখন দারোগা বাবু বলিলেন,—"রামদীন! এইখানে বাসাঘর ভাড়া পাওয়া যায় কি না, একবার দেখিয়া আইস।" আদেশ পাইয়া রামদীন্ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তীরে নামিয়া, দারোগা বাবু ইতিপূর্ব্বে যে দোকানদারের গৃহে বাসাঘর ভাড়া লইয়াছিলেন, সেই দোকানে যাইয়া উপস্থিত হইল।

দোকানদার রামদীন্‌কে দেখিয়াই চিনিতে পারিল এবং জিজ্ঞাসা করিল,—"এত বেলায় কোথা হইতে আসা হইল?" তদুত্তরে রামদীন্ সমস্ত কথা

তাহার নিকট বলিলে, দারোগা বাবুর নাম শুনিয়া দোকানী তৎক্ষণাৎ সেই বাসাঘরখানি এবং তৎসংলগ্ন আরও যে তিন চারিখানি বাসাঘর ছিল, সকলগুলি রীতিমত পরিষ্কার করিয়া দারোগা বাবুর নির্দ্দিষ্ট ঘরে দস্তুরমত শয্যা পাতিয়া দিল। তখন রামদীন্ নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক দারোগা বাবু ও অন্যান্য সমভিব্যাহারী সকলকে লইয়া দোকানে উপস্থিত হইল।

দারোগা বাবুকে দেখিয়া দোকানী সসম্ভ্রমে নমস্কার করিলে দারোগাও আপন নির্দ্দিষ্ট ঘরে এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীরা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। সেটি যে কিরূপ ভয়ঙ্কর স্থান, তাহা একাদশ স্তবকে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এদিকে দোকানী সমস্ত লোকের উপযুক্ত চাউল ডাইল ইত্যাদি যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমস্ত একজন লোক দ্বারা তথায় পাঠাইয়া দিল। ক্ষণেক পরে দারোগা বাবু স্নানার্থ সেই পূর্ব্বকথিত পুষ্করিণীর দিকে চলিয়া গেলেন। অনন্তর রামদীন্ দারোগা বাবুর রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া রাখিল, তিনি যথাসময়ে স্নান করিয়া আসিয়া রন্ধনকার্য্য সমাপ্ত করিয়া আহার করিলেন। আহারান্তে ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন। রামদীন্ প্রভৃতি সকলেও আহারাদি সমাপন করিল। দারোগা বাবু ধূমপান করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"তাই ত, এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিলে উপস্থিত বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়?" ইত্যাকার কতই চিন্তা তদীয় হৃদয়মধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল। ক্রমে বেলা অবসানপ্রায়, সন্ধ্যা হয় হয়। এমন সময় তিনি চৌকীদারদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"তোমরা আমার সম্মুখে দাঁড়াও, যাহা বলি, মনোযোগ দিয়া শুন। সে কার্য্য তোমরা সমাধা করিতে পারিবে কি না?" দারোগা বাবুর এই কথা শুনিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সেলাম দিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইল। দারোগা প্রথম চৌকীদারকে বলিলেন,—"দেখ, আজ সন্ধ্যার পর, তোমরা চারিজন আর কন্‌ষ্টেবল ছয়জন এই দশজনে দুইখানি নৌকাযোগে সেই দস্যুদিগের অনুসন্ধানে বহির্গত হও। বিশেষ সতর্কতার সহিত রাত্রিকালে গুপ্তভাবে প্রত্যেকের বাড়ী, এমন কি, প্রত্যেক ঘরের পর্য্যন্ত বিশেষ তত্ত্ব লইবে। আবার রাত্রি-প্রভাত না হইতেই আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে।" দারোগার এই হুকুম তামিল করিবার

জন্য চৌকীদারগণ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সেলাম দিয়া তৎক্ষণাৎ দলবদ্ধ হইয়া তথা হইতে বিদায় লইল। নৌকা দুইখানি পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করা ছিল, তাহারা উহাতে উঠিয়া মাঝিদিগকে বলিল,—"এই গ্রামের মধ্যে কোন আবশ্যকে এখনই যাইতে হইবে. শীঘ্র নৌকা ছাড়িয়া দাও।" মাঝিরা ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া হাটের দক্ষিণপার্শ্বে যে খাল পূর্ব্বদিকে গিয়াছে, তন্মধ্য দিয়া নৌকা বাহিয়া দ্রুতবেগে নির্দ্দিষ্ট স্থানের অভিমুখে চলিল। সরাসর বাহিয়া গিয়া পূর্ব্বকথিত বাঁধা রাস্তার পাশে নৌকা রাখিয়া সকলে ভিন্ন ভিন্ন দিকে কার্য্যসাধনে চলিয়া গেল।

এদিকে দারোগা বাবু নিত্যক্রিয়া-সমাপনান্তে তথা হইতে সরাসর সেই দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দোকানী তাঁহাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া গদীর উপর বসিতে বলিলে তিনি তথায় উপবেশন করিলেন। দোকানী তাঁহাকে তামাকু সাজিয়া দিল। দারোগা বাবু ধূমপান করিতে করিতে উপস্থিত ব্যাপারের কৃতকার্য্যতার জন্য নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এইরূপ চিন্তামগ্ন দেখিয়া দোকানী সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু! আজ আপনার এরূপ ভাবান্তর দেখিতেছি কেন? যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আপনার চিন্তার কারণ আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন; দেখি. আমা দ্বারা তাহার কোন প্রতিবিধান হইতে পারে কি না।" শুনিয়া দারোগা মনে মনে ভাবিলেন,—"এই স্থানটিকে এক্ষণে এক প্রকার নির্জ্জন বলিয়াই বোধ হইতেছে; সুতরাং ইহাকে প্রকৃত কথা খুলিয়া বলিলেও অন্যে তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই। আর দোকানদার আমার গুপ্তকথা ভবিষ্যতে প্রকাশ করিতে কখনই সাহসী হইবে না।" মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া দারোগা বাবু দোকানীর নিকট দস্যুদিগের সমস্ত ঘটনাই বিবৃত করিলেন।

তখন দোকানী বলিল,—"বাবু! তাই আজ কয়দিন হইল, দস্যুদলপতির সহিত সাত আটজন লোক এই নদীর পার দিয়া কি যেন লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া আমার দোকানের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। ভাবগতিক দর্শনে বুঝিলাম, তাহারা কাহাকেও খুন করিয়া আসিয়াছে। আবার ভাবিলাম, সে দিন দারোগা বাবু উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছেন,

বোধ হয়, বেটারা কোন গতিকে পলাইয়া আসিয়া থাকিবে; কিন্তু আর এক বিষয় দেখিয়া আমার ঠিক ধারণা হইল, নিশ্চয়ই উহারা কাহাকেও খুন করিয়াই পলাইতেছে। তাহাদের প্রত্যেকের পরিধেয় বসনে রক্তবিন্দু প্রক্ষিপ্ত। তখন বেলা অনুমান তৃতীয় প্রহর। আপনি যে বলিলেন, দস্যুরা আবদ্ধাবস্থায় থানা হইতে পলাইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে ঠিক তাহা বুঝিতে পারিলাম।" দারোগা বাবু এই সমস্ত কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—"জমাদার যে চারিটা খুনী লাশ লইয়া গিয়াছিলেন, সে দুর্ঘটনাও এই দস্যুদের দ্বারা ঘটিয়াছে। যাহাই হউক, বেটাদের গ্রেপ্তার করিতে পারিলেই আমি উপস্থিত সকল ভাবনা হইতে নিস্কৃতি পাই।"

এই ভাবিয়া দারোগা বাবু পুনরায় দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই দস্যুরা আবদ্ধাবস্থা হইতে যে কি করিয়া পলাইয়া আসিল, তাহার কি কিছু সন্ধান বলিতে পার?" তখন দোকানী বলিল,—"বাবু! লোক-পরম্পরায় সময়ে সময়ে শুনিতে পাই, উহাদিগকে কখনই কেহ আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। যাদুবিদ্যাবলে উহারা ক্ষুদ্রকায় জীবদেহ ধারণ করে; সুতরাং পলায়নের অসম্ভাবনা কোথায়? আরও শুনিয়াছি যে, ঐ দস্যুদলপতির সংসারে বৃদ্ধা মাতা ও তাহার দুইটি স্ত্রী আছে। যদি সে কোন অপরাধের জন্য ধৃত হয়, তাহা হইলে এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তাহার বৃদ্ধা মাতা ও পত্নীদ্বয় রাত্রিযোগে বিবস্ত্রা হইয়া কোন নির্জ্জন গৃহে বসিয়া একটা প্রকাণ্ড ঘৃতের প্রদীপে মোটা মোটা পলিতা জ্বালাইয়া দেয় এবং ছয়টি ধূনচিতে বিল্ব-কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতে নিয়ত ধূনা নিক্ষেপ করিতে থাকে। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ গত হইলে, বৃদ্ধা তাহার পুত্রবধূদ্বয়কে পাশাপাশি বসাইয়া, প্রত্যেকের মস্তকে একটি ও দুই হস্তে দুটি ধূনচি বসাইয়া দেয় এবং সেই প্রকাণ্ড পলিতা-বেষ্টিত ঘৃতের প্রজ্বলিত প্রদীপটি স্বয়ং বামহস্তের উপর স্থাপনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া ক্রমে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকে আর মধ্যে মধ্যে পুত্রবধূদ্বয়ের মস্তকে ও হস্তস্থিত ধূনচিতে ধূনা নিক্ষেপ করে। ক্ষণকাল এইরূপ করিতে থাকিলেই পুত্রবধূদ্বয় ঐ অবস্থায় উঠিয়া দাঁড়ায়, অমনি দস্যুরা যেখানেই বন্ধনাবস্থায় থাকুক না কেন, আশুমুক্ত হইয়া সেস্থলে উপস্থিত হয়; আর তৎক্ষণাৎ একখানি নীলবর্ণের পর্দ্দা তাহাদের

সম্মুখে পড়িয়া যায়। লোক-পরম্পরায় এই অদ্ভুত যাদুবিদ্যার কথা শুনিয়াছি বটে; কিন্তু কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই।"

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইল। এদিকে দারোগা বাবুর অযথা-বিলম্ব দেখিয়া কনষ্টেবলেরা ও চৌকীদার কয়জন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বীয় আবাসে গমন করিলেন। বাসা-ঘরে আসিয়া বিশ্রাম না করিয়া তাহাদের সহিত নানা প্রকার কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন; সুতরাং ক্রমে রাত্রিও অধিক হইল। কিন্তু সে রাত্রিতে তাহাদের সমক্ষে দোকানী-কথিত কোন কথার উল্লেখ করিলেন না। অবশেষে তাহাদিগকে বিশ্রামের জন্য আদেশপ্রদান করিলে তাহারা তথা হইতে বিদায় লইয়া নিজ নিজ বাসা-ঘরে প্রবিষ্ট হইল। দারোগাও স্বয়ং নিদ্রা যাইবার জন্য শয়ন করিলেন বটে; কিন্তু নানারূপ দুশ্চিন্তা আসিয়া তাঁহার চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিল, সুতরাং কিছুতেই আর নিদ্রার কোমল-কোলে আশ্রয় লইতে পারিলেন না। এইরূপে বিনিদ্র অবস্থায় একাকী থাকা সমধিক কষ্টকর বিবেচনায় নিজেই উঠিয়া তামাকু সাজিয়া ধূমপান করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন,—"যাহাদিগকে দস্যু-দিগের অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করিয়াছি; দেখি, তাহারা কি করিয়া আইসে।" এইরূপে কতই চিন্তার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছেন, এমন সময়ে নিকটেই ভয়ঙ্কর গম্ভীর শব্দে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইল; তচ্ছ্রবণে সশঙ্কচিত্তে নির্ব্বাক্ হইয়া তিনি বসিয়া রহিলেন। ব্যাঘ্রের গর্জ্জনে বুঝিতে পারিলেন, যে বাসা-ঘরে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন, তাহারই নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাঘ আসিয়াছে। তখন তিনি ধীরে ধীরে কনষ্টেবল-দিগকে জাগরিত করিয়া দিয়া বলিলেন,—"ওরে! তোরা ঘরের দ্বারের বাহিরে আসিস্ না, বাঘ আসিয়াছে! ঐ শোন্, বাঘের ডাক শোন!" বাঘের গর্জ্জনে কনষ্টেবলেরাও ভীত হইল, আতঙ্কে হৃদয় শুষ্ক হইল, তাহারা তথায় বসিয়া দারোগার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। অবশেষে চৌকীদারেরাও সেই গোলযোগে উঠিয়া বসিল। তখন পরস্পর সকলেই রীতিমত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। এমন সময় অদূরে হঠাৎ একটা কোলাহল উত্থিত হইল। তাহা শুনিয়া সকলেই নীরবে নিস্তব্ধভাবে স্ব স্ব

স্থানে বসিয়া রহিল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে আর কিছুই শুনিতে পাওয়া গেল না। অকস্মাৎ এই জনকোলাহল উত্থিত হইল কেন এবং কেনই বা তাহা সহসা থামিয়া গেল, ইহাই সকলের আলোচ্য বিষয় হইল। অবশেষে রাত্রি-প্রভাত, তথাপি যাহারা দস্যুদিগের অনুসন্ধানে গিয়াছে, এখনও তাহারা প্রত্যাগমন করিতেছে না কেন, এই কথা বলাবলির পর একে একে সকলে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিবার জন্য বাহির হইল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় বাসা-ঘরে উপস্থিত হইয়া, দারোগা বাবুকে সেলাম দিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন দারোগা উৎকণ্ঠিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৈ, এত বেলা হইল, তবুও তাহারা আসিতেছে না কেন? ইহার কারণ ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" এক ব্যক্তি উত্তর করিল,—"হুজুর! তাহাদের জন্য চিন্তা নাই, শীঘ্রই আসিবে।" অনন্তর চৌকীদারদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি দারোগাকে তামাকু সাজিয়া দিল, তিনি চিন্তাযুক্তচিত্তে ধূমপান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল। এমন সময় সেই অনুসন্ধান-কারিগণ পরিশ্রান্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং দারোগাকে সেলাম দিয়া দাঁড়াইল। দারোগা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যে কার্য্যের জন্য তোমাদিগকে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার কিরূপ কিনারা হইল?" তদুত্তরে রামদীন্ বলিল,—"হুজুর! আমি অগ্রে দস্যুদলপতির বাড়ীতে অলক্ষ্যে গিয়া অতি সঙ্গোপনে ও সতর্কতার সহিত তাহার অনুসন্ধানে থাকিলাম; কিন্তু কিছুতেই তাহার সাড়াশব্দ পাইলাম না। এইরূপে আমি এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত তাহার গৃহের পশ্চাদ্দেশে দাঁড়াইয়া রহিলাম, এমন সময় হঠাৎ গৃহমধ্যে আলোক জ্বলিল; সেই আলোকের সাহায্যে গৃহমধ্যস্থ তাবৎ বস্তুই নেত্রগোচর হইল। তাহার গৃহে তিনটি মূর্ত্তি দেখিলাম; একটি দলপতির বৃদ্ধা মাতা, আর দুইটি স্ত্রী। আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, বৃদ্ধা মুখ ধুইয়া মুখপ্রক্ষালনজল তাহার কিছু অদূরে ফেলিয়া দিল, অতি অল্পের জন্য তাহা আমার চখে মুখে লাগিল না। আমি কিন্তু একভাবেই দাঁড়াইয়া থাকিলাম। অনন্তর বৃদ্ধা পা ছড়াইয়া বসিয়া হামাম্‌দিস্তাতে দিব্য করিয়া পান ছেঁচিতে আরম্ভ করিল। সেই শব্দে তাহার পুত্রবধূদ্বয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তাহারাও উঠিয়া বসিল। তাহারাও ঐরূপ জল লইয়া মুখ ধুইয়া মুখপ্রক্ষালনজল

ফেলিতে আরম্ভ করিল দেখিয়া আমি অতি সন্তর্পণে তথা হইতে একটু দূরে দাঁড়াইলাম, তথাপি তাহারা, আমি যেখানে গিয়া দাঁড়াইলাম, ঠিক সেই-খানেই মুখনিঃসৃত জল ফেলিতে লাগিল। তখন আবার একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া সঙ্গোপনে তাহাদের কার্য্যাবলী দেখিতে লাগিলাম। তৎপরে বৃদ্ধা ছেঁচাপান মুখে দিয়া আধ আধ স্বরে বধূদ্বয়কে বলিল,—'আমার তাজ্জব একদিনের জন্যেও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে থাকিতে পায় না। এই আমাকে বলে গেল, সন্ধ্যার পরেই বাড়ীতে আস্‌বো, তা কৈ, এখনও আস্‌চে না কেন?' ইহা শুনিয়া একটি বধূ উত্তর দিল,—'কি জানি, আমরাও ত কিছু বুঝিতে পারি না।' বৃদ্ধা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া শয়ন করিল, দেখিয়া বধূরাও আলোকটি নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিল। তথাপি আমি তথায় বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলাম। ভাবিলাম, ইহারা শুইয়া শুইয়া আরও কি কি কথা বলে। কিন্তু আমি যে আশায় আশান্বিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম, তাহার কিছুই হইল না; কেন না, তন্মুহূর্ত্তেই তাহারা নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। তখন অগত্যা তথা হইতে চলিয়া আসিয়া আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। আসিয়া দেখি, আর আর সকলে আমার অপেক্ষা করিতেছে। অনন্তর আমরা সকলে নৌকায় উঠিয়া মাঝিকে নৌকা ছাড়িতে বলিলাম। নৌকা দুইখানি তথা হইতে সরাসর সেই খাল দিয়া বাহিয়া আসিতে লাগিল। তখন আমি আমার সঙ্গীদিগকে একে একে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কেহই তাজ্জব আলির সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারিল না। হুজুর! অনেক অনুসন্ধানেও আমরা কেহই তাহাদের কোন প্রকার উদ্দেশ মাত্র পাই নাই।"

দারোগা বাবু রামদীনের সমস্ত কথার মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া সে সম্বন্ধে আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে বলি-লেন,—"রামদীন্! কাল সকলে রাত্রি জাগিয়াছি, এক্ষণে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম কর।" দারোগা বাবুর আদেশ পাইয়া সকলেই যথাসময়ে আহারাদি সম্পন্ন করিল। অনন্তর দারোগা বাবু বলিলেন,—"রামদীন! যাহারা যাহারা গত রাত্রিতে উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।" রামদীন্ তাহাদিগকে দারোগা বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিল। তাহারা

শ্রেণীবদ্ধভাবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি কি অনুমতি করেন, সেই অপেক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি এইরূপে তাহাদিগকে সমাগত দেখিয়া বলিলেন,—"দেখ, নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে যেখানে যেখানে দস্যুদিগের কুটুম্ব আছে, তোমরা এক্ষণে সেই সমস্ত স্থানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও।" আদেশ পাইয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ সেলাম দিয়া তথা হইতে গিয়া নৌকায় উঠিল। চৌকীদার সকলে যে যে দিকে যাইতে বলিল, মাঝিরা সেই সেই দিকে ক্রমান্বয়ে নৌকা তিনখানি বাহিয়া চলিল।

দারোগা বাবু সকলকে অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দিয়া অত্যন্ত চিন্তিতান্তরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিছুতেই তিনি মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অগত্যা শয্যা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্বোক্ত দোকানে উপস্থিত হইলেন। তথায় বসিয়া ধূমপান করিতেছেন, ইতি-মধ্যে দুইটি যুবতী তথায় উপস্থিত হইল। দোকানী তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ গা, কাল রাত্রিতে বাঘের ডাকের পর তোমাদের ওদিকে কিসের গোলমাল হইয়াছিল?" একটি যুবতী বলিল,—"জানইত, আমাদের বাড়ীওয়ালীর কয়েকটি গাই আর গুটিকতক ছাগল আছে। কাল রাত্রিতে একটি গাবিন্ গাই কোন গতিকে বাহিরে ছিল। হঠাৎ বাঘ আসিয়া তাহাকে যেমন মারিবার জন্য উদ্যত হইল, আর গাইটা বাঘের ভাবগতিক বুঝিতে পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গাঁ গাঁ শব্দে চীৎকার করিয়া অন্যদিকে ছুটিয়া গেল। শিকার পলাইল দেখিয়া বাঘ গভীর গর্জ্জনে আকাশ পাতাল ফাটাইয়া দিল। বাঘের ডাকে চতুর্দ্দিকের লোক তাহাকে তাড়াইবার জন্য একত্র হইয়া সেইরূপ গোলমাল করিতেছিল।" দোকানী জিজ্ঞাসা করিল,—"গাইটি বেঁচে আছে ত?" যুবতীটি বলিল,—"গাইটা তখনই পাওয়া গিয়াছিল।" এই বলিয়া যুবতীদ্বয় প্রস্থান করিল।

যদিও দারোগা বাবু যুবতীদ্বয়কে দেখিয়া তাহাদের ভাবগতিকে কতক কতক বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই যুবতীদ্বয় কে? ইহারা কোথায় থাকে?" দোকানী বলিল,—"হুজুর! ইহারা কুলটা, আপনার নৌকা যে ঘাটে রহিয়াছে, তাহারই পূর্ব্বাংশে উহাদের বাস। বাড়ীওয়ালীর বিস্তর টাকা। তাহার গৃহ-কার্য্যাদি করিবার

জন্য দুই তিনজন দাস-দাসী আছে। সে রাজরাণীর মত পরমসুখে দিন কাটাইতেছে।"

দারোগা বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে এত সম্পত্তিশালিনী কি করিয়া হইল?" দোকানী বলিল,—"হুজুর! আপনি যে পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যান, তথা হইতে উপবন-বেষ্টিত যে প্রকাণ্ড একটি অট্টালিকা দেখিয়াছেন, সেই অট্টালিকাই আমাদের জমীদার বাবুর বাড়ী। জমীদার বাবুর নাম 'অবলাকান্ত রায়।' ঐ স্ত্রীলোকটি তাঁহার আশ্রিত ছিল, তাই ইহার এত বিষয়-সম্পত্তি। জমীদার বাবু একটি কন্যা ও একটি পুত্র রাখিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। কন্যাটির বিবাহ তিনিই দিয়া গিয়াছেন, পুত্রটির বয়স এখন পঞ্চদশ বৎসর। সংসারে জমীদার বাবুর স্ত্রী, কন্যা, জামাতা ও পুত্র; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কর্ম্মচারী ও দাস-দাসী আছে। ঐ বারাঙ্গনা বাবুর কন্যা ও পুত্রটিকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে। ছেলেটি ও মেয়েটি তাহাকে 'বড় মা' বলিয়া ডাকে। ঐ বালক-বালিকাদ্বয়ের দুগ্ধপানার্থই গাভী ও ছাগলগুলি পুষিয়া থাকে। বাড়ীওয়ালী নিজ বাড়ীতে কখনও দক্ষিণ-হস্তের ব্যবস্থা করে না। মধ্যাহ্নে নিজে জমীদার-গৃহে গিয়া আহারাদি করিয়া আইসে; রাত্রের খাবার প্রভাত সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পাচক ব্রাহ্মণ তাহার বাড়ীতে দিয়া যায়। আহা! তাহার মূর্ত্তি দেখিলে লোকের "হরিভক্তি" উড়িয়া যায়; কিন্তু তাহার বিশেষ গুণ এই যে, সে বড়ই মিষ্টভাষিণী। ভদ্রলোকের কি প্রকারে শ্রদ্ধা ও সম্মান রাখিয়া কথা কহিতে হয়, তাহা সে বেশ জানে। ইহাই তাহার প্রধান গুণ। যেমন 'কোকিল যে কাল, তাহে কিবা আসে যায়? সুধার সদৃশ স্বরে সকলে ভুলায়! রূপেতে নয়ন ভোলে গুণে ভোলে মন, পূর্ব্বাপর এইরূপ জানে সর্ব্বজন।' এই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এ কথা যথার্থই খাটে, এই দেশে একটা চলিত কথায় বলিয়া থাকে, 'গুণের মাথায় ধর ছাতি, আর রূপের মাথায় মার লাথি'।"

দারোগা বাবু বলিলেন,—"দোকানি! আমার ইচ্ছা, একবার সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখি।" দোকানী বলিল,—"হুজুর! আপনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, সে ত তাহার সৌভাগ্যের কথা; কিন্তু আপনার বিষয় তাহাকে অগ্রে একবার জানাইলে ভাল হয়। তৎপরে

নির্দ্দিষ্ট সময়ের আপনাকে তথায় লইয়া যাইব।” এইরূপ স্থির করিলে দারোগা বাবু নিজ বাসাতে প্রতিগমন করিলেন।

এদিকে দোকানী সেই স্ত্রীলোকটির বাড়ীতে উপস্থিত হইল। অনেক দিনের পর তাহাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকটি কৌতুকচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল,—“আমার বাবু যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন রোজ প্রায়ই একবার করিয়া এ বাড়ীতে আসিতে; কিন্তু আজ দশ বার বৎসর হইল, তিনি পরলোকগত হইয়াছেন, ইহার মধ্যে কদিচ কখনও তোমাকে দেখিতে পাই। আজ আমার কি ভাগ্যি! কি মনে করে এ দাসীর বাড়ীতে পদধূলি দিতে আগমন হয়েছে?” এই সমস্ত কথা বলিয়া তাহাকে সমাদরে আসনপ্রদান করিল। দোকানী যথাস্থানে বসিয়া দারোগা বাবুর বিষয় তাহাকে জ্ঞাত করাইল। ইহাতে সে আনন্দের সহিত বলিল,—“তবে কাল অপরাহ্ণে এ দাসীর বাড়ীতে তাঁহাকে অবশ্য অবশ্য লইয়া আসিবে।” অনন্তর সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া দোকানী এ সম্বন্ধে আর কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিল।

সে রাত্রে আর রন্ধনাদি হইল না। দারোগার আদেশে রামদীন্ প্রভৃতি সকলে কিছু কিছু জলযোগের দ্রব্য কিনিয়া তাহাই আহার করত সে রাত্রে বিশ্রাম করিল। দারোগা বাবুও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শয়ন করিলেন।

প্রাতঃকালে দোকানী প্রাতঃকৃত্যসমাপনান্তে দোকান খুলিল এবং দোকান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া দারোগা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। দোকানীকে দেখিয়া দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এত প্রত্যূষে যে?” দোকানী বলিল,—“হুজুর! গতকল্য যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি তথায় গিয়াছিলাম। স্ত্রীলোকটি আপনার নাম শুনিয়া মহাসন্তোষের সহিত বলিল,—‘কাল বৈকালে তাঁহাকে লইয়া আসিও।’ আপনাকে এই সংবাদ দিতেই এখন আসিয়াছি।” এই বলিয়া দোকানী সত্বর তথা হইতে আসিয়া দোকানের কাজ-কর্ম্মে ব্যাপৃত হইল।

দোকানী চলিয়া গেলে দারোগা যথাসময়ে স্নান আহ্নিক সমাপনান্তে আহারাদি শেষ করিয়া লইলেন। আহারান্তে ধূমপান করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে গেলেন; কিন্তু নিদ্রা আসিল না। দেখিতে দেখিতে বেলা তৃতীয়

প্রহর অতীত হইল। তখন তিনি ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সেই দোকানে উপস্থিত হইলেন। দোকানী তাঁহাকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে গমন করিল। যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইলে, তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র বারাঙ্গনা মহাসম্মানের সহিত বসিবার জন্য প্রত্যেককে উপযুক্ত আসন-প্রদান করিল। দারোগা বাবু আসনগ্রহণ করিয়া চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"তাই ত; দোকানী যে সমস্ত কথা বলিয়াছিল, তাহা ত সমস্তই ঠিক দেখিতেছি।"

পূর্ব্বোক্ত যুবতীদ্বয়ের মধ্যে একজন রূপার ফর্সীতে সুগন্ধি তামাকু এবং দ্বিতীয় যুবতী রূপার সালুবোটে করিয়া উত্তম মসলাযুক্ত কতকগুলি পান সাজিয়া আনিয়া দারোগার সম্মুখে রাখিল। তৎপরে যুবতীদ্বয় একপার্শ্বে অতি সন্তর্পণে দাঁড়াইয়া থাকিল। দারোগা ধূমপান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে একটি একটি পানও খাইতে লাগিলেন। সেই যুবতীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের কাহার কি নাম?" দারোগা বাবুর এই প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা কে যে আগে নাম বলিবে, সেই জন্য উভয়েই পরস্পর ইঙ্গিত করিতে লাগিল। এইরূপে উভয়ে সকৌতুক ইঙ্গিত অনেকক্ষণ করিয়া অবশেষে একজন বলিল,—"আমার নাম মধুবালা," দ্বিতীয়া বলিল,—"আমার নাম মালকবালা," এই বলিয়া উভয়েই পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাড়ীওয়ালী একখানি রূপার বাটায় দশটি টাকা দারোগার সম্মুখে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণামান্তে বলিল,—"বাবু, যতদিন আপনি এখানে থাকিবেন, যাহা বাসাখরচ লাগিবে, তাহা এ দাসী দিতে প্রস্তুত আছে।" অনন্তর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"আমার বাবু যতদিন বাঁচিয়া-ছিলেন, ততদিন যে কোন ভদ্রলোক এই হাটে উপস্থিত হইতেন, বাবুই তাঁহার সমস্ত খরচপত্র যোগাইতেন। যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক এ পাপীয়সীর গৃহে পদধূলি দিলেন, যদি আজ এ হতভাগিনীকে পবিত্র করিলেন, তবে আপাততঃ এই যৎসামান্য পূজা গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। এখানে প্রত্যহ যাহা আপনার বাসা-খরচ বা অন্য যে কোন ব্যয় হইবে, তাহা গ্রহণ করিয়া এ দাসীর মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন।"

বারাঙ্গনার এইরূপ সরল ও মধুর আচরণে দারোগার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না; তিনি বলিলেন,—“বাড়ীওয়ালি! তোমার সদাশয়তার গুণে আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তোমার নাম কি?” সে বলিল,—“অধীনীর নাম জগৎসুন্দরী দাসী।” নাম শুনিয়া দারোগা মনে মনে ভাবিলেন,—“এ যেরূপ কুরূপা, কাহাতে ইহার এরূপ নাম কখনই উপযুক্ত হয় নাই, তবে ইহার গুণের জন্যই ইহার জগৎসুন্দরী নাম সার্থক হইয়াছে। কথায় বলে, ‘রূপে কি করে, গুণ থাকিলেই হয়।’ ইহার আকৃতিগত সৌন্দর্য্য কিছুই নাই বটে, বরং তদ্বিপরীতভাবই যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যাইতেছে, কিন্তু ইহার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যে যথেষ্ট আপ্যায়িত হইলাম।” অনন্তর তিনি বিদায় লইয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে উদ্যত হইলেন।

তখন জগৎসুন্দরী সসম্মানে দারোগাকে বলিল,—“বাবু! কি কারণে আপনার এই স্থানে শুভাগমন, আপত্তি না থাকিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা এ দাসীর নিকট বলিয়া কৃতার্থ করুন।” দারোগা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিলে জগৎসুন্দরী উত্তর করিল,—“বাবু! আপনি যে সকল লোকের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহারা সকলেই আমার বাবুর প্রজা, উহাদের ঐরূপ পাশবিক আচরণের জন্য আমার বাবু পূর্ব্বে পূর্ব্বে বলপূর্ব্বক পাইক দ্বারা ধৃত করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে অনেক শাস্তি দিয়া গিয়াছেন। এমন কি, দুরন্ত শীতে উহাদিগের হস্ত-পদ বন্ধন করাইয়া ক্রমাগত দুই চারি ঘণ্টা যাবৎ তাহাদের গায়ে ঠাণ্ডাজল ঢালাইয়া দিতেন। আবার প্রখর গ্রীষ্মের সময় ঐরূপে হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া সমস্ত দিন রৌদ্রে বসাইয়া রাখিতেন। অধিকন্তু লৌহশলাকা অগ্নিতে উত্তপ্ত করাইয়া দেহের স্থানবিশেষে ছাঁকা পর্য্যন্ত দেওয়াইতেন। তথাপি ঐ দুষ্টমতিগণ দস্যুবৃত্তি হইতে নিরস্ত হইত না। আশ্চর্য্যের বিষয়, কেহ উহাদিগকে দস্যুবৃত্তির জন্য আটক করিয়া রাখিতে পারে না। তাহার কারণ, দস্যুদলপতির মাতার মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে তাহারা আবদ্ধাবস্থা হইতেও রাত্রিমধ্যে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে স্ব স্ব আবাসে উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ বার বার দেখিয়া শুনিয়া আমার বাবু এক প্রকার পরাস্ত মানিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন। আমি তাঁহারই আশ্রিতা। এই ঘর-বাড়ী যাহা কিছু

দেখিতেছেন, সমস্তই তিনি আমাকে দয়া করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই যে উপস্থিত পুত্র-সন্তানটি দেখিতেছেন, এ সন্তানটি তাঁহার। এক্ষণে সংসারে তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা ও জামাতা আছেন; এতদ্ভিন্ন দাস-দাসী প্রভৃতিও আছে। তাঁহার বাড়ীও বোধ হয়, দেখিয়া থাকিবেন। যে পুষ্করিণীতে স্নানার্থ গিয়া থাকেন, সন্নিকটে যে একখানি উপবন-বেষ্টিত সুন্দর বাড়ী দেখিয়াছেন, সেই বাড়ীই আমার বাবুর। তিনি এতদঞ্চলের জমীদার। আমাকে তিনি কোন অসুখে রাখিয়া যান নাই। এক্ষণে আপনার নিকট বিনীত নিবেদন এই, যে কয়দিন এখানে অবস্থিতি করিবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক এ দাসীর-বাড়ীতে এক একবার পদধূলি দিবেন।" এই বলিয়া দোকানীকে বলিল,—"দারোগা বাবুর বাসা-খরচ যাহা কিছু লাগিবে, তাহা তুমি আমার নামে খরচ লিখিয়া দিবে।" পরে জগৎসুন্দরী দারোগাকে প্রণাম করিল। তখন দারোগা বাবু সেই দশটি মুদ্রা গ্রহণ করিলেন।

দারোগা ও দোকানী তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। দোকানী দোকানে ঢুকিল, দারোগা নিজ বাসা-ঘরে উপস্থিত হইলেন। রামদীন তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু! আজ মধ্যাহ্নভোজনের পরে কোথায় গিয়াছিলেন?" তিনি যেখানে গিয়াছিলেন, তদুত্তরে তাহার সমস্তই তাহার নিকট বলিলেন। পরে বৈকালিক কার্য্যসমাপনান্তে সকলে শয়ন করিল। যেমন শয়ন, অমনি শান্তিদেবীর ক্রোড়ে প্রসুপ্ত।

আজ ছাঁচিয়াদহের হাট। প্রাতঃকাল হইতে দূরবর্ত্তী স্থানের দোকানী-পসারী আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমেই জনতা-বৃদ্ধি। এদিকে দারোগা বাবু ও ছদ্মবেশী পুলিসকর্ম্মচারিগণ নিদ্রা হইতে উঠিয়া লোকের কলরব শুনিতে পাইলেন। তখন দারোগা রামদীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ এত গোলমাল কিসের?" রামদীন বলিল,—"হুজুর! আজ হাটবার।" দারোগা তখন হাট দেখিবার ইচ্ছায় ছদ্মবেশে বহিষ্কৃত হইলেন। হাটের চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিয়া আসিতে গেলে ন্যূনকল্পে দুই তিন ঘণ্টা সময়ের আবশ্যক। দারোগা ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাট দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু যে অভিপ্রায়ে তিনি বহিষ্কৃত হইয়াছেন, তৎসিদ্ধির কোন লক্ষণই তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল না। ক্ষুণ্নমনে ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে যাইতে যাইতে তিনি একটা

ফাঁকা জায়গায় গিয়া পড়িলেন। দারোগা তথায় দাঁড়াইয়া কোন্ দিকে যাইবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে পূর্ব্বোত্তরকোণে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দেখেন, কতকগুলি রাখাল-বালক খেলা করিতেছে। তাহাদিগকে খেলিতে দেখিয়া দারোগা সরাসর তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিলেন। সকৌতুকে কে হারিল, আর কে জিতিল, দেখিতে লাগিলেন এবং তাহাদের উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ জেতৃপক্ষের প্রত্যেক বালককে একটি করিয়া পয়সা প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে পরাস্ত-পক্ষের বালকেরা দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় খেলা আরম্ভ করিল। এইরূপে যাহারা জিতিল, তাহাদিগকে দারোগা পয়সা দিতে লাগিলেন। পয়সা পাইয়া রাখাল-বালকগণ তাঁহার এক প্রকার বশতাপন্ন হইয়া পড়িল। তাঁহার বসিবার জন্য পত্রযুক্ত বৃক্ষশাখা কতকগুলি ভাঙ্গিয়া আনিয়া দিয়া বলিল,—"বাবু! আপনি এইগুলি পাতিয়া বসুন, আমরা খেলা করি।" দারোগা ভাবিলেন,—"যা হউক, ইহারা এতক্ষণ পরে আমাকে বসিতে আসনপ্রদান করিল, বোধ হয়, ক্রমে ইহাদের দ্বারা আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে।" এই ভাবিয়া সেই পল্লবিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষশাখাগুলির উপরে উপবেশন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে একটি নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি ক্রীড়ামত্ত দুইটি বালককে নিকটে ডাকিলেন। ডাকিবামাত্র সে দুইটি যেমন আসিবে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বালক খেলা ছাড়িয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দারোগা বলিলেন,—"দেখ্, তোরা আর সকলে খেলা কর; কেবল এই দুইজনে গিয়া চিড়া-গুড় কিনিয়া আনুক্। এই বলিয়া পটেক হইতে একটি অর্দ্ধমুদ্রা বাহির করিয়া একজনের হাতে দিলেন। অমনি দুইজনে তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে হাটের ভিতর গিয়া আট আনার চিড়া-গুড় ক্রয় করিয়া লইয়া ছুটিয়া আসিল এবং সেগুলি দারোগার সম্মুখে আনিয়া রাখিল। তদ্দর্শনে সমস্ত বালক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিল। তিনি প্রত্যেককে পরিমাণমত চিড়া-গুড় দিতে লাগিলেন। তাহারা পাদ-প্রসারণপূর্ব্বক মনের আনন্দে খাইতে লাগিল। তখন দারোগা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ রে! তোরা বলিতে পারিস্, এই ছাঁচিয়াদহ গ্রামে তাজ্জব আলি নামক এক ব্যক্তি থাকে? তাহাকে তোরা কি চিনিস্?" শুনিয়া এক বালক বলিল,—"হাঁ বাবু,

আমি তাহাকে খুবই চিনি। আমার বাজী তাহার সঙ্গে কাজ-কর্ম্ম করে।" আর একটি বালক বলিল,—"হাঁ বাবু, আমিও তাহাকে জানি, আমার 'চাচা' তাহার সঙ্গে প্রায় প্রতি রাত্রে কোথায় যায়।" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে আর একটি বালক বলিল,—"বাবু, আজ কয়দিন হইল, আমার বাজী তাহার সঙ্গে রাত্রে কোথায় গিয়াছিল, তাহাতে দুগীমায়ীর গায়ের ঢের গয়না আনিয়াছিল। আর অনেক রকমের বেশ চক্‌চকে আমার গায়ের বহুৎ জামা আনিয়াছিল, এ ছাড়া কত টাকা পয়সা, কত জিনিসপত্র যে আনিয়াছিল, তাহার নিকাশ নাই। এই সমস্ত কিন্তু কিছুই আমার বাজীকে দেয় নাই; এই জন্য আমার ফুপু ও খালু তাহার [illegible] সাথে একদিন অনেক কেজিয়া করিয়াছিল। তার পর বাবু, একদিন রাত্রে কোথা হইতে একটা লোক আসিয়া আমার বাজীকে ঘুম হইতে তুলিয়া লইয়া যায়। আমার 'দানভাই' ফজিরে উঠিয়া বাজীর খবর তাজ্জব আলির বাড়ীতে জানিতে গিয়াছিল, তাহাতে সে বলিল, 'আমি তাহার কোন খবর বলিতে পারি না'।" এইরূপ কথা চলিতেছে, এমন সময় আর একটি বালক তথা হইতে লাফাইয়া বলিল,—"বাবু, পর্শুদিন ছকুর বখৎ তাজ্জব আলি আর আমার 'নানা' পাঁচ ছয়জন লোকের সাথে মিলে বহুৎ টাকা, বহুৎ জিনিসপত্র, আর ঢের কাপড়-চোপড় এনেছে।" এইরূপে প্রায় সমস্ত বালকই এইরূপ ইষ্টসিদ্ধি-সূচক নানা কথা বলিল, তাহাতে দারোগা উপস্থিত ঘটনার অনেকটা সন্ধান পাইলেন। তৎপরে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ রে! তাজ্জব আলি ও তার লোকেরা দিনের বেলায় কোথায় থাকে, বলিতে পারিস্? এ কথা যে বলিতে পারিবে, তাহাকে আমি (পকেট হইতে বাহির করিয়া) এই সিকিটি দিব।" সিকিটি সকলে দেখিল বটে, কিন্তু উপস্থিত বালকদিগের মধ্যে কেহই তাহা বলিতে পারিল না। এমন সময় অন্য একটি বালক তথায় আসিয়া এই কথা শুনিয়া বলিল,—"বাবু, আমি তাদের খবর বল্‌তে পারি।" দারোগা বলিলেন,—"যে বলিতে পারিবে, তাহাকেই এই সিকিটি দিব।" তখন সেই বালকটি বলিল,—"বাবু, ঠিক দিবে ত?" দারোগা বলিলেন,—"নিশ্চয়ই দিব।" এই বলিয়া সিকিটি তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। বালক সিকিটি পাইয়া আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া হাসিতে

হাসিতে বলিল,—"বাবু, তাজ্জব আলি আমার 'খালা' হয়। আমার বাজীও তার সাথে প্রায় ফি রাত্রেই কাজ কত্তে চলে যায়। আজ কয়দিন যাবৎ তারা তার বাড়ীর উত্তরদিকে যে পুকুর আছে, সেই পুকুরের উত্তর-পাড়ে বড় একটা গর্ত্ত করিয়া ঘরের মত করেছে। দিনের বখৎ তাহারা সেই ঘরের ভিতর ঘুমিয়া থাকে, আর সাঁঝ হ'লে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নিজ নিজ বাড়ীতে যায়। বাবু, সেই পুকুরটির পাড়ে অত্যন্ত জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটা সংকীর্ণ পথ আছে, সেই পথ দিয়াই যাতায়াত করা যায়। ফজির না হ'তে হ'তেই তারা গর্ত্তের ভিতরে যায়। এক দিন আমি আমার বাজীর সাথে গিয়ে সেই গর্ত্তের ভিতর সারাদিন ঘুমিয়েছিলাম। যখন আমি খেতে চাইতাম, তখন বাজী আমাকে 'নাস্তা' বার করে দিত, আর নিজেও খেতো।"

এই সমস্ত কথা শুনিয়া দারোগা উপস্থিত রহস্যজনক ব্যাপারের কূল পাইলেন ভাবিয়া তাঁহার মনে মনে আশার সঞ্চার হইল। তিনি আর বালকদিগকে কোন প্রশ্ন না করিয়া কেবল এইমাত্র বলিলেন,—"কাল তোরা খেলিতে আসিস্, তাহা হইলে আবার পয়সা দিব।" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে চলিয়া আসিয়া সরাসর সাবায় উপস্থিত হইলেন; আসিয়া রামদীন্‌কে বলিলেন,—"রামদীন্! শীঘ্র আমার নিকট আইস।" রামদীন্ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"হুজুর! কি আজ্ঞা হয়?" অনন্তর তিনি রাখাল-বালকগণের নিকট দস্যুদের যে প্রকার অনুসন্ধান পাইয়াছেন, তাহা রামদীন্‌কে আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। রামদীন্ বিস্মিত হইয়া বলিল,—"হুজুর! তাই বুঝি, আসিতে আপনার এত বেলা হইল?" দারোগা বলিলেন,—"রামদীন্! যাহাদিগকে দস্যু-দিগের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছি, আজ পর্য্যন্ত তাহারা প্রত্যাগমন করিল না, বিশেষতঃ আরও দুই ডজন লোক না হইলে, উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে সাহস হয় না। কাল তুমি আর একজনকে সঙ্গে লইয়া জেলার পুলিস-সাহেবের নিকট যাইও, আমি রাত্রিতেই একখানা রিপোর্ট লিখিয়া রাখিব।" রামদীন্ দারোগাকে সেলাম দিয়া প্রস্থান করিল; বাসায় আসিয়া সকলেই বিশ্রাম করিল।

হইতে পারি নাই।” ইহা শুনিয়া দারোগা তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না; কেবল মাত্র বলিলেন,—“আজ তোমরা আহারাদি করিয়া বিশ্রাম কর, আগামী কল্য প্রত্যূষে দস্যুদিগকে গ্রেপ্তার করিতে যাইতে হইবে।” আদেশ পাইয়া তাহারা তাঁহাকে সেলাম দি[য়া] প্রস্থান করিল।

এদিকে দারোগা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া নিশ্চিন্তমনে শয্যোপরি বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। সে রাত্রে নিদ্রা-সুখের কোন বিঘ্ন ঘটিল না।

প্রভাত হইল। দারোগা সগণে নৌকায় উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে গমন করিলেন। যথাসময়ে নৌকা তিনখানি সেই বাঁধা রাস্তার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন দারোগা তাঁহার দলবল সহ নৌকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক সরাসর সেই পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, সে স্থানটি বড়ই জঙ্গলময়। ভাবিলেন, “সরল-প্রাণ রাখাল-বালকগণের কথায় বিশ্বাস করিয়াই এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমুদ্যত হইয়াছি; কিন্তু পরিণাম বুঝিতে পারিতেছি না। সকলই ভগবান্ জানেন।” এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি সেখানে কোন পথ আছে কি না, ইহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নানারূপ অনুসন্ধানের পর দেখিতে পাইলেন, ঐ নিবিড় জঙ্গলা-কীর্ণ স্থানের মধ্যে দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ রহিয়াছে। সেই পথটি আবার তাজ্জব আলির ভিতর বাড়ীর দিক্ হইতেই আসিয়াছে। তখন সকলে ঐ পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে পথের আর কোন চিহ্ন পাই-লেন না। তখন দারোগা সদলবলে তথায় দাঁড়াইয়া, অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় তন্নিকটবর্ত্তী সমতল-ভূমির এক স্থানে কতকগুলি দূর্ব্বাদলের চাপ কৃত্রিমভাবে বসান দেখিতে পাইলেন। তদ্দৃষ্টে তৎক্ষণাৎ সকলে মিলিয়া ঐ সমস্ত দূর্ব্বাদলের চাপ যেমন উপড়াইয়া ফেলিতে লাগিল, অমনি সেখানে বাঁশের একখানি ঝাঁপ দৃষ্ট হইল। তখন তিনি দলবলদিগকে তাহা উঠাইয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ চারি পাঁচজন মিলিয়া তাহা তুলিয়া ফেলিল। তৎপরে দারোগা নিম্নদিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, মধ্যে কতকগুলি লোক ঘোর নিদ্রার

অভিভূত। তদ্দর্শনে অধীনস্থ লোকজনকে বলিলেন,—"ঐ দেখ! বেটারা কেমন গুপ্তগৃহে লুক্কায়িতভাবে নিভাবনায় নিদ্রা যাইতেছে।" গণনায় দৃষ্ট হইল, মোট চৌদ্দজন লোক তথায় নিদ্রা যাইতেছে। অবশেষে দারোগার আদেশে চব্বিশজন কনেষ্টবল লৌহ-শৃঙ্খল ও হাতকড়ী প্রভৃতি লইয়া তন্মধ্যে নামিতে উদ্যত হইলে, অকস্মাৎ দস্যুদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন দারোগা দলবল-দিগকে একপাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিলেন। হুকুম পাইয়া তাহারা ঠিক গুপ্তগৃহদ্বারের চতুর্দ্দিকে সঙ্গোপনে থাকিল। গৃহের দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া একজন মাত্র দস্যু যেমন তন্মধ্য হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি তাহাকে চারি পাঁচ জনে ধরিয়া লৌহশৃঙ্খল দ্বারা তাহার হস্ত-পদ বন্ধন করিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল দস্যুই লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে, পুনরায় দারোগা বাবু গুপ্তগৃহমধ্যে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, তন্মধ্যে আর জনপ্রাণীও নাই। পরে তাহাদিগের প্রত্যেককে দুইজন করিয়া কনেষ্টবলে ধরিয়া লইয়া ঐ স্থান ভেদ করিয়া বাহির হইল। অতঃপর আর কোন দিক্ লক্ষ্য না করিয়া সরাসর সকলে নৌকার নিকটে পৌঁছিয়া অগ্রে দস্যুগণকে নৌকায় তুলিয়া দিয়া প্রত্যেককে নৌকার সহিত দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিল। অধিকন্তু কনেষ্টবলেরা মধ্যে মধ্যে তাহাদের পাহারায় থাকিল। দারোগা বাবু যে নৌকাতে উঠিলেন, তাহাতে কেবলমাত্র রামদীন্ ও অন্য তিনটি কনেষ্টবল রহিল। তখন দারোগার আদেশে মাঝিরা তৎক্ষণাৎ নৌকা জেলার অভিমুখে বাহিয়া চলিল। যথাসময়ে নৌকাগুলি নিরাপদে জেলার ঘাটে গিয়া পৌঁছিল। তখন দারোগা বাবু অগ্রে নৌকা হইতে নামিয়া আসামী-দিগকে সতর্কতার সহিত নামাইতে অধীনস্থ লোকদিগকে আদেশ করিলেন। আসামীগণ পাহারাবেষ্টিত হইয়া নৌকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক পুলিসকোর্টের দিকে গমন করিল। যথাসময়ে দারোগা দলবল লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি পুলিস-সাহেব যে কক্ষে বসিয়াছিলেন, তথায় যাইয়া তাঁহাকে সেলাম দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন পুলিস-সাহেব তাঁহাকে বসিতে আদেশ করিলে তিনি যথাস্থানে আসনগ্রহণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুলিস-সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত দিন পরে এই আসামী-দিগকে কি প্রকারে অনুসন্ধান করিয়া গ্রেপ্তার করিলে?" দারোগা আদ্য-

পূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে সাহেব দারোগার উপস্থিত বুদ্ধি ও কার্য্য-কৌশলতার বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। এইরূপ বুদ্ধি-চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া যে এতাদৃশ নির্জ্জন গুপ্তগৃহের অনুসন্ধান করণানন্তর ইহাদিগকে সেই দুর্গম স্থান হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছে, সে জন্য সাহেব তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"এই কার্য্যের জন্য অচিরেই তোমার বাহাতে পদোন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে আমি বিশেষ মনোযোগী থাকিব।" অনন্তর বেলা অপরাহ্ণ দেখিয়া পুলিস-সাহেব আসামীদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আহার করিতে দিলেন। আহারান্তে তাহারা গারদ-ঘরে চাবিবদ্ধ অবস্থায় সে দিনের মত অবস্থিত রহিল।